প্লেটোর সংলাপ

[সক্রেটিসের বিচার এবং মৃত্যুর কাহিনী সংবলিত]

সরদার ফজলুল করিম অনূদিত

ভূমিকা / মুখবন্ধ / অনুবাদকের কথা

প্লেটোর সংলাপ [সক্রেটিসের বিচার এবং মৃত্যুর কাহিনী সংবলিত]

সরদার ফজলুল করিম অনূদিত

এ কাহিনীকে যারা নিজেদের জীবনের অপরিহার্য এক সাথিত্বে পরিণত করে তুলেছেন এবং তুলবেন :

তাদের উদ্দেশে

প্যাপিরাস সংস্করণের ভূমিকা

‘প্লেটোর সংলাপ’ শিরোনামের গ্রন্থখানির বর্তমান সংস্করণটি ষষ্ঠ সংস্করণ। এটি প্রকাশ করছেন। প্যাপিরাস প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০০২ সালে। হিসাব করে দেখলে, গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৩ সনে। প্রথমটি ১৯৬৪ সনে। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে। আমি তখন বাংলা একাডেমীর সংস্কৃতি বিভাগের একজন কর্মী। ১৯৭৩ সনের উল্লেখ যখন করি তখন বলতে হয়, স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশ। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা।

ব্যক্তিত্ব বলে একটি কথা আছে। একটি ক্রিয়াশীল অস্তিত্ব। তারও বয়স হয়। বয়স বৃদ্ধি পায়। সেদিক থেকে ‘প্লেটোর সংলাপ’-এর বয়স এখন থেকে ত্রিশের অধিক। প্রায় চল্লিশ বছর।

এইকালে আমাদের এই মাতৃভূমিতে নানা যুগান্তকারী ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সেসব ঘটনার সঙ্গে বিভিন্নভাবে আমিও মানসিকভাবে সম্পর্কিত হয়েছি। এই সম্পর্কের নানা স্মৃতি এবং আমার কিছু সার্থকতাবোধও আমার মনে জমেছে। আনন্দবোধও। আমাদের তরুণ প্রজন্মের হাতে প্লেটো রচিত সক্রেটিসের বিচার এবং মৃত্যুর কাহিনীটিকে বেনজামিন জোয়েটের ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের হাতে পৌঁছে দেওয়ার আনন্দবোধ। এটি কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। বাংলা সাহিত্যেরও ব্যাপার। আন্তর্জাতিকভাবে প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের উচ্চারণ এরূপ যে : সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যুর যে-কাহিনী দার্শনিক প্লেটো অতুলনীয়ভাবে মানুষের জন্য রেখে গেছেন, তার আভাস ও পরিচয় অন্তত অনুবাদের মাধ্যমে, যে-ভাষা ও সাহিত্যে রক্ষিত নয়, সে ভাষা ও সাহিত্য সে-কারণে অধিকতর দরিদ্র। আমার সার্থকতা এবং আনন্দবোধ এই যে, আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্মের সর্বত্র, আমার শিক্ষকতার স্থানে যেটুকু সম্পর্ক তৈরির সৌভাগ্য ঘটেছে তার মাধ্যমে আমিও দেখেছি বুদ্ধি এবং বোধে দীপ্তিমান আমাদের ছাত্র-ছাত্রী এবং পাঠকবর্গ ‘প্লেটোর সংলাপ’ পাঠ করে আন্তরিক উদ্দীপনা বোধ করেছেন।

এতদিনে ‘প্লেটোর সংলাপ’ শিরোনামের সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যুর কাহিনী আমাদের বাংলা সাহিত্যে একটি নিজস্ব অস্তিত্ব তৈরি করেছে। আমাদের তরুণ নাট্যকারগণ নানা স্থানে এই মহৎ কাহিনীটিকে মঞ্চস্থ করে দর্শকবৃন্দকে উদ্দীপিত করার চেষ্টা করেছেন। তাদের সে চেষ্টার সংবাদ আমাকেও অনুপ্রাণিত করেছে।

যে-কোনো মহৎ গ্রন্থেরও জীবন হিসাবে একটা সীমাবদ্ধতা থাকে। প্লেটোর সংলাপ’ও সে সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে নয়। তথাপি একথাও সত্য যে, মানবজীবনের মহৎ ঐতিহ্যের ভাণ্ডারের কোনো মহৎ ঐতিহ্যেরই মৃত্যু ঘটে না। যুগ থেকে যুগান্তরের জীবন সংগ্রামের সৈনিকদের সে ঐতিহ্য উদ্দীপিত করে চলে।

আমার ব্যক্তিগত জীবনের সীমান্তের নিকটবর্তী হয়ে মৃত্যুহীন মহৎ ঐতিহ্যের সেই বোধে আমিও উদ্দীপিত বোধ করছি এবং আমাদের উত্তর প্রজন্মের হাতে মহৎ জীবনের মৃত্যুঞ্জয়ী বোধের বাহক হিসাবে ‘প্লেটোর সংলাপ’খানিকে তাদের হাতে আনন্দের সঙ্গে স্থাপন করে যাচ্ছি। ‘প্লেটোর সংলাপ’-এর বর্তমান সংস্করণের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কর্মীর কাছে আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা।

সরদার ফজলুল করিম

ফেব্রুয়ারি ২০০২

পঞ্চম সংস্করণের মুখবন্ধ

প্লেটো রচিত সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যুর কাহিনী এবং সাহিত্য হিসাবে বিশ্বসাহিত্যে এবং জ্ঞানের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। পৃথিবীর এমন কোনো ভাষা ও সাহিত্য নেই, যে ভাষা ও সাহিত্যে অন্তত অনুবাদের মাধ্যমে এই কাহিনী তার অপরিহার্য অংশে পরিণত না হয়েছে। বাংলা একাডেমীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ যে, তারা বিশ্বসাহিত্যের এই চিরায়ত কাহিনীর বাংলা অনুবাদটির পঞ্চম সংস্করণটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

'সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যুর কাহিনী' পাঠক মাত্রকেই একটি মহৎ দর্শনবোধে উদ্বুদ্ধ করে। এমন বোধি পাঠকদের দাবিতেই সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যুর কাহিনী সংবলিত 'প্লেটোর সংলাপ' বারংবার পুনর্মুদ্রিত ও পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। এটি আমাদের বাংলা ভাষার জন্য একটি গর্বের বিষয়। আজকের এই ২০০০ সাল থেকে পেছনের দিকে তাকালে ১৯৬৪ সালে এই অনুবাদের প্রথম প্রকাশের স্মৃতি প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বের স্মৃতি। যথার্থভাবে তারও পূর্বের স্মৃতি। কারণ রাজবন্দি হিসাবে আমার দীর্ঘকালের কারাবাসের পরে ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমীতে তার একজন অনুপ্রাণিত কর্মী হিসাবে যোগদানের সময় থেকেই এই চিরায়ত সাহিত্যকর্মটির বাংলা অনুবাদ আমার সীমাবদ্ধ শক্তি দিয়ে সাধন করার সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেছিলাম। আমার স্নেহভাজন ছাত্র-ছাত্রী এবং সুধী পাঠকবর্গের নিকট থেকে বিচিত্র সব ঘটনার মধ্য দিয়ে যে অনুপ্রেরণা আমি লাভ করে এসেছি তার জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। এর মধ্যে একটি সার্থকতাবোধও আমাকে অনুপ্রাণিত করে। আমার নিজের এমন একটি প্রত্যয় তৈরি হয়েছে যে, আমার অবর্তমানেও আমাদের অনাগত প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ তরুণী এবং পাঠকবর্গ প্লেটো রচিত 'সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যুর কাহিনী'টিকে তাঁদের নিজেদের জীবনের এক অপরিহার্য সাথীতে পরিণত করে রাখবেন। এই সার্থকতাবোধের চাইতে বড় কোনো প্রাপ্তির কথা আমি চিন্তা করতে পারিনে। এমন চিন্তাই আমাকে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও জীবনের মৃত্যুঞ্জয়ী বিশ্বাসে আমাকে উদ্বুদ্ধ করে গেল।

'প্লেটোর সংলাপ'-এর বর্তমান সংস্করণের মুদ্রণ এবং প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মী এবং সুহৃদদের প্রতি রইল আমার অপার প্রীতিবোধ এবং কৃতজ্ঞতা।

সরদার ফজলুল করিম

মার্চ ২০০০ সাল

চতুর্থ সংস্করণের মুখবন্ধ

আজ থেকে পঁচিশ বছরেরও পূর্বে ‘সক্রেটিসের জবানবন্দী’, ‘সক্রেটিসের কারাগমন’ এবং ‘সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ড’ এবং আরো কয়েকখানি সংলাপ নিয়ে ‘প্লেটোর সংলাপ’ নামে আমার অনূদিত সংলাপ কয়টির বর্তমান চতুর্থ সংস্করণ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চাই।

এটি নিবেদন নয়। এটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ! আমার কৃতজ্ঞতা বাংলা ভাষার ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক ও সুহৃদ সেই পাঠকবর্গের কাছে যাদের নিরন্তর তাগিদে ‘প্লেটোর সংলাপ’-এর চতুর্থ সংস্করণটি প্রকাশিত হচ্ছে। আমার কৃতজ্ঞতা বাংলা একাডেমীর কর্তৃপক্ষ এবং প্রেস, প্রকাশনা ও মুদ্রণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমার স্নেহ-শ্রদ্ধার পাত্র, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাছে যারা যত্নসহকারে বইখানির চতুর্থ সংস্করণের মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ সমাপ্ত করেছেন।

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত এবং বিস্তারিত করার যে ব্রত নিয়ে বাংলা একাডেমী একদিন এ দেশের সংগ্রামী তরুণ প্রজন্মের রক্তাক্ত ভাষা-আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের সেই ব্রত পালনে বাংলা একাডেমীর আন্তরিকতার একটি প্রকাশ ‘প্লেটোর সংলাপ’-এর চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রণের মধ্যে যে প্রকাশিত হচ্ছে, সেটি পাঠকসাধারণ স্বীকার করবেন।

বিশ্বের জ্ঞানের ইতিহাসের অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্লেটো। সক্রেটিস যেমন ইতিহাসের, তেমনি প্লেটোর অমর এক সৃষ্টি। ‘সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যুর কাহিনী’ পৃথিবীর যে ভাষাতে অন্তত অনুবাদের মাধ্যমেও রক্ষিত নেই, সে ভাষা সেই কারণে সেই পরিমাণে যে দরিদ্র, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই অনুভূতি থেকেই আমি একদিন প্লেটোর রচিত এই কাহিনী ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় অনুবাদের আগ্রহ পোষণ করেছিলাম। আমার অক্ষমতার কথা আমি জানি। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা থেকে নিজেকে অব্যাহতি দানের অপরাধবোধই আমাকে এই অক্ষম কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রথম প্রকাশের পর থেকে সুহৃদ পাঠকবর্গের নিরন্তর আগ্রহ এবং উৎসাহের নানা ঘটনা ও অভিজ্ঞতার যে সাক্ষাৎ আমি বিগত পঁচিশ বছর যাবৎ লাভ করে এসেছি সেটি আমার অক্ষম জীবনবোধেও কিছুটা সার্থকতার অনুভূতি সৃষ্টি করেছে।

সেই সার্থকতার অনুভূতিটি প্রকাশের অধিক চতুর্থ সংস্করণের এই মুখবন্ধটিতে আর কিছু বলার নেই।

সরদার ফজলুল করিম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর ১৯৯২

তৃতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

‘প্লেটোর সংলাপ’ বাজারে নেই কেন তরুণ ছাত্র-ছাত্রী এবং সাহিত্যানুরাগী পাঠকদের এমন তাগিদ এবং প্রশ্নের জবাবে বাংলা একাডেমী যে ‘প্লেটোর সংলাপ’-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করছে, এটি আনন্দের কথা। এবং এমন বই এর জন্য যে পাঠকবর্গ তাগিদ দিয়েছেন, বিরাজমান অন্ধকার এবং হতাশার মধ্যে সেই ঘটনাটি আমাদের জন্য অপরিসীম অনুপ্রেরণারও বিষয়।

এই প্রসঙ্গে ‘প্লেটোর সংলাপ’-এর অনুবাদক হিসাবে ব্যক্তিগত জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা আজ আবশ্যক বোধ করছি।

কয়েক বছর পূর্বের ঘটনা। ১৯৭৪ কিংবা ১৯৭৫ সাল। সাংসারিক বিষয়গত একটি ফর্ম ঢাকার একটি ব্যাঙ্কের কোনো একটি অফিসে পেশ করার জন্য হাজির হয়েছি। দেখলাম, দীর্ঘ লাইন পড়েছে একটি ফর্ম জমা দেবার জন্য। আমি তখনো অনেক পেছনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার সামনে যারা রয়েছেন তাদের ফর্ম ক্রমান্বয়ে জমা হচ্ছে। তার প্রয়োজনীয় সিলমোহরকরণ এবং রসিদ প্রদান চলছে। আস্তে আস্তে লাইন অগ্রসর হচ্ছে। আমি অগ্রসর হতে হতে কাউন্টার বা ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট ঘুলঘুলির প্রায় নিকটবর্তী হয়েছি। আশা হচ্ছে পরের ফর্মটিই আমার হবে এবং আমার ডাক পড়বে। একটু পরে যথার্থই আমার ডাক পড়ল। কাঁচের বেড়ার ওপাশ থেকে চেয়ারে বসা করনিক ভদ্রলোক সজোরে আমার নাম ধরে বার দুই ডাক দিলেন : সরদার ফজলুল করিম কে? কে সরদার ফজলুল করিম? ডাকটার মধ্যে কিছুটা অস্বাভাবিকতা ছিল। অপর কারুর ব্যাপারে ইনি তো এমনভাবে ডাকেন নি। কোনো ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে কি? শঙ্কিত মনে জবাব দিলাম : আমি সরদার ফজলুল করিম। কেন কি হয়েছে? কাউন্টারের ওপাশ থেকে ভদ্রলোক সন্দেহমিশ্রিত সুরে আবার বললেন : আপনি সরদার ফজলুল করিম? এ ফর্ম আপনি দিয়েছেন? এ ফর্ম আপনার? আমি অধিকতর শঙ্কিতভাবে বললাম : হ্যাঁ, আমিই সরদার ফজলুল করিম। এ ফর্ম আমি জমা দিয়েছি। কিন্তু অসুবিধাটা কি?

এবং তারপরেই জবাব এল : আপনি ‘প্লেটোর সংলাপ’ লিখেছেন? সেই মুহূর্তটিতে আর যে কোনো জবাবই আমি প্রত্যাশা করি নি কেন, এমন জবাবটি আশা করি নি। এমন জবাবের কথা আমি কল্পনা করতে পারি নি।

এবার আমি সবিনয়ে বললাম : আমি তো লিখি নি। প্লেটোর রচনা। আমি অনুবাদ করেছি।

ব্যাঙ্ক কাউন্টারের একজন মধ্যবিত্ত কর্মচারী, সেই প্রশ্নকারী হাতের কলমটি মুহূর্তখানেক স্থির রেখে বললেন : খুব সুন্দর হয়েছে।

কর্মব্যস্ত লাইনে দাঁড়িয়ে কাঁচের বেড়ার ওপাশের সেই আগ্রহী পাঠকের ‘প্লেটোর সংলাপ’-এর এমন সপ্রশংস উক্তির কোনো জবাব আমি দিতে পারি নি। তার সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ ঘটে নি। পেছনের মানুষের চাপে কাউন্টারের কাজ সমাধা করে আমাকে সেদিন বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে প্লেটোর সংলাপ’ অনুবাদের যে সার্থকতা-বোধটি আমার মনে জেগেছিল তার সঙ্গে আর কোনো সার্থকতা বা প্রাপ্তির কোনো তুলনা চলে না।

প্লেটোর দর্শন ও সাহিত্য সৃষ্টির কিছু নমুনার এমন অনুবাদের সকল সীমাবদ্ধতা এবং ত্রুটি সত্ত্বেও এর প্রয়োজন এখানে যে বাংলাতে এই অনুবাদটি যদি নিষ্পন্ন না হতো তা হলে হয়তো এই বাঙালি পাঠকের কাছে প্লেটোর সাহিত্যসৃষ্টির কোনো নমুনা আদৌ পৌঁছতে পারত না। এবং তিনি এবং তার সমপর্যায়ের সংখ্যাহীন পাঠককে আমরা প্লেটোর অনুপম সৃষ্টির রসাস্বাদনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখতাম। সেই পাঠকদের দাবিতেই ‘প্লেটোর সংলাপ’-এর তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশ সম্ভব হল। এমন আগ্রহী পাঠকদের কাছে আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা।

সরদার ফজলুল করিম
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নভেম্বর ১৯৮২

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

প্রথম প্রকাশের প্রায় সাত বছর পর ‘প্লেটোর সংলাপ’-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। একদিকে আমাদের ভাষা, শিক্ষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন সংকট চলছে, তেমনি আবার ‘প্লেটোর সংলাপ’-এর ন্যায় চিরায়ত সাহিত্যের পুনঃপ্রকাশের ন্যায় আনন্দ এবং উৎসাহজনক ঘটনাও, সংঘটিত হচ্ছে। এটি

ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে অনুপ্রেরণাদায়ক। প্লেটোর রচনার স্বাদ অনুবাদের মাধ্যমে হলেও বাংলা ভাষার পাঠক সাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে একদিন প্লেটোর সংলাপের মধ্য থেকে কয়েকটি সংলাপ আমি অনুবাদ করেছিলাম। বাংলা একাডেমী তা প্রকাশ করেছিলেন। বিগত সাত বছরে জাতীয় জীবনে বিরাট রাজনীতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তা লাভ করেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে বৈদেশিক বৈরী শক্তির বাধা আজ অপসারিত। আজ দেশের ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগীদের অকৃত্রিমতা এবং একনিষ্ঠতা প্রমাণের দায়িত্ব সমুপস্থিত। শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা আর আজ আর ঘোষণার অপেক্ষা রাখে না এবং এ ক্ষেত্রে ঘোষণামাত্রই আর যথেষ্ট নয়। বৈদেশিক কোনো ভাষায় শিক্ষাদানের কৃত্রিম অবস্থার অবসান আজ স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় দায়িত্ব এবং কর্তব্য। এ দায়িত্ব সম্পাদনে যেমন মৌলিক সৃষ্টির আবশ্যকতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে বৈদেশিক সকল ভাষা ও সাহিত্যের সম্পদকে অনুবাদের মাধ্যমে সংগ্রহ করে বাংলা ভাষার সম্পদের ভাণ্ডার অধিকতর সমৃদ্ধ করে ভোলা। বস্তুত এ চিন্তা কেবল যে রাষ্ট্রনায়কদের, তাই নয়। এ চিন্তা এবং দাবি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগীমাত্রের। এবং তারই প্রকাশ ঘটছে গরুত্বপূর্ণ সাহিত্য-সামগ্রীর ক্রমাধিক চাহিদার মধ্যে। বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ জাতীয় জীবনের এবং পাঠক সাধারণের এই চাহিদার বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রেখে ‘প্লেটোর সংলাপ’-এর পুনঃপ্রকাশ করছেন। এজন্য তারা ধন্যবাদার্হ।

‘প্লেটোর সংলাপ’-এর প্রথম সংস্করণের প্লেটোর জীবন ও সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত আলোচনা থাকে নি। এটি একটি অসম্পূর্ণতার দিক। এক্ষেত্রে অনুবাদক এবং প্লেটোর রচনার পরিবেশনকারী হিসাবে আমার চিন্তা ছিল এরূপ যে, প্লেটোর রচনার প্রসাদগুণ এত গভীর যে অনুবাদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ রচনা পাঠক সাধারণকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে। বস্তুত প্লেটোর রচনাকে আলোচনার মাধ্যমে আকর্ষণীয় করার প্রয়োজন পড়ে না। অবশ্য প্লেটোর দার্শনিক এবং রাষ্ট্রনীতিক চিন্তার আলোচনা আবশ্যক।

প্লেটোর যে ছটি সংলাপ এই সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে প্লেটো-দর্শনের সবদিক যে উপস্তিত, এমন নয়। বস্তুত এ ছটি সংলাপের এবং বিশেষ করে এর প্রথম তিনটি অর্থাৎ সক্রেটিসের জবানবন্দি’, ‘ক্রিটো’ এবং ‘ফিডো’র প্রধান গুণ তার মনিহারী ঐতিহাসিক নাটকীয়তা। এর তিনটি সংলাপে যথাক্রমে সক্রেটিসের বিচার এবং তার জবানবন্দি, তার উপর মৃত্যুদত্রে আদেশ, কারাকক্ষে সক্রেটিসের দার্শনিক আলোচনা এবং হেমলক পানে তাঁর জীবনদানের বর্ণনা রয়েছে। শেষ তিনটি

সংলাপে প্লেটো সক্রেটিসের মাধ্যমে নৈতিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা উত্থাপন করেছে। দার্শনিক প্রশ্নের দিক দিয়ে বর্তমান অনূদিত সংলাপই যে প্লেটোর একমাত্র কিংবা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনা, এমন নয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে একজন মহৎ ব্যক্তির ন্যায়-অন্যায় এবং আনুগত্য এবং বিরোধিতার যে প্রশ্ন প্লেটো এই সংলাপ কটিতে তার অতুলনীয় কাব্যময় গদ্যে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন তা বিশ্বসাহিত্যে একটি অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। এমন সম্পদের সংযোজন ব্যতীত যে-কোনো সাহিত্যই দরিদ্র থাকতে বাধ্য। এই চেতনা থেকেই প্লেটোর রচনার আভাসদানের প্রাথমিক পর্যায়ে এই কটি সংলাপকে সংকলনাকারে পেশ করেছিলেন।

যে-কোনো চিন্তানায়কের দর্শন এবং চিন্তার সঠিক মূল্যায়নের জন্য আমাদের স্থান ও কালের একটি প্রেক্ষিতে বোধ থাকা আবশ্যক। প্লেটোর সংলাপে যে রচনাশৈলীর গুণেই অমর হয়ে আছে তা নয়। প্লেটোর জীবনকাল খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৭ থেকে ৩৪৭ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। প্লেটোর শৈশব এবং কৈশোর কাটে স্পার্টার সঙ্গে এথেন্সের আত্মঘাতী পিলোপনেশীয় যুদ্ধের মধ্যে। এই যুদ্ধের মধ্যেই এথেন্স হৃতবল হয়ে পড়ে। তার পূর্বতন শৌর্যবীর্য তখন ক্ষয়প্রাপ্ত। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নানা প্রশ্ন, সমস্যা এবং অস্থিরতা তখন আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। অভিজাত বংশের সন্তান প্লেটো ছিলেন সক্রেটিসের শিষ্য। পিলোপনেশীয় যুদ্ধে এথেন্সের পরাজয়ের পরে খ্রিষ্টপূর্ব ৩৯৯ সালে এথেন্সের শাসন-ব্যবস্থা সক্রেটিসকে নানা অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিচারে সোপর্দ করে। সক্রেটিসের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল, সক্রেটিস কূটতার্কিক। সক্রেটিস রাষ্ট্রের তরুণ সম্প্রদায়ের মনে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র এবং সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি করে দিচ্ছেন। সক্রেটিস তরুণদের মনে ন্যায় কাকে বলে, অন্যায় কী, এরূপ মৌলিক প্রশ্ন জাগিয়ে তুলছেন। সক্রেটিস ভণ্ড জ্ঞানীর মুখোশ খুলে দিচ্ছেন। সক্রেটিসের নিজের ভাষায় : "রাষ্ট্ররূপ মন্থরগতি অশ্বের জন্য আমি হচ্ছি বিধিদত্ত একটি উঁশ পোকা।" এই সমস্ত অভিযোগের বিচারে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সক্রেটিস স্বর্গ-মর্তের কোনো সমস্যা নিয়ে আর আলোচনা করবেন না, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তুলবেন না, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিচারকের কাছ থেকে তিনি মুক্তি লাভ করতে পারতেন। এমনকি অনুসারীদের সহায়তায় কারাগার থেকে তিনি পলায়ন করতে পারতেন। কিন্তু একদিকে যেমন নিজের বিবেককে মিথ্যার নিকট তিনি বিক্রয় করতে চান নি, তেমনি আবার রাষ্ট্র অধম এবং মিথ্যাচারী লোকদের করায়ত্ত হলেও রাষ্ট্রের নিয়ম নীতি, দণ্ডদান এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেও সক্রেটিস অস্বীকার করেছেন। অন্যায় আইনের তিনি প্রতিবাদ করেছেন, তার

সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি "আইন ভঙ্গকারী" হতে চান নি। এরূপ সিদ্ধান্তের মধ্যে সক্রেটিসের জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। সক্রেটিসের দর্শন সক্রেটিসের কোনো রচনায় পাওয়া যায় না। তার নিজের কোনো রচনার কথা জানা যায় না। তিনি ঘরে বসে লেখার চেয়ে রাস্তার ধারে কিংবা বাজারে লোক জড়ো করে তাদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের পরিক্রমায় জীবন ও জগতের সমস্যার বিচার করাতে অধিক আনন্দ পেতেন এবং একেই সত্য লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলে বিবেচনা করতেন। কিন্তু প্লেটো সক্রেটিসকে নায়ক করে প্রশ্নোত্তরের দ্বান্দ্বিক রীতিতে বিপুল সংখ্যক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে রিপাবলিক, লজ, এ্যাপোলজি বা জবানবন্দি, ক্রিটো, ফিঙে, পারমিনাইডিস, সিম্পোজিয়াম, থিটিটাস, স্টেটসম্যান প্রভৃতি সংলাপের নাম বিশেষভাবে খ্যাত। প্লেটোর পূর্বগামী গ্রিক দার্শনিকদের দর্শন ছিল প্রধানত প্রকৃতিনির্ভর এবং বস্তুবাদী। সে দর্শনে বস্তুর সত্যতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করা হয় নি। কিন্তু প্লেটো তার পূর্বগামী দার্শনিকদের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে সমালোচনা করে জীবন ও জগতের ভাববাদী ব্যাখ্যা তৈরি করেন।

গ্রিসের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল দাস এবং অপরাপর শ্রমজীবী মানুষের শোষণ। এথেন্স নগররাষ্ট্রের অধিবাসীদের অর্ধাংশের অধিক ছিল দাস। অপরদেশের বাণিজ্য-জাহাজ আক্রমণ এবং লুণ্ঠন করে, এবং অপর নগররাষ্ট্র আক্রমণ করে তার অধিবাসীদের বন্দি করে দাস করা হত। দাসদের কোনো নাগরিক অধিকার ছিল না। তাদের নাগরিক বলে গণ্য করা হত না। প্লেটো ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর 'লজ বা বিধান এবং রিপাবলিক' নামক গ্রন্থে তিনি যে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেছেন তার ভিত্তিও তাই নিম্নতর শ্রেণীর শ্রম। রাষ্ট্রের শাসক হবে যারা জ্ঞানী, যারা দার্শনিক। তার রক্ষক হবে সৈন্যবাহিনী ও দার্শনিক এবং সৈন্যবাহিনী এরাই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সত্তার অধিকার ভোগকারী স্বাধীন নাগরিক। এদের নিচে অবস্থান হচ্ছে শ্রমজীবী কারিগরদের, উৎপাদকদের। তারা শ্রম করে শাসক-দার্শনিক এবং রাষ্ট্রের রক্ষক সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন করবে, তাদের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করবে! শাসক দার্শনিকদের কোনো ব্যক্তিগত পরিবার বা সম্পত্তি থাকবে না। কিন্তু তাই বলে তাদের কোনো কিছুর অভাব থাকবে না। অভাবহীন অবকাশে তারা শাসনের দক্ষতা আয়ত্ত করবে। কারণ 'শাসন' হচ্ছে অপরাপর কৌশলের ন্যায় একটি কৌশল। জুতা সেলাই একটি কৌশল বা শিল্প। তাকে শিক্ষা করে আয়ত্ত করতে হয়। যে, সে কৌশল আয়ত্ত করতে পারে না। তেমনি যে রাষ্ট্রশাসনের শিল্পকে শিক্ষার মাধ্যমে আয়ত্ত না করেছে সে রাষ্ট্রশাসনে অক্ষম। রাষ্ট্রশাসনের ক্ষমতা তাই সকলের নয়। কেবল শাসনে দক্ষ যারা তাদের। দার্শনিকগণ রাষ্ট্রশাসনে সবচেয়ে দক্ষ।

তারা সবচেয়ে জ্ঞানী। তারাই শাসন-ক্ষমতার একমাত্র যোগ্য অধিকারী। শিশুকাল থেকে রাষ্ট্র এক সার্বিক শিক্ষার মাধ্যমে শাসক হওয়ার উপযুক্ত নাগরিককে বাছাই করবে এবং পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সর্বোচ্চ দর্শন শিক্ষাদানের মাধ্যমে দার্শনিক-শাসককে তৈরি করবে।
প্লেটোর ভাববাদী দর্শন এবং রাষ্ট্রতত্ত্ব

উভয়ই পরবর্তীকালে চিন্তার বিকাশে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। প্লেটো রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অভিজাততন্ত্রকে সমর্থন করেছেন। তৎকালীন এথেন্সের গণতন্ত্রকে তিনি বক্তৃতাবাগীশদের দ্বারা পরিচালিত আবেগপ্রবণ জনতার নীতিহীন ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্লেটোর রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব গ্রহণীয় কিংবা বর্জনীয় এটা আজ বড় কথা নয়। প্লেটোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর চিন্তার বিপুলতা। তার রচনায় তৎকালীন গ্রিক-সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সকল সমস্যার আলোচনাই স্থান লাভ করেছে। সে-সব সমস্যার সমাধান সর্বকালীন নয়। এমনকি তার নিজের জীবনকালেও তাঁর সব সমাধান গৃহীত বা প্রযোজ্য হয় নি। তাঁর আদর্শ দার্শনিক, শাসক হন নি। কিংবা বাস্তবভাবে চেষ্টা করেও তিনি কোনো শাসককে আদর্শ দার্শনিকে রূপান্তরিত করতে পারেন নি। কিন্তু এটা প্রধান নয়। প্রধান হচ্ছে মানুষের রাষ্ট্র এবং সমাজের মূল সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করতে পারা। প্লেটো তা পেরেছিলেন। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের অধিক সংখ্যক সমস্যার মধ্যেই চিরন্তনতার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। মূলগতভাবে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে প্লেটো মানুষের যেসব সমস্যার উল্লেখ করেছেন আজকের মানুষেরও সেই সমস্যা। আজ নতুনতর সমাজ-ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ তার সমস্যা সমাধানের নতুনতর চেষ্টা চালাচ্ছে। এই চেষ্টার ক্ষেত্রেও অতীত যুগের মানুষের জীবনের সমস্যা এবং তার সমাধান প্রচেষ্টার পরিচয় আবশ্যক। প্লেটোর রচনার মধ্যে আমরা অতীত কালের এক সুবিকশিত নগররাষ্ট্রের সমস্যা ও তার সমাধান প্রচেষ্টার পরিচয় পাই। এ দিক থেকে প্লেটোর রচনার মূল্য তার শিল্পগত সৌকর্যের বাইরেও আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরিসীম।

সরদার ফজলুল করিম
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৫ জুন ১৯৭৩

অনুবাদকের কথা

কোনো সাহিত্যকর্মকে ভাষান্তরিত করে হুবহু উপস্থিত করা যে-কোনো ভাষা এবং ভাষাবিদের পক্ষে দুরূহ। প্লেটোর সংলাপ বা 'ডায়ালগসমূহ শুধু দর্শন নয়, উচ্চাঙ্গ সাহিত্যকর্মেরও নিদর্শন। তথাপি প্লেটোর সাথে আমাদের পরিচয় সাক্ষাৎ নয়, ইংরেজি কর্মেরই মাধ্যমে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংরেজ অধ্যাপক বেনজামিন জোয়েট প্লেটোর সমগ্র 'ডায়ালগ'কেই অনুবাদ করে ইংরেজি সাহিত্যে পেশ করেন। সে অনুবাদ উচ্চ সাহিত্যকর্ম হিসাবে আজ পর্যন্ত স্বীকৃতি পেয়ে আসছে।

আক্ষরিক অনুবাদ দ্বারা কোনো সাহিত্যকর্ম সৃষ্টিকেই অপর ভাষার পাঠকবৃন্দের নিকট উপস্থিত করা চলে না। আক্ষরিক অনুবাদে মূল রচনার শব্দগত অর্থ ঠিক থাকলেও, অনেক সময়ে তার প্রকৃত অর্থ বিকৃত হয়ে যায় এবং তার প্রাঞ্জলতা লোপ পেয়ে উচ্চাঙ্গের সৃষ্টিও পাঠের অযোগ্য এবং বোধের অগম্য হয়ে দাঁড়ায়। অধ্যাপক জোয়েট মূল গ্রিককে অনুসরণ করলেও তিনি যে আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি একথা তার বিভিন্ন পাদটীকা ও ব্যাখ্যাতে বুঝা যায়। তিনি মূল বিষয়ের অর্থ, ইংরেজি ভাষায় প্রকাশের প্রাঞ্জলতার উপর জোর দিয়েছিলেন। বর্তমান বাংলা অনুবাদেও আমি জোয়েট-কৃত অনুবাদের অর্থ এবং বাংলা প্রকাশের স্বচ্ছন্দতার উপর জোর দিবার চেষ্টা করেছি। সেই প্রয়োজনে জোয়েটের কোনো বাক্য ভেঙে একাধিক বাক্যতে রূপান্তরিত করা হয়েছে কিংবা কোথাও বাক্য সংস্থাপনকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে। কিন্তু জোয়েটের অর্থকে পরিবর্তন করা হয় নি।

প্লেটোর দর্শনকে "ডায়ালগের' আকারে বাঙালি সাহিত্যামোদী ও চিন্তাবিদদের দরবারে পেশ করার সুযোগ একটি মূল্যবান সুযোগ। বাংলা একাডেমী আমাকে সেই সুযোগ দান করেছেন। এজন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। এ অনুবাদ-কার্যকে আমি একটি মহৎ কার্য হিসাবেই দেখেছি। আমার শক্তির সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এ মহৎ কার্যে আমার আন্তরিকতার কোনো ত্রুটি ঘটে নি, এটুকু আমি বলতে পারি। অনুবাদে উন্নতির অবকাশ রয়েছে। দর্শনের মৌলিক ভাবধারাসমূহকে বাংলা ভাষায় উপস্থিত করার যে প্রশংসার্হ পরিকল্পনা বাংলা একাডেমী গ্রহণ করেছে তার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদকর্মও নিশ্চয় অধিকতর উন্নত হয়ে উঠবে। প্রাথমিক প্রচেষ্টার দুর্বলতা এবং ত্রুটিবিচ্যুতি পাঠকসমাজ সহানুভূতি এবং ক্ষমার চোখে দেখবেন, এই ভরসা করি।

অনুবাদক

ঢাকা

ডিসেম্বর ১৯৬৪

সূচিপত্র

সক্রেটিসের জবানবন্দি

ক্রিটো

ফিডো

চারমিডিস

লীসিস

ল্যাচেস

কোনো মানুষের যদি সাধন করার মতো মহৎ কার্য কিছু থাকে তাহলে তার সম্মুখে বড় প্রশ্ন জীবন কিংবা মৃত্যু নয়। তার বিবেচনার একমাত্র বিষয় হওয়া আবশ্যক : আপন কার্য সাধনে সে কোথাও অন্যায় কিংবা অবিচারের আশ্রয় গ্রহণ করল কিনা।

–সক্রেটিস

সক্রেটিসের জবানবন্দি

সক্রেটিসের জবানবন্দি

চরিত্রাবলি

সক্রেটিস

মেলিটাস

স্থান

বিচারকক্ষ

বিচারকক্ষে ভাষণদানরত সক্রেটিস:

এথেন্সবাসীগণ! আমি জানি না, আমার অভিযোগকারীগণ কীভাবে আপনাদের প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু একথা সত্য, তাদের বিশ্বাস উৎপাদনকারী বক্তৃতা এত সুন্দর হয়েছে যে, আমি নিজেকে

পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছি। তথাপি, তারা একটি কথাও সত্য বলেছে বলে আমি মনে করিনে। কিন্তু তাদের বিবৃত মিথ্যাভাষণের মধ্যে একটি মিথ্যা আমাকে বিস্মিত করেছে। তারা আপনাদের সাবধান করে বলেছে, যেন আপনারা আমার বাগ্মিতা সম্পর্কে সতর্ক থাকেন, যেন আমি আপনাদের প্রতারণা করতে সক্ষম না হই। তারা একথা জানে যে, আমি মুখ খুললেই তাদের মিথ্যাভাষণ ধরা পড়ে যাবে। আপনারা দেখতে পাবেন, বাগিতায় আমি কিরূপ ব্যর্থ। সুতরাং আমার বাগিতার অর্থ যদি সত্যভাষণ না হয়, তা হলে আমার সম্পর্কে তাদের সতর্কবাণী উচ্চারণ তাদের পক্ষেই লজ্জার বিষয়। কিন্তু আমার বাগ্মিতার অর্থ যদি সত্যভাষণ হয়, তা হলে আমি স্বীকার করব, আমি অবশ্যই একজন বাগ্মী। কিন্তু আমার অভিযোগকারীগণের বাগ্মিতার সাথে আমার বাগ্মিতার পার্থক্য বিরাট। আমি আপনাদের পূর্বেই বলেছি তারা একটি কথাও সত্য বলে নি। আমি আপনাদের নিকট সমগ্র সত্যকেই উপস্থিত করব। অবশ্য আমার সে বক্তৃতা তাদের বক্তৃতার ন্যায় আড়ম্বরপূর্ণ শব্দ-সম্ভারে সজ্জিত হবে না। আমি কেবলমাত্র আমার মনে যে-সমস্ত যুক্তির উদয় হবে, সে-সমস্ত যুক্তিই আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করব। আমি বিশ্বাস করি, আমি সত্য পথ অবলম্বন করে চলেছি। এথেন্স নগরীর ভ্রাতৃবৃন্দ। আমার এই বয়সে আমি আর আপনাদের সম্মুখে যুবসুলভ বাগিতা নিয়ে উপস্থিত হতে চাইনে। আমার নিকট কেউ যেন সেটি প্রত্যাশা না করেন। আপনাদের নিকট আমার একটি অনুরোধ : আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে যদি আমি আমার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় কথা বলি, যদি আমি বাজার কিংবা অর্থবিনিময়ের দোকানে ব্যবহৃত ভাষা ব্যবহার করি, তা হলে আপনারা বিস্মিত হবেন না, কিংবা আমাকে বাধা দেবেন না। আজ আমি সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ। জীবনে এই প্রথম আমি বিচারকদের সম্মুখীন হয়েছি। আপনাদের বিচারালয়ের ভাষার সঙ্গে আদৌ আমি পরিচিত নই। সুতরাং আমার অনুরোধ, আপনারা মনে করুন যেন আমি একজন বিদেশী। একজন বিদেশী তার দেশীয় ভাষা এবং ভঙ্গিতে কথা বললে আপনারা যেমন তাকে ক্ষমার চোখে দেখেন, তেমনি আমার বিশিষ্ট ভঙ্গিকেও আপনারা ক্ষমার চোখে দেখবেন। জানি না, আমার এ অনুরোধটি অনুচিত কি না। আমার বক্তৃতার ভঙ্গিতে আপনারা বিব্রত হবেন না। আমার ভঙ্গি ভালো কিংবা মন্দ–উভয়ই হতে পারে। আপনারা দয়া করে বিবেচনা করবেন, আমি সত্যকে উপস্থিত করেছি কি না। আমার আবেদন : বক্তাকে সত্য কথা বলতে দিন, বিচারককে ন্যায্য বিচার করতে দিন।

প্রথমত, আমি আমার বিরুদ্ধে আনীত প্রথম অভিযোগকারীদের পুরোনো অভিযোগসমূহের জবাব দেব। তারপর আমি অপর সব অভিযোগ সম্পর্কে আমার কথা বলব। কেননা, বেশ কয়েক বছর যাবৎ

বহু অভিযোগকারী আমার বিরুদ্ধে আপনাদের নিকট মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করে আসছে। আমি এ্যানিটাস এবং তার পার্শ্বচরদের চেয়ে তাদের সম্পর্কেই অধিক সতর্ক। এ্যানিটাস এবং তার সাথীগণও কম বিপজ্জনক নয়। কিন্তু অনেক বেশি বিপজ্জনক হচ্ছে তারা যারা আপনাদের শৈশব থেকেই আমার বিরুদ্ধে আপনাদের মন মিথ্যা দিয়ে মোহগ্রস্ত করে দিয়েছে। এক জ্ঞানী সক্রেটিসের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ। তারা বলছে : জ্ঞানী সক্রেটিস স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সম্পর্কে চিন্তা করে এবং সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করে। এই উপাখ্যান প্রচারকারীদের সম্পর্কেই আমার ভীতি অধিক। কারণ, এদের প্রচার শুনে শ্রোতাবৃন্দ মনে করতে পারে যে, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের যে চিন্তা করে সে নিশ্চয়ই সষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। এরূপ প্রচারকারীদের সংখ্যা অনেক। তাদের অভিযোগ বেশ প্রাচীন। আপনাদের মন যখন বর্তমানের চেয়ে অধিক নমনীয় ছিল তখন হয়তো আপনাদের শৈশব কিংবা কৈশোরে–তারা আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগসমূহের প্রচার করেছে। সে অভিযোগের জবাব দেবার জন্য তখন কেউ উপস্থিত ছিল না। তাই সে-সময়ে জবাবহীনভাবেই তারা মিথ্যার প্রচার করে আপনাদের মনকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। আমার পক্ষে সবচেয়ে কষ্টকর দিক হচ্ছে, আমার অভিযোগকারীদের নাম উল্লেখ করা। কেননা, আকস্মিকভাবে পরিচিত এক রসিক কবি ব্যতীত আমি এদের কাউকে চিনিনে এবং কারো নামও জানিনে। এদের অনেকে নিজেদের মনকে আমার বিরুদ্ধে প্রথমে বিশ্বাসী করে তুলেছে। তারপর তারা আপনাদের মনকে প্রভাবান্বিত করেছে। নাম না-জানা এই অভিযোগকারীগণই হচ্ছে আমার জন্য অসুবিধাজনক। কেননা, আমি তাদের ডেকে এনে এখানে হাজির করে জেরা করতে পারিনে। কাজেই এখানে কায়াহীন ছায়ার বিরুদ্ধে আমার লড়াই, আমার আত্মপক্ষ সমর্থন। আমি যখন তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থিত করব, তখন তার জবাব দেওয়ার জন্যও কেউ উপস্থিত থাকবে না। এজন্যই আমার সঙ্গে আপনারা একমত হবেন যে, আমার অভিযোগকারীগণ দুই প্রকারের। এক প্রকার হচ্ছে সাম্প্রতিক : অপর প্রকার হচ্ছে পুরাতন। প্রথমে দ্বিতীয় প্রকার অভিযোগের জবাব দানও আশা করি আপনারা সমর্থন করবেন। কেননা, এই পুরাতন অভিযোগই আপনারা অপর সব অভিযোগের বহু পূর্ব থেকে পুনঃপুন শুনে আসছেন।

এবার আমি আমার জবানবন্দি শুরু করতে চাই। অল্প সময়ের মধ্যে আমি দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত অপবাদসমূহের জবাব দিতে চেষ্টা করব। এ প্রচেষ্টায় আমার সাফল্য যদি আমার এবং আপনাদের সবার মঙ্গল সাধন করে, তা হলেই আমি নিজেকে সার্থক মনে করব। আমি জানি, আমার এ দায়িত্ব সহজসাধ্য নয়। এ গুরু কর্তব্যের প্রকৃতি সম্পর্কেও আমি জ্ঞাত আছি। সমগ্র পরিস্থিতির ভার

বিশ্বনিয়ন্তার উপর ন্যস্ত করে এবং রাষ্ট্রের বিধানকে শিরোধার্য করে আমি আমার আত্মপক্ষ সমর্থন শুরু করব।

আমি গোড়া থেকেই শুরু করতে চাই। আমি জিজ্ঞাসা করি : আমার বিরুদ্ধে আপনাদের কী অভিযোগ রয়েছে যার ফলে আমার সম্পর্কে নিন্দাবাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং মেলিটাস বর্তমান আক্রমণে উৎসাহিত হয়েছে। কুৎসা প্রচারকারীদের কী বক্তব্য? তারাই আমার বিরুদ্ধে অভিযোক্তা। তাদের অভিযোগের সারমর্মকে হয়তো এরূপভাবে বলা যায় : সক্রেটিস অদ্ভুত চরিত্রের এক দুষ্কর্মকারক। সে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের সব কিছু নিয়ে চিন্তা করে এবং খারাপকে ভালো বলে প্রতিপন্ন করে। উপরন্তু সক্রেটিস অন্য সবাইকে তার এই তত্ত্বে বিশ্বাসী করে তোলে।' এই হচ্ছে আমার অভিযোক্তাদের অভিযোগ। নাট্যকার এ্যারিস্টোফেনিসের নাটকে আপনারা এই অভিযোগকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এ্যারিস্টোফেনিস তার নাটকে 'সক্রেটিস' নামক এই চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। সে-সক্রেটিস চতুর্দিকে বলে বেড়ায় যে, সে হচ্ছে আকাশচারী। তার মুখে এমন সব বিষয়ের আলোচনা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যাকে আমি-সক্রেটিস' আদৌ জানিনে। এর দ্বারা আমি অবশ্য প্রাকৃতির দর্শনের কোনো একনিষ্ঠ পর্যবেক্ষক বা ছাত্রের প্রতি অসম্মানসূচক কিছু বলছিনে। মেলিটাস যদি আমার বিরুদ্ধে এরূপ কোনো অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে তা হলে উহা আমার জন্য বিশেষ দুঃখের বিষয়ই হবে। এথেন্সবাসীগণ! প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, 'আমি-সক্রেটিস' প্রাকৃতিক গবেষণার ক্ষেত্রে একেবারেই অজ্ঞ। আপনারা যারা এই বিচারকক্ষে উপস্থিত রয়েছেন তাঁদের অনেকেই এই সত্যকে স্বীকার করবেন। আমি তাদের নিকটই আবেদন করছি : আপনারা বলুন, একথা সত্য কিনা : আপনারা আমার বক্তৃতা বিভিন্ন সময়ে শুনেছেন? আপনারা বলুন, এসব বিষয়ে কি আমি কখনো কোনো আলোকপাত করতে পেরেছি?' ... মাননীয় বিচারপতিগণ! আপনারা আমার প্রশ্নের উত্তরে জনতার জবাব শুনেছেন। এ থেকে আপনারা আমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগকারীগণের অবশিষ্ট অভিযোগসমূহের সত্যতাকেও বিচার করতে সক্ষম হবেন।

আমি কোনো পেশাদার শিক্ষক নই কিংবা আমি কারো নিকট থেকে এজন্য কেননা অর্থও গ্রহণ করি নি। অপর অভিযোগও যেমন ভিত্তিহীন, এ অভিযোগও তেমনি মিথ্যা। অবশ্য একথা সত্য, মানুষকে শিক্ষা দেবার যদি কারো জ্ঞান এবং ক্ষমতা থাকে, তা হলে তার জন্য অর্থগ্রহণ তার পক্ষে সম্মানেরই বিষয়। লিওনটিয়ামের গর্জিয়াস, সিওসের প্রডিকাস এবং এলিসের হিপিয়াসকে আপনারা জানেন। এঁরা এথেন্সনগরী বিচরণ করেন। যুব সম্প্রদায় তাদের বাক্যালাপ শ্রবণ করে বিনামূল্যে

শিক্ষাদানে-প্রস্তুত শিক্ষকদের পরিত্যাগ করে এঁদের নিকটই ভিড় করে এবং বিনিময়ে শুধু যে এঁদের অর্থ প্রদান করে তাই নয়, অর্থপ্রদানের সুযোগ পেলে তরুণ সম্প্রদায় কৃতজ্ঞতাবোধ করে। বর্তমান সময়েই এথেন্স নগরীতে জনৈক পারীয় দার্শনিক অবস্থান করছেন। আমি তার কথা শুনতে পেলাম হিপোনিকাসের পুত্র ক্যালিয়াসের নিকট। আমি জানতাম, ক্যালিয়াসেরও পুত্রসন্তান রয়েছে। আকস্মিকভাবে ক্যালিয়াসের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করে আমি তাকে সম্বোধন করে বললাম : ক্যালিয়াস, তোমার পুত্রদ্বয় যদি অশ্বশাবক কিংবা গোবৎস হতো তা হলে তাদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হতো না। তা হলে আমরা কোনো অশ্বচালক বা কৃষককে সংগ্রহ করে তাদের জন্য নিযুক্ত করতাম। এরা তোমার শাবক দুটির প্রকৃতিগত গুণসমূহকে উন্নত এবং ত্রুটিহীন করে তুলতে পারত। কিন্তু তোমার পুত্রদ্বয় তো মনুষ্যসন্তান। সুতরাং তাদের জন্যে কিরূপ শিক্ষক নিয়োগের কথা তুমি চিন্তা করছ? এমন কোনো শিক্ষক কি রয়েছে যে মানবিক এবং রাজনৈতিক গুণাবলির প্রকৃতিকে বুঝতে সক্ষম? তোমার পুত্রসন্তান রয়েছে বলেই আমি এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি। নিশ্চয়ই এ বিষয়ে তুমি ইতঃপূর্বে চিন্তা করেছ। তুমি বল, এরূপ কোনো শিক্ষাদাতা কি আছে? আমার প্রশ্নের জবাবে ক্যালিয়াস বলল : হ্যাঁ, আছে।' আমি বললাম : কে তিনি? কোন দেশের তিনি অধিবাসী? কী তার শিক্ষাদানের পারিশ্রমিক? ক্যালিয়াস বলল : তিনি হচ্ছেন পারীয় দার্শনিক ইভানাস এবং পাঁচ মিনা হচ্ছে তার পারিশ্রমিক।' এ জবাব শুনে আমি স্বগতভাবে বললাম : 'পরিমিত এই অর্থের বিনিময়ে যে-ইভানাস শিক্ষাদান করেন, তিনি যদি প্রকৃতপক্ষে তাঁর শিক্ষাদানের বিষয়ে জ্ঞানী হন, তা হলে অবশ্যই তিনি ভাগ্যবান। আমার যদি সেরূপ জ্ঞান থাকত, তা হলে আমার মনে অবশ্যই গর্ব এবং আনন্দের সৃষ্টি হতো। কিন্তু সত্যই আমার সেরূপ জ্ঞান নেই।

এথেন্সবাসীগণ! আমি জানি, আপনারা একথার জবাবে অবশ্যই বলে উঠবেন : 'কিন্তু সক্রেটিস, তোমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগসমূহের কারণ কী? নিশ্চয়ই তুমি অদ্ভুত কিছু করেছ। যদি তুমি অপর সবার ন্যায় সাধারণ মানুষ হতে, তা হলে অবশ্যই তোমাকে নিয়ে এরূপ গুজব এবং আলাপের সৃষ্টি হতো না। সুতরাং তুমি আমাদের বল, এ সমস্ত অভিযোগের প্রকৃত কারণ কী? আমরা তোমার কোনো কথা না শুনেই বিচার করতে চাইনে। সেরূপ করা আমাদের অভিপ্রায় নয়। সেরূপ কার্য আমাদের নিকট দুঃখজনক। একথা আপনারা যথার্থই আমাকে বলতে পারেন। এবং আমিও যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করে বলার চেষ্টা করব, কী কারণে আমাকে জ্ঞানী এবং দুষ্টখ্যাতিতে খ্যাতবলে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আপনারা দয়া করে শ্রবণ করুন। আমার এ সাহস হয়তো আপনাদের নিকট পরিহাস বলে বোধ হবে।

তথাপি আমি উচ্চকণ্ঠে বলছি : 'আমি সত্যকে, সমগ্র সত্যকেই আপনাদের নিকট উপস্থিত করব।' এথেন্সবাসীগণ! আমার এই সুনামের ভিত্তি হচ্ছে এই যে, আমার কিছু পরিমাণ জ্ঞান অবশ্যই রয়েছে। যদি আপনারা প্রশ্ন করেন, কী সে-জ্ঞান, আমি বলব, সে-জ্ঞান এরূপ জ্ঞান যা মানুষ স্বাভাবিকভাবেই অর্জন করতে পারে। এবং একথা আমি স্বীকার করতে সম্মত রয়েছি যে, এরূপ জ্ঞানে আমি জ্ঞানী। কিন্তু আমি যাদের কথা বলছিলাম তাদের এরূপ অতিমানবিক জ্ঞান আছে যে জ্ঞানের প্রতি আমি বর্ণনা করতে অক্ষম। কেননা, আমি সে জ্ঞানের অধিকারী নই। সুতরাং যারা বলে যে, এই অতিমানবিক জ্ঞান আমার রয়েছে তারা অবশ্যই মিথ্যা বলে। এরূপ মিথ্যাভাষণে তারা আমার মানবিক চরিত্রকে লোপ করে দিতে চায়। এই মুহূর্তটিতে আমার আবেদন, ভ্রাতৃবৃন্দ! আমার বক্তব্য অহেতুক বোধ হলেও আপনারা আমায় বাধা দেবেন না। কেননা, আমি এখন যে কথা বলব সে আমার নিজের কথা নয়। আমি এমন এক সাক্ষীকে উপস্থিত করব যে অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য। আমি ডেলফির দৈবজ্ঞের উল্লেখ করব। তিনি নিশ্চয়ই আপনাদের নিকট সত্য করে বলবেন, আদৌ আমার কোনো জ্ঞান রয়েছে কি না, এবং থাকলে সে-জ্ঞানের প্রকৃতি কী? আপনারা নিশ্চয় চারেফনের কথা শুনে থাকবেন। সে এককালে আমার সুহৃদ ছিল। বন্ধু সে আপনাদেরও। কেননা সাম্প্রতিক নির্বাসনে সে আপনাদের সাথী ছিল এবং কিছুকাল পূর্বে সে নির্বাসন থেকে প্রত্যাগমন করতে পেরেছে। আপনারা একথাও জ্ঞাত আছেন, চারেন তার সমস্ত কার্যাবলিতেই একটু উগ্র। সে যা হোক। চারেন একদা ডেলফির দৈবজ্ঞের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করল : বলুন, সক্রেটিসের চেয়ে অধিক জ্ঞানী কেউ আছে কি? বিস্ময়ের বিষয়, দৈবজ্ঞ জবাব দিলেন, না, অধিক জ্ঞানী কেউ নেই। চারেফন নিজে আজ লোকান্তরিত। কিন্তু তার ভ্রাতা বিচারকক্ষে উপস্থিত রয়েছে। সে অবশ্যই আমার কথার সত্যতাকে স্বীকার করবে।

কিন্তু একথা আমি কেন আপনাদের নিকট উল্লেখ করছি। কারণ, আমার দুর্নামের মূলটি আপনাদের নিকট আমি ব্যাখ্যা করে বলতে চাই। দৈবজ্ঞের উত্তর শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করলাম। দৈবজ্ঞ তার জবাব দ্বারা কী বুঝাতে চাইছেন? তার এ ধাঁধার কী ব্যাখ্যা হতে পারে? কেননা, আমি তো জানি, আমার ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ, কোনো জ্ঞানই নেই। সুতরাং দৈবজ্ঞ যখন বলেন, আমি হচ্ছি সবচেয়ে জ্ঞানী, তখন তার কথার কী অর্থ হতে পারে? দৈবজ্ঞের কথা সত্য বই মিথ্যা হতে পারে না। কারণ, তিনি দৈবজ্ঞ। তিনি দেবতা। তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না। মিথ্যাভাষ তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। দীর্ঘ চিন্তার পরে আমি একটি কৌশলে দৈবজ্ঞের কথার যথার্থতা পরীক্ষা করা স্থির করলাম। আমি চিন্তা করে স্থির করলাম : আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানীকে আমার অন্বেষণ করে বার করতে হবে। তা হলেই দৈবজ্ঞের

নিকট তার কথার অসত্যতার প্রমাণ উপস্থিত করতে সক্ষম হবে। আমি তাকে বলতে পারব : দৈবজ্ঞ! এই দেখুন, আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানীকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। কিন্তু আপনি বলেছেন, আমি সবচেয়ে জ্ঞানী। আপনার কথার সত্যতা কোথায়? এমনি স্থির করে আমি জনৈক প্রখ্যাত প্রাজ্ঞের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম। তার নাম আমি আপনাদের নিকট উল্লেখ করতে চাইনে। তিনি একজন রাজনীতিজ্ঞ। তাঁকেই আমি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার জন্য বেছে নিলাম। আমার সে পর্যবেক্ষণের ফলটি বলছি : আমি যখন তার সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করলাম, তখন আমি এ সিদ্ধান্ত না করে পারলাম না যে, যদিও লোকে তাঁকে জ্ঞানী বলে বিবেচনা করে, এবং তিনি নিজেকে তার চেয়েও বেশি বলে মনে করেন, তথাপি একথা সত্য যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী নন। তারপর আমি তাকে ব্যাখ্যা করে বলতে চেষ্টা করলাম : প্রাজ্ঞবর! যদিও আপনি নিজেকে জ্ঞানী মনে করেন, তথাপি সত্যকারভাবে আপনি জ্ঞানী নন। আমার এরূপ চেষ্টার ফল হিসাবে তিনি এবং উপস্থিত তার অপরাপর সঙ্গীগণ আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করলেন। এই পরিস্থিতিতে আমি তাকে পরিত্যাগ করে আপন মনে একথা বলতে বলতে অগ্রসর হলাম : যদিও ইনি এবং আমি উভয়ের কেউই মহৎ কিংবা সুন্দর কিছুই জানিনে, তথাপি দুজনার মধ্যে আমার অবস্থানটি এর চেয়ে কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট। কেননা, ইনি কিছুই জানেন না, কিন্তু মনে করেন, ইনি জানেন; অপরদিকে আমি যেমন কিছু জানিনে, তেমনি মনেও করিনে যে, আমি কিছু জানি। শেষের বিষয়টিতে, অর্থাৎ আমি যে নিজেকে জ্ঞানী বলে মনে করিনে–এ বিষয়টিতে মনে হচ্ছে, আমি প্রাজ্ঞবরের চেয়ে কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট। অতঃপর, আমি অপর এক ‘জ্ঞানীর’ নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম। আপন জ্ঞান সম্পর্কে তার দাবি প্রথম ‘জ্ঞানীর’ চেয়ে অধিক। কিন্তু আমার সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তন হলো না। ফলে এখানেও আমি নিজের জন্য আর একজন ‘বিজ্ঞ’ শত্রু সংগ্রহ করলাম। শুধু একজন নয়, এখানেও তার সঙ্গীগণ আমার শত্রু হয়ে উঠল।

তারপর আমি, একের পর এক, বিভিন্ন ‘জ্ঞানীর’ নিকট গেলাম। আমি জানতাম, সবখানেই আমি শত্রু সৃষ্টি করে চলেছি। এজন্য আমার নিজের মনে অনুতাপ এবং ভীতির সঞ্চারও হচ্ছিল। কিন্তু দৈবজ্ঞের বাণী আমার বুকের উপর একট অপরিহার্যতার অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। দৈবজ্ঞের বাণীর তাৎপর্য আমাকে বুঝতেই হবে। আমি নিজেকে বললাম : আমাকে সবার নিকটই যেতে হবে। যাকেই জ্ঞানী বলে মনে হবে, তার নিকটই যাব এবং দৈবজ্ঞের বাণীর তাৎপর্য আমি নির্ধারণ করব। এথেন্সবাসীগণ! এবার আমি আমার এই অভিযানের ফলাফল আপনাদের নিকট বলতে চাই। আমি শপথ করে বলতে পারি, সারমেয়র নামে আশি শপথ করে বলছি, আমার এই অভিযানের ফল হলো এই : আমি দেখলাম যারা

জ্ঞানী বলে খ্যাত তারাই সবচেয়ে অজ্ঞ বই আর কিছু নন। অপরদিকে, যাদের জ্ঞানী বলে খ্যাতি কম, তারাই বরঞ্চ অনেক উত্তম এবং সত্যকারভাবে জ্ঞানী। আমার পরিভ্রমণের কাহিনী, বরঞ্চ বলি, আমার এই দুঃসাধ্য পরিশ্রমের কাহিনী হলো এই যে, আমার এত পরিশ্রম শেষে আমি উপলব্ধি করলাম, দৈবজ্ঞের বাণীই অখণ্ডনীয়। রাজনীতিজ্ঞদের শেষ করে আমি এলাম কবিদের নিকট। বিষাদাত্মক, ভাবাত্মক, কোনো প্রকারের কবিকেই আমি বাদ রাখলাম না। এদের নিকটে আসতেই আমি নিজেকে উদ্দেশ করে বললাম : সক্রেটিস, এবার অবশ্যই তুমি ধরা পড়বে। তুমি দেখবে, এঁদের সবার চেয়ে তুমি কত অজ্ঞ। তাই মনে করে আমি তাদেরই রচিত কবিতাবলি থেকে দীর্ঘ অংশসমূহ উদ্ধৃত করে তাদের নিকটই তার অর্থ জানতে চাইলাম। আমার আশা ছিল, তারা অবশ্যই আমাকে কিছু শিখিয়ে দেবেন। কিন্তু কী আমার ভাগ্য! আমার অভিজ্ঞতাকে যদি বলি, আপনারা কি আমাকে বিশ্বাস করবেন? সে-সত্য সম্পর্কে বলতে আমি নিজেই লজ্জিত হচ্ছি। তবু আমি বলতে বাধ্য যে, আমার কবিবর্গ তাঁদের নিজেদের কবিতাবলি সম্পর্কে যা বললেন, এখানে উপস্থিত আপনাদের যে-কেউ তার চেয়ে উত্তমভাবে বলতে পারবেন। তখনি আমি বুঝলাম, কবিগণ জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের কাব্যরচনা করেন না। তাঁরা তাঁদের কাব্যকলা সৃষ্টি করেন বিশেষ কোনো দৈবশক্তি এবং প্রতিভার বলে। তারাও দৈবজ্ঞদের ন্যায়। দৈবজ্ঞরাও অনেক সুন্দর কথা উচ্চারণ করেন। কিন্তু সে-সমস্ত কথার তাৎপর্য তাঁরা নিজেরা বুঝেন না। কবিদের অবস্থাও সেরূপ। আমি আরো দেখলাম, কবিগণ তাদের কাব্যশক্তিতে কাব্যরাজ্যের বাইরের অজানা বিষয় সম্পর্কেও নিজেদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে মনে করেন। এই অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি কাব্যরাজ্য ছেড়ে এলাম। রাজনীতির ন্যায় এখানেও আমি বুঝলাম, কবিদের চেয়েই বরঞ্চ আমার জ্ঞান অধিক।

পরিশেষে আমি শিল্পনিপুণ ব্যক্তিদের নিকট গেলাম। আমি এ বিষয়ে সচেতন ছিলাম যে, এসব সম্পর্কে আমি কিছু জানিনে এবং আমি নিশ্চিতভাবেই আমি মনে করেছি, এঁরা অবশ্যই অনেক সুন্দর বিষয়কে জানেন। এরূপ ধারণায় আমি ভ্রান্ত ছিলাম না। এঁরা সত্যই অনেক কিছু জানেন যে-সমস্ত বিষয়ে আমি অজ্ঞ। এ সমস্ত বিষয়ে তারা অবশ্যই আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। তথাপি একটি বিষয়ে এখানেও লক্ষ করলাম যে, উত্তম শিল্পীও কবিদের মতো একই ভুলে ভ্রান্ত। যেহেতু তারা নিপুণ শিল্পী, সেজন্য তারাও তাদের জ্ঞানের বাইরের সব উচ্চ উচ্চ বিষয় সম্পর্কেও নিজেদের জ্ঞানী ভাবতে দ্বিধা করেন না। দুঃখের বিষয়, তাদের এই ত্রুটি তাদের সব জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি নিজেকেই একটি প্রশ্ন করলাম : আমি কি হতে চাই? এঁদের জ্ঞান কিংবা অজ্ঞানের

অধিকারী হতে, না আমি যা রয়েছি তাই থাকতে চাই? এ প্রশ্নের জবাব আমি নিজেই দিলাম। আমি বললাম : আমি যেরূপ রয়েছি সেরূপই আমি থাকতে চাই। সেটিই উত্তম।

এই অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ আমার অনেক নিকৃষ্ট এবং বিপজ্জনক শত্রুর সৃষ্টি হয়েছে এবং আমার বিরুদ্ধে অপবাদের সূত্রপাত ঘটেছে। আমাকে অপর সবাই জ্ঞানী বলে আখ্যাত করেছে। কারণ, আমার কথা যারা শুনেছে তারা মনে করে, অপর সকলের মধ্যে যে-জ্ঞান নেই আমার সে-জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু এথেন্সবাসীগণ! সত্য হচ্ছে শুধু এই যে, একমাত্র বিধাতাই জ্ঞানী-অপর কেউ নয়। দৈবজ্ঞ আমাকে জ্ঞানী বলে অবশ্যই একথা বুঝতে চেয়েছেন যে, মানুষের জ্ঞানের মূল্য সামান্যই। তিনি যখন আমার নাম উল্লেখ করেছেন তখন সে-নামকে শুধু একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সক্রেটিস সম্পর্কে বলতে চাননি। এ নামের উল্লেখ করে তিনি যেন বলতে চেয়েছেন : "হে মনুষ্যবৃন্দ, তোমরা স্মরণ রেখো, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী একমাত্র সেই ব্যক্তি যে সক্রেটিসের ন্যায় জানে যে, তার জ্ঞানের মূল্য প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয়।' এই মনোভাব নিয়ে এবং আদেশ শিরোধার্য করে আমি ঘুরে বেড়াই এবং দেশী কিংবা বিদেশী, যাদের জ্ঞানী বলে বোধ হয় তাদের জ্ঞানের অনুসন্ধানে রত হই। অনুসন্ধানে যদি দেখা যায়, এরূপ কেউ সত্য জ্ঞানী নয়। তা হলে আমি দৈবজ্ঞের বাণীর তাৎপর্য অনুসারে তাদের বলি, "দেখুন, আপনারা সত্যই জ্ঞানী নন। আমার এ কাজটি অবশ্যই আমাকে সর্বক্ষণ নিমগ্ন রাখে। অপর কোনো সর্বজনীন বা ব্যক্তিগত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সময় আমি পাইনে। ফলস্বরূপ দৈবজ্ঞের বাণীর প্রতি আমার নিষ্ঠা আমাকে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।

আর একটি বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব; সম্পদশালী শ্রেণীর যুবকগণের খুব কিছু করণীয় না থাকায় আমার নিকটে তারা স্বেচ্ছায় আগমন করে! ভণ্ড জ্ঞানীদের আবার আমার অনুকরণে অপরকে অনুরূপভাবে পরীক্ষা করার চেষ্টা করে। তারাও অচিরে দেখতে পায় যে, এরূপ অনেক জ্ঞানীই রয়েছেন যারা নিজেদের জ্ঞানী বলে দাবি করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কিছুই জানেন না। কিন্তু যুবকদের হাতে এই পরীক্ষার ফল হিসাবে তারা আপন অজ্ঞতার জন্য নিজেদের উপর রাগান্বিত না হয়ে আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। তারা ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন : যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টিকারী, বুদ্ধিভ্রষ্ট, পাপিষ্ঠ সক্রেটিসই এজন্য দায়ী। কিন্তু কেউ যদি তাঁদের জিজ্ঞেস করে : কেন, সক্রেটিস কী অপরাধ করেছে, কী দুষ্টশিক্ষা সে প্রচার করেছে, তা হলে তারা আর জবাব খুঁজে পান না। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাদের যে, কোনো জবাব নেই সে-কথা যাতে প্রকাশ না পায় সেজন্য সব দার্শনিকদের বিরুদ্ধে তারা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল খুঁজে বেড়াবার, দেবতাদের অস্তিত্বহীনতার কথা ঘোষণা

করার এবং খারাপকে ভালো প্রতিপন্ন করার যে-অপবাদ প্রচারিত হয়েছে, সেই অপবাদেরই তারা পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। কারণ তাঁরা একথা স্বীকার করতে চান না যে, তাদের জ্ঞানের ভান ধরা পড়েছে। অথচ এটিই সত্য। তারা ধরা পড়েছেন। এঁদের সংখ্যা অনেক। এঁরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং উদ্যোগী। এঁরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী হয়ে শ্রেণীবদ্ধ হয়েছেন। সমর্থন সংগ্রহ করার ন্যায় ভাষার জোর এঁদের রয়েছে। এঁরাই আমার বিরুদ্ধে আপনাদের কানে উচ্চস্বরে নিকৃষ্ট অপবাদসমূহের কথা পৌঁছে দিয়েছেন। এবং এরই জন্য মেলিটাস, এ্যানিটাস এসেছেন শিল্পকার এবং রাজনীতিজ্ঞদের পক্ষ থেকে, এবং লাইকন বাগীদের প্রতিভূ হয়ে। কাজেই আমি গোড়াতেই বলেছি, কুৎসার এই বিরাট স্তূপ আমি একমুহূর্তে অপসারণ করতে পারিনে। এথেন্সবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ! এই আমার বক্তব্য। আমি সত্যকে প্রকাশ করেছি। সত্য বই অপর কিছুকে আমি উপস্থিত করি নি। কোনো সত্যকে আমি লুক্কায়িত রাখি নি। তথাপি আমি জানি, আমার সরলতা এবং স্পষ্টবাদিতাই তাদের ঘৃণার বস্তু। আমি বলি, তাঁদের ঘৃণাই কি আমার কথার সত্যতার প্রমাণ নয়? এরই জন্য আমার বিরুদ্ধে কুৎসার প্রবাহ ছুটেছে, আমার বিরুদ্ধে কুসংস্কার সৃষ্টি হয়েছে। এই সত্যকেই আপনারা বর্তমানে বা ভবিষ্যতের যে-কোনো অনুসন্ধানে দেখতে পাবেন।

প্রথম শ্রেণীর অভিযোগের বিরুদ্ধে এই আমার বক্তব্য। আমার আত্মপক্ষ সমর্থনে আমি যথেষ্টই বলেছি। এবার আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিযোগ সম্পর্কে বলব। দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিযোগকারীদের পুরোধা হচ্ছেন মেলিটাস, দেশপ্রেমিক মেলিটাস। মেলিটাস নিজেকে দেশপ্রেমিক বলেই দাবি করেন। এঁদের অভিযোগের বিরুদ্ধে ও আমার আত্মপক্ষ সমর্থনে আমি কিছু বলতে চাই। তাঁদের হলফনামাটিও পাঠ করা যাক। সে হলফনামাতেও রয়েছে এরূপ অভিযোগ : সক্রেটিস হচ্ছে দুষ্কর্মের নায়ক; সক্রেটিস হচ্ছে তরুণ সম্প্রদায়ের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী; সক্রেটিস দেশের দেবতাকুলকে বিশ্বাস করে না; সক্রেটিস আপনার মন থেকে নতুন দেবতার সৃষ্টি করে। এই হচ্ছে অভিযোগ। এবার আসুন আমরা অভিযোগের এই বিষয়গুলিকে পরীক্ষা করি। এথেন্সবাসীগণ! মেলিটাস বলেন, সক্রেটিস দুষ্কর্মা, সক্রেটিস তরুণ সম্প্রদায়ের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী। আমি বলি, দুষ্কর্মা হচ্ছেন মেলিটাস। কেননা, মেলিটাস যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেবার ভান করেন, সে বিষয়কে নিয়ে প্রকৃতপক্ষে তিনি পরিহাস করেন। যে-বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, সে-বিষয়েও তিনি আগ্রহের ভান করে অপরকে জড়িত করে বিচারে সোপর্দ করতে পরমোৎসাহী হয়ে ওঠেন। এই সত্যকেই আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করার চেষ্টা করব।

মেলিটাস, তুমি এগিয়ে এস। আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। তুমি তরুণ সম্প্রদায়ের উন্নতির বিষয়ে অবশ্যই বিশেষ আগ্রহ পোষণ কর?

হ্যাঁ, আমি তা পোষণ করি।

তা হলে বিচারকদের তুমি দয়া করে বল, কে তাদের উন্নয়নকারী। তুমি যখন কষ্ট করে তাদের অনিষ্টকারীকে খুঁজে বার করতে সক্ষম হয়েছ এবং আমাকেই সেই অভিযোগে বিচারকদের সম্মুখে হাজির করেছ, তখন তুমি অবশ্যই তরুণদের উন্নয়নকারীকেও জান। তা হলে তুমি বিচারকদের নিকট বল, কে তাদের উন্নতা।... মেলিটাস! তুমি আমার প্রশ্নের জবাবে নিঃশব্দ রয়েছ। তা হলে তোমার কিছু বলার নেই? কিন্তু এটি কি অসম্মানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় না? আমি যা বলছিলাম এতে তারইও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়–অর্থাৎ এ বিষয়ে তোমার কোনো আগ্রহ নেই। বন্ধুবর! মুখ খুলে জবাব দাও। আমাদের বল : তরুণ সম্প্রদায়ের উন্নেতা কে?

দেশের আইন।

নাগরিকবর! আমার প্রশ্ন সেটি নয়। আমি জানতে চাই, ব্যক্তি হিসাবে কে সে লোক যে তোমার ‘আইনকে’ সবার আগে জানে।

সক্রেটিস! আইনকে এই বিচারকক্ষের বিচারকরাই জানেন।

মেলিটাস, তুমি বলতে চাচ্ছ, বিচারকগণ তরুণদের শিক্ষা দিতে এবং তাদের উন্নতিসাধনে সক্ষম?

হ্যাঁ, অবশ্যই তারা সক্ষম।

তাঁদের সবাই সক্ষম? কিংবা তুমি বলতে চাও, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সক্ষম বটে কিন্তু অপর সবাই এ কাজে সক্ষম নন?

তাদের সবাই সক্ষম।

ধন্যবাদ। এটি অবশ্যই একটি উত্তম সংবাদ। তরুণদের উন্নয়নকারীর সংখ্যা তা হলে প্রচুর। কিন্তু এই বিচারকক্ষের যারা শ্রোতৃবর্গ, তাদের সম্পর্কে তুমি কী বলবে? তারাও কি তরুণদের উন্নতিসাধনে সক্ষম।

হ্যাঁ, তারাও তরুণদের উন্নতিসাধনে সক্ষম।

সিনেট–অর্থাৎ উচ্চ পরিষদের সদস্যবৃন্দ–তাঁরাও?

হ্যাঁ, সিনেটারগণও তরুণ সম্প্রদায়ের উন্নেতা।

তা হলে সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দও নিশ্চয়ই উন্নতি সাধন করেন?

হ্যাঁ, তারাও তাদের উন্নতি সাধন করেন।

তা হলে শুধু আমি ব্যতীত প্রত্যেকটি এথেন্সবাসীই তরুণদের উপকার সাধন করে, তাদের উন্নত করে তোলে? কেবল আমিই তাদের অনিষ্টকারী। মেলিটাস, এটিই কি তোমার বক্তব্য?

হ্যাঁ, দৃঢ়ভাবে আমি সে-কথাই বলছি।

মেলিটাস, তুমি সঠিক হলে, আমার জন্য সেটি খুবই মর্মান্তিক হবে। বেশ! আমি তোমাকে অপর একটি প্রশ্ন করছি : অশ্বদের বিষয়ে তুমি কি বলবে? তুমি কী বলবে যে, পৃথিবীর মাত্র একটি মানুষই তাদের অনিষ্ট করে, কিন্তু অপর সবাই তাদের উপকার করে? বরঞ্চ এর বিপরীত কথাটিই কি সত্য নয়? বস্তুত একটিমাত্র কিংবা বলা চলে অল্পসংখ্যক মানুষই–অর্থাৎ অশ্বের পরিচারক বা শিক্ষাদাতাই তাদের মঙ্গল সাধন করে। অপর সবাই তাদের অমঙ্গল বা ক্ষতি সাধন করবে। অশ্ব কিংবা অপর পশুদের সম্পর্কে এটিই কি সত্য নয়? মেলিটাস, তুমি এবং এ্যানিটাস আমার এ প্রশ্নের জবাবে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' যাই বল না কেন, অবশ্যই এটি সত্য। তরুণদের অবস্থাটিও খুবই সন্তোষজনক হতো যদি পৃথিবীর একটি মাত্র ব্যক্তি তাদের অনিষ্টকারী এবং অপর সবাই তাদের উন্নয়নকারী হতো। কিন্তু মেলিটাস, তুমি যে তরুণদের সম্পর্কে মোটেই আগ্রহান্বিত নও তার প্রমাণ তুমি যথেষ্ট দিয়েছ। তরুণদের সম্পর্কে তোমার অনাগ্রহ এবং অমনোযোগের বড় প্রমাণ হচ্ছে, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগসমূহ তুমি এনেছ তার সম্পর্কেও তুমি অমনোযোগী।

মেলিটাস, আমি তোমাকে আর একটি প্রশ্ন করতে চাই। জিউস দেবের দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি বল, সৎসঙ্গে বাস কিংবা অসৎসঙ্গে বাস–কোনটি উত্তম? প্রিয় বন্ধু, জবাব দাও।... আমি বলি, এ প্রশ্নের জবাবদান তত সহজ ব্যাপার। যারা ভালো, তারা কি তাদের প্রতিবেশীদেরও ভালো করে না? এবং যারা খারাপ তারা কি তাদের প্রতিবেশীদেরও খারাপ করে না?

হ্যাঁ, অবশ্যই।

বেশ! কিন্তু তুমি এমন কাউকে কি পাবে যে তার সঙ্গীর নিকট থেকে অপকার কামনা করবে? বন্ধু! তুমি জবাব দাও। আইনের দাবিতে তুমি জবাব দিতে বাধ্য। বল : কেউ কি অপকৃত হতে চায়?

অবশ্যই না।

তা হলে তুমি যখন তরুণ সম্প্রদায়কে নষ্ট করার দায়ে আমাকে অভিযুক্ত কর তখন কি তুমি বলতে চাও যে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অনিচ্ছা সহকারে তাদের অনিষ্ট সাধন করি?

আমি বলি, ইচ্ছাকৃতভাবেই তুমি তাদের অনিষ্ট সাধন কর।

কিন্তু বন্ধুবর! তুমি এইমাত্র স্বীকার করেছ যে, উত্তম তার প্রতিবেশীর মঙ্গল এবং অধম তার প্রতিবেশীর অমঙ্গল সাধন করে। তুমি কি বলতে চাও, তোমার উচ্চতর জ্ঞান দ্বারা তোমার জীবনের প্রত্যূষেই এই সত্যের উপলব্ধি তুমি লাভ করেছ, আর বৃদ্ধ আমি এখনও এমন গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত যে এটুকু আমি জানিনে যে, আমার প্রতিবেশীর ক্ষতিসাধন করলে আমারও তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে? তুমি বলতে চাও, তা সত্ত্বেও আমি আমার প্রতিবেশীর অনিষ্ট সাধন করেছি এবং ইচ্ছানুসারেই তা করছি? তোমার এরূপ কথায় আমার কিংবা অপর কারো প্রত্যয় হবে না। হয় আমি তাদের অনিষ্ট সাধন করিনে–কিংবা অনিচ্ছা সহকারে অনিষ্ট সাধন করি। উভয়ত তুমি মিথ্যা বলার দোষে দোষী। আমার অপরাধ যদি অনিচ্ছাকৃত হয় তা হলে আইন তাকে বিচারযোগ্য বলে গ্রহণ করবে না। এমন ক্ষেত্রে তুমি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে হুঁশিয়ার করতে পারতে। ব্যক্তিগতভাবে তুমি আমাকে তিরস্কার করতে পারতে। কেননা, আমার অপরাধ অনিচ্ছাকৃত হলে অবশ্যই তোমার সদুপদেশে আমি তা থেকে বিরত হতাম। কিন্তু এ বিষয়ে আমাকে বলার মতো তোমার কোনো মন্তব্য ছিল না। তুমি আমাকে আমার অপরাধ বিষয়ে সচেতন করে তুলতে চাওনি। কিন্তু এখন তুমি আমাকে বিচারালয়ে নিয়ে এসেছ। বিচারালয় অবশ্যই শিক্ষাদানের স্থান নয়। বিচারালয় শাস্তিদানেরই স্থান।

এথেন্সবাসীগণ! এ থেকেই পরিষ্কারভাবে আমার কথার সত্যতা আপনারা বুঝতে পারবেন। আপনারা বুঝতে পারবেন, মেলিটাসের এ বিষয়ে অল্প কিংবা অধিক কোনো আগ্রহই নেই। কিন্তু মেলিটাস! আমি এখনো তোমার নিকট থেকে জানতে চাই : তরুণ সম্প্রদায়কে কোন ক্ষেত্রে আমি দুর্নীতিদুষ্ট করেছি। তোমার অভিযোগ থেকে আমার অনুমান, তুমি বলতে চাচ্ছ যে, আমি তরুণদের শিক্ষা দিই যেন তারা রাষ্ট্রের স্বীকৃত দেবতাদের স্বীকার না করে নতুন দেবতাদের কিংবা ঐশ্বরিক প্রতিভূসমূহকে সৃষ্টি করে। তোমার অভিযোগ অনুযায়ী এই শিক্ষার দ্বারা আমি তরুণদের দুর্নীতিদুষ্ট করে তুলেছি–নয় কি?

হ্যাঁ, আমি এ কথাই জোরের সঙ্গে বলতে চাই।

মেলিটাস। দেবতাদের দোহাই দিয়ে বলছি, তা হলে তুমি একটু স্পষ্ট করে আমাকে এবং এই বিচারালয়কে জানিয়ে দাও, কী তুমি বলতে চাও? কেননা, আমি এখনো বুঝতে পারছিনে, তোমার অভিযোগ কি এই যে, আমি বিশেষ কোনো দেবতার কথা প্রচার করি–সুতরাং আমি স্রষ্টায় অবশ্যই বিশ্বাস করি এবং আমি সম্পূর্ণরূপে একজন নাস্তিক বলে বিবেচিত হতে পারিনে। তুমিও নিশ্চয়ই আমাকে নাস্তিক বলে অভিযুক্ত করছ না? তোমার অভিযোগ শুধু এই যে, আমার ‘প্রচারিত’ দেবতা

এবং আমাদের নগর-স্বীকৃত দেবতাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তারা ভিন্ন প্রকারের দেবতা। অথবা তোমার অভিযোগ হচ্ছে যে, আমি পরিপূর্ণরূপেই একজন নাস্তিক এবং নাস্তিক্যবাদেরই শিক্ষক?

তোমার দ্বিতীয় কথাই আমার কথা। সক্রেটিস, তুমি সম্পূর্ণরূপেই একজন নাস্তিক।

কী অদ্ভুত তোমার অভিযোগ, মেলিটাস! কিন্তু আমার সম্পর্কে তোমার মনে এরূপ চিন্তার উদয় হলো কেন? তুমি কি মনে কর যে, অপর সবার ন্যায় আমি সূর্যের কিংবা চন্দ্রের দেবত্বকে স্বীকার করিনে?

মহামান্য বিচারকবৃন্দ! আমি আপনাদের নিকট নিশ্চয় করে বলছি, সক্রেটিস সূর্য এবং চন্দ্রের দেবত্বে বিশ্বাস করে না। সক্রেটিস বলে, সূর্য হচ্ছে প্রস্তর এবং চন্দ্র হচ্ছে মৃৎপিণ্ড।

বন্ধু মেলিটাস! তুমি নিশ্চয়ই এনাক্সাগোরাসকে অভিযুক্ত করে একথা বলতে চাচ্ছ। তুমি যদি মহামান্য বিচারকবৃন্দকে এতখানি মূর্খ বলে কল্পনা কর যে তারা জানেন না, তোমার উল্লিখিত তত্ত্ব ক্লাজোমিনিয় দার্শনিক এনাক্সাগোরাসের পুস্তকেই পাওয়া যায় এবং তার সমস্ত পুস্তক এই তত্ত্ব দিয়েই পূর্ণ তা হলে বলতে হয় যে, বিচারকবৃন্দ সম্পর্কে তোমার ধারণা খুবই খারাপ। আর যথার্থ সে-জন্যই প্রচার করা হচ্ছে যে, তরুণ সম্প্রদায়কে সক্রেটিস এভাবে শিক্ষিত করে তুলছে। সেই শিক্ষার নাট্যরূপের প্রদর্শনীও প্রায়শ নাট্যশালার মঞ্চোপরেও এক ড্রাকমা প্রবেশহারের বিনিময়ে দেখতে পারা যায়। দর্শকবৃন্দ অবশ্যই তাদের অর্থের মূল্য ফিরে পায়। কেননা, সক্রেটিসের মস্তিষ্ক-উদ্ভুত এ সমস্ত অদ্ভুত তত্ত্বের পরিচয়ে সক্রেটিসকে ব্যঙ্গ ও পরিহাস করার একটি সুযোগ তারা পেয়ে থাকে। তা হলে মেলিটাস! তুমি যথার্থই মনে কর যে, আমি কোনো দেবতায় বিশ্বাস করিনে।

হ্যাঁ, জিউস দেবের শপথ করেই আমি বলতে পারি যে, তুমি আদৌ কোনো দেবতায় বিশ্বাস কর না।

তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না মেলিটাস। এবং আমি নিশ্চিত যে, তুমি নিজেও তোমার এই অভিযোগকে বিশ্বাস কর না। এথেন্সবাসীগণ! আমি একথা না ভেবে পারছিনে, মেলিটাস হঠকারী এবং নির্লজ্জ। মেলিটাস যুবসুলভ বাহাদুরি এবং বেপরোয়াভাব নিয়ে আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগপত্র তৈরি করেছে। সে কি একটি গোলকধাঁধার সৃষ্টি করেনি? মেলিটাস নিজের মনে বলেছে : ‘দেখি সক্রেটিস কী করে আমার সৃষ্ট এই উদ্ভট জটিলতাকে ধরতে পারে? সক্রেটিস এবং অপর সবাইকে আমি নিশ্চয়ই এর দ্বারা প্রতারিত করতে সক্ষম হব। আমি একথা বলছি, কেননা আমি মনে করি, তার অভিযোগপত্রেই মেলিটাস পরস্পরবিরোধী কথা বলেছে। তার অভিযোগে, সক্রেটিস কেনো দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করার অপরাধেও অপরাধী। কোনো দায়িতুপূর্ণ ব্যক্তিই এরূপ পরস্পরবিরোধী উক্তি করতে পারে না।

এথেন্সবাসীগণ! আপনারা মেলিটাসের অসামঞ্জস্য ও পরস্পর বিরোধিতার বিষয়টির পরীক্ষাকার্যে আমার সঙ্গে যোগদান করুন। মেলিটাস, তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও। বিচারালয়ের দর্শক এবং শ্রোতবৃন্দের নিকট আমি আবেদন করব, আমার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে আমি কথা বললেও যেন তারা গোলমাল সৃষ্টি না করেন।

মেলিটাস, তুমি জবাব দাও : এমনকি সম্ভব যে, কোনো ব্যক্তি মানবিক গুণাবলিতে বিশ্বাস করে অথচ মানুষের অস্তিত্বে সে বিশ্বাস করে না? ... এথেন্সবাসীগণ! মেলিটাস চুপ করে রয়েছে। কিন্তু তার চুপ করে থাকলে চলবে না। আমার বক্তব্যে বাধাদানের চেয়ে মেলিটাস আমার প্রশ্নের জবাব দিক : জগতে কোনো মানুষ কি কখনো অশ্বকৌশলে বিশ্বাস করেছে কিন্তু বাস্তব কোনো অশ্বের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেনি? এমনকি হতে পারে যে, আমরা বংশীবাদন বিশ্বাস করি, কিন্তু বংশীবাদককে বিশ্বাস করিনে? ... বন্ধুবর, তুমি এখনো আমার প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করছ। বেশ, আমিই তোমার নিকট এবং আদালতের সম্মুখে এ প্রশ্নের জবাব পেশ করছি : আমার জবাব হচ্ছে, না

এরূপভাবে কোনো মানুষ কখনো চিন্তা করতে পারে না। এবার তুমি আমার পরবর্তী প্রশ্নের জবাব দাও : কেউ কি ঐশ্বরিক এবং স্বর্গীয় দূতসমূহকে বিশ্বাস করেও দেবতাদের অবিশ্বাস করতে পারে?

না, তা সে পারে না।

আহা! আমার কী ভাগ্য! আদালতের সাহায্যে তোমার নিকট থেকে পরিশেষে একটি জবাব আদায় করতে আমি সক্ষম হয়েছি। কিন্তু তুমি তো তোমার শপথনামায় হলফ করে বলেছ যে, আমি ঐশ্বরিক বা স্বর্গীয় শক্তিসমূহের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বস্ত স্বর্গীয় প্রতিভূগণ আধুনিক কিংবা প্রাচীন–সে কথা ভিন্ন। বড় কথা হচ্ছে যে, আমি ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাস করি। তা হলে, ঐশ্বরিক শক্তিসমূহে বিশ্বাস করেও দেবতাদের অস্তিত্বে আমি কিরূপে অবিশ্বাসী হতে পারি? তা হলে দেবতাদের অস্তিত্বও কি আমাকে বিশ্বাস করতে হয় না? নিশ্চিতভাবেই দেবতাদের অস্তিত্ব আমাকে বিশ্বাস করতে হয়। নয় কি? ... আমার এ প্রশ্নেও তুমি নীরব রয়েছ। তোমার নীরবতাকে আমি সম্মতির লক্ষণ হিসাবে ধরে নিচ্ছি। এবার বল : এই উপদেবতাগণ কারা? তারা কি দেবতা এবং দেবতাদেরই সন্তান নয়?

হ্যাঁ, অবশ্যই তারা তাই।

এবং এখানেই তুমি একটি হাস্যকর জটিলতার সৃষ্ট করেছ। উপদেবতাগণও অবশ্যই দেবতা। তুমি প্রথমে বলেছ, আমি দেবতায় বিশ্বাস করিনে। আবার বলেছ, আমি দেবতায় বিশ্বাস করি। কেননা, তোমার স্বীকৃতি অনুসারে আমি উপদেবতায় বিশ্বাসী। উপদেবতাগণ যদি দেবতা এবং জলপরী বা অপর

কোনো জননীজাত অবৈধ সৃষ্টি হয় তা হলে এভাবে উপদেবতাগণকে দেবতার সন্তান হিসাবে স্বীকার করার পরে কোনো মানুষের দেবতার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা সম্ভব? তা হলে তো তুমি অশ্ব কিংবা গর্দভের মিলনজাত খচ্চরে অস্তিত্বে বিশ্বাস করেও অশ্ব কিংবা গর্দভকে অবিশ্বাস করতে পার। মেলিটাস! আমাকে বিচার করার জন্য এরূপ অর্থহীন অভিযোগ সৃষ্টি তোমার পক্ষেই সম্ভব। এই সমস্ত কথাকে তুমি অভিযোগপত্রে বসিয়েছ। কেননা আমাকে অভিযুক্ত করার ন্যায় প্রকৃত অভিযোগ তোমার কিছুই নেই। কিন্তু যার মধ্যে সামান্য পরিমাণ বৃদ্ধির অস্তিত্ব আছে সে তোমার এ অভিযোগ কখনো স্বীকার করতে পারবে না যে, কোনো ব্যক্তির পক্ষে ঐশ্বরিক শক্তিসমূহকে বিশ্বাস করার পরেও দেবতা উপদেবতা প্রভৃতিকে অবিশ্বাস করা সম্ভব।

মেলিটাসের অভিযোগের জবাবে আমি যথেষ্টই বলেছি। অধিকতর বিস্তৃত জবাবের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে জানি, আমার অনুসন্ধান দ্বারা যে শত্রুতার আমি সৃষ্টি করেছি তার পরিমাণ এবং সংখ্যা কম নয়। এবং আমার ধ্বংস যদি ঘটে তা হলে এই শত্রুতা থেকেই আমার ধ্বংস ঘটবে। ব্যক্তি হিসাবে মেলিটাস কিংবা এ্যানিটাস নগণ্য। কিন্তু মানুষেরই বিদ্বেষ এবং অপবাদ বহু মহৎমানুষের ধ্বংস এবং মৃত্যুর কারণ হয়েছে এবং সম্ভবত আরো বহু মহৎ মানুষের ধ্বংস এবং মৃত্যুর কারণ হবে। বিদ্বেষ এবং অপবাদের যূপকাষ্ঠে আমার বলি অবশ্যই শেষ বলি নয়।

কেউ হয়তো আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন : সক্রেটিস, যে-জীবনযাপনে অকালে তোমার জীবন বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, সে-জীবনের জন্য কি তুমি লজ্জিত নও? তার এ প্রশ্নের জবাবে দ্বিধাহীনভাবেই আমি বলব : সুহৃদবর, তুমি ভুল বলছ। কোনো মানুষের যদি সাধন করার মতো মহৎ কার্য কিছু থাকে তা হলে তার সম্মুখে বড় প্রশ্ন জীবন কিংবা মৃত্যু নয়। তার বিবেচনার একমাত্র বিষয় হওয়া আবশ্যক : আপন কার্য সাধনে সে কোথাও অন্যায় কিংবা অবিচারের আশ্রয় গ্রহণ করল কিনা? মহৎ কিংবা হীন–কোন মানুষের ভূমিকা সে পালন করতে সক্ষম হলো? অপরদিকে তোমার অভিমত অনুযায়ী ট্রয়ের ভূমিতে নিহত বীরদের জীবনের কোনো সার্থকতা নেই। কিন্তু থেটিসপুত্র অপমানজনক জীবনের বদলে বিপজ্জনক মৃত্যুকেই গ্রহণ করেছিল। থেটিসপুত্র যখন তার সাথীর মৃত্যুর প্রতিশোধ হেকটরকে বধ করতে উদ্যত, তখন তার স্বর্গীয় জননী তার সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের হত্যার প্রতিশোধ যদি সে হেকটরকে বধ করে তা হলে তার নিজের মৃত্যুও অবধারিত; বলেছিলেন : বৎস! হেকটরের পার্শ্বে ভবিতব্য তোমার জন্যই অপেক্ষা করছে? কিন্তু পুত্র এ সতর্কবাণী সত্ত্বেও বিপদ এবং মৃত্যুকে উপেক্ষা করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বীর সেদিন বিপদ

এবং মৃত্যুকে ভয় করার চেয়ে অসম্মান এবং বন্ধুর রক্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকেই ভয় করেছিল। জননীর সতর্কবাণী শ্রবণ করে পুত্র বলেছিল : 'মাতা! তত্রাচ আমি মৃত্যুকেই বরণ করতে চাই। দীর্ঘ চঞ্চু—আমাদের–এই অর্ণবযানসমূহের পার্শ্বে পৃথিবীর বুকে ভার এবং হাস্যাস্পদ জীব হিসাবে বেঁচে থাকার পরিবর্তে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধের মৃত্যুই আমি বরণ করতে প্রস্তুত।' থেটিসপুত্র একিলেসের মনে কি বিপদ এবং মৃত্যুর চিন্তা স্থান পেয়েছিল? না, তা পায়নি। কেননা, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে নির্দিষ্ট আপন স্থানকেই রক্ষা করা–তাকে পরিত্যাগ করা নয়। সে নির্দিষ্ট স্থান তার স্বনির্বাচিত হোক কিংবা সামরিক অধিনায়কের আদেশ–নির্দিষ্টই হোক–সেখানে অবস্থান করাই তার কর্তব্য। মানুষের চিন্তার বিষয় মৃত্যু নয়। মানুষের চিন্তার বিষয় হচ্ছে। অসম্মান। এথেন্সবাসীগণ! আমার এ বাক্যটি অবশ্যই একটি যথার্থ বাক্য।

এথেন্সের ভ্রাতৃবৃন্দ! যে-আমি আপনাদেরই নির্বাচিত অধিনায়কদের আদেশে পটিডিয়া, এ্যামপিফলিস এবং ডেলিয়ামের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখেও নির্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ করিনি, যে-আমি সেদিন অপর সবার ন্যায় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে পেরেছিলাম, সে আমি যদি আজ মৃত্যু কিংবা অপর কিছুর ভয়ে ভীত হয়ে আত্ম এবং পর' সমস্ত বিষয়কে বিচার করার দার্শনিক কর্তব্য সমাপন থেকে পশ্চাদপসরণ করি, তা হলে আমার সেরূপ ব্যবহার লজ্জাকর বলেই বিবেচিত হবে। কর্তব্যের সেই অবহেলার জন্যই ন্যায়ত আমার বিচার করা চলত। আমি যদি ভবিষ্যদ্বক্তার বাণীর তাৎপর্য অনুসন্ধানে বিরত থেকে নিজেকে অজ্ঞ জেনেও জ্ঞানী বলে প্রচার করতাম তা হলেই আমি ন্যায়ত দেবতাদের আদেশ-বিরুদ্ধ কাজের অপরাধে বিচারালয়ে অভিযুক্ত হয়ে সোপর্দ হতে পারতাম। কেননা, মৃত্যু সম্পর্কে মানুষের ভীতিই তার আপন অজ্ঞতা সত্ত্বেও নিজেকে জ্ঞানী বলে দাবি করার প্রমাণ। মৃত্যুকে কি আমরা জানি? যদি না জানি, তা হলে তাকে ভয় করার অধিকার অজানাকে জানি বলারই সামিল। কেননা, কে জানে, মৃত্যু ভালো কি মন্দ? কে জানে, যে-মৃত্যুকে মানুষ চরম ক্ষতি বলে আতঙ্কিত হয়, সে-মৃত্যুই মানুষের জন্য পরম মঙ্গল বহন করে আনে কিনা? মানুষের এই অজ্ঞতা এবং সেই অজ্ঞতাকেই আবার জ্ঞান বলে অহঙ্কার প্রকাশ করাই হচ্ছে মানুষের পক্ষে সবচেয়ে লজ্জার বিষয়। অপর সব মানুষের মতোই আমি জগতের কিছুই জানিনে, তথাপি আমি নিজে মনে করিনে যে, আমি জানি। কিন্তু একটি বিষয় আমি জানি যে, যা মহৎ তার প্রতি অন্যায় কিংবা তার বিরুদ্ধতা অবশ্যই মানুষের পক্ষে অসম্মানজনক। একথা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, নিশ্চিত অমঙ্গল এবং সম্ভাব্য মঙ্গলের মধ্যে যদি একটিকে গ্রহণ করতে হয় তা হলে আমি কখনো সম্ভাব্য মঙ্গলের বিনিময়ে নিশ্চিত অমঙ্গলকে গ্রহণ করব না।

এ্যানিটাস বলবেন : আমার বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ আনা হয়েছে, তখন আমাকে অবশ্যই দণ্ডিত করা উচিত। কেননা, তার মতে, তা না হলে আমাকে আদৌ অভিযুক্ত করা উচিত বলে বিবেচিত হতে পারে না। তদুপরি তার মতে আমাকে মুক্তি দিলে আপনাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমার শিক্ষায় কলুষিত হয়ে যাবে। আমি আমার কথা বলছি। এ্যানিটাসের যুক্তি যদি আপনারা গ্রহণ না করেন এবং আমাকে এই বলে সাবধান করে মুক্তি দেন : সিক্রেটিস, এবার আমরা এ্যানিটাসের অভিযোগকে গ্রহণ করলাম না–এবং তোমাকে মুক্তি দিলাম। কিন্তু একটি শর্তে। শর্তটি হচ্ছে এই যে, বিশ্বের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তোমার অনুসন্ধান-কার্যটি তুমি বন্ধ করে দেবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয়বার তোমাকে এরূপ দার্শনিক কার্যে লিপ্ত দেখা যায় তা হলে তখন তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। আপনাদের এরূপ শর্তের জবাবে তা হলে আমি বলব : এথেন্সবাসীগণ! আপনাদের আমি সম্মান করি এবং ভালবাসি। কিন্তু আমার চরম আনুগত্য আপনাদের প্রতি নয়। আমার আনুগত্য, বিশ্ববিধাতার প্রতি আমার জীবন ও শক্তি থাকা পর্যন্ত কখনোই আমি দর্শনের শিক্ষা এবং প্রচার হতে বিরত হব না। যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে আমি তাকেই বলব, হে আমার মহান এথেন্সনগরীর বন্ধু! জ্ঞান এবং আত্মার উন্নয়নের প্রতি তোমার লক্ষ্য নিবন্ধ না করে কেবল অর্থ, সম্মান এবং সুখ্যাতির সঞ্চয়ে কি তুমি লজ্জা বোধ কর না। আমার সঙ্গে তর্করত বন্ধু যদি বলেন : হ্যাঁ, তাবশ্যই তিনি লজ্জা বোধ করেন এবং আত্মার উন্নয়নে তিনি বেষ্টিত আছেন, তা হলে আমি অবশ্যই তাকে আদ্যোপান্ত প্রশ্ন করে দেখব, সত্যই তার সত্তার মধ্যে ধর্ম এবং ন্যায়পরায়ণতার অস্তিত্ব রয়েছে কিংবা তিনি ভিত্তিহীনভাবেই নিজেকে ন্যায়পরায়ণ বলে দাবি করছেন। আমি যদি দেখি তার দাবি ভিত্তিহীন তা হলে আমি অবশ্যই তাকে মহতের চেয়ে হীনকে মূল্যবান মনে করার জন্য ভর্ৎসনা করতে কুণ্ঠিত হব না। যুবক, বৃদ্ধ, নাগরিক কিংবা বিদেশী যার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটবে, তাকেই আমি একথা বলব। কিন্তু এথেন্সবাসীকে বলার অধিকারই আমার অধিক যেহেতু তারা আমার স্বদেশবাসী-ভ্রাতৃবৃন্দ। এ কর্তব্য পালনকে আমার প্রতি বিধাতার আদেশ বলেই আমি গণ্য করি। একথাও আমি বিশ্বাস করি, বিধাতার আদেশ পালন করাই রাষ্ট্রের প্রতি আমার মহত্তম সেবা। কেননা, আমি যখন আপনাদের সঙ্গে আলাপ করি সে-আলাপ শুধু একথা বলার জন্যই যে, আপন সম্পদ কিংবা স্বার্থের চেয়ে যেন আত্মার উন্নয়নকেই জীবনে প্রথম এবং প্রধান ব্রত বলে আপনারা গ্রহণ করেন। আমার দেশবাসীকে আমি বলব : সম্পদে ধর্ম নেই, ধর্মই সম্পদ। শুধু সম্পদ নয়, মানুষের সমষ্টিগত কিংবা ব্যক্তিগত সমস্ত মঙ্গলই ধর্মে নিহত। এই আমার শিক্ষা। আমার এই শিক্ষায় যদি দেশের যুব সম্প্রদায়ের চরিত্র কলুষিত এবং বিনষ্ট হচ্ছে বলে আমাকে অভিযুক্ত করা হয়, তা হলে আমি সে

অভিযোগকে স্বীকার করে বলব : হ্যাঁ, এই 'অপরাধে' আমি অপরাধী। কেউ যদি বলেন যে, এ শিক্ষা আমার নয়, তা হলে আমি বলব : সেও অসত্যভাষণে দোষী। সুতরাং আমি বলছি : বিচারপতিগণ, এ্যানিটাস যা আপনাদের করতে বলে, আপনারা তাই করুন। কিংবা এ্যানিটাস যা আপনাদের করতে নিষেধ করে, আপনারা তা করা থেকে বিরত থাকুন। আপনাদের যেমন অভিরুচি তেমন আপনারা সিদ্ধান্ত করুন। আপনাদের ইচ্ছা হয় আমাকে আপনারা অভিযোগ থেকে মুক্তি দিতে পারেন। ইচ্ছা হয় আমাকে দণ্ড দিতে পারেন। কিন্তু একথা নিশ্চিত জানবেন, আপনাদের কোনো সিদ্ধান্তই আমাকে আমার গৃহীত পথ থেকে ভ্রষ্ট করতে সক্ষম হবে না। শুধু একবার নয়, বারবারও যদি আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়, তা হলেও আমার জীবনের পথ অপরিবর্তিতই থাকবে।

এথেন্সবাসীগণ! আমাকে শ্রবণ করুন। আমাকে বাধা দেবেন না। আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে স্থির বক্তব্য এখনো শেষ হয় নি। আমার আরো কথা রয়েছে। আমার সে কথা শুনলে হয়তো আপনারা আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠবেন। আমি বলি, আর্তনাদ না করে ধৈর্য ধরে আমার সব কথা শ্রবণ করুন। আমার কথা আপনাদের মঙ্গল বই কোনো অমঙ্গল সাধন করবে না। আপনারা একথা নিশ্চিত জেনে রাখুন, আমাকে হত্যা করে আমার ক্ষতি সাধানের চেয়ে আপনারা আপনাদেরই অধিক ক্ষতির কারণ হবেন। আমার ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা আপনাদের আয়ত্তের বাইরে। এ্যানিটাস কিংবা মেলিটাস কারু পক্ষেই আমার কোনো ক্ষতি সাধন সম্ভব নয়। কেননা, অধম কখনো উত্তমকে আঘাত করে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। একথা আমি অস্বীকার করিনে, অধম এ্যানিটাস উত্তমকে হত্যা করতে পারে, তাকে নির্বাসনে পাঠাতে পারে এবং এভাবে সে কল্পনা করতে পারে যে, উত্তমের সে চরম ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেই আমি আপনাদের সঙ্গে একমত নই। অধম যদি উত্তমকে আঘাত করতে অক্ষম হয়, তা হলে এ্যানিটাসও উত্তমকে হত্যা করে উত্তমের কোনো অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। কেননা, অন্যায়ভাবে কোনো মানুষের জীবন গ্রহণ করে যে অন্যায় সাধন করবে, সে অন্যায় অপর যে-কোনো অন্যায়ের চেয়ে হীন, অপর যে-কোনো অন্যায়ের চেয়েই গুরুতর।

এথেন্সবাসীগণ! আমার এ যুক্তি আত্মস্বার্থে প্রদত্ত যুক্তি নয়। আপনারা হয়তো তাই মনে করেন। কিন্তু আত্মস্বার্থের জন্য নয়, আপনাদের মঙ্গলের জন্যই একথা বলছি। আমাকে আপনারা বিধিদত্ত একটি দান হিসাবেই জানবেন। আমাকে হত্যা করে বিধাতাকে অমান্য করার অপরাধেই আপনারা অপরাধী হবেন, কেননা, আমাকে হত্যা করলে আপনারা সহজে আমার স্থান পূরণ করার ন্যায় উত্তরাধিকারী কাউকে পাবেন না। সে কি আপনাদের ক্ষতির বিষয় হবে না? হাস্যকর একট উপমাকে যদি আমি

ব্যবহার করি তা হলে আমি বলতে পারি যে, রাষ্ট্রের জন্য আমি হচ্ছি বিধিদত্ত একটি উঁশ পোকা। রাষ্ট্র অবশ্যই একটি বিরাট অশ্ব বিশেষ। আপন আকারের ভারে সে মন্থরগতি। তার মধ্যে গতি সঞ্চারের প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রীয় জীবনে আমি হচ্ছি সেই উস্কে দেবার উঁশ। বিরামহীনভাবে দিবসব্যাপী সর্বত্র আমি আপনাদের পেছনে লেগে রয়েছি, ভর্ৎসনা করে আপনাদের চেতনাকে আমি জাগরিত করে তুলছি। এরকম উপকারী লোক আপনারা দ্বিতীয় একটি খুঁজে পাবেন না। তাই আপনাদেরই স্বার্থে আমার জীবন রক্ষা করতে বলব। আমি জানি আমার একথায় আপনারা নিদ্রা থেকে সদ্য জাগরিত ব্যক্তির ন্যায় আমার উপর রুষ্ট হয়ে উঠবেন। কারণ এ্যানিটাসের মতো আপনারাও হয়তো মনে করবেন, আমাকে হত্যা করলেই আমার মৃত্যুর পরে আপনাদের অবশিষ্ট জীবন আপনারা উদ্বেগহীন নিদ্রার মধ্যে কাটাতে পারবেন, যতদিন না বিধাতা আমার ন্যায় অপর কোনো উঁশ পোকাকে আপনাদের জন্য প্রেরণ করেন। আপনাদের জন্য আমি বিধাতার দান। আমার একথা বলার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, আমি যদি অপর সাধারণ লোকের ন্যায় হতাম, তা হলে আমার ব্যক্তিগত সমস্ত স্বার্থকে আমি নিরুদ্বিগ্নভাবে অবহেলিত হতে দিতাম না; আপনাদের মঙ্গলামঙ্গল নিয়ে চিন্তান্বিত থাকতাম না; আপনাদের পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ধর্ম এবং ন্যায়ের পথে আপনাদের আনয়নের চেষ্টা করতাম না। এরূপ কার্য নিশ্চয়ই স্বাভাবিক মানুষের কার্য নয়। আমার শিক্ষাদানের বিনিময়ে যদি আমি কিছু পেতাম তা হলেও হয়তো এর কোনো অর্থ থাকত। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, কোনো উদ্ধত অভিযোক্তাই একথা আজ বলতে পারে না যে, শিক্ষাদানের বিনিময়ে কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে আমি কোনো মূল্য দাবি করেছি। এ অভিযোগের কোনো সাক্ষ্যই তারা উপস্থিত করতে পারে না। তাই আমার নিজের কথার বড় প্রমাণ এবং সাক্ষ্য হচ্ছে আমার নিজের আর্থিক দ্রারিদ্র্য।

কেউ হয়তো আশ্চর্য হয়ে বলবেন, আমি কেন প্রকাশভাবে রাষ্ট্রকে উপদেশ দ্বারা সাহায্য না করে ব্যক্তিগতভাবে অন্য লোকের বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং চিন্তান্বিত হই? কেন আমি সাহসভরে প্রকাশ্যে অগ্রসর হয়ে আসিনে? একথারও আমি জবাব দিচ্ছি : আপনারা বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে আমাকে এক ভবিষ্যদ্বাণী এবং এক ভবিষ্যদ্বক্তার কথা বলতে শুনেছেন। মেলিটাস তাঁর অভিযোগে এ নিয়েই আমাকে ব্যঙ্গ করেছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী আমার নিকট একটি বিশেষ সঙ্কেতস্বরূপ। আমি যখন শিশু তখন থেকেই এ বাণী আমাকে পথ প্রদর্শন করে এসেছে। এ বাণী আমাকে কেবল কোনো অন্যায় করা থেকে বিরত করে; কোনো কর্ম সাধনের জন্য সে আমাকে আদেশ দেয় না। এই বাণীর নিষেধেই আমি রাজনীতিতে যোগদান করা থেকে বিরত রয়েছি। ভ্রাতৃবৃন্দ, আমি জানি, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

করলে রাজনীতি বহু পূর্বেই আমাকে ধ্বংস করে ফেলত। রাজনীতি দ্বারা আমি আমার নিজের কিংবা আপনাদের কোনো মঙ্গলই সাধন করতে পারতাম না। আমার সত্য কথা বলার জন্য আপনারা দয়া করে ক্রুদ্ধ হবেন না। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রের মধ্যে যত অরাজক এবং অন্যায় কার্য সাধিত হয়, যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে তার সংশোধনের জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে কিংবা কোনো জনসমষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হয়, তা হলে তার ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং আমি মনে করি, সত্যের জন্য যদি কেউ সংগ্রাম করে এবং সে সংগ্রাম যদি ক্ষণস্থায়ীও হয়, তা হলেও তার উত্তম স্থান কোনো রাষ্ট্রীয় আসন নয়, তার উত্তম স্থান অবশ্যই অ-রাষ্ট্রীয়, অর্থাৎ বেসরকারি কর্মকেন্দ্র।

আমার একথার যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণই আমি আপনাদের দিতে পারি। শুধু উক্তি নয়, আপনারা যে-কাজের মূল্য দেন অধিক, সে-কাজের দৃষ্টান্ত দ্বারাই আমার কথার সত্যতা আমি প্রমাণ করছি। আমার জীবনের একটি কাহিনী আপনারা আমাকে বর্ণনা করতে দিন। এ কাহিনী অবশ্যই প্রমাণ করবে, মৃত্যুর ভয়ে অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করতে আমি পারিনে। এবং নতি স্বীকার করতে যেখানে আমি অক্ষম সেখানে মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়। বিচারালয় সম্পর্কে আমি একটি গল্প বলছি। গল্পটি খুব আকর্ষণপূর্ণ না হলেও সত্য। এথেন্সবাসীগণ! আপনারা জানেন যে, সিনেটের সভ্য হিসাবে একটি মাত্র রাষ্ট্রীয় পদই আমি জীবনে গ্রহণ করেছিলাম। আপনারা একথাও জানেন যে, আমি হচ্ছি এন্টিওকিস গোত্রভুক্ত। সমরবাহিনীর অধিনায়কগণ আরগিনুসি সমরক্ষেত্রে নিহত সৈন্যদের মৃতদেহ সঙ্গে করে নিয়ে না আসাতে অভিযুক্ত হয়ে বিচারের জন্য সোপর্দ হয়েছিল। এই বিচারকমণ্ডলীর সভাপতিত্বে তখন আমার ক্ষেত্রই ছিল অধিষ্ঠিত। এই বিচারে আপনারা সমরনায়কগণকে সমষ্টিগতভাবে বিচার করে দণ্ড দিতে চেয়েছিলেন। এ পদ্ধতি অবশ্যই আইনবিরুদ্ধ ছিল। পদ্ধতিটি যে আইনবিরুদ্ধ ছিল, একথা আপনারা পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন। কিন্তু সেদিন বিচারকদের মধ্যে একমাত্র আমিই আপনাদের সে অসংগত প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেছিলাম। বাগীর দল আমাকে গেপ্তার করে বিচার করার হুমকি দিয়েছিল। আপনারা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে আমাকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি স্থির করলাম : আইন এবং ধর্ম আমার পক্ষে। আপনাদের বিরুদ্ধতা করার জন্য আমি বন্দিশালায় প্রেরিত হতে পারি, তাও আমি জানতাম। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত অটল ছিল : বন্দিত্ব কিংবা মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে আমি আপনাদের অন্যায় কার্যে অংশগ্রহণ করব না। এই ঘটনা ঘটেছিল দেশে যখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তিরিশের স্বৈরতন্ত্র যখন প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন তারা আমাকে এবং অপর চার ব্যক্তিকে সভাকক্ষে ডেকে নিয়ে আদেশ দিল যেন সালামিসের লীয়ঁকে আমরা তাদের

যুপকাষ্ঠে বলিদানের জন্য বন্দি করে নিয়ে আসি। এই পদ্ধতিতেই তারা তাদের পাপকার্যে যত সংখ্যক ব্যক্তিকে সম্ভব জড়িত করার ষড়যন্ত্র করত। কিন্তু সেদিনও আমি শুধু মুখের কথায় নয়, কার্যদ্বারাই তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, মৃত্যুর জন্য আমি বিন্দুমাত্র পরোয়া করিনে। আমি বলেছিলাম, আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় হচ্ছে, যেন আমি কোনো অন্যায় এবং অপবিত্র কার্যে নিজেকে নিযুক্ত না করি। সেদিনও স্বৈরতন্ত্রের পাশব হস্ত আমাকে অন্যায় কার্যে লিপ্ত করতে সক্ষম হয় নি। সভাকক্ষ থেকে আমরা যখন বেরিয়ে এলাম, তখন অপর চার ব্যক্তি লীয়কে বন্দি করে আনার জন্য সালামিস যাত্রা করেছিল এবং আমি সোজা আমার গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলাম। আমি জানি অল্পকালের মধ্যেই সেই 'তিরিশের স্বৈরতন্ত্রের' পতন না ঘটলে আমার মৃত্যু অনিবার্য ছিল। আমার একথার সাক্ষ্যের কোনো অভাব হবে না।

আপনারা কি সত্যকারভাবে মনে করেন যে, সত্য এবং ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করে রাজনৈতিক জীবনে আমি এতদিন এই সমস্ত বিপর্যয়কে অতিক্রম করে বেঁচে থাকতে পারতাম? না, আমাদের রাজনৈতিক জীবনে আমার পক্ষে কিংবা অপর কারো পক্ষেই এটি সম্ভব নয়। কিন্তু আমি একথা বলতে পারি যে, সামাজিক কিংবা ব্যক্তিগত, কোনো ক্ষেত্রেই আমি হীনতার কাছে মাথা নত করি নি। আমার সমস্ত কার্যক্রমে একই নীতি আমি অনুসরণ করেছি। অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে যাদেরকে আমার শিষ্য বলে অভিহিত করা হচ্ছে তাদের কিংবা অপর কারো ঘৃণ্য অনুরোধসমূহকে আমি কখনো। স্বীকার করি নি। রীতিমাফিক কোনো শিষ্য আমার রয়েছে, একথা আমি বলছিনে। তবে তরুণ কিংবা বৃদ্ধ, কেউ যদি উপদেশ দানকালে আমার নিকট এসে আমার উপদেশ শ্রবণ করতে চায়, তা হলে কাউকে নিষিদ্ধ করারও আমার কোনো কারণ নেই। যারা আমাকে অর্থদান করেন কেবল তাদের নিকটই আমি আমার অভিমত পেশ করি, একথাও ঠিক নয়। অর্থহীন কিংবা অর্থবান যে কেউ আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন; ইচ্ছে হলে তারা আমার প্রশ্নের জবাবও দিতে পারেন–কিংবা আমার বক্তৃতা শ্রবণ করতে পারেন। এঁদের কারো সৎ কিংবা অসৎ হওয়ার দায়িত্ব তো আমার কাঁধে অর্পণ করা চলে না। কারণ আমি কখনো কাউকে নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষা দেবার দাবি করি নি। এঁদের কেউ যদি আজ বলেন, তিনি প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে আমার নিকট থেকে এমন কথা কিংবা মত শুনেছেন, আমার যে-কথা কিংবা মত বিশ্ববাসী শুনে নি, তা হলে আমি বলব, তিনি মিথ্যা কথা বলছেন।

আমি জানি, আমাকে তথাপি প্রশ্ন করা হবে : সক্রেটিস, তোমার সঙ্গে নগরবাসীগণ বিরামহীনভাবে আলাপ করতে কেন এত আগ্রহ বোধ করে। এথেন্সের ভাতৃবৃন্দ। এ বিষয়ে সমগ্র সত্যকে আমি

ইতঃপূর্বে আপনাদের নিকট উপস্থিত করেছি। বস্তুত ভণ্ডজ্ঞানীকে যখন আমি জেরা করি, তখন বিষয়টি নগরবাসীদের নিকট বিশেষ উৎসাহজনক হয়ে দাঁড়ায়। মানুষকে জেরা করার এ দায়িত্বটি বিধাতা আমার উপর অর্পণ করেছেন। এক্ষেত্রে আমি উপায়হীন। বিধাতার আদেশ ভবিষ্যদ্বক্তার মুখে ঐশিক প্রত্যাদেশে এবং দৈববাণী লাভের সর্ব-উপায়ে আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে। এথেন্সবাসীগণ! একথা আমার সত্য। যদি সত্য না হয় তা হলে অবশ্যই অচিরে এটা খণ্ডিত হবে। যদি এমন হয় যে, তরুণদের আমি দুর্নীতি-দুষ্ট এবং কলুষিত করে আসছি। এবং এখনও করছি তবে, তাদের মধ্যে যারা আজ বয়োপ্রাপ্ত হয়ে উপলব্ধি করছেন যে, তরুণ বয়সে আমার ভ্রান্ত উপদেশে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে উপলব্ধি করছেন যে, তরুণ বয়সে আমার ভ্রান্ত উপদেশে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তা হলে তারা আজ অভিযোগকারী : হিসাবে অগ্রসর হয়ে আসুন, আমার ভ্রান্ত উপদেশের প্রতিশোধ তারাই আজ গ্রহণ করুন। তারা নিজেরা যদি এগিয়ে আসতে না চান, তা হলে যে-কোনো আত্মীয়, পিতা ভ্রতা কিংবা সম্পর্কিত অপর কোনো নাগরিক এগিয়ে এসে বলুন, তাঁদের পরিবার পরিজনের প্রতি কী ক্ষতি আমি করেছি? তাদের প্রতিশোধ গ্রহণের এই তো উত্তম মুহূর্ত। এই বিচারকক্ষে তাদের অনেকেই আমি দেখতে পাচ্ছি। অদূরে আমারই পৌর এলাকাবাসী এবং সমবয়স্ক ক্রিটোকে আমি দেখতে পাচ্ছি। তার পুত্র ক্রিটোবুলাসও রয়েছে। তা ছাড়া সিফটাসবাসী ইকাইলিসের পিতা লিসানিয়াসও রয়েছেন। আরো রয়েছেন সেফিসাসের নাগরিক এপিজেনিসের পিতা এন্টিফন। বিভিন্ন সময়ে আমার সঙ্গী ছিলেন এরূপ ব্যক্তিদের ভ্রাতাগণও বিচারকক্ষে উপস্থিত রয়েছেন। থিওডোটাইডিসের পুত্র এবং থিওডোটাইডিসের ভ্রাতা নিকোসট্রাটাস রয়েছেন। থিওডোটাস আজ নিজে মৃত। সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই তার ভাইকে আজ প্রতিশোধ গ্রহণে বাধা দান করবেন না। অদূরে ডিমোডোকাসের পুত্র পারালাস রয়েছেন। পারালাসের ভ্রাতা ছিলেন থিজিস। এরিস্টনের পুত্র এ্যাডিম্যানটাস এবং তার ভ্রাতা প্লেটোও উপস্থিত রয়েছেন। এ্যাপোলোডোরাসের ভ্রাতা ইনটোডোরাসকেও আমি দেখতে পাচ্ছি। আরো বহু নামের উল্লেখ করতে পারি। আমার অভিযোগকারী মেলিটাসের অবশ্যই উচিত ছিল তার বক্তৃতার মধ্যে এদের কাউকে তার অভিযোগের সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করা। যদি মেলিটাস তাদের কথা পূর্বে বিস্মৃত হয়ে থাকে, তা হলে এখনও সে তাদের উপস্থিত করতে পারে। সেজন্য আমি আমার বক্তব্যে ক্ষান্তি দিতে অবশ্যই সম্মত হব। কোনো প্রকার প্রমাণ বা সাক্ষ্য থাকলে সে তা উল্লেখ করুক। কিন্তু, এথেন্সবাসীগণ! তা সে উল্লেখ করতে পারে না। বরং ব্যাপারটা বিপরীত রকম দাঁড়াবে। মেলিটাস বা এ্যানিটাস আমাকে অনিষ্টকারী বা বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী বলে অভিহিত করলেও এঁরা আমার পক্ষেই উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবেন।

শুধু আমার দ্বারা ভ্রষ্ট তরুণরাই আমার পক্ষে দাঁড়াবে না। তা হলে হয়তো একটা স্বার্থের কথা বলা চলত। তাদের বয়স্ক আত্মীয়বর্গই আমার পক্ষে এসে দাঁড়াবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তারা আমার পক্ষে দাঁড়াবেন। সত্য এবং ন্যায়ের দাবিতেই তারা আমাকে সমর্থন করবেন। কারণ, তাঁরা জানেন, আমি সত্য কথাকে। ঘোষণা করছি এবং মেলিটাস একজন মিথ্যাবাদী।

নগরবাসীগণ! এই আমার জবানবন্দি; আত্মপক্ষ সমর্থনে এই আমার বক্তব্য : শুধু আর একটি কথা আমি বলতে চাই। একটি বিষয়ে কেউ আমার উপর রাগান্বিত বোধ করতে পারেন। আমি আজ বিচারালয়ে অভিযুক্ত। তিনিও হয়তো এমনি বা এর চেয়েও গুরুত্বহীন কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে বিচারালয়ে সোপর্দ হয়েছিলেন এবং দয়া ভিক্ষার জন্য সাশ্রনয়নে অসংখ্য আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধুবর্গসহ আপন সন্ততিতে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করে একটি করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি করেছিলেন। হয়তো এসব তার স্মৃতিপথে আজ জেগে উঠছে। জেগে উঠছে আমাকে দেখে। কেননা, আমার যখন জীবনসংশয় তখনো আমি মার্জনা ভিক্ষার জন্য এরূপ কোনো কাজই করছি না। অবস্থার এই বৈপরীত্যে হয়তো তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে আমার মৃত্যুদণ্ডের পক্ষেই ভোট প্রদান করবেন। এমন কেউ এখানে আছেন, একথা আমি বলছিনে। তথাপি যদি এরূপ কেউ থাকেন, তা হলে আমি তাকে উদ্দেশ করে বলব : বন্ধু! আমিও একজন রক্তমাংসেরই মানুষ। হোমার কাষ্ঠ কিংবা প্রস্তর নির্মিত মানুষ'-এর উল্লেখ করেছেন। আমি তা নই। আমার গৃহ হয়েছে। এথেন্সবাসীগণ আপনারা জানেন, আমার তিনটি পুত্র আছে। একটি প্রায় বয়োপ্রাপ্ত হয়েছে। অপর দুটি এখনো কিশোর। কিন্তু আমার মুক্তির জন্য তাদের কাউকে আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করতে চাইনে। আমার অহমিকা কিংবা আপনাদের প্রতি অশ্রদ্ধা থেকে একথা আমি বলছিনে। মৃত্যুকে আমি ভয় করি কিংবা করিনে সে-কথা স্বতন্ত্র–সে সম্পর্কে এখন আর আমি কিছু বলব না। কিন্তু জনমতের সম্মান করেই আমি বলছি, এরূপ কাজ রাষ্ট্রের জন্য, আপনাদের জন্য এবং আমার নিজের জন্য অসম্মানজনক হবে। আমি মনে করি, আমার ন্যায় বয়সে বৃদ্ধ এবং জ্ঞানী বলে পরিচিত কোনো ব্যক্তির পক্ষে এরূপভাবে নিজেকে হেয় করা উচিত হবে না। আমার নিজের সম্পর্কে এরূপ ধারণা যথার্থ হোক বা না হোক, একথা সত্য যে, জগৎবাসী সক্রেটিসকে একটু অসাধারণ এবং কিছুটা শ্রেষ্ঠ বলেই বিবেচনা করে। আপনাদের মধ্যে যারা সাহসে, জ্ঞানে কিংবা অপরাপর গুণে অধিকতর শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত, তারা যদি এরূপভাবে নিজেদের হেয় করেন, তা হলে সে-কার্য কি লজ্জাজনক হবে না? মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তিদের আমি দেখেছি। তাদের প্রতি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণায় তারা অত্যদ্ভুত আচরণ করেছেন। তাঁদের

আচরণে বোধ হয়েছে যেন তারা মনে করেছেন মৃত্যু তাদের জন্য অসহনীয় যাতনা বহন করে আনবে; আর তাঁদের জীবন ভিক্ষা দিলে তারা পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকবেন। আমি মনে করি, এরূপ ব্যবহার সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য লজ্জার বিষয়। বিদেশ হতে আগত কেউ এরূপ দেখে অবশ্যই বলবেন : 'এথেন্সের সবচেয়ে খ্যাতিমান নাগরিক, যাদেরকে এথেন্সবাসী সম্মান করেছে এবং অধিনায়ক বানিয়েছে, তারা যখন এরূপ আচরণ করছেন, তখন তারা স্ত্রীলোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছুতে নন? সেই জন্যই আমি বলছি, আমাদের মধ্যে যাদের একটু খ্যাতি রয়েছে তাদের এরূপ আচরণ করা সংগত নয়। এরূপ আচরণকে আপনারা নিষিদ্ধ করে দিন। আপনারা বরঞ্চ ঘোষণা করে দিন, মৃত্যুদণ্ডের মুখে যারা শান্ত থাকে তাদের চেয়ে যারা এরূপ অশ্রুপাতের দৃশ্য সৃষ্টি করে এবং এথেন্সনগরীকে হাস্যাস্পদ করে তোলে, তাদের প্রতি মৃত্যুদণ্ড প্রদানেই আপনারা অধিকতর ইচ্ছুক।'

জনমতের প্রশ্নটি ছেড়ে দিলেও, বিচারককে যুক্তি দিয়ে বুঝাবার পরিবর্তে অনুনয় করে প্রাণ ভিক্ষার মধ্যে আর একটি অন্যায়ের দিকও রয়েছে। বিচারকের কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়বিচার করা, ন্যায় বিচারকের দাম হিসাবে কাউকে ভিক্ষা দেওয়া তার কর্তব্য নয়। বিচারক শপথ গ্রহণ করেছেন, আপন ইচ্ছামতো নয়; দেশের বিধানসমূহকে মান্য করে তিনি বিচার করবেন। বিচারককে মিথ্যা গ্রহণে উৎসাহী করা কিংবা বিচারকের পক্ষেও মিথ্যা ভাষণের প্রশ্রয় দেওয়া সংগত নয়! এরূপ কার্যের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই যা আমি অবমাননাকর এবং ধর্মবিরুদ্ধ বলে বিবেচনা করি, আপনারা যেন আমাকে সে কাজ করতে অনুরোধ না করেন। আজ যখন মেলিটাসের অভিযোগ আমি অধর্মাচরণের দায়ে বিচারকক্ষে হাজির হয়েছি, তখন আমার পক্ষে এরূপ করা অধিকতর। দুঃসাধ্য। এথেন্সবাসীগণ! আমি যদি কেবল তর্কের জোরে আপনাদের শপথকে শক্তিহীন করে দিতে পারি তা হলে তর্কের জোরে দেবতাদের অস্তিত্বেও তো আমি আপনাদের অবিশ্বাসী করে তুলতে পারি। তেমন হলে আত্মপক্ষ সমর্থনের নামে দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন নাস্তিক হিসাবেই আমি নিজেকে দণ্ডিত করে ফেলব। কিন্তু আমি তো সেরূপ করতে পারিনে। কেননা, ঐশী শক্তিতে আমি বিশ্বাসী। বরঞ্চ আমি বলতে পারি, আমার অভিযোক্তাগণ দেবতাদের যতটা বিশ্বাস করেন, আমি তাদের চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বাস করি। আমি আপনাদের নিকট এবং বিশ্ববিধাতার নিকট নিজেকে সঁপে দিচ্ছি। আপনারা সেই বিচারই করুন, যে-বিচার আপনাদের এবং আমার উভয়েরই মঙ্গল সাধন করবে।

এথেন্সবাসীগণ! আপনারা আমার মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে ভোটদান করেছেন। একাধিক কারণেই এজন্য আমি দুঃখবোধ করছিনে। আপনাদের এ রায় আমার অপ্রত্যাশিত নয়। বরঞ্চ আমি বিস্মিত হয়েছি এই

দেখে যে, এই সিদ্ধান্তের পক্ষে-বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা প্রায় সমান হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম, আমার দণ্ডের পক্ষে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা অধিকতর হবে। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, আর ত্রিশটি ভোট আমার পক্ষে প্রদত্ত হলেই অভিযোগ থেকে আমি মুক্তি পেয়ে যেতাম। এখন আমি একথা বলতে পারি যে, মেলিটাসের ষড়যন্ত্রজাল আমি ছিন্ন করতে পেরেছি। কেননা, যে কেউ দেখতে পাবে, লাইকন এবং এ্যানিটাসের সাহায্য ব্যতিরেকে মেলিটাসের পক্ষে আইনসংগত এক পঞ্চমাংশ ভোট সংগ্রহ সম্ভব হতো না এবং মেলিটাসকেই তখন এক সহস্র ড্রাকমি জরিমানা দিতে হতো।

মেলিটাস আমার মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করেছেন। এথেন্সবাসীগণ, আমারও একটা প্রস্তাব করার অধিকার আছে। কিন্তু কী প্রস্তাব আমি উত্থাপন করব? আমি যদি জীবন দিই, প্রতিদানে আপনারা আমাকে কী দেবেন? যার সমগ্র জীবনে একটি দিন আলস্যভাবে কাটাবার বুদ্ধিও সে প্রদর্শন করতে পারে নি, প্রতিদানে তাকে কী দেবেন আপনারা? সম্পদ কিংবা পারিবারিক স্বার্থ, সামরিক সম্মান কিংবা জনসভায় বক্তৃতাদান, বিচারকের আসন, ষড়যন্ত্রের খেলা কিংবা দল গঠনের অভীপ্সা–সাধারণ মানুষের কামনা বাসনার সব বিষয়েই যে নিরাসক্ত রইল, প্রতিদানে কী সে লাভ করবে? আমি চিন্তা করে দেখেছি, আমার সততা নিয়ে রাজনীতিক হিসাবে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য যে জীবনে আমি নিজের কিংবা আপনাদের কোনো মঙ্গল সাধন করতে পারব না বলে জেনেছি, সে জীবন আমি গ্রহণ করি নি। যে জীবনযাত্রায় আমি জনসাধারণের সর্বোত্তম মঙ্গল সাধন করতে পারি, সেই সঙ্গোপন জীবনই আমি গ্রহণ করেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রত্যেকের নিকট গিয়েছি। আপনাদের আমি একথা বুঝাবার চেষ্টা করেছি, যেন আপনারা ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করার পূর্বে নিজের আত্মার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন; যেন আপনারা আত্মস্বার্থের পূর্বে প্রজ্ঞা এবং ন্যায়পরায়ণতা অর্জনের প্রয়াস পান; যেন আপনারা ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে শ্রেয় মনে করেন; যেন এ নীতিকেই আপনারা আপনাদের জীবনের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেন। এমন ব্যক্তির কী প্রাপ্য? এথেন্সবাসী ভ্রাতৃগণ! নিশ্চয়ই এমন ব্যক্তি আপনাদের নিকট থেকে কিছু পরিমাণ পুরস্কারের দাবি করতে পারে। সে পুরস্কার তার উপযুক্ত হওয়াই সমীচীন। তার উপযুক্ত পুরস্কার আপনারা কি বিবেচনা করেন? আপনাদের সে উপকারক। সে উপকারক আপনাদের উপকারার্থে শিক্ষাদানের অবকাশ ব্যতীত অপর কিছু তো কামনা করে না। অলিম্পিয়াতে অশ্ব কিংবা রথের প্রতিযোগিতায় অনেক পুরস্কৃত হয়েছে। তাদের রথ দুটি কিংবা অধিক সংখ্যক অশ্ব টেনেছে, সে প্রশ্ন তাদের পুরস্কারের ক্ষেত্রে আসে নি। প্রাইটেনিয়ামে তাদের ভরণপোষণের চেয়ে আপনাদের দরিদ্র উপকারকের ভরণপোষণ কিছু অন্যায় নয়। এটিই তার উপযুক্ত

পুরস্কার। কেননা, আমি দারিদ্র্য নিপতিত, তারা সম্পদে বর্ধিত। তারা আপনাদের আপাত সুখের বিধান করে, আমি আপনাদের সত্যকার সুখের উপায় নির্ধারণ করি। কাজেই আমার 'দণ্ডের' যদি পরিমাপ করতে হয় তা হলে আমাকে প্রইটেনিয়ামে রক্ষা করাই আমার কর্মকাণ্ডের ন্যায্য প্রতিদান বলে বোধ হয়।

হয়তো আপনারা মনে করছেন, অশ্রুপাতের এবং করুণা ভিক্ষার প্রসঙ্গের ন্যায় এসব কথা আমার বাহাদুরি মাত্র। কিন্তু সে কথা সত্য নয়। একথা বলছি আমি, কেননা, আমি জানি, উদ্দেশ্যমূলকভাবে কারো কোনো অপকার আমি করি নি। আমার বক্তব্যকে হয়তো আমি আপনাদের নিকট বুঝিয়ে বলতে পারি নি। সেরূপ বলার মতো সময় আমাকে দেওয়া হয় নি। অন্যান্য নগরীর বিধানের ন্যায় এথেন্সেও যদি এমন বিধান থাকত যে, গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত একটি মাত্র দিনে গ্রহণ করা যাবে না, তা হলে আমি আপনাদের বুঝাতে অবশ্যই সক্ষম হতাম। কিন্তু মুহূর্তমাত্র সময়ে আমি প্রর্বতপ্রমাণ কুৎসার জবাব দিতে পারিনে। কিন্তু যেহেতু আমি জানি, উদ্দেশ্যমূলকভাবে কারো প্রতি কোনো অন্যায় আমি করি নি, সেজন্য আজ নিজের প্রতিও আমি অন্যায় করতে পারিনে। তাই আমি নিজের সম্পর্কে বলতে পারিনে যে, এমন কোনো অপরাধ আমি করেছি সেজন্য আমি শাস্তি পেতে পারি। তাই কোনো নির্দিষ্ট দণ্ডের প্রস্তাবও আমি করতে পারিনে। কেন আমি দণ্ডের প্রস্তাব করব? মেলিটাস আমার জন্য মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করেছেন। আমি সে প্রস্তাবে ভীত বলেই কি বিকল্প দণ্ডের সুপারিশ করব? আমি কি জানি মৃত্যু মঙ্গল কি অমঙ্গল; আমি যখন তা জানিনে, তখন অপর এক দণ্ডের কেন আমি প্রস্তাব করব যাকে সুনির্দিষ্টভাবে অমঙ্গল বলেই জানি? আমি কি নিজেকে কারাগারে নিক্ষেপ করার প্রস্তাব করব? কিন্তু কেন আমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়ে একাদশ বিচারকের দাসে পরিণত হব? অথবা কি বলব যে, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জরিমানা পরিশোধ না করা পর্যন্ত আমার কারাদণ্ড হোক? কিন্তু এখানেও তো সেই একই প্রশ্ন। আমার তো অর্থ নেই। অর্থদানে অক্ষমতার জন্য আমাকে তো কারাগারেই জীবন কাটাতে হবে। নির্বাসনের প্রস্তাব তুলব? হতে পারে, আপনারাও নির্বাসনের কথা ভাবছেন। কিন্তু তা হলে তো বলতে হবে, জীবনের মোহ আমার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছে। কেননা, আপনারা আমার একান্ত আপনজন হয়েও যখন আমার আলাপকে সহ্য করতে পারেন নি তখন নির্বাসন-ভূমির অধিবাসীগণ আমাকে সহ্য করবে, এরূপ প্রত্যাশা করা আমার পক্ষে অযৌক্তিক নয় কি? এথেন্সবাসীগণ! না, সেরূপ হওয়া সম্ভব নয়। তদ্ব্যতীত বন্ধুগণ! আমার এই বৃদ্ধ বয়সে এক নির্বাসনভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে অপর কোথাও নির্বাসিত হয়ে, শহর থেকে শহরে বিচরণ করে কোন সার্থক জীবন আমি ধারণ

করব? কেননা, আমি তো নিশ্চতরূপেই জানি, এখানে যেরূপ ঘটেছে, অপর সবখানেই সেরূপ ঘটবে। যুবকগণ আমার পার্শ্বে এসে সমবেত হবে। তখন আমি যদি তাদের বিতাড়িত করি তা হলে তাদের ক্ষুব্ধ দাবিতে তাদের অভিভাবকগণই আমাকে বিতাড়িত করে দেবেন; অপরদিকে যদি আমি তাদের আমার চতুঃপার্শ্বে সমবেত হতে দিই, তা হলেও তাদের অভিভাবকগণ তাদের মঙ্গলার্থে আমাকে বিতাড়িত করে দেবেন।

আপনাদের মধ্যে হয়তো কেউ বলে উঠবেন : তার চেয়ে সক্রেটিস, তুমি একটি বিদেশী নগরে গিয়ে নীরব এবং নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাপন কর না কেন? এ প্রশ্নের জবাবটি বুঝিয়ে বলা আমার পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য হবে। আমি যদি বলি, আপনাদের এরূপ আদেশ পালন করার অর্থ হবে, আমার স্রষ্টার আদেশকে অমান্য করা এবং আমি তা পারিনে, নির্বাক হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তা হলে আপনারা হয়তো আমার কথাকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করবেন না। অপরদিকে যদি আমি বলি, আমার দৈনন্দিন আলাপনে আমি যেরূপ ন্যায়পরায়ণতা, আত্মজিজ্ঞাসা এবং অপর সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, তাই হচ্ছে মানুষের সর্বোত্তম মঙ্গলবিধায়ক এবং জিজ্ঞাসাশূন্য জীবন অর্থহীন বই অপর কিছু নয়, তা হলেও আপনারা আমাকে বিশ্বাস করতে চাইবেন না। তথাপি আমি সত্যভাষণ হতে ভ্রষ্ট হতে পারিনে, যদিও সে-সত্যের প্রতি আপনাদের প্রতীতি জন্মানো আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। তদুপরি জীবনে আমি একথা ভাবতে অভ্যস্ত হই নি যে, আমি কখনো শাস্তিযোগ্য হতে পারি। আমার অর্থ থাকলে হয়তো আমি অর্থের মানদণ্ডে হিসাব কষে দেখতে পেতাম, আমার অপরাধের মূল্য খুব অধিক কিছু নয়। আমার অর্থ নেই। তাই আপনাদের আমি বলব, যেন আমার সামর্থ্যানুযায়ী আমার দেয় জরিমানা নির্ধারণ করা হয়। নিজের মুখে বললে আমি বলব : এক মিনা পরিমাণ অর্থ দেবারই মাত্র আমার সংগতি রয়েছে। প্লেটো, ক্রিটো, ক্রিটোবুলাস এবং এ্যাপোলোডোরাস আমার শুভানুধ্যায়ী। তারা বলেছেন, আমি যেন জরিমানার পরিমাণ বর্ধিত করে ত্রিশ মিনার কথা বলি-তারাই এর জামিন হবেন। তা হলে তাই হোক। ত্রিশ মিনাই আমার দেয় জরিমানা ধার্য হোক। আশা করি উল্লিখিত বন্ধুবর্গ এ অর্থের জন্য উপযুক্ত জামিন বলে বিবেচিত হবেন।

এথেন্সবাসীগণ! আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে যে অখ্যাতিকে আপনারা লাভ করবেন তার বিনিময়ে উদ্বেগহীন অধিক সময় আপনারা প্রাপ্ত হবেন না। কেননা, আজকের নিন্দাকারীগণই আগামী কাল আপনাদের বিরুদ্ধে ‘জ্ঞানী সক্রেটিসকে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করবে। তারা আগামী কাল আমাকে জ্ঞানী বলবে এজন্য নয় যে, আমি জ্ঞানী। বরঞ্চ এজন্য, যেন তারা আপনাদের নিন্দার

পাত্র করে তুলতে পারে। অথচ আপনারা যদি আর কিছুকাল অপেক্ষা করতেন তা হলে স্বাভাবিকভাবেই আমার সম্পর্কে আপনাদের মনোবাসনা পূর্ণ হতো। কেননা, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, আজ আমি বৃদ্ধ। জীবনপথে মৃত্যুর সীমান্ত থেকে আর আমি অধিক দূরে অবস্থিত নই। একথা আমি আপনাদের মধ্যে তাদের লক্ষ্য করেই বলছি যারা আমার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা। করেছেন। আপনাদের নিকট আমার আর একটি কথা বলার আছে। আপনারা মনে করছেন, আমি এমন কিছু বলতে পারি নি যা আপনাদের অভিযোগ থেকে আমার মুক্তি আনতে পারত–অর্থাৎ আমি যদি অনুরোধ, উপরোধ কোনো কিছুই বাদ না রাখতাম তা হলেই আমার মুক্তি সম্ভব হতো। কিন্তু আমি তা মনে করিনে। বক্তব্যের ত্রুটি নিশ্চয়ই আমার দণ্ডের কারণ নয়। আমার দণ্ডিত হওয়ার কারণ, বিচারকক্ষে আমার নিকট হতে মুক্তির যে আর্ত-আবেদন, যে বিলাপ ক্রন্দন আপনারা শুনতে চেয়েছিলেন এবং যে আর্ত আবেদন এবং বিলাপ শুনতেই আপনারা অভ্যস্ত সে আর্ত-বিলাপ আমার নিকট হতে আপনারা পান নি। সাহস, ঔদ্ধত্য, অনিচ্ছা–যে নামই আপনারা দিন না কেন, আপনাদের নিকট থেকে মুক্তি আদায়ের জন্য আর্ত-আবেদন কিংবা বিলাপ করতে আমি সম্মত নই। আমি এখনও মনে করি আমার পক্ষে এরূপ ব্যবহার প্রদর্শন অসংগত। এই বিচারের শুরুতেই আমি সিদ্ধান্ত করেছি : বিপদকালে অতি নগণ্য এবং নীচ কোনো ব্যবহার যেন আমি না করি। এখনও আমি আমার প্রদত্ত কৈফিয়তের জন্য অনুতপ্ত নই। যেকথা আমি বলেছি সেজন্য মৃত্যুবরণ করি, সে আমার শ্রেয়, তবু যেন না আমি আপনাদের অভিপ্রেত ভঙ্গিতে নিজেকে ছোট করে ক্ষমা ভিক্ষা করে জীবনধারণ করি। কেননা, যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা আইনের সম্মুখে মৃত্যুকে পরিহারের জন্য ক্ষুদ্রতার আশ্রয় কারো নেওয়া উচিত নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক সময়ই এরূপ ঘটে যে, আমার পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রুর সম্মুখে আমার হাতের অস্ত্র ত্যাগ করে নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলে মৃত্যুকে এড়ানো সহজ হয়। তেমনি বিপদের অন্যান্য ক্ষেত্রেও মৃত্যুকে এড়াবার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। মানুষ সে-সমস্তপন্থা অবলম্বন করলেই মৃত্যুকে এড়াতে পারে। প্রিয় বন্ধুগণ! মৃত্যুকে এড়ানো তত কষ্টকর কিছু নয়, যত কষ্টকর অন্যায়কে এড়ানো। কেননা, ক্ষিপ্রতার দিক দিয়ে অন্যায় মৃত্যুকে অতিক্রম করে আমাদের গ্রাস করে। আমি আজ বৃদ্ধ। গতি আমার মন্থর। আমাকে মন্থরগতি মৃত্যু যদি বা গ্রাস করেছে, কিন্তু আমার দ্রুতগতি অভিযোগকারীগণকে দ্রুততরগতি অন্যায় গ্রাস করেছে। সে কারণেই আপনাদের বিচারে আমি মৃতদণ্ডে দণ্ডিত আর ভবিষ্যতের বিচারে আমার হত্যাকারী বলে অখ্যাতির দণ্ডে আপনারা দণ্ডিত। আমার উপর প্রদত্ত দণ্ডকে আমি মাথা পেতে নেব।

আমার অভিযোগকারী আপনারও যেন, আপনাদের উপযুক্ত দণ্ডকে মাথা পেতেই গ্রহণ করেন। আসুন, এই উভয় দণ্ডকেই আমরা বিধির অনিবার্য বিধান বলেই গ্রহণ করি।

এথেন্সবাসীগণ! আপনাদের মধ্যে যারা, আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন তারা আমার ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করুন। আমার মৃত্যু আসন্ন। মৃত্যুর মুখোমুখি যে দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণীর একটি ক্ষমতাও জন্মলাভ করে, একথা আপনারা জানেন। সেই শক্তিতেই আমি ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করে বলছি : আমার হত্যাকারীগণ! একথা নিশ্চিত জেনো, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে আমাকে যে শাস্তি দিতে তোমরা সক্ষম হয়েছ, আমার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তার চেয়ে কঠিনতর শাস্তি তোমাদের উপর নিপতিত হবে। তোমরা আমাকে হত্যা করেছ, কেননা, তোমরা আত্মজিজ্ঞাসা থেকে অব্যাহতি পেতে চাও। আমাকে তোমরা হত্যা করেছ, কেননা, জবাবহীন অভিযোগকে তোমরা এড়াতে চাও। কিন্তু তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত সে অব্যাহতিকে তোমরা লাভ করবে না। তোমাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত ফলই তোমরা ভোগ করবে। আমি বলছি : একথা নিশ্চিত জেনো, সেদিন তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর সংখ্যা বর্তমানকে বহু পরিমাণে অতিক্রম করে যাবে। তোমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগকারীগণকে আমি সংযত রেখেছি আমার তিরোধানের পরে তারা দুর্বার হয়ে উঠবে। সে অভিযোগকারীগণ যুবক সম্প্রদায়। বয়সে তারা তরুণ। তারা তোমাদের সেদিন ভ্রুক্ষেপ করবে না, তোমরাও সেদিন তাদের অভিযোগে আজকের চেয়ে অধিকতর ক্ষুব্ধ হবে। তোমরা যদি মনে কর, মানুষকে হত্যা করে তোমাদের পাপকার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগের কণ্ঠকে তোমরা রুদ্ধ করতে সক্ষম হবে, তা হলে অবশ্যই তোমরা ভ্রান্ত। তেমন পথে কেউ অব্যাহতি পেতে পারে না। সে পথ সম্মানের পথ নয়। মানুষের জন্য মহত্তম এবং প্রকৃষ্টতম পথ হচ্ছে অপরকে অক্ষম করে রাখা নয়। মহত্তম এবং প্রকৃষ্টতম পথ হচ্ছে নিজেকে উন্নত করে তোলা। আমার মৃত্যু আসন্ন আমি জানি। তথাপি এই মুহূর্তে আমার তিরোধানের পূর্বে যে বিচারকগণ আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন তাঁদের সম্মুখে এই ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করে গেলাম।

সুহৃদবর্গ! যারা আমার মুক্তিদানের পক্ষে মত জ্ঞাপন করেছেন, তাদের উদ্দেশেও আমি এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমার বিচারকমণ্ডলী এখন কর্মব্যস্ত। অতি শীঘ্রই আমাকে বধ্যভূমিতে যেতে হবে। তার পূর্বে আমার কথা শ্রবণ করুন। ক্ষণকাল আপনারা অপেক্ষা করুন। আসুন আমরা পরস্পর খানিক আলোচনা করি। আপনারা আমার বন্ধু, আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। যে ঘটনা আমার জীবনে আজ সংঘটিত হলো, তার তাৎপর্য আপনারা উপলব্ধি করুন। আমার বিচারকমণ্ডলী। আপনারাও

অবধান করুন। অবশ্যই আপনারা আমার বিচারক। একটি বিস্ময়কর ব্যাপার আমি আপনাদের অবগত করাতে চাই। যে ঐশিক শক্তি আমার অন্তর্বাণীর উৎস, সে এ যাবৎ আমার প্রতিটি কার্যে, এমনকি অতি সাধারণ ব্যাপারেও আমকে বাধা দিয়ে এসেছে। আমার বিন্দুমাত্র পদস্খলন কিংবা ভ্রান্তি থেকে আমাকে সে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। আজ যে দুর্ভাগ্য আমাকে গ্রাস করেছে তাকে অবশ্যই আপনারা চরম দুর্ভাগ্য কবলে গণ্য করবেন। কিন্তু অদ্য প্রত্যূষে যখন আমি আমার গৃহ পরিত্যাগ করে আসি তখন আমার অন্তর্বাণী আমাকে এতটুকুও সাবধান করে নি। আমাকে বাধা দিয়ে সে বলে নিঃ সক্রেটিস! তুমি গৃহত্যাগ করো না।' বিচারালয়ের উদ্দেশে আমি যাত্রা করলাম। তখনো সে কোনো নিষেধবাণী উচ্চারণ করে নি। বিচারকক্ষে আমার কোনো ভাষণের বিরুদ্ধে আমার অন্তর্বাণী আমাকে সাবধান করে নি। অথচ ইতঃপূর্বে আমার অনেক ভাষণের মধ্যপথে সে আমার কণ্ঠরুদ্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু আজ এ প্রসঙ্গে আমার কোনো ভাষণ কিংবা কার্যে আমি আমার সে অন্তশক্তির নিকট বাধাপ্রাপ্ত হই নি। এই নীরবতার তাৎপর্য কী? এর তাৎপর্য আপনাদের নিকট আমি প্রকাশ করে বলছি। এ নীরবতার অর্থ হচ্ছে, আমার জীবনে আজ যা ঘটেছে, তা অবশ্যই মঙ্গলের জন্য ঘটেছে। যারা মৃত্যুকে অমঙ্গল বলে জানে তারাই ভ্রান্ত। আজকের ঘটনা যদি আমার জন্য মঙ্গলজনক না হয়ে অমঙ্গলজনক হতো, তা হলে ভবিষ্যদ্বক্তা অবশ্যই আমাকে এ পথে অগ্রসর হওয়া থেকে নিবৃত্ত করত।

বিষয়টিকে আমরা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখতে পারি। তা হলেও আমরা দেখব, মৃত্যুকে মঙ্গল হিসাবে দেখাই যুক্তিসংগত। কেননা, হয় মৃত্যু এক অসীম শূন্যতা এবং চেতনার অবলোপ, নয়তো মানুষ যেরূপ কল্পনা করে, মৃত্যু হচ্ছে সেরূপ, এক জগৎ থেকে অপর এক জগতে আত্মার অতিক্রমণ। সুতরাং আমরা মৃত্যুকে যদি একটি ব্যাঘাতহীন নিদ্রা বলে মনে করি, যদি মনে করি চেতনা বলে কিছু নেই, আছে এমন এক অনন্ত নিদ্রা, যে নিদ্রা স্বপ্ন দ্বারাও বিঘ্নিত নয়, তা হলে অবশ্যই মৃত্যু আমাদের জন্য এক অবর্ণনীয় প্রাপ্তি। কেননা, কোনো ব্যক্তি যদি তার সমগ্র জীবনের নিদ্রাকে এমনভাবে ভাগ করতে সমর্থ হয় যে, তার একটি রাত্রির নিদ্রা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল তা হলে সে অবশ্যই এই বিঘ্নহীন রাত্রিটিতেই জীবনের অবশিষ্ট দিন কিংবা রাত্রির চেয়েও উত্তম বলে মনে করবে। যদি তাকে তুমি জিজ্ঞাসা কর, এমন বিঘ্নহীন নিদ্রাময় রাত্রি তার জীবনে কটি এসেছে তা হলে সে ব্যক্তি–হোক সে সাধারণ, হোক সে সম্রাট,–নিশ্চয়ই বলতে পারবে না যে, এরূপ রাত্রি তার জীবনে বহুবার এসেছে। সুতরাং মৃত্যু যদি এমন বিঘ্নবিহীন নিদ্রা হয়, তা হলে আমি বলব, মৃত্যু আমাদের পরম সম্পদ। কেননা, অনন্তকাল তখন আত্মার জন্য একটি বিঘ্নহীন নিদ্রাময় রাত্রি বই অপর কিছু তো নয়।

আবার মৃত্যু যদি মৃতের রাজ্যে গমন হয়, তা হলেও হে আমার বিচারক এবং বন্ধুগণ, মৃত্যুকে আমি মহত্তম মঙ্গল বলেই জানব। কেননা, এ জগতের যাত্রাশেষে পথিক আমি যদি পাতালপুরীতে গিয়েও প্রবেশ করি, তা হলে আপনাদের মতো ন্যায়পরায়ণ বিচারকমণ্ডলীর বন্ধন থেকে তো মুক্তি পাব। পাতালপুরীতে হয়তো আমি নীত হব মিনোস এবং রাডাম্যান্টাস এবং ইকাস এবং ট্রিপটোলেমাস এবং দেবরাজ্যের অপরাপর দেব-পুত্রদের সম্মুখে। তারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনেও ন্যায়পরায়ণ। তারাই সত্যকার বিচারক। তাদের সম্মুখে নীত হওয়ার সৌভাগ্য আমার আত্মার যাত্রাকে অবশ্যই সার্থক করে দেবে। মৃত অরফিউস এবং নিউসিয়াস এবং হেসিয়ড এবং হোমারের যদি আমি সঙ্গ পাই তা হলে বিনিময়ে আমার অদেয় কিই বা থাকতে পারে? এ যদি সত্য হয়, তা হলে আমি বলব : একবার নয়, শতবার যেন আমার মৃত্যু ঘটে। পালামেডিস এবং টেলামনের পুত্র আজাক্স–এমনি কত বীর সন্তানেরই মৃত্যু ঘটেছে অন্যায় দণ্ডে। আমি তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারব–এ সৌভাগ্যকে আমি আশীর্বাদ বলে জানব। তারাও একদিন দুঃখভোগে জীবনপাত করেছেন। আমার আপন জীবনের দুঃখভোগ ও নির্যাতনকে আমি তাদের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে দেখব। যে সম্ভাবনা আমার নিকট সবচেয়ে মূল্যবান সে হচ্ছে এই যে, মৃত্যুর জগতেই আমি সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ স্থির করতে পারব; সত্য-মিথ্যার অন্বেষণ আমি সে জগতেও বিরামহীনভাবে চালাতে পারব। কে জ্ঞানী আর কে জ্ঞানের প্রবঞ্চক–আমি তা সেখানেও নির্ধারণ করতে সক্ষম হবো। আমার বিচারকমণ্ডলী! মহান ট্রোজান অভিযানের অধিনায়ককে কিংবা অডিপাস, সিসিপাস এবং অপরাপর বীর নর-নারীকে সাক্ষাভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার সৌভাগ্যের বিনিময়ে কি দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন? প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করতে পারব। এ সৌভাগ্যের কী অসীম আনন্দ। কেননা, মৃত্যুর ওপারে মৃতের সেই রাজ্যে কেউ তো কাউকে প্রশ্ন করার জন্য হত্যা করে না। আমার অধিকতর সুখী হওয়ার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে : মৃত্যুর পরে তো মরণ নেই। মৃত্যুকে পার হয়ে তো আমি অমর হয়ে যাব।

বিচারকমণ্ডলী! সুতরাং মৃত্যু সম্পর্কে আপনারা ভীত হবেন না। তাকে আপনারা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করুন। এবং একথাও আপনারা নিশ্চিত জেনে রাখুন : জীবনের এপারে কিংবা মৃত্যুর ওপারে মহতের ক্ষতিসাধন কেউ করতে পারে না। স্বর্গের দেবতারা মহতের পক্ষে। আমার আসন্নভাগ্যও আকস্মিক নয়। আমি উপলব্ধি করছি, আমার জীবনে এমন মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়েছে, যখন জীবনের বন্ধন থেকে মুক্তিই আমার জন্য শ্রেয়। এরই জন্য আমার অন্তর্বাণী আজ নীরব। এরই জন্য যারা আমার অভিযোগকারী, যারা আমার দণ্ডদাতা তাঁদের বিরুদ্ধেও আমার কোনো ক্ষোভ নেই। তারা আমার

কোনো মঙ্গল কামনা না করলেও আমার কোনো ক্ষতি তারা করেন নি। বরঞ্চ এজন্য আমি তাদের খানিকটা ভৎর্সনাও করতে পারি।

শেষমুহূর্ত, তথাপি, তাদের নিকট আমার একটি যাখা রয়েছে। আমার প্রার্থনা, আমার পুত্রগণ যখন বয়োপ্রাপ্ত হবে তখন তাদেরও যেন আপনারা দণ্ডিত করেন। এবং তারা যেন ন্যায়ের চেয়ে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়, যদি তারা সত্যের চেয়ে সম্পদকে অধিক মূল্যবান মনে করে, যদি তারা অন্তঃসারশূন্য হয়ে নিজেদেরকে বিরাট বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে, তা হলে আমি যেরূপ আপনাদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়েছি, আপনারাও যেন তাদের জন্য সেরূপ উদ্বেগের কারণ হন, তা হলে আমি যেরূপ আপনাদের তিরস্কার করেছি আপনারাও যেন তাদেরকে সেরূপ তিরস্কার করেন। আমার এই প্রার্থনাটি মঞ্জুর করলেই আমি এবং আমার বংশধরগণ আপনাদের নিকট থেকে ন্যায় বিচার পেয়েছি বলে বোধ করব।

বিদায় মুহূর্তে সমাগত! আসুন আমরা আপন আপন পথে অগ্রসর হই। আমি অগ্রসর হই মৃত্যুর পথে। আপনারা অগ্রসর হউন জীবনের পথে। কোন পথ মহত্তর? জীবনের কিংবা মৃত্যুর? বিশ্বনিয়ন্তাই তার জবাব দেবেন।

ক্রিটো

ক্রিটো

চরিত্রাবলি

সক্রেটিস

ক্রিটো

স্থান: সক্রেটিসের কারাকক্ষ

সক্রেটিস : রাত্রির এই সময়ে তুমি কেন এসেছ, ক্রিটো? এখন তো খুবই প্রত্যুষকালীন সময়–নয় কি?

ক্রিটো : হ্যাঁ, সক্রেটিস।

সক্রেটিস : কোন প্রহর এখন?

ক্রিটো : ভোর হওয়ার প্রাকমুহূর্ত

সক্রেটিস : কারা-প্রহরী তোমাকে প্রবেশের অনুমতি দিল। এটি বিস্ময়ের বিষয়।

ক্রিটো : আমি প্রায়শ যাতায়াত করি বলে প্রহরী আমাকে চিনে। তা ব্যতীত আমি প্রহরীর উপকারও করেছি।

সক্রেটিস : তুমি কি এইমাত্র এসেছ?

ক্রিটো : না, আমি কিছু পূর্বে এসে প্রবেশ করেছি।

সক্রেটিস : তা হলে আমাকে নিদ্রা থেকে না জাগিয়ে তুমি নীরব কেন বসেছিলে?

ক্রিটো : প্রিয় সক্রেটিস, তোমার পরিস্থিতিতে আমি নিজে নিক্ষিপ্ত হলে নিশ্চয় সহ্য করার ক্ষমতা আমার থাকত না। তোমার উদ্বেগ এবং বিপদের কথা আমি ভাবছিলাম এবং বিস্ময়ের দৃষ্টিতে এই উদ্বেগের মধ্যেও তোমার শান্তিপূর্ণ নিদ্রাযাপনকে দেখছিলাম। তোমাকে নিদ্রা থেকে জাগাতে আমার মন চায় নি। এই মুহূর্তে তোমার বেদনাকে হ্রাস করার ইচ্ছাই আমার মনে একান্ত হয়ে জাগছিল। তোমাকে সদানন্দ হিসাবেই আমি দেখে আসছি। কিন্তু বর্তমানের এই বিপর্যয়ের মুহূর্তে তোমার যে সৌম্য-শান্ত স্বভাব আমি দেখতে পাচ্ছি, এমনটি তোমার মধ্যে আমি পূর্বে আর কখনো দেখি নি।

সক্রেটিস : এতে বিস্ময়ের কি আছে, বন্ধু ক্রিটো? মৃত্যুর আগমন দেখে আমার মতো বৃদ্ধের দুঃখ পাওয়া কি সংগত?

ক্রিটো : কিন্তু তোমার ন্যায় অপর মানুষকেও তো এরূপ সঙ্কটে আমি দেখেছি। তাদের বার্ধক্য তো মৃত্যুর ভীতিকে হ্রাস করে নি।

সক্রেটিস : সে কথা সত্য। কিন্তু তুমি তো এখনো আমাকে বলে নি, কেন তুমি এত প্রত্যূষে কারাকক্ষে এসে প্রবেশ করেছ?

ক্রিটো : সক্রেটিস। এক মর্মান্তিক বার্তা আমি বহন করে এনেছি। আমি জানি, তোমার নিকট সে-সংবাদ বেদনাদায়ক নয়। কিন্তু আমরা যারা তোমার সুহৃদ এবং শুভাকাঙ্ক্ষী তাদের নিকট এ সংবাদ অতীব হৃদয় বিদারক। বিশেষ করে আমার নিকট এ সংবাদের চেয়ে মর্মান্তিক সংবাদ অপর কিছুই আর হতে পারে না।

সক্রেটিস : কেন বন্ধু? ডেলস্ থেকে যে জাহাজ এসে পৌঁছার পর আমার মৃত্যু হওয়ার কথা, সে জাহাজ কি পৌঁছে গেছে?

ক্রিটো : না, সে জাহাজ প্রকৃতপক্ষে এখনো পোতাশ্রয়ে এসে পৌঁছে নি বটে, কিন্তু সুনিয়মে যে যাত্রীগণ জাহাজ থেকে অবতরণ করে এসেছে তারা বলেছে, সে জাহাজ অদ্যই এসে পৌঁছবে। সুতরাং প্রিয় সক্রেটিস! আগামী দিনটিই হবে তোমার জীবনের শেষ দিন।

সক্রেটিস : তাতে দুঃখের কি ক্রিটো? বিধাতার যদি সেরূপ ইচ্ছা থাকে, তা হলে আমি অবশ্যই প্রস্তুত রয়েছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে একদিন বিলম্ব ঘটবে।

ক্রিটো : তোমার এরূপ ভাববার কী কারণ, সক্রেটিস?

সক্রেটিস : বলছি। জাহাজ পৌঁছার দিনেই আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে-নয় কি?

ক্রিটো : হ্যাঁ, কর্তৃপক্ষ সেরূপই বলছেন।

সক্রেটিস : কিন্তু জাহাজ আগামী কালের পূর্বে এসে পৌঁছবে বলে আমি মনে করিনে। যে দৃশ্য আমি কিছু পূর্বে দেখেছি, বলতে পার, যে স্বপ্নটিকে আমার নিদ্রার বিঘ্ন না করে তুমি আমায় কিছুক্ষণ দেখার সুযোগ দিয়েছ, সে স্বপ্ন থেকেই আমি এরূপ অনুমান করছি।

ক্রিটো : কিরূপ স্বপ্ন তুমি দেখেছ–সক্রেটিস?

সক্রেটিস : আমি দেখলাম যেন উজ্জ্বল পরিচ্ছদভূষিত এক শান্ত এবং সৌম্য-কান্তি নারীমূর্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আমাকে আহ্বান করে বলল : 'আজ হতে তৃতীয় দিবসে তুমি উর্বর পিথিয়াভূমির উদ্দেশে যাত্রা করবে।'

ক্রিটো : কী অদ্ভুত স্বপ্ন, সক্রেটিস।

সক্রেটিস : ক্রিটো আমার তো মনে হয়, এ স্বপ্নের অর্থে কোনো সন্দেহ নেই।

ক্রিটো : হ্যাঁ, এ স্বপ্নের তাৎপর্য খুবই স্পষ্ট। আমার প্রিয়তম বন্ধু সক্রেটিস। আমার অনুরোধটি তুমি এখনও গ্রহণ কর। এসো, এ কারাকক্ষ থেকে তুমি পলায়ন কর। কেননা, তোমার মৃত্যুতে আমার অপূরণীয় এক সুহৃদেরই মৃত্যু ঘটবে না–অপর বিপদও দেখা দেবে। যারা তোমাকে এবং আমাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানে না, তারা বলবে, ক্রিটো অর্থ ব্যয় করলেই সক্রেটিসকে বাঁচাতে পারত। কিন্তু ক্রিটো সেরূপ কোনো চেষ্টা করে নি। আমার প্রিয় বন্ধুর চেয়ে অর্থকে আমি অধিক মূল্যবান মনে করেছি–আমার বিরুদ্ধে এর চেয়ে লজ্জাজনক অভিযোগ কি আর হতে পারে? অথচ অধিকাংশ লোকই

একথা জানবে না যে, আমি তোমাকে পলায়ন করবার জন্য অনুরোধ করেছি–কিন্তু তুমি আমার সে অনুবোধ প্রত্যাখ্যান করেছ।

সক্রেটিস : প্রিয় বন্ধু ক্রিটো! সাধারণ মানুষের মতামতের জন্য আমরা কেন উদ্বিগ্ন হব? যারা মহৎ তারা অবশ্যই প্রকৃত পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

ক্রিটো : সক্রেটিস। সংখ্যাধিক্যের মতামতকে আমরা উপেক্ষা করব কী করে? তুমি দেখতেই পাচ্ছ, যা ঘটেছে তাতেই প্রমাণিত হচ্ছে, সংখ্যাধিক জনসাধারণ, কারো উপর রুষ্ট হলে তার চরম অনিষ্ট সাধনে তারা সক্ষম।

সক্রেটিস : ক্রিটো, সংখ্যাধিক মানুষের যদি চরম অনিষ্ট সাধনের ক্ষমতা থাকত তা হলে তো উত্তমই হতো। কেননা, তা হলে তাদের পরম ইষ্ট বা ন্যায় সাধনেরও ক্ষমতা থাকত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাধিক সাধারণ মানুষের ন্যায় কিংবা, ইষ্ট বা অনিষ্ট কোনোটিই সাধন করার ক্ষমতা নেই। কেননা, তারা কোননা মানুষকে জ্ঞানী কিংবা মূর্খ কিছুতে পরিণত করতে পারে না। তারা যা কিছু না করে সে-তা কেবল আকস্মিকতারই প্রকাশ।

ক্রিটো : আজ আমি তোমার সাথে তর্কে রত হব না, সক্রেটিস। শুধু তুমি আমায় বল, তুমি কি আমাদের বিপদের কথা চিন্তা করে আমার অনুরোধকে অগ্রাহ্য করছ? তুমি কি ভাবছ, তুমি পলায়ন করলে আমরা তোমাকে সরিয়ে দিয়েছি বলে প্রহরীগণ আমাদেরকে অভিযুক্ত করবে এবং দণ্ড হিসাবে আমাদের বিষয়-সম্পত্তি সম্পূর্ণ কিংবা বিরাট অংশ বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে? তুমি কি উদ্বিগ্ন হচ্ছে এই ভেবে যে, এর চেয়েও কঠিন কোনো দণ্ডে আমরা দণ্ডিত হতে পারি? আমাদের ভবিষ্যতের জন্য যদি তুমি উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে, তা হলে আমার অনুরোধ, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত হয়ো। তোমার জন্য এরূপ কিংবা এর চেয়েও গুরুতর বিপদের ঝুঁকি নেওয়া আমাদের কর্তব্য। আমাদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ো না সক্রেটিস। এবার তুমি আমার অনুরোধটি রক্ষা কর এবং আমি যেরূপ বলি সেরূপ করতে সম্মত হও।

সক্রেটিস : তোমাদের জন্য আমার আশঙ্কা অবশ্যই একটা কারণ। কিন্তু একমাত্র সে কারণেই আমি অসম্মত হচ্ছিনে।

ক্রিটো : সক্রেটিস, তুমি আমাদের জন্য আশঙ্কা বোধ করো না। তোমাকে সঙ্গোপনে মুক্ত করে নেওয়ার জন্য অনেক নাগরিকই প্রস্তুত রয়েছে। সেজন্য বিপদের আশঙ্কাও তেমন নেই। প্রহরীগণের উৎকোচের দাবিও এমন অধিক কিছু নয়। সামান্য কিছু অর্থ দিলেই তারা সন্তুষ্ট হবে। অর্থ-সংগ্রহের প্রশ্নে তুমি জানো না যে, আমার সমগ্র ধন-সম্পদ তোমার সেবায় নিযুক্ত রয়েছে, সক্রেটিস। কিন্তু

আমার অর্থব্যয়ে যদি তোমার সঙ্কোচ হয় তা হলে একথা জেনো যে অনেক অপরিচিত নাগরিক রয়েছেন যারা তাদের সব অর্থ দ্বারা তোমাকে সাহায্য করতে চাইবেন। এমনি একজন নাগরিক হচ্ছেন থিবের সিমিয়াস। তিনি এই উদ্দেশ্যেই প্রচুর অর্থ সঙ্গে করে এনেছেন। সিবিস এবং অন্যান্য নাগরিকও তোমার পলায়নে সাহায্য করার জন্য তাদের সমস্ত সম্পদ ব্যয় করতে প্রস্তুত রয়েছেন। সুতরাং সক্রেটিস, তুমি আমাদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আমাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করো না। বিচারালয়ে তুমি বলেছিলে, তুমি বুঝতে পারছ না, এথেন্স থেকে অপর কোথাও গিয়ে তুমি কী করবে। এরূপ কথাও তুমি আর বলো না। কেননা, শুধু এথেন্স নয়, তুমি যেখানেই যাবে সেখানেই তুমি সর্বসাধারণের প্রিয়পাত্র হয়ে থাকবে। থেসালীতে আমার অনেক বন্ধু রয়েছে। তুমি যদি থেসালী যেতে চাও, তা হলে থেসালীবাসীগণ তোমাকে সম্মানের সঙ্গে সমস্ত অনিষ্ট থেকে সর্বপ্রকারেই রক্ষা করবে। সক্রেটিস। আজ যখন তোমার জীবনকে আমরা রক্ষা করতে পারি, তখন তোমার পক্ষে সে জীবনকে শত্রুর নিকট সমর্পণ করে দেওয়ার তাৎপর্যটি আমরা বুঝতে পারিনে। তোমার এরূপ কার্যক্রম দ্বারা যে শত্রুগণ তোমাকে যত শীঘ্র সম্ভব ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে, তাদের উদ্দেশ্যই সাধিত হবে। তদুপরি আজ তুমি নিজের জীবন বাঁচাতে অস্বীকার করে আপন সন্ততিকেও পরিত্যাগ করে যাচ্ছ। তোমার জীবন রক্ষা করে তুমি তাদের শিক্ষিত করে তুলতে পার। তৎপরিবর্তে তুমি আজ তাদেরকে অনিশ্চিত ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে চলে যাচ্ছ। হয়তো তাদের জীবনে অনাথের স্বাভাবিক ভাগ্যই ঘটবে। যদি তা নাও ঘটে তা হলেও সেজন্য তোমার কৃতিত্ব তো কিছু থাকবে না। কিন্তু তুমি তো জানো যে পিতা তার সন্তানদের লালন-পালন এবং শিক্ষার দায়িত্ব বহনে অনিচ্ছুক তার পক্ষে এ পৃথিবীর বুকে কোনো শিশুকে জন্মদান করে নিয়ে আসাই উচিত নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সক্রেটিস, তুমি তোমার সমগ্র জীবনে ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ অনুসরণ করার কথা বলা সত্ত্বেও আজ তোমার পক্ষে সংগত এবং উপযুক্ত, মহত্তর এবং দৃঢ়তর যে-পথ, সে-পথ অবলম্বন না করে তুমি যেন সহজতর পথকেই গ্রহণ করছ। যখন আমি উপলব্ধি করি যে, সমগ্র বিষয়টির কারণ হিসাবে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমাদের সাহসের অভাবকেই উল্লেখ করবে, তখন শুধু তোমার জন্য নয়, আমরা, যারা তোমার বন্ধু রয়েছি, তাদের জন্যও লজ্জায় ডুবে যাই। এই বিচার আদৌ সংঘটিত হতে পারত না। হলেও ব্যাপারটিকে অন্যভাবেও শেষ করা যেত। কিন্তু ভবিষ্যৎ বলবে, যে চরম মূর্খতা আজ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, সে শুধু আমাদের অবহেলা এবং কাপুরুষতার জন্যই সম্ভব হয়েছে। কেননা, আমরা সত্যকার মানুষ হলে, অবশ্যই তোমাকে রক্ষা করতে পারতাম এবং তুমিও কোনো প্রকার অসুবিধা ব্যতিরেকেই নিজের জীবন বাঁচাতে

পারতে। প্রিয় সক্রেটিস, তুমি অনুধাবন কর, তোমার এবং আমাদের সবার জন্য এই ঘটনা কী নিন্দনীয় পরিণামকে ডেকে আনবে। তাই প্রিয়বন্ধু, তোমার মন স্থির কর, আলোচনা করার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখন একটিই মাত্র করণীয় আছে। সে কাজ অদ্য রাত্রিতেই সম্পন্ন করতে হবে। বিলম্বে এ কাজ সম্পন্ন করা কোনো প্রকারেই সম্ভব হবে না। যা করে বলছি, সক্রেটিস, এখনও তুমি আমার কথা শ্রবণ কর, এখনও আমি যেরূপ বলছি সেরূপ করতে সম্মত হও।

সক্রেটিস : প্রিয় ক্রিটো, তোমার উৎসাহ অপরিসীম। সে উৎসাহ যদি ন্যায্য হয় তা হলে

সে অবশ্যই অমূল্য। কিন্তু সে উৎসাহ যদি ভ্রান্ত হয়, তা হলে উৎসাহ যত অধিক হবে, বিপদের আশঙ্কাও তত বৃদ্ধি পাবে। এ কারণেই আমাদের বিশেষভাবে বিচার করা প্রয়োজন, তুমি যেরূপ বলছ, সেরূপ আমার করা কর্তব্য কি না। তুমি জানো, আমি যুক্তিবাদী মানুষ। আমার সমগ্র জীবনের আমি যুক্তি দ্বারাই পরিচালিত হয়েছি। যুক্তি যাই হোক, সে যদি আমার নিকট সঠিক বলে বোধ হয়েছে, তা হলে তাকেই আমি শিরোধার্য করেছি। আজ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে জীবনকে রক্ষা করার সুযোগ পেয়ে আমি আমার নিজের কথাকে অস্বীকার করতে পারিনে; আমার যে নীতিকে আমি সমগ্র জীবনব্যাপী সম্মান করেছি এবং অনুসরণ করেছি, আজ তার চেয়ে উত্তম কোনো নীতির সাক্ষাৎ না পেলে, সে নীতিকে আমি বর্জন করে তোমার সঙ্গে একমত হতে পারিনে। সংখ্যাধিক জনসাধারণ তার শক্তিতে যদি আমার উপর অধিকবার কারাবাসের দণ্ড আরোপ করে, যদি আমার ধনসম্পদ সে বাজেয়াপ্ত করে, যদি সে আমার জীবনকে বহু মৃত্যুর দণ্ডেও দণ্ডিত করে, যদি সে প্রেত-উপচ্ছায়ার ভয় দেখিয়ে আমাকে শিশুর ন্যায় ভীত করেও তোলে,–না, তা হলেও আমার নীতিকে আমি পরিত্যাগ করতে পারিনে। সমস্যাটিকে আলোচনা করার সর্বোত্তম পন্থা কী? জনসাধারণের মতামত সম্পর্কে তোমার পূর্বযুক্তিতে কি আমরা ফিরে যাব? আমরা বলেছিলাম, জনসাধারণের মত বলতে আমরা যা বুঝি তার সব কিছু গ্রাহ্য নয়। কেবল কোনো বিশেষ মতকে গ্রাহ্য করা চলে। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার পূর্ব আমি এরূপ কথাই বলেছিলাম। তখন সে মতটি পোষণ করা কি আমার পক্ষে ঠিক হয়েছিল? যদি তা হয়ে থাকে তা হলে এখন কি তাকে কথার জন্য কথা মনে করে কিংবা শিশুসুলভ অর্থহীন প্রলাপ বলে পরিত্যাগ করব? বন্ধু ক্রিটো, এটিই আমার বিবেচ্য। এ বিষয়ে তুমি আমায় সাহায্য কর। তুমি বল, আমার বর্তমান অবস্থায় আমার পুরাতন যুক্তি কি তার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে কিংবা সে অপরিবর্তিত রয়েছে? সে যুক্তি কি আমি বর্তমানে অস্বীকার করব না স্বীকার করব? পুরাতন সেই যুক্তিটির কথা উল্লেখ করছি। প্রখ্যাত অনেকেই এই যুক্তিটি স্বীকার করেন। তারা বলেন, সাধারণ মানুষের সব

অভিমতই গ্রাহ্য নয়। কিছু সংখ্যক মানুষের মত অনেক সময়ে গ্রহণীয় হয়, কিন্তু অপর সবার মত গ্রহণোপযোগী হয় না। ক্রিটো, এবার তোমার নিকটই আমি প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করছি। তুমি নিশ্চয়ই আমার ন্যায় আগামী কল্য মৃত্যুমুখে পতিত হবে না। আগামীকাল তোমার মৃত্যু ঘটবে, এরূপ কোনো মানবিক সম্ভাবনা আমরা কল্পনা করতে পারিনে। তা যদি না হয়, তা হলে। তুমিই হচ্ছ এ পরিস্থিতিতে নিঃস্বার্থ এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তি। তুমিই এ প্রশ্নের জবাব দানের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। তা হলে তুমি বল, আমার একথা কি যথার্থ যে কিছু লোকের মতকে আমাদের মূল্য দেওয়া উচিত, কিন্তু অপর সবার মতকে আমাদের মূল্য দেওয়া উচিত নয়। তুমি বল, একথা আমি যখন বলেছিলাম তখন কি আমি সঠিক বলেছিলাম?

ক্রিটো : অবশ্যই।

সক্রেটিস : যা ন্যায্য তাকেই তো আমরা স্বীকার করব–অন্যায়কে তো নয়?

ক্রিটো : হ্যাঁ।

সক্রেটিস : জ্ঞানীর অভিমতই ন্যায্য এবং মঙ্গলকর; মূখের অভিমত অন্যায্য এবং অমঙ্গলকর।

ক্রিটো : অবশ্যই।

সক্রেটিস : অপর একটি বিষয়ে আমরা কি বলেছিলাম? শারীরবিদ্যার যে ছাত্র সে কি যে-কোনো ব্যক্তির নিন্দা কিংবা প্রশংসাকে গ্রহণ করবে? না, সে একটিমাত্র লোকের মতামত অর্থাৎ তার শিক্ষাদাতা যেই হোক না কেন, শুধু তারই মতামতকে সে মান্য করবে?

ক্রিটো : হ্যাঁ, একটিমাত্র লোকের অভিমতকেই সে মান্য করবে।

সক্রেটিস : সেই লোকটির নিন্দাকে তার ভয় করা উচিত; সেই লোকটির প্রশংসাকেই। তার স্বাগত জানানো উচিত, সংখ্যাধিকের নয়। তাই নয় কি?

ক্রিটো : অবশ্যই একথা সত্য।

সক্রেটিস: কিন্তু তা না করে সে যদি সেই এক ব্যক্তির মতামতকে উপেক্ষা করে এবং যে সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই তাদের মতের মূল্য দেয়, তা হলে পরিণামে সে কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

ক্রিটো : অবশ্যই সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সক্রেটিস : বেশ! তা হলে এই ক্ষতি সেই অবাধ্য ছাত্রকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে?

ক্রিটো : এক্ষেত্রে অবশ্য তার দেহই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সক্রেটিস : উত্তম কথা। তা হলে ক্রিটো, এই সাধারণ কথাটি কি অপরাপর বিশেষ ক্ষেত্রের জন্যও সত্য নয়? সেই বিশেষ ক্ষেত্রগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। আমাদের বিবেচনার বিষয় হচ্ছে : ন্যায়, অন্যায়, সৎ, অসৎ, সংগতি অসংগতির বিষয়। এসব ক্ষেত্রে আমরা কি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকেই ভয় করব, মান্য করব? অথবা যে একটিমাত্র ব্যক্তির এ সম্পর্কে জ্ঞান আছে তার মতকেই স্বীকার করব? এই জ্ঞানীর অভিমতকেই প্রয়োজনবোধে সমগ্র জগতের মতের বিরুদ্ধেও আমাদের সম্মান করা এবং ভয় করা উচিত নয় কি? তা না করে, যদি আমরা সেই জ্ঞানীকেই পরিত্যাগ করি, তা হলে কি তদ্বারা আমারা আমাদের সেই নীতিকেই আঘাত করে ধ্বংস করি না, যে নীতি ন্যায়ের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত এবং উন্নীত হয়ে ওঠে এবং অন্যায়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়? এরূপ নীতি তো অবশ্যই একটি রয়েছে। নয় কি?

ক্রিটো : অবশ্যই এরূপ নীতি রয়েছে, সক্রেটিস।

সক্রেটিস : অনুরূপ অপর একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক : ধর দেহ সম্পর্কে যাদের জ্ঞান নেই, তাদের উপদেশকেই মান্য করে আমরা সেই বস্তুকেই বিনষ্ট করলাম, যে বস্তু বা সম্পদকে স্বাস্থ্য উন্নত করে তোলে এবং রোগ যাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। তা হলে আমাদের জীবন কি বাঁচার উপযুক্ত থাকবে? এখানে যে সম্পদ আমাদের ধ্বংস হলো, সে নিশ্চয়ই আমাদের দেহ। তাই নয় কি?

ক্রিটো : হ্যাঁ।

সক্রেটিস : আমরা কি দুষ্টক্ষতে ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে জীবনধারণ করতে চাইব?

ক্রিটো : অবশ্যই তা চাইব না।

সক্রেটিস : বেশ! কিন্তু মানুষের যেটি উচ্চতর দিক, অর্থাৎ যাকে উন্নত করে এবং অন্যায় যাকে বিকৃত করে, তাকে ধ্বংস করে জীবনধারণের কি যথার্থই কোনো মূল থাকে? মানুষের যে নীতির কিংবা যে চরিত্রের আমরা উল্লেখ করলাম, তাকে কি আমরা দেহের তুলনায় হীন মনে করব?

ক্রিটো : না, সেরূপ আমরা কিছুতেই মনে করতে পারিনে।

সক্রেটিস; বরঞ্চ, তাকে দেহের চেয়ে আমরা অধিকতর সম্মানীয় মনে করব?

ক্রিটো : অবশ্যই অধিকতর সম্মানীয় মনে করব।

সক্রেটিস : প্রিয় বন্ধু, তা হলে সংখ্যাধিক মানুষ আমাদের সম্পর্কে কী বলল, সেটি আমাদের নিকট মূল্যবান নয়। আমাদের নিকট মূল্যবান হচ্ছে, ন্যায় এবং অন্যায়কে যিনি জানেন তিনি কী বলেন। আমাদের নিকট মূল্যবান হচ্ছে, সত্য কী বলে। সুতরাং ক্রিটো, তুমি যখন বল ন্যায়-অন্যায়,

সৎ-অসৎ, সম্মানীয়-অসম্মানীয় সম্পর্কে সংখ্যাধিকের মতকে আমাদের সমীহ করতে হবে, তখন তুমি শুরুতেই ভুল কর। আমার একথার জবাবে নিশ্চয়ই বলা হবে: কিন্তু সংখ্যাধিক তো শক্তির জোরে আমাদের হত্যা করতে পারে।

ক্রিটো : হ্যাঁ, সক্রেটিস, তোমার জবাব হিসাবে স্পষ্টতই সে প্রশ্ন উঠবে।

সক্রেটিস : হ্যাঁ আমিও সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গেই আমি অনুভব করছি যে তা সত্ত্বেও আমাদের পুরাতন যুক্তির ভিত পূর্বের ন্যায়ই দৃঢ়মূল থেকে যায়। এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি কথাও তোমার নিকটে জানতে চাই। আমাদের নিকট কি শুধুমাত্র জীবন মূল্যবান, না একটি মহৎ জীবনই প্রধানত মূল্যবান?

ক্রিটো : এখানেও পুরাতন মতটিই সঠিক। মহৎ জীবনই মূল্যবান।

সক্রেটিস : এবং মহৎ জীবনই ন্যায় এবং সম্মানের জীবন, পুরাতন একথাও তা হলে সত্য?

ক্রিটো : হ্যাঁ, একথাও সত্য।

সক্রেটিস : এ সমস্ত উদাহরণ থেকে এবার আমি আমাদের বিষয়টি আলোচনা করতে চাই–অর্থাৎ এথেন্সবাসীগণের সম্মতি ব্যতিরেকে কারাগার থেকে জীবন রক্ষার্থে আমার পলায়নের চেষ্টা করা উচিত, কিংবা উচিত নয়? আমার এ প্রশ্নের জবাব যদি এই হয় যে, পলায়ন করা আমার পক্ষে সংগত, তা হলে অবশ্যই আমি সে চেষ্টা করব। কিন্তু জবাব যদি এই যে, এ কাজ আমার পক্ষে সংগত নয়, তা হলে এরূপ চেষ্টা থেকে আমি অবশ্যই বিরত থাকব। ক্রিটো, এই বিচারের বাইরে তুমি আমার সাহসের অভাব, কিংবা আর্থিক ক্ষতি, কিংবা আমার সন্তান-সন্ততিকে পরিত্যাগ করা এবং তাদের শিক্ষিত না করার যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছ, সেসব অবশ্যই সংখ্যাধিক সেই জনতারই মতো যারা যেমন বিনা কারণে উত্তেজিত হয়ে এক ব্যক্তির জীবন গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না, তেমনি আবেগের মধ্যে বিন্দুমাত্র কারণ ব্যতিরেকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির জীবন অতি সহজে ফিরিয়ে দিতেও ইতস্তত করে না। কিন্তু আমাদের যুক্তি যেরূপ অগ্রসর হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমাদের বিবেচ্য হচ্ছে যে, কারাগার থেকে পলায়ন করে কারো ইষ্ট বা অনিষ্ট সাধন আমার পক্ষে সংগত কিংবা অসংগত ন্যায় কিংবা অন্যায়? যদি এ কার্য অসংগত হয়, তা হলে কারাগারে আমার মৃত্যু কিংবা অপর কোনো বিপর্যয়ের কারণে আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হতে পারে না।

ক্রিটো : সক্রেটিস, তোমার যুক্তিই সঠিক বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু আমরা এখন কী করবো?

সক্রেটিস : এসো, আমরা উভয়ে মিলে বিষয়টি বিবেচনা করি। তুমি আমার যুক্তিকে খণ্ডন করতে সক্ষম হলে, আমি অবশ্যই তোমার যুক্তিকে মেনে নেব। নয়তো, প্রিয় বন্ধু, আমাকে তুমি আর এরূপ বল না যে, এথেন্সবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারাগার থেকে আমার পলায়ন করা উচিত। আমার জীবন রক্ষার্থে তুমি যেভাবে আমাকে তোমার পরামর্শ গ্রহণ করাবার চেষ্টা করেছ তাতে সে চেষ্টাকে আমি অবশ্যই মূল্যবান মনে করি। কিন্তু আমি যে যুক্তিকে অধিকতর উত্তম মনে করি তার বিরুদ্ধাচরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ক্রিটো, এবার তুমি আমার প্রথম প্রশ্নটির জবাব দেবার চেষ্টা কর।

ক্রিটো : হ্যাঁ, আমি সে চেষ্টাই করব।

সক্রেটিস : অপরের প্রতি অন্যায় করার ব্যাপারে আমরা কী মত পোষণ করব? আমরা কি বলব যে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে কখনোই কারো অন্যায় করা উচিত নয়? অথবা বলব, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যায় করা সংগত, কিন্তু অপর ক্ষেত্রে অন্যায় করা অসংগত? অথবা বলব, অন্যায় সর্বদাই পাপ এবং অসম্মানজনক? একথাই আমি কিছুক্ষণ পূর্বেও বলেছি। এই মতকে আমরা গ্রহণও করেছি। এসব মতকেই কি আমরা এখন পরিত্যাগ করব? যে সত্য দুদিন পূর্বে আমি উচ্চারণ করেছি, সে কি আজ মিথ্যায় পরিণত হয়েছে? সমগ্র জীবনব্যাপী আমরা গুরুত্ব সহকারে যেসব বিষয় নিয়ে আলাপ করে এসেছি আজ এই বৃদ্ধ বয়সে তাকে কি এই বলে অস্বীকার করব যে, আমরা শিশু বই অপর কিছু নই? অথবা, সংখ্যাধিক জনতা যাই বলুক না কেন, পরিণতি আমাদের ভালো কিংবা মন্দ, যাই হোক, আমরা যে সত্যকে সেদিন উচ্চারণ করেছি, আজও তাকে ঘোষণা করব, বলব, যা অন্যায় তা সর্বদাই অন্যায়; বলব, অন্যায় কার্য অন্যায়কারীকেই অসম্মানের পাঁকে নিক্ষেপ করে। আমরা কি এ অভিমত পোষণ করব, না একে পরিত্যাগ করব?

ক্রিটো : নিশ্চয়ই আমরা এই অভিমত পোষণ করব।

সক্রেটিস : তা হলে, কোনো অন্যায় কার্য আমরা করতে পারি ন?

ক্রিটো : অবশ্যই না।

সক্রেটিস : এমনকি যে আহত, সে যদি আমাকে আঘাত করে তা হলেও আমি তাকে প্রত্যাঘাত করতে পারি না? কেননা, কাউকে আঘাত করা অন্যায়।

ক্রিটো : হ্যাঁ অন্যায়। কাউকে আমরা আঘাত করতে পারি না।

সক্রেটিস : বেশ, তা হলে আমরা কি কোনো পাপকার্যও করতে পারি?

ক্রিটো : না সক্রেটিস, তাও আমরা পারি না।

সক্রেটিস : কিন্তু পাপের বিনিময়ে পাপ সম্পর্কে তুমি কী বলবে? অনেকে তো এই নীতিকেই সমর্থন করে। এ নীতি কি ন্যায় কিংবা অন্যায়?

ক্রিটো : এ নীতি ন্যায়নীতি নয়।

সক্রেটিস : কেননা, কারো প্রতি কোনো পাপাঁচরণ করা তাকে আঘাত করে আহত করারই শামিল। নয় কি?

ক্রিটো : একথা অবশ্যই ঠিক।

সক্রেটিস : তা হলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়ের দ্বারা কখনো আমরা কারো উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি না। তার নিকট থেকে যত অন্যায় ব্যবহারই আমি পেয়ে থাকি না কেন, তাকে প্রত্যাঘাত করা আমার পক্ষে সংগত নয়। কিন্তু ক্রিটো, তুমি যখন একথাটি স্বীকার কর, তখন তুমি গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখ, যে কথা তুমি বলছ, তার সঠিক তাৎপর্য তুমি উপলব্ধি করছ কিনা এবং সেই অর্থই তুমি তোমার কথা দ্বারা বুঝাতে চাইছ কি না? কেননা, আমাদের এই মতটি সংখ্যাধিক্যের মধ্যে তুমি কখনো পাবে না। খুব অধিক লোক এরূপ মত কখনো পোষণ করে নি, কিংবা ভবিষ্যতেও করবে না। যারা এই মতটিকে স্বীকার করে এবং যারা একে অস্বীকার করে তাদের মধ্যে মিলনবিন্দু তুমি কোথাও পাবে না। তারা যখন পরস্পরের পার্থক্য এবং দূরত্বের গভীরতা উপলব্ধি করে, তখন উভয় উভয়কে ঘৃণার চোখেই দেখে। তা হলে তুমি চিন্তা করে বল আমার প্রথম নীতিটির সঙ্গে তুমি একমত কিনা? তুমি এ নীতি স্বীকার কর কিনা যে, পাপ কিংবা অন্যায় দ্বারা অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ অসংগত। এমনকি আঘাত পরিহারের জন্যও অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ কখনো সংগত হতে পারে না। অথবা তুমি এ মতটিকে গ্রহণ করতে সম্মত নও? আমি সমগ্র জীবনব্যাপী এরূপই চিন্তা করেছি। এখনো আমি অনুরূপভাবেই চিন্তা করি। তোমার যদি ভিন্নতর কোনো মত থাকে তা হলে সে মত আমার নিকট প্রকাশ কর। কিন্তু তুমি যদি পূর্বের মতেই স্থির থাকে, তবে তাও প্রকাশ কর। তা হলে যুক্তির পরবর্তী ধাপ নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি।

ক্রিটো : আমি আমার মত পরিবর্তন করি নি। সক্রেটিস, তুমি তোমার যুক্তিতে অগ্রসর হতে পারো।

সক্রেটিস : আমি তা হলে পরবর্তী বিষয়টিতে যেতে পারি। বিষয়টিকে একটি প্রাকারে উপস্থিত করা যায়, যেমন : ব্যক্তির পক্ষে কী করা সংগত? যাকে সে সত্য বলে জানে সে কি সেই সত্যকে রক্ষা করবে, সেই সত্যকে পালন করবে, না সে সত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে?

ক্রিটো : যা সে সত্য বলে জানে তাই তার করা কর্তব্য।

সক্রেটিস : বেশ, তাই যদি হয় তা হলে এ নীতির প্রয়োগ আমার ক্ষেত্রে কীরূপে হবে? এথেন্সবাসীদের ইচ্ছায় বিরোধী হয়ে আজ যদি আমি কারাগার থেকে পলায়ন করি, তা হলে আমার সে কার্যদ্বারা কি কারো প্রতি কোনো অন্যায় আচরণ করা হবে না? অথবা বল, এরূপ কার্য দ্বারা কি আমি তাদের প্রতিই সবচেয়ে বেশি অন্যায় করব না, যাদের প্রতি কোনো অন্যায় করাই আমার উচিত নয়? আমার এ কার্যের অর্থ কী, সে সমস্ত নীতিকেই পরিত্যাগ করা নয় যে সমস্ত নীতিকে এ যাবৎ আমরা ন্যায়সংগত বলে স্বীকার করে এসেছি? তুমি কি বল ক্রিটো?

ক্রিটো : এ প্রশ্নের জবাবদানে আমি অক্ষম। এর উত্তর জানিনে, সক্রেটিস।

সক্রেটিস : তা হলে বিষয়টিকে এভাবে দেখ : মনে কর, আমি স্কুলের বালকের ন্যায়ই অবাধ্য হয়ে উঠলাম। আমার বিদ্রোহ দেখে রাষ্ট্র এবং আইন আমাকে এসে জেরা করতে শুরু করল : সক্রেটিস, তোমার এরূপ কার্যের তাৎপর্য কী? তুমি কি তোমার কার্যদ্বারা সমগ্র আইন এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকেই উচ্ছেদ করার প্রয়াস পাচ্ছ না? বল তুমি, যে রাষ্ট্রের আইনসমূহ বাধ্যতার সঙ্গে পালিত হয় না, ব্যক্তি যে রাষ্ট্রের আইনকে উপেক্ষা করে এবং পদদলিত করে, সে রাষ্ট্র কি টিকে থাকতে পারে?' বন্ধু ক্রিটো, এরূপ প্রশ্নের আমরা কী জবাব দেব? রাষ্ট্রের যে-কোনো বিধান যে পালিত হওয়া উচিত, যে-কোনো দণ্ড যে কার্যকর করা সংগত–এ নিয়ে যে-কোনো ব্যক্তি বিশেষ করে যে-কোনো বাগী যথেষ্ট বক্তৃতা করতে পারেন। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সে একথাই বলবে যে, রাষ্ট্রের বিধানকে ভঙ্গ করা সংগত নয়। আমরা তার জবাবে কী বলব? আমরা হয়তো বলতে পারি : বিধান মান্য করা সংগত। কিন্তু রাষ্ট্র আমাদের প্রতি ন্যায্য বিধান আরোপ করে নি; রাষ্ট্র অন্যায় দণ্ডে আমাদের দণ্ডিত করেছে। মনে কর, রাষ্ট্রকে আমি এই জবাবটিই দিলাম।

ক্রিটো : অত্যন্ত উত্তম জবাব, সক্রেটিস।

সক্রেটিস : কিন্তু রাষ্ট্র পাল্টা প্রশ্ন করবে : সক্রেটিস, তোমার সঙ্গে কি আমার এরূপ চুক্তি ছিল? অথবা তুমি রাষ্ট্রের সমগ্র বিধি-ব্যবস্থাকে মান্য করতে সম্মত হয়েছিলে এবং সম্মতির ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল? আমি যদি রাষ্ট্রের এরূপ প্রশ্নে বিস্মিত হই তা হলে সে হয়তো আরো বলবে : সক্রেটিস, বিস্মিত হয়ে আমার প্রশ্নের দিকে না তাকিয়ে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। বল, রাষ্ট্র তোমার প্রতি কি অন্যায় করেছে যেজন্য তুমি তাকে ধ্বংস করে ফেলা সংগত মনে করছ? অথচ, রাষ্ট্রই কি এই পৃথিবীতে তোমার জন্মলাভের কারণ নয়? এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থাতেই তোমার পিতা তোমার জননীকে একদা

বিবাহ করেছিলেন এবং তোমার জন্ম সম্ভব হয়েছিল। আমরা, রাষ্ট্রের যে বিধানসমূহ বিবাহ-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করি তার বিরুদ্ধে কি তোমার কোনো অভিযোগ রয়েছে? বল।

রাষ্ট্রের এ প্রশ্নের জবাবে অবশ্যই আমাকে বলতে হবে; না, এ বিধানের বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ করতে চাইনে?' বিধান বলবে; তুমি কি সে বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাও যে বিধান দ্বারা আমরা রাষ্ট্রের শিশুদের লালন পালন এবং শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করি? কিন্তু তুমি তো এই বিধানের জন্যই শিক্ষিত হতে পেরেছ। যে বিধান তোমাকে সংগীত এবং শারীরবিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য তোমার পিতাকে আদেশ করেছিল, সে বিধান কি সংগত ছিল না? এ প্রশ্নের জবাবেও আমাকে অবশ্যই বলতে হবে : হ্যাঁ, এ বিধান অবশ্যই সংগত ছিল। বিধান বলবে : যে-তোমাকে আমরা এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হতে সাহায্য করেছি, যে-তুমি নির্দিষ্ট বিধানসমূহের জন্যই শিক্ষিত হয়ে উঠেছ, সে-তুমি কি আজ অস্বীকার করতে পার যে, এই কারণেই তোমার পিতাও যেরূপ, তুমিও সেরূপ রাষ্ট্র এবং বিধানেরই সন্তান; রাষ্ট্র এবং বিধানেরই বাধ্য দাস। আমাদের এ তত্ত্ব যদি সত্য হয়, তা হলে একথাও তোমাকে স্বীকার করতে হবে সক্রেটিস যে, রাষ্ট্রের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক সমানের সম্পর্ক নয়। সুতরাং একথাও তুমি বলতে পারো যে, তোমার প্রতি রাষ্ট্রের যা করার অধিকার আছে রাষ্ট্রের প্রতিও সেরূপ করার তোমার অধিকার আছে। কেননা, তোমার পিতা কিংবা প্রভু যদি তোমাকে কোনো তিরস্কার করেন, যদি তারা তোমাকে কোনো আঘাত করে কিংবা তোমার বিবেচিত অপর কোনো অন্যায় করেন, তা হলে তুমি কি অনুরূপভাবেই তোমার পিতা কিংবা প্রভুকে তিরস্কার করতে পার? কিংবা পার তাদের প্রতি আঘাত কিংবা অন্যায় করতে? তুমি কি বলবে, এরূপ করার তোমার অধিকার আছে? কিংবা অধিকার থাকলেও কি তাদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করবে? নিশ্চয়ই না। তেমনিভাবে আমরা যদি বলি, বিধান এবং রাষ্ট্র হিসাবে তোমার জীবন মৃত্যুর মালিক আমরা, তোমাকে ধ্বংস করার অধিকার আমাদের আছে, তা হলে তুমি কি বলবে যে, তোমারও রাষ্ট্র এবং দেশকে ধ্বংস করার অধিকার রয়েছে? সক্রেটিস, তুমি ন্যায়ধর্মের প্রবক্তা বলে নিজেকে দাবি কর। তুমি কি ব্যক্তির এরূপ কার্যকে সংগত বলবে? তোমার ন্যায় দার্শনিক কি এ সত্য উপলব্ধি না করে পারে যে, জননী কিংবা জনক, কিংবা যে-কোনো পিতৃপুরুষের চেয়েই রাষ্ট্র অধিকতর পবিত্র, অধিকতর সম্মানীয় এবং অধিকতর মূল্যবান। পিতা যখন রাগান্বিত হন, তখন তাকে যেমন আমরা সম্মানের সঙ্গে এবং তার সঙ্গে তাঁর ক্রোধকে প্রশমিত করতে চাই, তেমনি এবং তার চেয়েও অধিকতর সম্মান এবং নম্রতার সঙ্গেই আমাদের পিতৃশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের ক্রোধকে প্রশমিত করার চেষ্টা করা কর্তব্য। পিতাকে যেমন আমরা বুঝাতে চেষ্টা করি

কিন্তু তিনি শান্ত না হলেও আমরা যেমন তাঁকে মান্য করি, তেমনি কোনো ক্রুদ্ধ বিধানকেও অধিকতর সম্মান ও ধৈর্যের সঙ্গে প্রশমিত এবং পরিবর্তিত করার প্রয়াস পাব, কিন্তু সক্ষম না হলে, রাষ্ট্রের বিধানকেই আমরা মান্য করব। যদি সে আমাদের প্রতি কারাগার কিংবা বেত্রাঘাতের দণ্ড দেয় তা হলেও সে দণ্ডকে আমরা নীরবে গ্রহণ করব; যদি সে সমরক্ষেত্রে আমাদের প্রেরণ করে এবং আমাদের সম্মুখে আহত হওয়ার কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তা হলেও সে আদেশ আমরা পালন করব; কেউ তার নির্দিষ্ট সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করব না। কিংবা তার স্থান পরিবর্তন করে পশ্চাদপসরণ করব না। এমনিভাবে যুদ্ধক্ষেত্র কিংবা বিচারকক্ষ–সর্বত্র ব্যক্তি তার দেশ ও রাষ্ট্রের বিধান এবং আদেশকে মেনে চলবে। যদি কোনো বিধানকে ব্যক্তি অন্যায় মনে করে, সে বিধান যে অন্যায় একথা দেশকে সে বুঝাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু ব্যক্তি যেমন কোনো ক্ষেত্রেই তার জনক কিংবা জননীকে আঘাত করতে পারে না, তেমনিভাবে সে তার দেশ ও রাষ্ট্রের প্রতিও কেনো আঘাত হানতে পারে না। আঘাতের কথাটি জনক-জননীর ক্ষেত্রে যতদূর সত্য এবং প্রযোজ্য, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কথাটি তার চেয়েও অধিক সত্য এবং অধিকতর প্রযোজ্য। ক্রিটো, রাষ্ট্র এবং বিধানের এই যুক্তির বিরুদ্ধে আমাদের কি জবাব আছে? রাষ্ট্রের বিধানের এ যুক্তি কি সংগত, না অসংগত?

ক্রিটো : আমার মনে হয়, রাষ্ট্রের এ যুক্তি সংগত।

সক্রেটিস : বিধান আমাকে উদ্দেশ করে আরো বলতে পারে : সক্রেটিস, একথা যদি সত্য হয় যে, তোমার বর্তমান কার্য দ্বারা তুমি আমাদের উপর আঘাত হানছ, তা হলে বিবেচনা করে দেখ, তোমার এরূপ কার্যের যুক্তি কি হতে পারে? আমরাই তোমার এই জগতে জন্মলাভের কারণ হয়েছি, আমরাই তোমাকে লালন-পালন করেছি, আমরাই তোমাকে শিক্ষিত করে তুলেছি। শুধু তাই নয়। তোমাকে এবং সমস্ত এথেন্সবাসীকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা দিয়ে আমরা বলেছি : এথেন্সের কোনো নাগরিক বয়োপ্রাপ্ত এবং আমাদের নগর-ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমাদের ব্যবস্থাকে যদি পছন্দ না করে এবং যদি সে। এথেন্স নগরী পরিত্যাগ করে অপর কোনো নগর কিংবা উপনিবেশে চলে যেতে চায়, তা হলেও সেরূপ করার তার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। এ কাজের জন্য সে কোনোরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তার সম্পত্তি তারই থাকবে। যে কোনো দ্রব্য সে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে। এ ব্যাপারে আমাদের কোনো বিধান তাকে নিষেধ করবে না। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে যার পরিচয় ঘটেছে, যে আমাদের বিচার পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ হয়েছে, সে যদি স্বেচ্ছায় এথেন্সে বসবাস করতে থাকে তা হলে তাকে অবশ্যই একথা বুঝতে হবে যে, তার থাকার অর্থই হচ্ছে রাষ্ট্রের বিধানকে মান্য করার চুক্তিতে সে নিজেকে

আবদ্ধ করেছে। এর পরে যদি সে আমাদের অবাধ্য হয়, তা হলে তিনটি কারণে অবশ্যই সে ভ্রান্ত হবে : প্রথমত রাষ্ট্রীয় বিধান অমান্য করার অর্থ হচ্ছে তার জনক-জননীকেই অমান্য করা; দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রই তাকে শিক্ষিত করে তুলেছে; অথচ শিক্ষিত হয়ে সে সেই রাষ্ট্রকেই অমান্য করছে। তৃতীয়ত রাষ্ট্রের সমস্ত বিধিনির্দেশের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকারে নিজেকে আবদ্ধ করা সত্ত্বেও না সে রাষ্ট্রের বাধ্য থাকছে, না যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করতে সক্ষম হচ্ছে যে, আমাদের অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বিধানসমূহ অন্যায়। অথচ রাষ্ট্র কখনো তার উপর এরূপ অঙ্গীকারকে কোনোরূপ জবরদস্তির মাধ্যমে চাপিয়ে দেয় নি। আমরা বিধানসমূহ তাকে বলেছি : দুটি বিকল্পই তোমার সম্মুখে রয়েছে–হয় তুমি আমাদের নিকট তোমার যুক্তির সঠিকতা প্রমাণ কর, নতুবা তুমি রাষ্ট্রকে মান্য কর। এই আমাদের বক্তব্য। কিন্তু আমাদের কোনো বিকল্পকেই সে গ্রহণ করছে না। সক্রেটিস, আজ যদি তুমি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তোমার ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত কর, তা হলে রাষ্ট্র ন্যায্যভাবেই উপযুক্ত অভিযোগসমূহকে তোমার বিরুদ্ধে উত্থাপন করবে। অপর কোনো এথেন্সবাসীর চেয়ে তোমার বিরুদ্ধেই অধিকতর তীব্রভাবে এই অভিযোগ উত্থাপিত হবে। রাষ্ট্র এবং বিধানের এ বক্তব্যর জবাব যদি আমি জিজ্ঞাসা করি, অপর কোনো লোকের চেয়ে আমার বিরুদ্ধেই অভিযোগের এরূপ তীব্রতা কেন, তা হলে রাষ্ট্রও আমাকে সমুচিতভাবে বলতে পারে : কেননা, সক্রেটিস অপর যে-কোনো নাগরিকের চেয়ে তুমিই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকারনামাকে অধিকতর সচেতনভাবে স্বীকার করেছ।' রাষ্ট্রের বিধানসমূহ আরো বলতে পারে : সক্রেটিস, এরূপ স্পষ্ট প্রমাণ তো যথেষ্ট রয়েছে যে, আমরা এথেন্সনগরীর বিধানসমূহ এবং এথেন্সনগরী তোমার নিকট অপ্রিয় ছিলাম না। এথেন্সের সকল নাগরিকের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে অধিক স্থায়ীভাবে এই নগরীতে বসবাস করে আসছ। এথেন্সকে পরিত্যাগ করে কখনো কোথাও তুমি যাও নি। যাকে মানুষ কখনো পরিত্যাগ করে না, তাকে সে অবশ্যই ভালবাসে। তুমিও তাই এথেন্সকে ভালবেসেছ,–একথা আমরা স্বাভাবিকভাবেই ভাবতে পারি। অপর সবাই যেরূপ নগর-নগরান্তরে ভ্রমণ করে বেড়ায় তুমি কখনো সেরূপ ভ্রমণ কর নি; সামরিক দায়িত্ব পালন ব্যতীত কিংবা একবার ইসথমাসের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা দর্শন ব্যতীত অপর কিছুর জন্য তুমি কখনো এথেন্সনগরী পরিত্যাগ কর নি; আমাদের প্রতি এবং এথেন্সরাষ্ট্রের প্রতি তোমরা মমতা এবং আনুগত্যকে অতিক্রম করে অপর কোনো মমতা বা আনুগত্য তোমার জীবনে প্রবেশ করে নি। অপর রাষ্ট্র এবং তার বিধানসমূহকে জানার ঔৎসুক্য তুমি কখনো প্রকাশ কর নি। আমরাই তোমার স্নেহমমতার বিশেষ পাত্র হয়ে রয়েছি। আমাদের শাসনব্যবস্থাকে তুমি স্বীকার করে এসেছ। এই শহরেই তুমি তোমার সন্তান-সন্ততির জন্মদান

করেছ। এসব তো এথেন্সের ওপর তোমার সন্তুষ্টিরই প্রমাণ। তদুপরি তোমার বর্তমান বিচার চলাকালে তুমি তোমার দণ্ড হিসাবে নির্বাসনের সুপারিশ করতে পারতে। বিধান অনুসারে তোমার সে প্রস্তাব রক্ষিত হতে পারত। তা হলে যে-এথেন্স মৃত্যুদণ্ডে-দণ্ডিত তোমাকে বর্তমানে এথেন্স। পরিত্যাগ করে অপর কোথাও চলে যাওয়ার অনুমতি দানে অসম্মত, সেই এথেন্সই তখন তোমাকে এথেন্স পরিত্যাগ করে অপর কোনো রাষ্ট্রে গিয়ে নির্বাসিতের জীবনযাপন করতে দিতে অবশ্যই সম্মত হতো। কিন্তু তুমি বলেছ, নির্বাসনের চেয়ে মৃত্যুকে তুমি উত্তম মনে কর। তুমি প্রকাশ করেছ, মৃত্যুবরণে তুমি অনিচ্ছুক নও। কিন্তু এই মুহূর্তে তুমি তোমার সব মহৎ চিন্তাকেই বিস্মৃত করেছ। এখন তুমি আমাদের প্রতি অর্থাৎ এথেন্সের বিধানসমূহের প্রতি আর আনুগত্য পোষণ করতে সম্মত নও; আর তুমি আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ইচ্ছুক নও। তুমি আজ এথেন্সের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হয়েছ। এ কি তোমার পক্ষে সংগত সক্রেটিস? হতভাগ্য দাস যেরূপ তার চুক্তিনামাকে পালন না করে পলায়ন করে, অনুরূপভাবে তুমিও আজ নাগরিক হিসাবে অঙ্গীকৃত তোমারই চুক্তিসমূহকে পালন না করে পলায়নের কথা চিন্তা করছ। প্রাজ্ঞ সক্রেটিস, সর্বপ্রথমে তুমি জবাব দাও একথা কি মিথ্যা যে, তুমি শুধু মুখে নয় বাস্তবভাবে এথেন্সের বিধানসমূহ দ্বারা শাসিত হতে স্বীকৃত হয়েছিলে? প্রিয় বন্ধু ক্রিটো, এ প্রশ্নের আমি কি জবাব দেব? বিধানের এ কথাকে আমি অস্বীকার করতে পারি? এ কথাকে কি স্বীকার করতে আমি বাধ্য নই?

ক্রিটো : হ্যাঁ, একথা স্বীকার করা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই।

সক্রেটিস : তা না হলে রাষ্ট্র আমাকে কি বলতে পারে না? সক্রেটিস, যে অঙ্গীকার তুমি স্বেচ্ছায় একদিন করেছিলে, যে অঙ্গীকার কোনো ত্বরা কিংবা বাধ্যতা ব্যতিরেকেই একদিন তুমি করেছিলে, যে অঙ্গীকার তুমি সত্তর বৎসরের স্বাধীন জীবনযাপনের মাধ্যমে করেছিলে, আজ সেই অঙ্গীকারকেই তুমি ভঙ্গ করতে চলেছ। আমাদের সঙ্গে আবদ্ধ তোমার অঙ্গীকার যদি অন্যায় মনে হতো, যদি আমরা অর্থাৎ এথেন্সের বিধানাবলি তোমার মনঃপূত না হয়ে থাকে তা হলে এই সত্তর বৎসরের যে-কোনোদিন তুমি এথেন্স পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারতে। ক্রিট এবং ল্যাসিডেমনকে তুমি তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য প্রশংসা করে থাক। এই দুই রাষ্ট্রে যে-কোনো একটিতেই তুমি চলে যেতে পারতে; তুমি অপর কোনো হেলেনীয় রাষ্ট্রে কিংবা বিদেশেও গমন করতে পারতে। কিন্তু অপর যে-কোনো নাগরিকের চেয়ে তোমাকেই এথেন্সের সবচেয়ে বড় ভক্ত বলে বোধ হয়েছে। একথা সত্য যে, তুমি তার বিধানকেও ভালবেসেছ। কেননা, বিধানহীন রাষ্ট্রকে কে ভালবাসতে পারে? তুমি তাকে ভালবেসেছ বলেই তাকে

পরিত্যাগ করে যাও নি; কোনো অন্ধ কিংবা খঞ্জ ও এথেন্স তোমার চেয়ে অনড় হয়ে থাকে নি। অথচ আজ তুমিই তোমার সমস্ত অঙ্গীকারকে বিস্মৃত হয়ে এথেন্স থেকে পলায়ন করতে চাচ্ছ। সক্রেটিস, আমাদের উপদেশ তুমি গ্রহণ কর; তোমার এ চেষ্টা থেকে তুমি বিরত হও, নগর থেকে পলায়ন করে নিজেকে তুমি উপহাসের পাত্র করে তুলো না। সক্রেটিস, তুমি বিবেচনা করে দেখ, তুমি যদি এভাবে আইনকে অমান্য কর এবং ভ্রান্ত পথ গ্রহণ কর তা হলে তোমার এ কার্য দ্বারা তোমার নিজের কিংবা তোমার প্রিয়জনের কি মঙ্গল তুমি সাধন করতে পারবে? একথা নিশ্চিত, তোমার এ কার্যের ফলে তোমার প্রিয় বন্ধুজন নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হবে, তাদের নাগরিক অধিকার হরণ করা হবে। থিবিস এবং মেগারাকে তুমি সুশাসিত রাষ্ট্র বলে প্রশংসা কর। তুমি যদি আজ এর কোনো রাষ্ট্রে পলায়ন করে আশ্রয় নাও তা হলে এ সমস্ত রাষ্ট্রও তোমার প্রিয়জনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। এ রাষ্ট্রের সরকার তোমারও বিরুদ্ধতা করবে। তোমার কার্যের জন্য সমস্ত দেশবাসী তোমাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে। দেপ্রেমিক জনসাধারণ তোমাকে রাষ্ট্রীয় বিধানের ক্ষতিকারক ব্যক্তি হিসাবেই জানবে। এভাবে তোমার আপন কার্য দ্বারা তুমি বিচারকমণ্ডলীর ঘোষিত দণ্ডকেই ন্যায়সংগত বলে প্রমাণ করবে। কেননা, তখন এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হবে : যে-ব্যক্তি আইন লঙ্ঘনকারী এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বংসকারী, তার পক্ষে তরুণ সম্প্রদায় এবং জনসমাজের সরল মানুষের মনকে বিভ্রান্ত এবং কলুষিত করে তোলা খুবই সম্ভব। সক্রেটিস, তুমি কি তা হলে সুশৃঙ্খলায় শাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে পলায়ন করতে চাও? এরূপ শর্তে জীবনধারণ করার সার্থকতা কী? যে রাষ্ট্রে তুমি পলায়ন করে আশ্রয় নিতে চাও সেখানে কি তুমি ঘৃণিত ব্যক্তি হিসাবে যেতে চাও? তেমনভাবে গিয়ে কী কথা তাদের তুমি বলবে? এথেন্সের ন্যায়, ধর্ম, বিধান, ব্যবস্থা সম্পর্কে তোমার উপদেশাবলি অবশ্যই উত্তম। কিন্তু ঘৃণ্য পলাতক তুমি কি বাণীর বাহক হয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হবে? তোমার পক্ষে এরূপ কাজ কি কেউ সুন্দর, শালীন বলে গণ্য করবে? অবশ্যই না। তুমি পলায়ন করে যদি থেসালীতে ক্রিটোর বন্ধুদের নিকট গিয়েও উপস্থিত হও, তা হলে তারাই বা কী বলবে। থেসালীতে শাসন নেই, আছে বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতা। তোমার পলায়নের কাহিনী তাদের অবশ্যই মোহিত করে তুলবে। পলাতকের কাহিনী হিসাবে তোমার সম্পর্কে মুখরোচক হাস্যকর গল্প সৃষ্টি হবে যে, তুমি ছাগচর্ম কিংবা অনুরূপ কোনো ছদ্মাবরণে কারাগার থেকে পলায়ন করেছ। তারা এ গল্পে মোহিত হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন কেউ কি সেখানেও থাকবে না যে তোমাকে ধিক্কার দিয়ে বলবে : এই বৃদ্ধ বয়সে রাষ্ট্রের পবিত্রতম বিধানসমূহকে অমান্য করে জীবনের আশায়, মাত্র কয়েকটি দিন বেশি বেঁচে থাকার জন্য তুমি এমনি ছদ্মাবরণে পলায়ন করতে লজ্জিত হলে

না। অবশ্য তুমি যদি তাদেরকে খোশ মেজাজে রাখতে পার তা হলে হয়তো তোমাকে এ প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। কিন্তু তারা যদি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে তা হলে কত অপমানকর কথাই না তোমার সম্পর্কে তারা বলবে। সুতরাং পলায়ন করে তুমি হয়তো কিছুদিন জীবনধারণ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু কী উপায়ে তুমি সেই জীবনধারণ করবে? কয়েকটি দিন বাঁচবার জন্য। থেসালীতে একটু ভালো খাদ্য এবং পানীয়ের জন্য। তখন ন্যায় কিংবা ধর্ম কিংবা কর্তব্য সম্পর্কে তোমার মহৎ ভাবগুলি কোথায় থাকবে? তুমি বলছ, তোমার সন্তান-সন্ততির জন্য তুমি বাঁচতে চাও, তাদের লালনপালন করে তুলবার জন্য তুমি পালিয়ে গিয়ে জীবনরক্ষা করতে চাও? কিন্তু তুমি কি তাদের এথেন্সের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করে থেসালীতে নিয়ে যেতে চাও? এই হবে তোমার সন্ততির প্রতি তোমার আশীর্বাদ? অথবা তুমি ভাবছ, তুমি কারাগার থেকে পলায়ন করে বিদেশে কোথাও বেঁচে থাকলেই এখানে তাদের উত্তম পরিচর্যা সম্ভব হবে? তুমি কি মনে কর যে, তুমি পালিয়ে গিয়ে থেসালীতে বাস করলেই তোমার পুত্র-পরিজনের পরিচর্যা হবে, কিন্তু তুমি মৃত্যুবরণ করে অমর জগতের অধিবাসী হলে তাদের কোনো পরিচর্যা হবে না? এরূপ চিন্তা তোমার ভ্রান্ত। যারা নিজেদেরকে তোমার সুহৃদ বলে দাবি করে, তারা সত্যকারভাবেই যদি সুহৃদ হয়, তা হলে সর্বদাই তোমার পুত্র-পরিজনের পরিচর্যা অবশ্যই তারা করবে। ‘সক্রেটিস, আমরা এথেন্সের বিধানাবলি–আমরাই তোমাকে লালনপালন করেছি। আমাদের কথা তুমি শ্রবণ কর : ন্যায়ের পূর্বে, কর্তব্য এবং ধর্মের পূর্বে তুমি তোমার প্রিয়-পরিজনের কথা ভেবো না। প্রিয়-পরিজনের পূর্বে ন্যায়, কর্তব্য এবং ধর্মের কথা চিন্তা কর। তা হলেই তুমি অমরলোকের মানব-শ্রেষ্ঠদের সম্মুখে উন্নত মস্তকে দাঁড়াতে পারবে। উপরন্তু, বন্ধু ক্রিটোর নির্দেশিত পথ যদি তুমি গ্রহণ কর, তা হলে তুমি কিংবা তোমার সন্তান সন্ততি কিংবা প্রিয়জন মর কিংবা অমরলোক কোথাও সম্মান ও সুখের জীবনযাপন করতে পারবে না। আজ তুমি হয়তো নিগৃহীত হয়ে জীবন বিসর্জন দিচ্ছ, কিন্তু তুমি কোনো অসৎ কর্মের কর্মী হিসাবে এ জগৎ থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছ না। তোমার এ নিগ্রহের কারণ হচ্ছে মানুষ, বিধান নয়। তুমি মানুষেরই শিকারে পরিণত হয়েছ। বিধানের শিকারে নও। কিন্তু আজ যদি তুমি অন্যায়ের বদলে অন্যায় করে, আঘাতের প্রতিদানে আঘাত করে, আমাদের সঙ্গে অঙ্গীকৃত চুক্তিকে ভঙ্গ করে এবং যাদের প্রতি তোমার সামান্যতম অন্যায় করাও উচিত নয়। অর্থাৎ তোমার নিজের সত্তা, তোমার বন্ধুবর্গ, তোমার দেশ, তোমার দেশের বিধানাবলি–তাদের প্রতি অন্যায় করে বেঁচে থাক, তা হলে তোমার জীবনকালে এ জগতে আমরা যেরূপ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং ক্রুদ্ধ হব, তেমনি অপর জগৎবাসীও তোমাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ করবে, অপর জগতের

বিধানসমূহও তোমাকে আইনভঙ্গকারী হিসাবেই জানবে। তাই এথেন্সের বিধান বলছে, সক্রেটিস, ক্রিটোর কথা নয়, আমাদের কথা তুমি গ্রহণ কর।

প্রিয় বন্ধু ক্রিটো, এই বাণীই রহস্যময় বাঁশির সুরের ন্যায় আমার কানে মর্মরিত হচ্ছে। মর্মরিত এই বাণী অপর সব কথার প্রতি আমাকে বধির করে তুলছে। সুতরাং বন্ধুবর, তোমার উচ্চারিত সব কথাই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। তবু তুমি বল, বন্ধু, তোমার যদি আরো কিছু বলার থাকে।

ক্রিটো : প্রিয় সক্রেটিস, আমার আর কিছু বলবার নাই।

সক্রেটিস : সুহৃদবর! তা হলে আমাকে তুমি বিধাতার হাতেই অর্পণ করে যাও; তার ইচ্ছাই সাধিত হোক, তারই আদিষ্ট পথ আমাকে অনুসরণ করতে দাও।

ফিডো

ফিডো

চরিত্রাবলি

ফিডো [ফ্লিয়াসবাসী একিক্রাটিসের নিকট সংলাপের বর্ণনাকারী]

সক্রেটিস

এ্যাপোলোডারাস

সিমিয়াস

সিবিস

ক্রিটো

কারা পরিচালক

দৃশ্য : সক্রেটিসের কারাকক্ষ **সংলাপ বর্ণনার স্থান :** ফ্রিয়াস।

একিক্রাটিস : ফিডো, সক্রেটিস যেদিন বিষপান করেছিলেন সেদিন তুমি নিজে কি কারাকক্ষে উপস্থিত ছিলে?

ফিডো : হ্যাঁ, একিক্রাটিস, আমি নিজেই সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

একি : আহ! সেদিনের সব ঘটনা যদি শুনতে পেতাম। অন্তিম মুহূর্তে তিনি সেদিন কী বলেছিলেন? আমরা শুধু এটুকু শুনেছি যে, সক্রেটিস বিষপানে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু এর অধিক জানে এরূপ কোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎ তো এ পর্যন্ত আমরা পাই নি। কারণ আজকাল কোনো ক্লিয়াসীর আর এথেন্স নগরীতে যাতায়াত করে না; এথেন্স থেকেও বহুদিন যাবৎ কেউ আমাদের এখানে পা দেয় নি। ফলে সক্রেটিসের অন্তিমকালের বিশদ বিবরণ আমরা বস্তুত কিছুই আজ পর্যন্ত পাই নি।

ফিডো : কিন্তু সক্রেটিসের বিচারের বিবরণ তত তোমরা পেয়েছ–নয় কি?

একি : হ্যাঁ, কারু কারু মুখে বিচারের বিবরণী আমরা কিছু পেয়েছি। কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম না, সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে সঙ্গে সঙ্গে কেন সে দণ্ড কার্যকর করা হলো না কেন বিচার শেষ হওয়ার বেশ কিছুদিন পরেই মাত্র তাকে হত্যা করা হলো? তুমি কি জানো ফিডো, কী কারণে এত বিলম্ব ঘটেছিল?

ফিডো : হ্যাঁ, বিলম্বের কারণ আমি জানি। বলতে পারো, সে বিলম্ব ঘটেছিল একটা দৈব যোগাযোগেরই ফলে। তোমরা হয়তো জানো যে, এথেন্সবাসীগণ ডেলস-এ জাহাজ পাঠিয়েছিল তার বিদায়-অভিষেক ঘটেছিল সক্রেটিসের বিচারের পূর্ব দিনটিতে।

একি : না, এ জাহাজটির বিষয় আমরা জানিনে। কী এ জাহাজ?

ফিডো : এ জাহাজ প্রেরণের ব্যাপারটা এথেন্সের একটা প্রচলিত প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে। এথেন্সের প্রাচীন লোককাহিনী অনুযায়ী থিসিউস চতুর্দশ তরুণকে সঙ্গে করে একটি জাহাজে চড়ে নাকি ক্রিট যাত্রা করেছিলেন। পথে জাহাজ বিপদগ্রস্ত হলে থিসিউস সাহসের সঙ্গে নিজের জীবন যেমন রক্ষা করেছিলেন, তেমনি তিনি রক্ষা করেছিলেন সঙ্গী চতুর্দশ তরুণকে। এই বিপদকালেই নাকি তারা এ্যাপোলোর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল যে, তাদের জীবন রক্ষা পেলে প্রতি বৎসর তারা ডেলসের উদ্দেশে একটি জাহাজ প্রেরণ করবে। সেদিন থেকে জাহাজ প্রেরণের এই প্রথাটি আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। এ অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে এ্যাপোলোর পুরোহিত কর্তৃক নির্দিষ্ট জাহাজটির পশ্চাদ্ভাগের অভিষেক থেকে শুরু করে ডেলসে গমনাগমনের সমগ্র সময়টিকে এথেন্সে বিশেষ পবিত্র কাল বলে গণ্য করা হয়। পাছে এই অনুষ্ঠানের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়, সেজন্য এই সময়ের মধ্যে সমস্ত মৃত্যুদণ্ড

কার্যকর করাও স্থগিত রাখা হয়। ডেলস গমনাগমনের সাধারণ সময় কম নয়। কিন্তু বায়ু প্রতিকূলে বইলে জাহাজের প্রত্যাবর্তন আরো বিলম্বিত হয়ে অনুষ্ঠান-কালকে দীর্ঘতর করে দিতে পারে। এই প্রসঙ্গেই আমি তোমাদের বলছিলাম, সক্রেটিসের বিচারের পূর্বদিনে এ বৎসরের এই জাহাজ প্রেরণের অভিষেক ঘটেছিল। ফলে জাহাজ প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েও সক্রেটিসকে কারাগারে মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন কাটাতে হয়েছিল—এবং দণ্ডাজ্ঞার বহু পরেই তা কার্যকর করা হয়েছিল।

একি : প্রিয় ফিডো, কীভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন? মৃত্যুকালে কী তিনি করেছিলেন? কিছু কি তিনি বলেছিলেন? সক্রেটিসের প্রিয় সাথী ও সঙ্গীদের মধ্যে কে কে তখন তার নিকটে উপস্থিত ছিলেন? কিংবা কর্তৃপক্ষের নিষেধে কারুর পক্ষেই তাঁর অন্তিম মুহূর্তে তার নিকটে যাওয়া সম্ভব হয় নি?

ফিডো : না, তার কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল না। বস্তুত সক্রেটিসের প্রিয় সাথীদের মধ্যে অনেকেই সেদিন তার নিকটে উপস্থিত ছিলেন।

একি : প্রিয় ফিডো, তোমার হাতে যদি তেমন কোনো জরুরি কাজ না থাকে তা হলে আমাদের আন্তরিক অনুরোধ, তুমি যথাসম্ভব সঠিকভাবে সেই দিনটির কাহিনী বর্ণনা করে আমাদের শোনাও।

ফিডো : না, আমার হাতে তেমন কোনো কাজ নেই। তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করতে আমি অবশ্যই চেষ্টা করব। বস্তুত সক্রেটিসের কথা বলতে পারা বা শুনতে পারার ন্যায় আনন্দের বিষয় আমার নিকট অপর কিছুই নয়।

একি : এ মনোভাব শুধু তোমার নয়, আমাদেরও, আমাদের মধ্যে তুমি অবশ্যই তোমার মনোমতো শ্রোতাই পাবে। আমাদের অনুরোধ, যত সঠিক বর্ণনা দেওয়া সম্ভব তুমি সেরূপ বর্ণনাই আমাদের দেবে।

ফিডো : প্রিয় একিক্রাটিস! সেই দিনটিতে সক্রেটিসের সাহচর্যে থাকতে পেরেআমার মনে প্রকাশের অতীত এক অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল। কেননা, একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, আমার প্রিয় বন্ধুর বধ্যভূমিতে তার হত্যাকাণ্ডের সম্মুখে আমি উপস্থিত রয়েছি। আর তাই তার জন্য কোনো করুণার ভাব আমার মনে সেদিন উদয় হয় নি। একিক্রাটিস। সত্যি করে বলতে কি সক্রেটিস তাঁর মৃত্যুতে এত নির্ভয়, এত মহৎ এবং এত উদার ছিলেন যে আমার মনে হচ্ছিল কোনো অলৌকিক শক্তির আশীর্বাদে তিনি ধন্য হয়েছেন। আমার মনে হচ্ছিল যেন একমাত্র বিধাতার আহ্বানেই আজ তিনি পরপারের উদ্দেশে যাত্রা করছেন, আর আনন্দধাম বলতে যদি কিছু থেকে থাকে তা হলে এই যাত্রা

শেষে তিনি সেই আনন্দধামে গিয়ে অবশ্যই উপস্থিত হবেন। তাই সক্রেটিস আজ আনন্দিত। প্রিয়ের মৃত্যুর দর্শনে প্রিয়ের মনে করুণার উদয় হয়; কিন্তু সেদিন আমার মনে সক্রেটিসের জন্য কোনো করুণার উদয় হয় নি। এ যেমন সত্য, তেমনি অপরদিকে সেই মুহূর্তটিতে দার্শনিক আলোচনায় স্বাভাবিক আনন্দও আমি উপভোগ করতে পারছিলাম না। অথচ তার অন্তিম মুহূর্তটিতেও সক্রেটিস দার্শনিক আলোচনাতেই রত ছিলেন। তাঁর দার্শনিক আলাপনে আনন্দবোধ না করে পারি নি একথা সত্য–তবু একথাও সত্য যে, সে আনন্দের সঙ্গে জড়িয়েছিল একটি বেদনাবোধও সমগ্র আলোচনার মধ্যেও আমার কেবল মনে হচ্ছিল : আর একটু পরেই তো সক্রেটিসের মৃত্যু হবে–অথচ এখনও তিনি আলাপরত। আমরা যারা সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলাম তাদের সবার মনেই এই দুটো অনুভূতিই উঠানামা করছিল : কোনো সময় আমরা হাসিতে ফেটে পড়ছিলাম–আবার পরক্ষণে আমাদের চোখ থেকে অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ছিল। এ্যাপোলোডোরাস তো একটুতেই অভিভূত হয়ে পড়ে। তার অবস্থা হয়েছিল সবচেয়ে করুণ। এ্যাপোলোডোরাসের স্বভাব তো তুমি জানো।

একি : হ্যাঁ, এ্যাপোলোডোরাস তো ঐরূপই।

ফিডো : সে যেন সব সংবিৎ হারিয়ে ফেলেছিল। আমি এবং অন্য সবাইও অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।

একি : কে কে উপস্থিত ছিলেন?

ফিডো : খাস এথেন্সবাসীদের মধ্যে এ্যাপোলেডোরাস ছাড়া ক্রিটোবুলাস এবং তার পিতা ক্রিটো, হারমোজোনিস, এপিজেনিস, এসকাইনিস এবং এ্যানটিসথ্যানিস উপস্থিত ছিলেন; আর ছিলেন পিনিয়ার সিসিপাস, মেনেক্সোনাস এবং আরো কয়েকজন। আমার যতদূর স্মরণ আছে প্লেটো উপস্থিত থাকতে পারেন নি, কেননা তিনি অসুস্থ ছিলেন।

একি : এ ছাড়া বিদেশী কেউ কি উপস্থিত ছিলেন?

ফিডো : হ্যাঁ, বিদেশীও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন থিবের সিমিয়াস এবং সিবিস এবং ফিডনডিস আর মেগরাবাসী ইউক্লিড এবং টারপসিয়ন।

একি : এ্যারিস্পিটাস এবং ক্লিওমব্রোটাসও কি উপস্থিত ছিলেন?

ফিডো : না, শুনেছি তারা নাকি তখন ইজিনাতে ছিলেন।

একি : আর কেউ কি ছিলেন?

ফিডো : না, আমার মনে হয় যাদের কথা বলেছি কেবল এঁরাই উপস্থিত ছিলেন।

একি : বেশ! এবার শুনি সেদিন সক্রেটিস কী আলোচনা করেছিলেন?

ফিডো : তা হলে প্রথম থেকেই বলছি। সমগ্র আলোচনাটিরই আমি পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করব। কয়েকদিন আগে থেকেই আমরা প্রত্যুষেই সক্রেটিসের কারাকক্ষের অনতিদূরের বিচারালয়ের প্রাঙ্গণটিতে জমা হচ্ছিলাম। কারাকক্ষের দরোজা সাধারণত খুব ভোরে উন্মুক্ত করা হতো না। আমরা তাই কারাগারের দ্বার না খোলা পর্যন্ত বিচারালয়ের প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করতাম। কারাকক্ষ উন্মুক্ত হলে আমরা সবাই ভিতরে প্রবেশ করে সমগ্র দিনটিই সক্রেটিসের সাহচর্যে যাপন করতাম। কিন্তু শেষ দিনটিতে আরো আগে আমরা আদালত প্রাঙ্গণে সমবেত হলাম, কেননা, পূর্ব দিন যখন আমরা সক্রেটিসের কারাকক্ষ ত্যাগ করে আসছিলাম তখনি শুনতে পেয়েছিলাম যে, ডেলস থেকে পবিত্র জাহাজটি প্রত্যাবর্তন করেছে। এজন্য সেদিন খুবই প্রত্যুষে নির্দিষ্ট প্রাঙ্গণে সমবেত হওয়ার স্থির করেছিলাম। আমরা কারাকক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হলে কারাপাল আমাদের সবাইকে বলল যেন আহ্বান না করা পর্যন্ত আমরা কারাকক্ষের বাইরেই অপেক্ষা করি। কারণ ব্যাখ্যা করে কারাপাল বলল, 'দ্বাদশ অধিকর্তা এখন সক্রেটিসের সঙ্গে রয়েছেন। তারা তার পদদ্বয়কে শৃঙ্খলমুক্ত করে আদেশ দান করবেন যে সক্রেটিসকে 'আজই মৃত্যুবরণ করতে হবে।' এই বলে কারাপাল চলে গেল। কিন্তু কিছু পরে সে আবার ফিরে এল এবং এবার আমাদের ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিল। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম ইতোমধ্যে সক্রেটিসের পা হতে শিকল খুলে নেওয়া হয়েছে। জানথিপ* [সক্রেটিসের পত্নী] একটি শিশু ক্রোড়ে করে সক্রেটিসের পার্শ্বে উপবিষ্ট রয়েছেন। আমাদের প্রবেশ করতে দেখেই জানথিপ নারীসুলভ আর্তধ্বনিতে ভেঙে পড়ে বলতে লাগলেন : 'ওগো। এই তো শেষ। আর কোনোদিন তো তোমার প্রিয় সাথীরা তোমার সঙ্গে কিংবা তুমি তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে পারবে না।' সক্রেটিস ক্রিটোর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন; 'ক্রিটো তোমারা কেউ এঁকে গৃহে নিয়ে যাও।' একথা শুনে ক্রিটোরই কিছু সঙ্গী ক্রন্দনরত জানথিপকে সরিয়ে নিয়ে গেল। জানথিপ চলে গেলে সক্রেটিস কৌচের উপর বসে নত হয়ে সদ্যশৃঙ্খলমুক্ত পদদ্বয়কে মার্জনা করতে করতে বলতে লাগলেন : যাকে আমরা আনন্দ বা সুখ বলি সে দেখ এক আশ্চর্য বস্তু। বেদনাকে আমরা আনন্দের পরিপন্থী বা বিরোধী বলে থাকি। অথচ দেখ অত্যদ্ভুতভাবে সেই আনন্দই বেদনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। এরা দুজনে একই মুহূর্তে আমাদের জীবনে আসে না বটে–তবু একজনকে ধরতে গেলে পরিণামে অপরজন এসে ধরা দেবেই। দেহে তারা অবশ্যই দুজন, কিন্তু মনে হয় যেন তাদের দুটি দেহ একটি মাত্র মাথার সঙ্গেই আবদ্ধ। একথা আমি তোমাদের নিশ্চয় করে বলতে পারি, উপকথার শিরোমণি ইসপ এ মজার ব্যাপারটি আদপেই খেয়াল করেন নি। যতি তার খেয়াল হতো তা হলে তিনি অবশ্যই বিধাতা সম্পর্কে

আর একটি উপাখ্যান তৈরি করে বলতেন যে আনন্দ-বেদনার বিবাদকে বিধাতা মিটমাট করে দেবার চেষ্টা কম করেন নি। কিন্তু সাপে-নেউলে যাদের সম্পর্ক তাদের মধ্যে সমঝোতা আনা বিধাতারও সাধ্যে কুলোয় নি। আর তা না পেরে তিনি অবশেষে জোর করে দুই-এর মাথা এক করে বেঁধে দিয়েছেন। আর তারই ফল এখন আমরা একটিকে ডাকি তো অপরটিও পেছনে পেছনে এসে হাজির হন। এমন অনুমান যে মিথ্যা নয় তা আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে এই মুহূর্তেই বুঝতে পারছি। এই দেখ না, পায়ে আমার এতদিন শিকল ছিল–তাতে বেদনা অবশ্যই ছিল–কিন্তু আজ যেই শিকলমুক্ত হয়েছি অমনি বেদনার পেছনে আনন্দ এসে হাজির হয়েছে। সক্রেটিসের একথা শুনে সিবিস বলে উঠলেন, সক্রেটিস তুমি ইসপের কথা উল্লেখ করায় আমার একটি প্রশ্নের কথা মনে পড়েছে। প্রশ্নটি আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছে। গত পরশু কবি ইভানাসও আমাকে প্রশ্নটি করেছেন এবং সাক্ষাৎ হলে পুনরায় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। আমি সে প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারি নি। আজ তোমার নিকট থেকে সে প্রশ্নটির কী জবাব হবে শুনে রাখতে চাই। ইভানাস প্রশ্ন করেছেন, যদি তুমি জীবনে কখনো একটি ছত্রও কবিতা লিখ নি তবু আজ কারাগারে বসে কেন তুমি ইসপের উপকথাকে কবিতায় পরিণত করে যাচ্ছে আর কেনই বা এ্যাপোলোর সম্মানে স্তোত্রগাথা তৈরি করে চলেছো?

সক্রেটিস বললেন, সিবিস, তুমি তাকে সত্য কথাই বল। তাঁকে বল, তার ভীত হওয়ার কিছু নেই, আমি তার সঙ্গে কাব্য-প্রতিযোগিতায় নামি নি। কারণ আমি জানি কাব্য-প্রতিযোগিতায় তাকে হারিয়ে দেওয়া সহজ কাজ নয়। আসলে আমি চেষ্টা করে দেখছিলাম, একটি বিষয় সম্পর্কে আমার মনের সন্দেহ দূর করে দিতে পারি কি না। জীবনে বহুবারই আমার উপর স্বপ্নদেশ হয়েছে যেন আমি সংগীত রচনা করি'! বিভিন্ন সময়ে এই স্বপ্নের রূপ যদি বা বদল হয়েছে, কিন্তু তার বক্তব্য সব সময়ে প্রায় একই রয়েছে। সব সময়েই স্বপ্নের মধ্যে আমি আদেশ পেয়েছি : 'সক্রেটিস তুমি সংগীতচর্চা কর; তুমি সংগীতকে সৃষ্টি কর।' এতদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল যে, এ আদেশের অর্থ হচ্ছে, যেন আমি অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে আমার জীবনের ব্রত অর্থাৎ দর্শনচর্চাকে অনুসরণ করি। কেননা দর্শনকেই আমি মহত্তম এবং সুন্দরতম সংগীত বলে জেনে এসেছি। কাজেই আমার স্বপ্নের তাৎপর্যকে কেবল এই মনে করেছি যে, স্বপ্ন আমার নির্বাচিত কর্তব্যকে অধিকতর সুষ্ঠুতার সঙ্গে সম্পন্ন করার তাগিদ জানাচ্ছে, যেমন করে আমরা দর্শকগণ প্রতিযোগী ধাবমান অশ্বকে অধিকতর বেগে দৌড়বার জন্য উত্তেজিত করতে থাকি। অর্থাৎ নতুন কিছু করার তাৎপর্য এ স্বপ্নাদেশের মধ্যে ছিল না। তথাপি বিষয়টির ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে পারলাম না। আমার এমনও মনে হলো যে, স্বপ্নদিষ্ট সংগীতের অর্থ তো সংগীতের দার্শনিক অর্থের

পরিবর্তে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত অর্থও হতে পারে। এবার আমি যখন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলাম আর ডেলসের উৎসব অনুষ্ঠান আমার মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রেখে কারাকক্ষে আমাকে অবসরও খানিকটা দিয়ে দিল তখন ভাবলাম মনের সন্দেহ দূর করার জন্য আমি বরঞ্চ মৃত্যুর পূর্বে স্বপ্নের আদেশ মতো কিছু কবিতাই তৈরি করে যাই। এরূপ মনস্থ করে প্রথমে আমি উৎসবের দেবতার সম্মানের কিছু স্তব রচনা করলাম। পরে ভাবলাম, সত্যকার যে কবি তাকে তো শুধু মিল করে শব্দের গাঁথুনি গাঁথলে চলে না–উপাখ্যানের উদ্ভাবনও তার কর্তব্য। কিন্তু তোমরা জানো, আমার কোনো উদ্ভাবনী শক্তি নেই। আমার হাতের কাছে ছিল ইসপের উপাখ্যান। এগুলোই আমি জানতাম। আর তাই এদেরই কয়েকটিকে আমি কবিতায় পরিবর্তিত করেছি। সিবিস, তুমি কবি ইভানাসকে আমার কাহিনী বলে অভয় দিও। তিনি অবশ্যই জ্ঞানী। তা হলে আমি তাকে বলব আমার যাত্রা যখন শুরু হয়েছে, তিনিও যেন আর ইতস্তত না করে আমার অনুগমন করেন। তাকে বল, আমি হয়তো আজই পাড়ি জমাবো–এথেন্সবাসীগণ তো সে কথাই বলে বেড়াচ্ছে।

সিমিয়াস বলল; সক্রেটিস, ইভানাসের জন্য এ নিশ্চয়ই তোমার অকরুণ উপদেশ। আমি প্রায়শ তার সঙ্গ লাভ করি। তার সাহচর্যে আমার যেরূপ ধারণা হয়েছে তাতে বাধ্য না হলে সে যে তোমার পথ অনুসরণ করবে এমন তো মনে হয় না।

সক্রেটিস বললেন : কেন? ইভানাস কি একজন দার্শনিক নন? হা। অবশ্যই বলা চলে, তিনি একজন দার্শনিক।

তা হলে তিনি কিংবা অপর যে-কোনো ব্যক্তি, যার মধ্যে দার্শনিক প্রজ্ঞা রয়েছে, অবশ্যই স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করতে চাইবেন। কিন্তু তাই বলে আমি একথা বলছিনে যে তিনি আত্মহত্যা করবেন। না, তিনি নিজে নিজের জীবনকে বিনাশ করতে পারেন না। সে কাজ অবশ্যই আইন-বিরুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

এই সময়ে সক্রেটিস তাঁর উপবেশনের ভঙ্গি পরিবর্তন করলেন। পা দুখানি কৌচ থেকে নামিয়ে মাটিতে রাখলেন। কিন্তু এর পরে সমগ্র আলোচনার মধ্যেই তিনি এই অবস্থাতেই উপবিষ্ট রইলেন। সক্রেটিসের বক্তব্যের জের টেনে সিবিস এবার জিজ্ঞাসা করলেন : সক্রেটিস, তোমার এ বক্তব্যের তাৎপর্য কী? কেন দার্শনিক তার নিজের জীবন বিনাশ করার অধিকার পাবে না, কিন্তু তবু দর্শনিক তার নিজের জীবন বিনাশ করার অধিকার পাবে না, কিন্তু তবু দার্শনিক হিসাবে সে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর অনুসরণ করতে চাইবে?।

সক্রেটিস বললেন; কেন, তোমরা ফিলোলাসের ভাবশিষ্য হয়েও কি তাকে এরূপ মত ব্যক্ত করতে শোন নি?

হ্যাঁ, তা শুনেছি বটে। কিন্তু তার প্রকাশের ভাষা ছিল আমাদের বোধের অগম্য। আমার কথাও কিছু নূতন নয়। আমার কথা তার কথারই প্রতিধ্বনি মাত্র। তবু যা শুনেছি তা আমার বলা আবশ্যক। আর তা ছাড়া আমি তো আর এক জগতের যাত্রী–হয়তো সূর্যের অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমারও সে যাত্রা শুরু হবে। কাজেই সূর্য ডোবার আগের এটি বিরামটুকুর সদ্ব্যবহার এই আলোচনা ব্যতীত অপর কিসের দ্বারা আমি করতে পারি?

বেশ! সক্রেটিস, তুমি তা হলে আমাদের বুঝিয়ে বল আত্মহত্যাকে কী কারণে বিধান বিরুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়? তুমি ফিলোলাসের কথা বলছ। আমিও তার মুখে, বিশেষ করে তিনি যখন আমাদের সঙ্গে থিবিসে অবস্থান করতেন তখন, এরূপ কথা শুনেছি। অপরাপর ব্যক্তির মুখেও এ সম্পর্কে একই মত ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু আমি আদপে এ বক্তব্যের কোনো তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারি নি।

সেজন্য ঘাবড়াবার কিছু নেই প্রিয় সিবিস। তোমার জীবনে আবার এমন দিন আসতে পারে যেদিন তুমি এর সব কথাই বুঝতে পারবে। আমি বুঝতে পারছি একটা জিজ্ঞাসা তোমার মনকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে; তুমি ভাবছ আমরা যখন প্রত্যেকটি বস্তুরই ব্যতিক্রমের কথা চিন্তা করি–অর্থাৎ যা আজ অমঙ্গলজনক সে আগামীকাল মঙ্গলজনক হতে পারে বলে যখন আমরা মনে করি, তখন মৃত্যুর ক্ষেত্রে এরূপ ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা কেন থাকল। এক কথায় : তুমি ভাবছ ব্যক্তির জীবনে মৃত্যুই যখন শ্রেয় হয়ে দাঁড়ায় তখন নিজের হাতে জীবনকে বিনাশ করে দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করার অধিকার কেন তার থাকবে না, কেন তাকে নিজের জীবনের মৃত্যুর জন্য অপরের আদেশের অপেক্ষা করতে

সক্রেটিসের কথা শুনে স্মিতমুখে সিবিস তার দেশীয় ভাষায় বললেন : সক্রেটিস, তোমার এ বক্তব্য খুবই যথার্থ।

সক্রেটিস বলতে লাগলেন, আমি যা বলছি তার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যে একটি অসামঞ্জস্যের দিক রয়েছে তা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাব যে, এর মধ্যে সত্যকারভাবে কোনো অসামঞ্জস্য নেই। একটা গূঢ় রহস্যজনক তত্ত্বের কথা প্রায়শ আমরা শুনি। শঙ্কার মধ্য দিয়েই যেন মানুষ ফিসফিস করে বলে : মানুষ তো শিকলপরা বন্দি। তার কি ক্ষমতা আছে রুদ্ধ দ্বার উন্মোচন করে মুক্তির পথে দৌড়ে যায়? এ তত্ত্বটির মধ্যে অবশ্যই রহস্য রয়েছে। আমি এ

রহস্যকে বুঝতে পারিনে। তবু আমি বিশ্বাস করি, দেবতাগণ আমাদের মঙ্গলামঙ্গলের নিয়ামক আমরা সম্পূর্ণই তাঁদের করতলগত–তাঁদের ইচ্ছা অনিচ্ছার দাস। এ বিষয়ে তুমি কী বল সিবিস?

একথা আমারও যথার্থই বলে মনে হয়।

আচ্ছা মনে কর তুমি নিজে যে অশ্ব কিংবা গর্দভটির মালিক সে তোমার দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য আত্মহত্যা করার সাব্যস্ত করল এবং তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে মৃত্যুর মারফত তোমার মালিকানার শিকল ছিঁড়ে ফেলল। এ ব্যাপারটিতে কি তোমার মনে কোনো ক্ষোভের সঞ্চার হবে না এবং তোমার পক্ষে সম্ভব হলে তার এ অবাঞ্ছিত কাজের জন্য তুমি কি তাকে শাস্তি দিতে চাইবে না?

সিবিস বললেন, অবশ্যই ব্যাপারটিকেও এভাবে দেখা যাক। এভাবে দেখলে আমার তত্ত্বটির মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে বলেই বুঝতে পারবে। উপরের দৃষ্টান্তের ন্যায় মানুষেরও উচিত নিজের জীবন নিজে বিনাশ না করে বিধাতার আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করা। তিনি যখন ডাকবেন যেন তখনি আমরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকি। আমার নিজের ব্যাপারে তাই ঘটেছে। বিধাতা আমাকে ডাক দিয়েছেন বলেই আমি যাত্রা করছি।

সক্রেটিসের এ যুক্তির জবাবে সিবিস বলে উঠলেন : সক্রেটিস তোমার এ যুক্তির যথার্থতা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তা হলে দার্শনিক সম্পর্কে তোমার অপর উক্তিটি কী করে যথার্থ হতে পারে? তুমি বলেছ, যে জ্ঞানী, যে দার্শনিক সে অবশ্যই মৃত্যুকে স্বাগত জানাতে চাইবে। তার অর্থ হবে, আমরা যেখানে বিধির নির্দেশে নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনে নিযুক্ত রয়েছি সেখানে জ্ঞানী এবং দার্শনিক হয়েও কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব পরিত্যাগ করে মৃত্যুকে কামনা করে রেহাই পাওয়ারই সে চেষ্টা করছে। অথচ, যিনি জ্ঞানী তিনি তো একথা মনে করতে পারেন না যে, দেবতাদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে তিনি নিজেই নিজেকে অধিকতর উত্তমভাবে নিয়ন্ত্রণ কিংবা পরিচালন করতে সক্ষম। যে মূর্খ কেবল সে-ই এরূপ চিন্তা করতে পারে। মূর্খ ভাবতে পারে যে, বিধি-নির্দিষ্ট দায়িত্বভার পরিত্যাগ করে স্রষ্টার দাসত্ব হতে মুক্তি লাভই শ্রেয়। সে এরূপ ভাবতে পারে, কেননা সে মুখ; কারণ সে জানে না যে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করা এবং কর্তব্যের স্থানে অবিচলিতভাবে অবস্থান করাই উত্তম, পলায়ন করা নয়। কেননা যিনি জ্ঞানী তিনি মহৎ এবং উত্তমের সঙ্গে কিংবা অধীনতা থেকে কোনোকালেই মুক্তি লাভ বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। কিন্তু সক্রেটিসকে আমাদের এ ব্যাখ্যাটি তোমার উক্তির বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। তুমি বলেছ, জ্ঞানী মৃত্যুকে স্বাগত জানাবে। আমরা দেখছি, যে মূর্খ সে-ই কেবল স্বাগত জানাতে পারে, জ্ঞানীর পক্ষে কর্তব্য হচ্ছে মৃত্যুকে অবাঞ্ছিত মনে করা এবং মৃত্যুতে দুঃখ বোধ করা। সিবিসের একাগ্রতায় সক্রেটিস উফুল হয়ে

উঠলেন। আমাদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন : আমাদের এই বন্ধু অবশ্যই একজন প্রকৃত সত্যসন্ধানী। ইনি শ্রবণমাত্র কোনো যুক্তিকে গ্রহণ করার মানুষ নন।

এবার সিমিয়াসও বলে উঠলেন : অবশ্যই। বস্তুত সিবিস তোমার উক্তির বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থাপন করেছেন তার মধ্যে যুক্তির বেশ জোর রয়েছে বলে আমি মনে করি। কেননা, সত্যকারভাবে যিনি জ্ঞানী তিনি কী করে তার চেয়ে উত্তম যে প্রভু তাঁকে পরিত্যাগ করে কর্মক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার কথা চিন্তা করতে পারেন? সিবিসের কথা অবশ্যই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমার মনে হয়, সিবিস তোমার প্রসঙ্গেই তার এটি যুক্তিটি উপস্থিত করছেন। সিবিস মনে করেন, তুমিও অন্যায়ভাবে আজ আমাদের পরিত্যাগ করে যাওয়াকে স্বাগত জানাচ্ছ। শুধু আমাদের সঙ্গ নয়, যে দেবতাদের তুমি মানুষের উত্তম প্রভু বলে স্বীকার কর তুমি তাদের পরিত্যাগ করে যাওয়াকেও বাঞ্ছনীয় মনে করছ?

প্রিয় সিমিয়াস, তোমার কথার জোরও কম নয়। এ যে দেখছি আমাকে আর এক বিচারালয়ে সোপর্দ করে জবাবদিহি করার চেষ্টা। তোমাদের জেরার কি সত্যিই আমাকে জবাব দিতে হবে।

সক্রেটিস! আমাদের সবারই সেই দাবি।

এ তো বড় বিপদের কথা। এবার তা হলে তো আমাকে আর একটা জোরদার কৈফিয়ত হাজির করতে হবে। আমার এ জবাবদিহিকে অবশ্যই আমার বিচারকের সম্মুখে পেশ করা বক্তব্যের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হতে হবে। প্রিয় সিমিয়াস এবং সিবিস! তোমাদের যুক্তিকে আমি অবশ্যই স্বীকার করতাম, যদি না আমি আর দুটি বিষয় সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হতাম। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবেই জানি, আমি আমার বর্তমান প্রভুদের তত্ত্বাবধান হতে যদি বা মুক্তি পেয়ে যাচ্ছি, তবু যাচ্ছি এমন প্রভুদের তত্ত্বাবধানে যাঁরা অবশ্যই জ্ঞানী এবং আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আর একটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত না হলেও আমি বিশ্বাস করি যে, মৃত্যুলোকে আমি যে তিরোভুতদের সমীপে গিয়ে উপস্থিত হব তারা আমার পরিত্যক্ত জীবিতদের চেয়ে অবশ্যই উত্তম হবেন। কেননা, প্রাচীন প্রবাদে আছে যে, মৃতের জন্য মৃত্যুর পরপারে উত্তম ভবিষ্যই অপেক্ষা করে রয়েছে। মৃতের জন্য জীবনেই সব শেষ নয়–তার এখনও আশা করার রয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। এবং মৃত্যুর সে জগতে উত্তম অধমের চাইতে নিশ্চয়ই অনেক বেশি মঙ্গল প্রাপ্ত হতে পারবে। এ কারণেই আজ মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তোমাদের বক্তব্যানুযায়ী কোনো দুঃখ বা বেদনা আমি বোধ করছিনে।

সিমিয়াস জবাব দিলেন : কিন্তু সক্রেটিস, তাই বলে তুমি কি তোমার চিন্তা সম্পদকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও? সে সম্পদলাভে তো আমাদের অধিকার রয়েছে। তুমি কি সে সম্পদ থেকে

আমাদের বঞ্চিত করতে পারো? তুমি তোমার চিন্তাকে আমাদের নিকট অধিকতর প্রকাশ কর, তোমার সে প্রকাশ দ্বারা যদি আমাদের বিশ্বাসী করে তুলতে পার, তা হলে তো তোমার বিরুদ্ধে আমাদের অধিকারও খণ্ডিত হয়ে যাবে।

একথা আমি স্বীকার করি সিমিয়াস। আমার শক্তিমতো আমি আমার কথা প্রকাশ করতে চেষ্টা করব। কিন্তু তার পূর্বে এস আমরা ক্রিটোর বক্তব্যটি শ্রবণ করি। মনে হচ্ছে, ক্রিটো বহুক্ষণ যাবৎ কিছু বলার ইচ্ছা পোষণ করে আসছেন।

ক্রিটো বললেন : আমি শুধু কারাভৃত্যের একটি অনুরোধ তোমাকে জানাতে চাচ্ছিলাম। যে ভৃত্যের উপর দায়িত্ব পড়েছে তোমাকে বিষ প্রদান করার সে বলছে, তুমি যেন অধিক পরিমাণে বাক্যালাপ না কর। কেননা তার অভিমত এই যে, বাক্যালাপ দেহে উষ্ণতার পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং এর ফলে দেহে প্রযুক্ত বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পেতে বিলম্ব ঘটে। কারা-কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা এরূপ যে, যারা বিষ প্রয়োগের পূর্বে উত্তেজিত হয় তাদের মৃত্যুর জন্য দুবার এমনকি তিনবারও বিষ প্রয়োগের আবশ্যক হয়।

ক্রিটোর একথা শুনে সক্রেটিস জবাব দিলেন : আমাকে নিয়ে কারাভত্যের চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। তাকে বল তার আপন কর্তব্য নিয়েই সে ব্যস্ত থাকুক। আর আমার উপরে দুবার এমনকি তিনবারও যদি বিষপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় তা হলে সেরূপ করার জন্যই যেন সে প্রস্তুত থাকে। এ প্রসঙ্গ সম্পর্কে অধিক বলা আমি অনাবশ্যক বোধ করি।

ক্রিটো বললেন : এ ব্যাপারে তুমি কী বলবে তা আমি ভালো করেই জানতাম। তবু কারাভত্যের সন্তোষ সাধনের জন্য আমাকে এ প্রসঙ্গটি তুলতে হল।

সক্রেটিস বললেন : ঠিক আছে, ওকে নিয়ে আর চিন্তা কর না। ... এবার আমি আবার আমার মাননীয় বিচারপতিগণকে লক্ষ্য করে বলছি : মাননীয় বিচারকগণ! আমি অবশ্যই আপনাদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করব, কেন যে-সত্যকার দার্শনিক মৃত্যুর সম্ভাবনা তাকে আনন্দে পূর্ণ করে তোলে, এবং কী কারণে তিনি মৃত্যুর পরে সর্বোত্তম মঙ্গলপ্রাপ্তির আশা আপন হৃদয়ে পোষণ করতে পারেন। কী করে এটি হয় সে বিষয়টিই সিমিয়াস এবং সিবিস, তোমাদের আমি বুঝিয়ে বলছি। কারণ সাধারণ মানুষ প্রায়শ দর্শন-অনুরক্তকে ভ্রান্তভাবে গ্রহণ করে। সাধারণ মানুষ একথাটি উপলব্ধি করতে পারে না যে, দার্শনিক সর্বদা মৃত্যুকেই অনুসরণ করছেন, সর্বদাই তিনি মৃত্যুকে কামনা করছেন। কাজেই জীবনব্যাপী দার্শনিক যে-মৃত্যুকে অনুসরণ করে আসছেন এবং কামনা করে আসছেন, বাস্তবে যখন সে-মৃত্যু তার

জীবনে এসে উপস্থিত হলো তখন কেন তিনি তাকে বঞ্চিত করে তার দিক থেকে আপনার বাসনার মনকে ফিরিয়ে নেবেন?

সিমিয়াস হাসতে হাসতে বললেন : কী অদ্ভুত মানুষ তুমি সক্রেটিস! আজ আমাদের হাসির দিন নয়; হাসির মেজাজ আমাদের নেই তবু তোমার কথায় না হেসে পারলাম না। কেননা, আমি ভাবছি সাধারণ মানুষ তোমার এই ব্যাখ্যা শুনলে কী ভাববে? তারা বলবে, দার্শনিক সম্পর্কে তোমার বর্ণনা একেবারেই খাঁটি। তারা সত্যই মায়া আর মৃত্যুর পেছনে ছুটে বেড়ান এবং আজ যদি এরূপ দার্শনিককে খুঁজে বের করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে তা হলে সে দণ্ড তার জন্য যথোচিতই হয়েছে।

তারা ঠিকই বলবে, সিমিয়াস। কেবল একটা ব্যাপারে তারা ভ্রান্ত। এরূপ দার্শনিককে তারা খুঁজে পেয়েছে একথা ঠিক নয়। কেননা, তারা জানে না, সত্যকার দার্শনিক যে-মৃত্যুর কামনা করেন, যে-মৃত্যুকে তিনি অনুসরণ করেন, আর যে-মৃত্যু তাঁর উপযুক্ত সে-মৃত্যু কী? কিন্তু সাধারণ লোকের কথা অনেক হয়েছে–আর নয়। এস বিষয়টি নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি। বল, সত্যই কি আমরা বিশ্বাস করি যে, মৃত্যু বলে কিছু আছে?

সিমিয়াস বললেন : অবশ্যই মৃত্যু আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বেশ! কিন্তু মৃত্যু মানে কি দেহ থেকে আত্মার এবং আত্মা থেকে দেহের বিচ্ছেদ নয়? এই বিচ্ছেদের কার্যটি মৃত্যুই তো সম্পন্ন করে দেয়। নয় কি? এজন্য আত্মা যখন দেহে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনভাবে বিরাজ করে এবং দেহ যখন আত্মবিমুখ অবস্থায় পড়ে থাকে আমরা তখন তাকেই মৃত্যু বলে মনে করি। একথা কি ঠিক নয়?

একথা অবশ্যই ঠিক।

আর একটি প্রশ্ন রয়েছে। আমরা এ দুটি সম্পর্কে একমত হলে এর জবাবটি আমাদের আলোচ্য সমস্যা সমাধানেও সাহায্য করবে। প্রশ্নটি হচ্ছে, আহার-বিহার অর্থাৎ জীবনের সুখ ভোগ বলতে আমরা যা বুঝি, দার্শনিক কি সেসব নিয়ে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে পারেন? অর্থাৎ সেরূপ করা কি তার পক্ষে সংগত?

না, তা নিশ্চয়ই সংগত নয়।

ভালো কথা। কিন্তু প্রেম? প্রেমের আনন্দ কি তিনি ভোগ করতে পারবেন?

কোনোক্রমেই নয়।

শুধু প্রেম নয়। জীবনে নানাপ্রকার ভোগ এবং আনন্দ ও সম্পদের উপায় রয়েছে যেমন দেহের ভোগ, দেহকে মূল্যবান পোশাক এবং পাদুকা কিংবা অপরাপর আভরণ দ্বারা সজ্জিত করার আনন্দ। দার্শনিকের পক্ষে কি দৈহিক এই আনন্দসমূহের চিন্তা করা কিংবা এ সমস্ত আনন্দ ও সম্পদ লাভ করায় নিজেকে ব্যস্ত রাখা সংগত; না, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে জীবনধারণে ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত সমস্ত ভোগ এবং আনন্দকে ঘৃণা করা? এ সম্পর্কে, সিমিয়াস, তুমি কী বল?

আমি বলব এসব আনন্দ ও ভোগকে ঘৃণা করাই দার্শনিকের কর্তব্য।

তা হলে তোমার বক্তব্য হলো যে, দার্শনিক কেবল আত্মার উন্নতির চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকবেন, দেহের ভোগে নয়। তার পক্ষে স্বাভাবিক হবে দেহ থেকে নিজের ব্যবধান বৃদ্ধি করে আত্মার নৈকট্য লাভের আগ্রহ প্রকাশ করা। নয় কি?

হ্যাঁ, আমার বক্তব্য তাই।

এবং সাধারণ মানুষের চেয়ে দার্শনিকের প্রত্যেক কাজের মধ্যেই আমরা দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্নকরণের চিহ্নই দেখতে পাব? হ্যাঁ, আমরা তার কার্যালাপে সে চিহ্নই দেখতে পাব! অথচ, সিমিয়াস, জগৎ কিন্তু এরূপ দার্শনিককে মৃত জড় বলেই মনে করবে। কেননা, তাদের মতে, যারা আনন্দ কী তা জানল না এবং দৈহিক কোনো সুখ কোনোদিন ভোগ করল না, সুখের সমগ্র সামগ্রীর প্রতি যারা নিরাসক্ত তারা মৃত বই অপর কিছু নয়।

হ্যাঁ, জগৎ এরূপই মনে করে।

বেশ! কিন্তু জ্ঞান আহরণের বিষয়টিকে বিচার করে দেখ। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে দেহের ভূমিকা সম্পর্কে তুমি কি বলবে? চোখ, কান–এরা তো দেহ। এরা কি আমাদের জ্ঞান আহরণে সাহায্য করে, না এরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ কাজ করে? কবিরা বলেন, চোখ-কানের সাক্ষ্য সঠিক না হলেও তারা মান্য–অর্থাৎ তাদের পর্যবেক্ষণের মূল্য আছে। কিন্তু চোখ ও কানের সাক্ষ্যকে যদি ভ্রান্ত বল–তবে দেহের অপরাপর অনুভূতি বাহক ইন্দ্রিয়াদি সম্পর্কে কী বলবে? আমাদের চোখ এবং কানই কি আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ এবং বিশ্বাসভাজন নয়?

অবশ্যই তারা ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম।

তা হলে আত্মার সত্যোপলব্ধি বা সত্যলাভ কী করে ঘটে? দেহের মারফত সত্যলাভের চেষ্টায় সে তো সর্বদাই ভ্রান্ত হয়। নয় কি?

তোমার একথা সত্য, সক্রেটিস।

তা হলে দেহের মারফত আত্মা সত্য লাভ করতে পারে না–তাকে মননের মারফতই সত্য লাভ করতে হয়। কি বল?

হ্যাঁ, তাই।

আবার আত্মার পক্ষে এ মননকার্যও সর্বোত্তমভাবে তখনই সম্ভব যখন সে আনন্দ, বেদনা, শব্দ, দৃশ্য–সবকিছু বিমুক্ত হয়ে কেবল আত্মা চিন্তাতেই রত রয়েছে–অর্থাৎ যখন সে দেহের সঙ্গে তার সম্পর্ককে ছেদন করে ফেলেছে, দেহের কামনা-বাসনা বলতে আর কিছুই তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই, এখন সে কেবল পরম সত্যের সাধনায় রত। আত্মার মনন বলতে কি আমরা এই বুঝি নি?

হ্যাঁ, তোমার কথা অবশ্যই যথার্থ, সক্রেটিস।

কিন্তু তা হলে আমাদের বলতে হয় যে, এভাবেই দার্শনিক দেহকে উপেক্ষা করেন; তার আত্মা দেহকে পরিত্যাগ করেছে; আত্মসমাহিত হওয়ার বাসনাই এখন তাঁর আত্মার একমাত্র বাসনা।

হ্যাঁ, একথাও সত্য।

কিন্তু সিমিয়াস, আর একটি বিষয়েও আমাদের ভাবতে হবে। অনন্যনির্ভর বা পরম ন্যায় বলে কিছুর অস্তিত্ব আছে।

কিন্তু অবিমিশ্র সুন্দর বা পরম মঙ্গল সম্পর্কেও কি তুমি তাই বলবে?

অবশ্যই আমি তাই বলব।

বেশ। কিন্তু তুমি এদের কাউকে কি কখনো নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছ?

না, তা করি নি।

শুধু চোখ নয়। তোমার অপর কোনো ইন্দ্রিয়ের মারফতও কি তুমি তাদের সাক্ষাৎ লাভ করতে পেরেছ? আমি কেবল পরম ন্যায়, পরম সুন্দর কিংবা পরম মঙ্গল সম্পর্কেই একথা বলছিনে। আমি পরম শক্তি, পরম স্বাস্থ্য, পরম শৌর্য–অর্থাৎ প্রত্যেকটি বস্তুর সত্তা সম্পর্কেই একথা বলছি। এদের অন্তর্নিহিত সত্য বা সত্তার জ্ঞান কি তুমি তোমার কোনো ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে লাভ করতে পেরেছ? বরঞ্চ একথাই কি যথার্থ নয় যে, একমাত্র সে-ব্যক্তিই এদের আপন আপন সত্তার জ্ঞান সর্বাধিক পরিমাণে লাভ করতে সক্ষম হয়েছে যে তার অন্তর্দৃষ্টিকে তার পর্যবেক্ষণের বস্তুটির উপর একান্ত করে নিবদ্ধ করেছে?

হ্যাঁ, তোমার একথা অবশ্যই যথার্থ।

তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একমাত্র সে-ই সমগ্র প্রকার সত্তার বিশুদ্ধতম সত্য লাভ করতে পারে যে সত্যের সন্ধানে কেবল তার মননকেই ব্যবহার করে, সে তার এ মননকার্যে দৃশ্য, শব্দ বা

ইন্দ্রিয়গত কোনো উপসর্গকেই প্রভাব বিস্তার করতে দেয় না। প্রকৃতপক্ষে এ সত্যানুসন্ধানী প্রত্যেকটি সত্তার সত্যের গভীরে কেবল অন্তদৃষ্টির আলোতেই প্রবেশ লাভ করে। কেননা তার এ কার্যে সে তার চোখের দৃষ্টি এবং কর্ণের শ্রবণকে পরিত্যাগ করেছে। বলা চলে তার সমস্ত দেহের সঙ্গে সে তার সম্পর্ককে ছেদন করেছে; কারণ সে মনে করে দেহের এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আত্মাকে বিভ্রান্ত করে মানুষের জ্ঞান ও সত্যলাভে কেবল বিঘ্নই সৃষ্টি করে। সত্যের জ্ঞান অর্জনের সম্ভাবনা এরূপ জ্ঞানীরাই সর্বাধিক। তাই নয় কি সিমিয়াস?

সক্রেটিস, তোমার উক্তিকে বিস্ময়কর সত্য বলেই আমার বোধ হচ্ছে। যারা প্রকৃত দার্শনিক তারা জ্ঞানলাভের প্রসঙ্গে এ সমস্ত বিষয় নিয়ে অবশ্যই চিন্তা করবেন। আর সে চিন্তার ফলে তারা নিশ্চয়ই পরস্পরকে বলবেন : "এবার আমরা জ্ঞানলাভের সত্যকার পথ দেখতে পেয়েছি। আমাদের চিন্তা ও যুক্তি এ সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য করে তুলছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দেহের বন্ধনে বাঁধা পড়ে থাকব এবং যতক্ষণ অবধি দেহের পাপ আমাদের আত্মাকে সংক্রমিত করে রাখবে ততক্ষণ আমাদের স্ব স্ব জ্ঞান ও সত্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় সিদ্ধি ঘটতে পারবে না। কেননা আমাদের দেহ হচ্ছে সহস্র সমস্যা এবং উপসর্গের আকরবিশেষ। আমাদের দেহ খাদ্য গ্রহণে বাধ্য, কেবল এ ঘটনাটিই আমাদের জীবনে কত-না সমস্যার উদ্ভব হ্যায় এবং আমাদের সত্যলাভে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। আমাদের দেহ রোগের শিকারে পরিণত হয়; আমাদের দেহ আমাদের মনে প্রেম, কামনা, লালসা, ভীতি, কল্পনা আর মূর্খতার সৃষ্টি করে আর এমনি করে আমাদের চিন্তাশক্তিকে বিনষ্ট করে দেয় এবং সত্যলাভকে অসম্ভব করে তোলে। জগতের যুদ্ধ, সংঘর্ষ এবং কোলাহল–এ সবেরই মূল কোথায়? এদের মূলেও রয়েছে আমাদের দেহেরই লোভ এবং লালসা। অর্থের লালসাই যুদ্ধের কারণ হয়। আর এ অর্থ আমরা আমাদের দেহের ভোগের নিমিত্তই অর্জন করি। দেহমূল থেকে উদ্ভূত এই সমস্যারাজি আমাদের মনকে এত আচ্ছন্ন করে রাখে যে সত্য বা দর্শনের চিন্তায় মুহূর্তমাত্রও আমরা ব্যয় করতে পারিনে। দেহের এই প্রতিবন্ধকতার সর্বশেষ এবং প্রকটতম দিকটি হচ্ছে এই যে, যদি বা কোনো মুহূর্তে ক্ষণকালের জন্য দর্শনের চিন্তায় আমরা মনকে নিবিষ্ট করেছি তখনো দেহের নানা উপসর্গ অনুক্ষণ আমাদের মনকে উদ্বেগে পূর্ণ করে আমাদের সত্যালোচনাকে বিভ্রান্ত করে তুলছে, এবং আমাদের এমনভাবে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে যে সত্যের দর্শনলাভ আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব হয়ে পড়ছে। কাজে কাজেই অভিজ্ঞতাই আমাদের নিকট প্রমাণ করেছে যে, কোনো বিষয়ের বিশুদ্ধ জ্ঞান যদি আমরা লাভ করতে চাই তা হলে অবশ্যই দেহের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে ছেদন করতে হবে যেন আমাদের আত্মা দেহবিমুক্ত হয়ে

নির্বিঘ্নভাবে সকল বিষয়কে তার স্ব-রূপে দর্শন করতে পারে। এরূপেই মাত্র যে-সত্যের আমরা সন্ধানী, যে-জ্ঞানের আমরা প্রেমিক তাকে আমরা লাভ করতে পারব। অর্থাৎ দেহসহ জীবনকালে আমাদের পক্ষে সত্য লাভ সম্ভব নয়-মৃত্যুর পরেই মাত্র সত্যকার জ্ঞান ও সত্যকে আমরা লাভ করতে পারি। তা হলে এই যদি সিদ্ধান্ত হয় যে, দেহী আত্মা সত্যকে লাভ করতে পারে না তবে দুটি বিকল্পের একটিকে আমাদের গ্রহণ করতে হয়–যথা : হয় জ্ঞানলাভকে আমরা অসম্ভব বলে স্বীকার করব, নয়তো মৃত্যুর পরেই মাত্র জ্ঞানের উদ্ভব–একথাকে আমরা গ্রহণ করব। কেননা, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তো আমাদের আত্মা দেহমুক্ত হতে পারবে না। আর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত সে একান্তভাবে আত্মসমাহিতও হতে পারবে না। আর একথাও সত্য যে, আত্মা একান্তভাবে আত্মসমাহিত হতে না পারলে প্রকৃত জ্ঞানলাভও সম্ভব হবে না। প্রশ্ন হতে পারে, জীবনকালে আমরা কতটুকু জ্ঞান পেতে পারি? সে প্রশ্নের জবাবে বলা চলে যে, জীবনকালে আমরা তখনি জ্ঞানের সন্নিকটে পৌঁছতে পারি যখন দেহের সঙ্গে আমাদের আত্মার সম্পর্কটি পরিমাণে ন্যূনতম। অর্থাৎ দেহের তৃপ্তি যখন আমাদের আত্মাকে মোহিত করে ফেলে নি, তখনি মাত্র জ্ঞানের কাছাকাছি আমরা পৌঁছতে পারি। এর অধিক নয়। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এরূপ আত্মাকে যথাসম্ভব দেহমুক্ত রেখে সেদিনের অপেক্ষায় থাকা যেদিন দয়াবান বিধাতা আমাদের আত্মাকে প্রকৃতপক্ষেই দেহের বন্দিতু থেকে মুক্ত করে দেবেন। আর তখন দেহের সব পাপ, স্থূলতা আর মূর্খতা থেকে মুক্ত হেয় আমাদের আত্মা বিশুদ্ধ হবে এবং বিশুদ্ধ সত্তার সাক্ষাতে আমরা উপস্থিত হতে সক্ষম হব এবং সত্যের আলোকে চতুর্দিক হতে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের বিশুদ্ধ অস্তিত্বকে তখন উদ্ভাসিত করে তুলবে।” দার্শনিকদের এ সিদ্ধান্তকে আমরা সঠিক বলব। কেননা অশুদ্ধ কখনো বিশুদ্ধকে লাভ করতে পারে না। প্রিয় সিমিয়াস। প্রকৃত জ্ঞানের যারা প্রেমিক তারা এরূপ ব্যতীত অন্য কোনোভাবে কি বিষয়টি নিয়ে আলাপ করতে সক্ষম? নিশ্চয়ই অন্য কোনোভাবে বিষয়টি নিয়ে তারা আলাপ করতে পারেন না। তুমি কি বল?

এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই সক্রেটিস যে, এ বিষয়ে তোমার কথাই সত্য।

তা হলে এবার শুদ্ধিকরণের বিষয়টিতে আসা যাক। আমি পূর্বেই বলেছি আত্মার শুদ্ধ। হওয়ার মানেই হচ্ছে দেহ থেকে তার বিচ্ছিন্ন হওয়া। আত্মা ক্রমান্বয়ে চাইবে যেন সে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল নিজের মধ্যে স্থিতিলাভ করতে পারে। মৃত্যুর পরে অবশ্যই সে একান্তভাবে নিজের রাজ্যে রাজা হয়ে বসবে; কিন্তু জীবনকালেও তার চেষ্টা হবে যতখানি সম্ভব যেন সে দেহের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে। এ কথা কি ঠিক নয়?

সিমিয়াস বললেন : অবশ্যই ঠিক।

আর দেহ থেকে আত্মার এই বিচ্ছেদ ও মুক্তিকেই তো আমরা মৃত্যু বলে আখ্যায়িত . করি। নয় কি?

হ্যাঁ, সক্রেটিস, আমরা তাই করি।

কিন্তু আত্মার এ মুক্তি সত্যকারভাবে কে চায়? বস্তুত কেবল প্রকৃত দার্শনিক যারা তারাই নিয়ত দেহ থেকে তাদের আত্মার মুক্তির প্রচেষ্টায় রত থাকেন। কেননা তাদের ধ্যান, ধারণা, সাধনার একমাত্র বিষয় হলো দেহ থেকে আত্মার মুক্তি। তুমি কি একথা ঠিক মনে কর না?

একথা অবশ্যই ঠিক।

তা হলে আমার পূর্বের কথাটি এবার ভেবে দেখ। আমি বলেছিলাম, যে-ব্যক্তি নিয়ত মৃত্যুর নৈকট্যেরই সাধনা করছে তার পক্ষে মৃত্যুর মুহূর্তে তাকে বিমুখ খুবই হাস্যাস্পদ, এবং পরস্পরবিরোধী ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। নয় কি?

হ্যাঁ, তা তো বটেই।

সিমিয়াস, প্রকৃত দার্শনিকগণ যথার্থই মৃত্যুর সাধনাতে ব্যস্ত থাকেন। এজন্য তাদের কাছে মৃত্যুর ভীতি সব চাইতে কম। বিষয়টিকে নিম্নোক্তভাবে দেখতে চেষ্টা কর; আমরা দেখেছি দার্শনিকগণ নিজেদেরকে সর্বতোভাবে দেহের শত্রু বলে বিবেচনা করেন; তারা সর্বদাই দেহবিমুক্ত হয়ে আত্মার মধ্যে নিমজ্জিত থাকতে চান। কাজে কাজেই তারাই যদি মৃত্যুর মুহূর্তে ভীত ও শঙ্কায় কেঁপে উঠেন, যেখানে গেলে তাঁদের বাঞ্ছিত ধন অর্থাৎ জ্ঞানের সাক্ষাৎ পাবেন আর যেখানে তাঁরা তাঁদের দেহরূপ শত্রুর শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবেন সেখানে যাত্রার শুভ মুহূর্তে তারা যদি শঙ্কিত হয়ে উঠেন তা হলে কি চরম সংগতিহীনতার অপরাধেই তারা নিজেদের অপরাধী করে তোলেন না? বহু মানুষই মৃত্যুলোক-পাতালপুরীতে এই জগতেরই প্রেম, প্রিয়া, পত্নী ও পুত্র লাভের আশা নিয়ে যাওয়ার জন্য ইচ্ছুক হয়ে উঠে। তা হলে যিনি যথার্থই জ্ঞান-প্রেমিক আর যিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে পাতালপুরীতেই মাত্র তিনি জ্ঞান-প্রিয়ার সম্যক সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবেন, তিনি কি মৃত্যুর চিন্তায় শঙ্কিত বা দুঃখিত হয়ে উঠতে পারেন? তার পক্ষে তো স্বাভাবিক হচ্ছে আনন্দের সঙ্গেই এ জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করা। প্রিয় সিমিয়াস, যিনি প্রকৃত দার্শনিক তিনি অবশ্যই সানন্দে তার মৃত্যুলোকের যাত্রা শুরু করবেন। কেননা তিনি তো একান্তভাবে বিশ্বাস করেন যে, একমাত্র সেখানেই তার জ্ঞান-প্রিয়াকে পবিত্রতম অবস্থায় তিনি লাভ করতে পারবেন। প্রকৃত দার্শনিক সম্পর্কে কথা যদি সত্য হয়, তা হলে

তার পক্ষে মৃত্যুর ভয়ে ভীত হওয়া একেবারেই হাস্যাস্পদ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কী বল সিমিয়াস, একথা ঠিক নয় কি?

সিমিয়াস বললেন; তা হলে যথার্থই তিনি হাস্যাস্পদ হয়ে দাঁড়াবেন। তা হলে, সিমিয়াস, একথাও কি ঠিক নয় যে যখন তুমি কাউকে মৃত্যুর আগমনে ভীত হতে দেখবে এবং দেখবে যে নূতন জগতের উদ্দেশে পদক্ষেপে সে অনিচ্ছুক তখন তুমি নিশ্চিতরূপেই বুঝবে যে, এ ব্যক্তি আদপে কোনো জ্ঞান-প্রেমিক নয়; বরঞ্চ সে প্রেমিক হচ্ছে দেহের এবং হয়তো শুধু দেহের নয়, প্রেমিক হচ্ছে সে সম্পদ এবং শক্তিরও? একথা যথার্থ।

বেশ অপর একটি গুণ, সাহসের কথা ধরা যাক। সাহসও কি দার্শনিকের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য নয়?

হ্যাঁ, সাহস তাঁদের চরিত্রেরই একটি বৈশিষ্ট্য।

এ ছাড়াও আছে সংযম। সংযমের বিষয়ে যারা স্থূলবুদ্ধি তারাও স্বীকার করে যে সংযমের অর্থ হচ্ছে রিপুসমূহের নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা। দেহকে যারা ঘৃণা করে তারা অবশ্যই রিপুর প্রভাবের ঊর্ধ্বে। সেদিক দিয়ে সংযমের সাক্ষাৎ আমরা কাদের চরিত্রে সবচেয়ে অধিক দেখার আশা করতে পারি? সে কি একমাত্র তাদের মধ্যেই নয়, যারা দেহকে নিকৃষ্ট বলে বিবেচনা করেন এবং দর্শন-চিন্তায় জীবন ব্যয় করেন?

অবশ্যই। তাদের মধ্যেই আমরা সংযমের সাক্ষাৎ পেতে পারি। কেননা, তুমি বিবেচনা করলেই দেখতে পাবে, দার্শনিক ব্যতীত অপর সবার চরিত্রে সাহস এবং সংযমের অবস্থান প্রকৃতপক্ষে একটা বিরোধাত্মক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

তোমার একথা খুবই সত্য, সক্রেটিস।

কেননা, আমরা যাকে সাহসী বলি সে মৃত্যুর সম্মুখে অগ্রসর হয় মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক কিছুর ভয়ে সে ভীত বলেই। সত্য নয় কি?

একথাও সত্য, সক্রেটিস।

তা হলে দার্শনিক ব্যতীত আর সবাই যারা সাহসী, তারা ভীত বলেই সাহসী–অর্থাৎ কথাটা দাঁড়ায় এইরূপ : যে সাহসী সে সাহসী কেননা সে কাপুরুষ! কথাটি কি অদ্ভুত বলে বোধ হয় না?

অবশ্যই এ কথাটি অদ্ভুত কথা।

শুধু সাহসীদের ব্যাপারেই নয়। যাদের আমরা সংযমী বলি, তাদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। কেননা সংযমী যারা, তারা অসংযমী বলেই সংযমী। কথাটা শুনতে পরস্পরবিরোধী বলে বোধ হয়, কিন্তু

বেচারা সংযমের ক্ষেত্রে অবস্থাটা এরূপই দাঁড়ায়। কারণ হচ্ছে এই যে, যারা সংযমী–অর্থাৎ যারা বিশেষ কোনো ভোগ এবং আনন্দ থেকে নিজেদের বিরত রাখে তারা এ সংযমের পরিচয় এজন্যই দেয় যেন অপর কোনো বিশেষ ভোগ এবং আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত না থাকে। বর্তমানের আনন্দকে ভোগ করলে পাছে ভবিষ্যতের সে আনন্দ বিনষ্ট হয়, এ ভয়েই তারা বর্তমানের আনন্দের ব্যাপারে সংযমী। তা হলে বিষয়টি কি এই দাঁড়ায় না যে, একপ্রকার ভোগের আকর্ষণ দ্বারা তারা বিজিত বলেই অপর একপ্রকার ভোগকে তারা পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে? অথচ ভোগের দ্বারা বিজিত হওয়াকেই কিন্তু আমরা অসংযম বলি–আর এই 'সংযমীদের ক্ষেত্রে দেখা গেল ভোগের উপর তাদের বিজয়ের অর্থ হচ্ছে ভোগের দ্বারা বিজিত হওয়া। এজন্যই আমি বলছি যে, সাধারণের ক্ষেত্রে সংযমও আসলে অসংযমেরই প্রকাশ।

তোমার ব্যাখ্যাতে বিষয়টি তো সেরূপ বোধ হচ্ছে।

অথচ আমরা যদি এক প্রকার ভয়, বেদনা, আনন্দ কিংবা ভোগকে কামনা করি, কিংবা মুদ্রার ক্ষেত্রে যেরূপ পরিমাণে কম-বেশির পার্থক্য থাকে সেরূপ কোনো একটি আনন্দ কিংবা ভোগের অল্প পরিমাণের পরিবর্তে অধিক পরিমাণকে পেতে চাই তা হলে আমাদের এ কার্যকে নিশ্চয় আমরা ন্যায়পরায়ণতা বা ধর্ম বলে অভিহিত করতে পারিনে।–অর্থাৎ আমরা বলতে পারিনে যে, একটির বিনিময়ে অপরটি গ্রহণ করে আমরা ন্যায়পরায়ণতাকে গ্রহণ করেছি। প্রিয় সিমিয়াস, কেন আমি একথা বলছি? কারণ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে সত্যকার মুদ্রা বলে যাকে গণ্য করা চলে সে হচ্ছে একমাত্র জ্ঞান। আমি মনে করি, সাহস, কিংবা সংযম কিংবা ন্যায়, যা-ই তুমি বল না কেন, একমাত্র জ্ঞান এদের ক্রয় কিংবা বিক্রয় করা চলে। কেননা যাকে আমরা সত্যকার ন্যায়ধর্ম বলে মনে করি জ্ঞানের সঙ্গেই তো তার ঘনিষ্ঠতা। জ্ঞানই তার সঙ্গী। সত্যকার ন্যায়ধর্মের প্রশ্ন এই নয় যে, সে ভয়, আনন্দ কিংবা কোনো ভোগকে লাভ করল কিনা। তার নিকট বড় প্রশ্ন হলো, সে জ্ঞানকে তার ঘনিষ্ঠতম সঙ্গী হিসাবে পেল কিনা। কিন্তু যে ন্যায়ধর্ম বলতে কেবল ভয়, আনন্দ বা ভোগকে বুঝায়, সে ন্যায়ধর্ম জ্ঞান বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন একটির সঙ্গে অপরটির বিনিময়কার্য শুরু করে, তখন সে ন্যায়ের প্রচ্ছায়া ব্যতীত আর কিছু থাকে না। এ ন্যায়ের মধ্যে তুমি স্বাধিকার, স্বাস্থ্য বা সত্য কোনো কিছুর সাক্ষাৎই পাবে না। আবার সত্যকার বিনিময়ও আছে। সত্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রে ন্যায়ধর্ম ভোগ, আনন্দ ইত্যাদিকে গ্রহণ করার পরিবর্তে বরঞ্চ এই সমস্ত অনিত্যকে বর্জন করে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠে। প্রকৃত সংযম, ন্যায়, সাহস কিংবা জ্ঞান হচ্ছে এরূপ পরিশুদ্ধ সত্তা। এজন্যই রহস্যবাদের প্রতিষ্ঠাতাগণ যখন একটি সংখ্যা-সংকেত এরূপ

বলেছিলেন যে, অপবিত্র এবং দীক্ষাহীনভাবে যারা পাতালপুরীতে প্রবেশ করবে তারা অবশ্যই মহাপঙ্কে নিমজ্জিত হবে; কিন্তু যারা আসবে দীক্ষা গ্রহণ করে এবং পবিত্র হয়ে তারা দেবতাদেরই সঙ্গ লাভ করবে, তখন তারা কথাটি অর্থহীনভাবে বলেন নি। রহস্যবাদ তাই বলেছে, "পাতালপুরীতে সুরাদেবের পাত্রবাহকের অভাব নেই, কিন্তু তার গূঢ় রহস্যাগারের উন্মোচনকারী আছে খুব কমই।" 'রহস্যাগারের উন্মোচনকারী বলতে আমি প্রকৃত দার্শনিককেই বুঝি। আমার জীবনব্যাপী আমি এই দার্শনিকদের বলতে আমি প্রকৃত দার্শনিককেই বুঝি। আমার জীবনব্যাপী আমি এই দার্শনিকদের সঙ্গই কামনা করেছি; আমার পরিমিত শক্তি অনুযায়ী দার্শনিকদের জগতেই নিজের জন্যে একটি আসন অর্জনের চেষ্টা করেছি। সে চেষ্টা আমি সঠিক পথে করেছি, কিংবা আমার অন্বেষণের পথ ভ্রান্ত ছিল; আমার উদ্দেশ্য সাধনে আমি সফল হয়েছি কিংবা সফল হই নি, শীঘ্রই বিধাতা আমাকে তা বলে দেবেন। খানিক বাদে আমি যখন তার কাছে উপস্থিত হব তখনি আমার জীবনের সে হিসাব নির্দিষ্ট হবে। এ আমার আন্তরিক বিশ্বাস। প্রিয় সিমিয়াস। প্রিয় সিবিস, এই বিশ্বাস নিয়েই আমি মনে করি তোমাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ মুহূর্তে কিংবা জাগতিক প্রভুদের নিকট থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে আমার দুঃখ বোধ না করাই সংগত। কেননা আমার হৃদয়ের বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, মৃত্যু পেরিয়ে যে জগৎ সেখানেও আমি তোমাদের ন্যায় উত্তম বন্ধু এবং প্রভু পেয়ে ধন্য হব। কিন্তু অনেকেই এরূপ কথা বিশ্বাস করে না। কাজেই তোমাদের বিশ্বাস করানোর কাজ আমার পক্ষে খুবই কঠিন। এথেন্সের বিচারপতিগণের সম্মুখে আমি ভাষণ দিয়েছি। তাদের যতটা বুঝতে পেরেছি তার চেয়ে প্রকৃষ্টতরভাবে যদি আমি তোমাদের বুঝাতে পারি তা হলেই আমি নিজেকে সার্থক মনে করব।

সিবিস বললেন : সক্রেটিস, তোমার বক্তব্যের অধিকাংশের সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আত্মার ব্যাপারটি এমন যে, সাধারণ মানুষ এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে। সাধারণ মানুষের ধারণা যে, দেহমুক্ত আত্মার কোথাও স্থিতি ঘটতে পারে না। বস্তুত তারা মনে করে যে, দেহের যেদিন মৃত্যু ঘটে, আত্মারও সেদিন বিনাস ঘটে। দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে আত্মা খানিকটা ধোয়া কিংবা বাতাসের ন্যায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এভাবে সে তার বিস্তারের মধ্য দিয়েই শূন্যে মিলিয়ে যায়। যে অবাঞ্ছিতদের মধ্যে দেহের বন্ধনে সে বাঁধা থাকে তাদের মধ্য থেকে মুক্তিলাভের পরে যদি আত্মার পক্ষে নিজের স্বাধীন অস্তিত্বের মধ্যে কোথাও স্থিতি লাভ করা সম্ভব হতো তা হলে অবশ্যই তোমার বক্তব্যকে যথার্থ বলে গ্রহণ করা সহজ হতো। কিন্তু মানুষের মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব বজায়

থাকে, আত্মা তখনও মননের ক্ষমতাসহ সক্রিয় থাকে, এ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে অনেক যুক্তি এবং প্রমাণেরই আবশ্যক হয়।

সিবিসের বক্তব্য শুনে সক্রেটিস বললেন : তোমার একথা খুবই সত্য সিবিস। তা হলে এস, আমরা আত্মার এরূপ অস্তিত্বের সম্ভাবনার বিষয়টি নিয়ে খানিকটা আলাপ করি?

এ বিষয়ে তোমার মতামত জানবার আগ্রহ আমার বিশেষভাবেই রয়েছে।

সক্রেটিস বললেন : আমার মনে হয় এতক্ষণ যাবৎ আমি তোমাদের সঙ্গে যে আলাপ করেছি সে আলাপ যদি আমার চরম শত্রু ব্যঙ্গ-কবিগণও শুনতেন তা হলে তারাও অভিযোগ করতে পারতেন না যে সক্রেটিস তার এখতিয়ারের বাইরে কতকগুলি অর্থহীন অলস বাক্যালাপে সময় ক্ষেপণ করেছে। কাজেই তোমরা যদি সম্মতি দাও, তা হলে আলোচনাটি নিয়ে আমি অগ্রসর হতে পারি।

মানুষের মৃত্যুর পরে তার আত্মা পাতালপুরীতে প্রবেশ করে সেখানেই অবস্থান করে কিনা,–এস আমরা এ প্রশ্নটির আলোচনাই প্রথমে করে নিই। এই প্রসঙ্গে একটি প্রাচীন তত্ত্বের কথা আমার স্মরণ হচ্ছে। প্রাচীন এই মত অনুযায়ী মৃত্যুর পরে আত্মা অবশ্যই পরলোকে যাত্রা করে; কিন্তু সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে মৃত্যুর মধ্যেই সে আবার পুনর্জন্ম লাভ করে। এ মতের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা কথা বলা যায় যে, জীবিত যদি মৃতের মধ্য থেকেই জীবন লাভ করে তা হলে একথা সত্য যে, আমাদের আত্মা পরলোকেই অবস্থান করে। তা না হলে, তার পুনর্জন্ম সম্ভব হতো না। মৃতের পুনর্জন্ম ঘটে'-অর্থাৎ জীবিত মৃতদের মধ্য থেকেই জীবন লাভ করে–এ মতটি যদি প্রমাণ মারফত সুপ্রতিষ্ঠিত হতো, তা হলে এ নিয়ে আর কোনো আলোচনার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু এ মতটি যদি প্রমাণভিত্তিক মত না হয়, তা হলে ভিন্নতর যুক্তির অবতারণা আবশ্যক হয়ে পড়ে। নয় কি?

হ্যাঁ, একথা সত্য।

তা হলে এস, আমরা সমগ্র প্রশ্নটি নিয়েই আলোচনা করি। কেবল মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, পশুদের, বৃক্ষদের লতা-গুলদের অর্থাৎ যা কিছুতেই জীবন আছে, তাদের সবাইকে সামনে রেখেই প্রশ্নটি আলোচনা করা যাক। তা হলে এর প্রমাণও সহজতর হবে। যে-কোনো বস্তুর জন্মের বিষয়টি লক্ষ কর। একথা কি সত্য নয় যে, বস্তুর মধ্যে যা কিছু পরস্পর বিরোধী, বিরোধের মাধ্যমেই তার সৃষ্টি? যেমন ধর, ভালো এবং মন্দ, ন্যায় এবং অন্যায় ইত্যাদি। এভাবে অসংখ্য বিষয়েরই উল্লেখ করা চলে যারা পরস্পরবিরোধী এবং যাদের উদ্ভব বা সৃষ্টি এই বিরোধের মধ্য দিয়েই ঘটেছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, এর প্রতিটি বিরোধের মধ্যেও বিপরীত প্রক্রিয়া কাজ করে। যেমন ধর অল্প এবং অধিকতর

দৃষ্টান্তটি। যা অধিকে রূপান্তরিত হলো, সে পূর্বে অবশ্যই অল্প ছিল। অর্থাৎ অল্পের মধ্য দিয়েই সে অধিক হয়েছে।

হ্যাঁ, একথা যথার্থ।

আবার যা অল্প তাও এক সময়ে অধিক ছিল এবং অধিক থেকেই সে অল্প হয়েছে। তা তো অবশ্যই।

ঠিক তেমনি যে তুলনাক্রমে দুর্বল সে তুলিত শক্তিমানের কারণেই দুর্বল, যে গতিতে দ্রুততর সে গতিতে মন্থরের কারণেই দ্রুততর–তা না হলে নয়।

নিঃসন্দেহে।

আবার যে উত্তম সে অধমের কারণেই উত্তম, যে অধিক ন্যায়পরায়ণ সে অধিক অন্যায়কারীর কারণেই অধিক ন্যায়পরায়ণ।

এ সম্পর্কেও আর সন্দেহ কি?

তা হলে এভাবে আমরা সমস্ত পরস্পরবিরোধী চরিত্র সম্পর্কেই বলতে পারি যে, তাদের প্রত্যেকেই তার বিপরীত চরিত্র থেকেই সৃষ্ট, একথা কি সত্য নয়?

হ্যাঁ একথা সত্য।

কিন্তু সমস্ত বস্তুর মধ্যে এই যে পরস্পরবিরোধী সম্পর্ক তার অভ্যন্তরে আবার আরো দুটি অন্তর্বর্তী ধারাকেও আমরা কি নিয়ত প্রবহমান দেখতে পাইনে? এই অন্তর্বর্তী ধারাকে আমরা সর্বদা এক বিপরীত থেকে অপর বিপরীতে গমন এবং প্রত্যাগমন করতে দেখি। যেমন অধিক এবং অল্পের যে বৈপরীত্যের কথা আমরা উল্লেখ করেছি, সেখানেও বৃদ্ধি এবং হ্রাসের অপর দুটি অন্তর্বর্তী প্রক্রিয়াও কাজ করে চলেছে। এজন্যই যা বৃদ্ধি পায় তাকে বলা হয় বর্ধমান এবং যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাকে বলা হয় ক্ষীয়মান। আমার এ বক্তব্য কি যথার্থ বলে বোধ হয়?

সিবিস জবাব দিলেন : হ্যাঁ, তোমার এ অভিমত যথার্থ।

এ ছাড়া আরো কতকগুলি প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা যায়–যেমন, বিভাজন, সংযোজন, শীতলকরণ, উষ্ণকরণ প্রভৃতি। এদের ক্ষেত্রেও একটি থেকে অপরটিতে রূপান্তরের একটি ধারা অনবরতই কাজ করে চলেছে। বস্তুত, আমি পূর্বেই বলেছি, সমস্ত বিরোধিতা সম্পর্কেই একথা সত্য। এই রূপান্তর কার্যাট যেসব সময়ে ভাষায় প্রকাশিত হয় এমন নয়। কিন্তু ভাষায় কেউ এ সত্য প্রকাশ করুক কিংবা না করুক–প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিরোধ থেকেই বিপরীতের সৃষ্টি হচ্ছে এবং দুই বিপরীতের মধ্যে সর্বদাই আগম-নিগমের একটি ধারা বয়ে চলেছে। একথা কি যথার্থ নয়?

হ্যাঁ, একথা খুবই যথার্থ।

বেশ! তা হলে জীবনের বিপরীতেও কিছু রয়েছে, যেমন জাগ্রত অবস্থার বিপরীত অবস্থা হচ্ছে নিদ্রা?

নিশ্চয়, জীবনের বিপরীত অবস্থাও একটি রয়েছে।

কিন্তু কি সে অবস্থা?

সিবিস জবাব দিলেন : সে হচ্ছে মৃত্যু।

ভালো কথা। কিন্তু এরা যদি পরস্পর বিরোধাত্মক অবস্থা হয় তা হলে এদের একটি অবশ্যই অপরটি থেকে সৃষ্টি হবে এবং উভয়ের মধ্যে রূপান্তরের একটি অন্তর্বর্তী ধারাও প্রবহমান থাকবে। কি বল?

অবশ্যই।

এবার আমি তোমাদের নিকট এই দুইটি বিরোধের একটিকে বিশ্লেষণ করে দেখাব।–এই বিরোধের মধ্যে ক্রিয়াশীল অন্তর্বর্তী ধারা বিশ্লেষণ করার চেষ্টাও আমি করবো। আশা করি সিবিস, তুমিও অপর বিরোধটি আমার কাছে বিশ্লেষণ করে দেখাবে। আমি যে বিরোধের বিশ্লেষণ করব তার একটিকে আমি বলব নিদ্রা, অপরটিকে জাগরণ। যাকে আমরা নিদ্রা বলি সে জাগ্রত অবস্থার বিপরীত। কিন্তু নিদ্রার মধ্য থেকেই তার বিপরীত জাগরণের জন্ম ঘটে; আবার জাগরণ থেকেই নিদ্রার জন্ম। একটি থেকে অপরটির জন্মের প্রক্রিয়াটিতে দেখা যায় যে, একের ব্যাপারে নিদ্রাগমন যেখানে জন্ম, অপরের ব্যাপারে জাগ্রত হয়ে ওঠাই সেখানে জন্ম। আমার একথা কি তুমি স্বীকার কর?

হ্যাঁ, আমি সম্পূর্ণরূপেই একথা স্বীকার করি।

বেশ! তা হলে এবার জীবন ও মৃত্যুর সম্পর্কটি এইভাবে তুমি আমার নিকট বিশ্লেষণ করে দাও।... তোমার বিশ্লেষণই এবার শুরু করা যাক। বল, মৃত্যু কি জীবনের বিপরীত সত্য নয়?

অবশ্যই।

তাদের একের উদ্ভব অপর থেকেই। নয় কি?

হ্যাঁ, তাই বটে।

বেশ! তা হলে জীবন থেকে কিসের জন্ম?

মৃতের বা মৃত্যুর।

মৃত্যু থেকে জাত কে?

সিবিস বললেন : আমার উত্তর তো কেবল একটিই হতে পারে : মৃত থেকে জীবিতই জাত।

তা হলে সিবিস, জীবিত বলতে তুমি মানুষই বল আর দ্রব্যই বল জীবিত অবশ্যই মৃত থেকে জাত?

হ্যাঁ স্পষ্টতই তাই।

তা হলে আমাদের সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, আমাদের আত্মা পাতালপুরীতে অবস্থান করে। নয় কি?

হ্যাঁ, পাতালেই সে অবস্থান করে।

তা ছাড়া, সৃষ্টির যে দুটি ধারার আমরা উল্লেখ করেছি তার অন্তত একটিকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। কেননা মরে যাওয়া অবস্থাটি আমাদের নিকট অদৃশ্য নয়, সে অবশ্যই দৃশ্য। নয় কি।

হ্যাঁ, অবশ্যই সে দৃশ্য।

তাই যদি হয় তা হলে ফল কি দাঁড়ায়? সৃষ্টিধারার অপরটিকে কি আমরা হিসাবের বাইরে রেখে দেব? প্রকৃতিবর কি একটি পায়ের উপর ভর দিয়ে চলেন? তিনি কি পঙ্গু? তা যদি না হয় তা হলে জীবনের ন্যায় মৃত্যুরও জন্ম আছে এবং জীবনের 'মরে যাওয়ার' ন্যায় মৃত্যুরও 'জাত হওয়ার' একটি প্রক্রিয়া কার্যরত বলেই কি আমাদের অনুমান করা সংগত নয়?

অবশ্যই।

বেশ! তা হলে সেই প্রক্রিয়াটি কী?

সে প্রক্রিয়া হচ্ছে মৃত্যুর জীবনে প্রত্যাগমন।

তার অর্থ হচ্ছে, জীবিতদের রাজ্যে মৃতের জন্ম–নয় কি?

হ্যাঁ, তাই।

তা হলে এবার একটি নতুন রাস্তায় আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হলাম যে, জীবিতদের মধ্য থেকে যেমন মৃতের আগমন–তেমনি মৃতের মধ্য থেকেই জীবিতদের আগমন। এই অনুমান যদি সত্য হয় তা হলে এ-কথাটিও অবিসংবাদিত রূপেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মৃতের আত্মা কোথাও অবশ্যই অবস্থান করে এবং সেখান থেকেই সে জীবিতদের মধ্যে প্রত্যাগমন করে। সেকথা ঠিক, সক্রেটিস। আমাদের স্বীকৃতিসমূহ থেকে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবেই আমাদের সম্মুখে এসে পড়ে।

সক্রেটিস বললেন : আর সে-সমস্ত স্বীকৃতি যে মোটেই অসংগত ছিল না তাও আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। কেননা, সৃষ্টির প্রক্রিয়া যদি কেবল একমুখো হতো, যদি তার মধ্যে ক্ষতিকর কোনো পূরণ এবং গতির কোনো আবর্তন কিংবা একটি সত্তার ক্ষেত্রে তার বিপরীতে প্রত্যাগমন না থাকত, তা হলে বিশ্বের সব অস্তিত্ব এই আকার প্রাপ্ত হয়ে একই অবস্থার মধ্যে লুপ্ত হয়ে যেত এবং সৃষ্টির প্রবাহ সেখানে স্তব্ধ হয়ে যেত।

সিবিস বললেন : সক্রেটিস, একথা দ্বারা তুমি কী বুঝাতে চাচ্ছ?

আমি যা বলতে চাচ্ছি সে কঠিন কিছু নয়। বিষয়টি খুবই সহজ। নিদ্রার দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিচ্ছি। সিবিস! তুমি তো বুঝতে পার যে, আমাদের জীবনে যদি নিদ্রা এবং জাগরণ–এই অবস্থা দুটি পরস্পর সংযুক্ত না হতো এবং এরা উভয়েই যদি পর্যায়ক্রমিকভাবে একটি অপরটির অনুগমন না করত, তা হলে পুরাণের এণ্ডিমিয়নের* উপাখ্যানটির কোনো তাৎপর্য থাকত না। কেননা তখন শুধু এণ্ডিমিয়ন নয়, সব কিছুই নিদ্রায় মগ্ন হয়ে থাকত; অপর সকলের থেকে ভিন্নভাবে এণ্ডিমিয়নের আর কোনো বৈশিষ্ট্য তখন থাকত না। তা ছাড়া সংশ্লেষণের দৃষ্টান্তটিও দেখতে পার। ধর, যদি বিশ্বে কেবল সংশ্লেষণই ঘটত, কোনো বিশ্লেষণ কিংবা বিভাজনের প্রক্রিয়া না থাকত তা হলে পরিশেষে বিশ্বে এনাক্সগোরাসের বিশৃঙ্খলারই প্রত্যাবর্তন ঘটত। প্রিয় সিবিস! অনুরূপভাবে জীবনময় যত অস্তিত্ব রয়েছে সব যদি মরে যেত এবং মৃত্যুর পরে মৃতের অবস্থাতেই অবস্থান করতে থাকত, যদি তারা আবার জীবন না পেত তা হলে এক সময়ে মৃত্যুই কি সার্বভৌম এবং জীবন কেবলই অস্তিত্বহীন হয়ে দাঁড়াত না? এমন অবস্থায় অপর কোনো পরিণতির কথা তুমি ভাবতে পার? কেননা, একটি জীবন যদি অপর একটি জীবন থেকে জাত হয় এবং উভয়ের পরিণতি যদি প্রত্যাবর্তনহীন মৃত্যু হয় তা হলে বিশ্বের সব কিছুই কি মৃত্যুর কবলে লুপ্ত হয়ে যায় না?

[* এণ্ডিমিয়নের উপাখ্যানটি এইরূপ : এলিস-রাজ এণ্ডিমিয়ন ছিলেন অতীব সুন্দর এক তরুণ। লটমাস পর্বতের কেরিয়ান বন্দরে যখন তিনি একবার নিদ্রামগ্ন ছিলেন তখন সুকুমারী চন্দ্র সেলিনি নেমে এসে তাকে চুম্বন করলেন এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর একবার জাগরিত হয়েই পর্বত বন্দরে এলিস রাজ এণ্ডিমিয়ন পুনরায় এক স্বপ্নবিহীন অনন্ত সুখনিদ্রায় ডুবে গেলেন। এ নিদ্রা থেকে আর তার জাগরণ ঘটল না। সম্ভবত উপাখ্যানটির তাৎপর্য এই যে, চন্দ্রের সঙ্গে যার মিলন ঘটে তার পরিণতি এরূপই হয়।]

সিবিস বললেন : সক্রেটিস, তোমার যুক্তিকে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। বস্তুত তোমার যুক্তি আমার নিকট সম্পূর্ণরূপেই যথার্থ বোধ হচ্ছে।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ সিবিস, এ যুক্তি যথার্থ হতে বাধ্য। কাজেই আলোচনার শুরুতে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞাকে আমরা স্বীকার করেছি তারা যুক্তিসহ প্রতিজ্ঞা। সে স্বীকৃতিতে আমরা ভ্রান্ত হই নি। বস্তুত আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ‘পুনর্জীবন’ বা ‘পুনর্জন্ম’ বলে একটা সত্যের অস্তিত্ব রয়েছে। আমি পূর্বেই বলেছি, মৃত থেকেই জীবিতের জন্ম এবং মৃতের আত্মা অস্তিত্বহীন নয় মৃতের আত্মা আপন অস্তিত্ব নিয়ে অবশ্যই

অবস্থান করে এবং যে আত্মা সৎ সে-আত্মার আবাসস্থানও মহৎ; অসৎ আত্মার চেয়ে তার ভাগ্য অবশ্যই উত্তম।

সক্রেটিসের যুক্তির সঙ্গে একমত হয়ে সিবিস বললেন : সক্রেটিস এই প্রসঙ্গে জ্ঞান সম্পর্কেও তোমার প্রিয় তত্ত্বটির কথা আমাদের মনে পড়ছে। জ্ঞানের ব্যাপারেও তুমি বলেছ যে, জ্ঞান আর কিছুই নয়, কেবল বিস্মৃতকে স্মরণ করা। তোমার একথা যদি সত্য হয়, তা হলে এখানেও আমরা সেই জ্ঞানকেই স্মরণ করি যে-জ্ঞান আমরা ইতঃপূর্বে নিজেদের মধ্যে লাভ করেছি। কিন্তু মানুষের মধ্যে আত্মার আগমনের পূর্বে যদি সে কোথাও অস্তিত্বশীল হয়ে অবস্থান না করত তা হলে আমাদের পক্ষে বর্তমানের স্মৃতি জ্ঞানকে পূর্বে অর্জন করা সম্ভব হতো না। কাজেই এটিও তোমার আত্মার অমরতা রূপ তত্ত্বেরই আর একটি প্রমাণ।

এই সময়ে সিমিয়াস বাধা দিয়ে বললেন। কিন্তু সিবিস, স্মৃতির তত্ত্বটি আমি এই মুহূর্তে খুব নিশ্চিতরূপে স্মরণ করতে পারছিনে। স্মৃতির তত্ত্বের পক্ষে কী কী প্রমাণ উপস্থিত করা যেতে পারে সেটি আমাকে একটু বুঝিয়ে বল।

সিসি জবাব দিলেন : এর একটি উত্তম প্রমাণ হচ্ছে, আমাদের পক্ষে কেনো প্রশ্নের উত্তর দানের ক্ষমতা। কেননা, তুমি যখন কাউকে কোনো প্রশ্ন সঠিকভাবে জিজ্ঞাসা কর তখন সেও তার উত্তরটি দিতে সক্ষম হয়। জবাব দানের মতো জ্ঞান ও যুক্তি যদি তার নিজের মধ্যে পূর্ব থেকেই না থাকত, তা হলে তার পক্ষে এই জবাব দান কি করে সম্ভব হতো? এ বিষয়ে স্পষ্টতম প্রমাণ পাওয়া যাবে যখন তুমি তাকে অঙ্কের কোনো একটি নকশা কিংবা ঐরূপ কোনো চিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করবে।

এই সময়ে সক্রেটিস বলে উঠলেন : সিমিয়াস, তুমি যদি এ মতটি সম্পর্কে এখনও সন্দেহপূর্ণ থাক, তা হলে আশা করি তুমি আমার সঙ্গে বিষয়টিকে আর এক কোণ থেকে আলোচনা করতে সম্মত হবে। কিন্তু তুমি কি যথার্থই স্মৃতির তত্ত্ব সম্পর্কে এখনও সন্দেহপরায়ণ?

এ বিষয়ে আমি সন্দেহপরায়ণ, এমন কথা আমি বলছিনে। আমি শুধু স্মৃতির এই তত্ত্বটিকে নিজের স্মৃতির পথে জাগরূক করে তুলতে চাই। বস্তুত সিবিসের ব্যাখ্যা শুনে ইতোমধ্যেই বিষয়টি আমার স্মরণ হচ্ছে এবং আমি এর যুক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠছি। তা সত্ত্বেও, সক্রেটিস, তুমি এই মুহূর্তে যা বলতে শুরু করেছিলে তা আমি অবশ্যই শুনতে চাচ্ছি।

সক্রেটিস বললেন : আমার মনে হচ্ছে আমি এই বলতে চাচ্ছিলাম যে, মানুষ যখন কিছু স্মরণ করে তখন সে তাকে স্মরণ করতে পারে এজন্যই যে, স্মৃত বিষয়টিকে সে ইতঃপূর্বে অবশ্যই জেনেছে।

একথা খুবই সত্য।

বেশ! কিন্তু এই জ্ঞান বা স্মৃতির সঠিক চরিত্রটি কী? আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোনো মানুষ যখন কোনো একটি বিষয়কে দেখে, বিষয়ের কথা শ্রবণ করে কিংবা তাকে প্রত্যক্ষ করে তখন কি সে শুধু সেই বিষয়টির জ্ঞানই আহরণ করে কিংবা সে এমন জ্ঞানও আহরণ করে যার বিষয়বস্তু তার আশু লক্ষ্য নয় এবং যখন সে তাকে আবার স্মরণ করে তখন শুধু পূর্বদৃষ্ট বস্তুকেই স্মরণ করে না বরঞ্চ স্মরণ করে সেই বিষয় প্রসঙ্গে আহৃত সমগ্র জ্ঞানকেই?

তোমার একথার কী অর্থ সক্রেটিস?

আমার কথার অর্থটিকে আমি নিম্ন দৃষ্টান্তটি মারফতই বরং ব্যাখ্যা করে বলছি : ধর, একটি বীণার জ্ঞান। বীণার জ্ঞান এবং বীণাবাদক সম্পর্কে জ্ঞান নিশ্চয়ই এক নয়?

ঠিকই।

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রেমিক যখন প্রেমাস্পদের বীণাটিকে, কিংবা তার পরিচ্ছদকে–অথবা তার অপর কোনো ব্যবহৃত অঙ্গভূষণকে দর্শন করে তখন তার মনের অনুভূতিটি কী প্রকারের? প্রেমিক কি প্রেমাস্পদের বীণাটিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বীণার মালিক তরুণ প্রেমাস্পদের একটি মূর্তিও স্মরণ করে না? সে অবশ্যই তাই করে। আর তার এরূপ করাকেই আমরা স্মরণ করা বলি। অনুরূপভাবে কেউ সিমিয়াসকে দেখে সিবিসকে স্মরণ করতে পারে। এরূপ দৃষ্টান্ত সংখ্যাহীনভাবেই উল্লেখ করা চলে। নয় কি?

সিমিয়াস বললেন : হ্যাঁ এরূপ দৃষ্টান্ত তো সংখ্যাহীনই বটে। আর স্মরণ করার ব্যাপারটি হচ্ছে সময়ের ব্যবধানে কিংবা অমনোযোগের ফলে আমরা যে বিষয়কে বিস্মৃত হই তাকেই বিস্মৃতির মধ্য থেকে পুনরুদ্ধার করে স্মৃতির পর্দায় প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া। একথা কি সত্য নয়?

হ্যাঁ, তোমার একথা অবশ্যই সত্য।

বেশ! তা হলে এ বিষয়টিকে আমরা বুঝলাম যে, একটি অশ্বের চিত্র দেখে কিংবা একটি বীণা দর্শন করে আমরা একটি মানুষকে স্মরণ করতে পারি–সিমিয়াসের চিত্র দেখেও আমরা সিবিসকে স্মরণ করতে পারি।

হ্যাঁ, একথা যথার্থ।

এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে স্মৃতির সঙ্গে দৃষ্ট। বস্তুর সাদৃশ্য কিংবা বৈসাদৃশ্যে দুই-ই থাকতে পারে। নয় কি?

তা থাকতে পারে।

কিন্তু সাদৃশ্য থেকেই যদি স্মৃতি বস্তুকে স্মরণ করা হয়ে থাকে তা হলে আর একটি প্রশ্নের বিবেচনা প্রয়োজন। তেমন ক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে স্মৃত বস্তুর সঙ্গে এই সাদৃশ্য কি পরিপূর্ণ কিংবা অপরিপূর্ণ সাদৃশ্য?

হ্যাঁ, এ প্রশ্নটি স্বাভাবিক।

এতদূর যখন অগ্রসর হয়েছি তখন এস, আর এক কদম আমরা অগ্রসর হই। আমরা কি এমন একটি সমতার কথা ভাবতে পারি, যে সমতা শুধু একটি কাষ্ঠ কিংবা প্রস্তর খণ্ডের সঙ্গে অপর একটি কাষ্ঠ কিংবা প্রস্তরখণ্ডেরই সমতা নয়–বরঞ্চ যে সমতা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সমতা বা চরম সমতা? এরূপ একটি সমতার অস্তিত্ব কি আমরা ঘোষণা করতে পারি?

হ্যাঁ, জোরের সঙ্গেই এরূপ অস্তিত্বের কথা আমরা ঘোষণা করতে পারি।

কিন্তু এই চরম সত্তার প্রকৃত চরিত্রকে কি আমরা জানি?

অবশ্যই।

বেশ! কিন্তু কোথা থেকে আমরা আমাদের এ চরম সমতার জ্ঞান লাভ করি? এ জ্ঞানও কি আমরা দুটি কাষ্ঠখণ্ড কিংবা দুটি প্রস্তরখণ্ডের সমতা থেকেই লাভ করিনে? প্রকৃতপক্ষে বস্তুসমূহের মধ্যে সমতা দর্শন করেই তো আমরা এমন এক সমতার ধারণা তৈরি করি, যে-সমতা বস্তুর বিশেষ সমতা থেকে পৃথক। বিশেষ সমতা আর চরম সমতার মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে, একথা নিশ্চয় তুমি স্বীকার করবে। অন্যদিক থেকেও বিষয়টিকে দেখতে পার। যেমন : দুটি কাষ্ঠখণ্ড কিংবা প্রস্তরখণ্ড কি কোনো সময়ে তোমার নিকট সমান আবার কোনো সময়ে অসমান বলে বোধ হয় না?

তা অবশ্যই হয়। কিন্তু প্রকৃত সমতা কি কোনো সময়ে অসমতা হতে পারে? কিংবা সমতা এবং অসমতা উভয়েই কি এক হতে পারে?

না, সক্রেটিস, তা হতে পারে না।

তথাপি দেখ, প্রকৃত সমতা থেকে পৃথক এরূপ সমতার মাধ্যমেই তুমি প্রকৃত সমতাটির ধারণা তৈরি করেছ।

হ্যাঁ, তোমার একথা খুবই সত্য।

আর এ সমতার সঙ্গে অপর সাধারণ সমতার সাদৃশ্য থাকতে পারে, আবার তাদের মধ্যে সাদৃশ্য নাও থাকতে পারে। তাই নয় কি?

তাই বটে।

কিন্তু তাতে আমাদের সিদ্ধান্তের কোনো হেরফের ঘটে না। কেননা, কোনো বস্তু দর্শন করে যদি অপর কোনো বস্তুকে আমরা স্মরণ করি তা হলেই আমাদের এ কার্যটি স্মরণ করা বলে গণ্য হবে : মৃত বস্তুটি দৃষ্ট বস্তুর সদৃশ কিংবা বিসদৃশ যাই হোক না কেন?

খুবই যথার্থ। বেশ। কিন্তু দুটি বস্তুর কিংবা কাষ্ঠখণ্ডের যে সমতা-অর্থাৎ বস্তুসমূহের মধ্যকার যে সমতা সে সম্পর্কে আমরা কি সিদ্ধান্ত করব? এ সমস্ত বস্তুর মধ্যকার সমতা আর চরম সমতা–এ উভয় সমতার অর্থ কি এক? অর্থাৎ চরম সমতা যে-অর্থে সমতা সেই অর্থেই কি সাধারণ বস্তুসমূহ সমান? অথবা আমাদের সিদ্ধান্ত হয়ে যে, সাধারণ সমতা চরম সমতার ন্যায় পরিপূর্ণ সমতা নয়? সাধারণ সমতা কি পরিপূর্ণ সমতা থেকে কোনো অংশে নূন?

হ্যাঁ, অনেকাংশেই সে চরম পরিপূর্ণ সমতা থেকে নন।

কিন্তু তা হলেও কি আমাদের স্বীকার করতে হয় না যে, আমি যখন বুঝি যে আমার দৃষ্ট বস্তুটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে অপর একটি বস্তুর এবং এই অপর বস্তুটির সঙ্গে আমার দৃষ্ট বস্তুটির হুবহু মিল নেই-অর্থাৎ আমার দৃষ্ট বস্তু এবং মৃত বস্তু দুটি এক নয়–বরঞ্চ দৃষ্ট বস্তু স্মৃত বস্তুর চেয়ে সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে অনেক পরিমাণে নূন তখন আমার এ বিচারের ভিত্তিমূলে রয়েছে সেই মূল বস্তুরই পূর্বজ্ঞান, আর সেই জ্ঞান থেকেই আমি বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে আমার দৃষ্ট বস্তু আর স্মৃত বস্তু এক নয়।

অবশ্যই আমাদের একথা স্বীকার করতে হয়।

সাধারণ সমতা এবং চরম সমতার ক্ষেত্রেও আমাদের এ ব্যাপারটিই ঘটেছে।

একথা ঠিক।

তাই আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, বস্তু সাধারণ সমতা প্রত্যক্ষ করার পূর্বেই চরম সমতার জ্ঞান আমরা লাভ করেছি–এবং সেজন্যেই বস্তুসমূহের আপাত সমতা দেখে বুঝতে পারছি যে এই সমতাসমূহ চরম সমতা চেয়ে ন্যূন বটে, তবু এরা চরম সমতাকে লাভ করার প্রচেষ্টারই প্রকাশ।

একথা অবশ্যই সত্য।

আবার একথাও আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, চরম সমতাকে আমাদের চক্ষু কর্ণ ত্বক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারিকেননা তাকে জানার অপর কোনো মাধ্যম আমাদের নেই; আর মাধ্যমের ব্যাপারে এদের মধ্যে তারতম্যেরও কিছু নেই। বস্তুত জ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে সব ইন্দ্রিয়ই এক।

হ্যাঁ, সক্রেটিস! যুক্তির দিক থেকে একটি থেকে অপরটির কোনো তারতম্য নেই।

তা হলে ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমেই আমরা এই জ্ঞান লাভ করি যে, সকল বস্তুই তাদের মধ্যকার সমতার ন্যূনতা নিয়েও একটি চরম পরিপূর্ণ সমতাকে লাভ করার চেষ্টা করে–নয় কি?

হ্যাঁ, তাই করে।

তার অর্থ হচ্ছে এই যে, আমাদের দর্শন, শ্রবণ, বা অপর যে-কোনো অনুভবেরও পূর্বে আমাদের চরম সমতার একটি জ্ঞান অবশ্যই ছিল। তা না হলে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত সমতাসমূহকে চরম সমতার তুলনায় নুযন বলার ক্ষমতা আমাদের থাকত না–এবং আমরা বলতে পারতাম না যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমতাসমূহ চরম সমতাকে লাভ করারই কামনা করে। আমাদের পূর্ব স্বীকৃতিসমূহের উপর ভিত্তি করে এ ছাড়া অপর কোনো সিদ্ধান্তই আমরা গ্রহণ করতে পারিনে।

বেশ! কিন্তু আমাদের দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে আমরা কখন লাভ করেছি–এবং কখন থেকে আমরা তাদের ব্যবহার করতে শুরু করেছি? সে কি আমাদের জন্ম মুহূর্ত থেকেই নয়?

অবশ্যই।

তা হলে সমতার জ্ঞানটি আমাদের আরো পূর্বের অর্জিত। নয় কি?

হ্যাঁ, আরো পূর্বের অর্জিত।

অর্থাৎ আমাদের জন্মের পূর্বে। কি বল?

হ্যাঁ, তাই। আমাদের জন্মের পূর্বেই অর্জিত।

তা হলে, আমরা যদি আমাদের জন্মের পূর্বেই এই জ্ঞানকে লাভ করে থাকি এবং এই জ্ঞান নিয়েই জন্মগ্রহণ করে থাকি তা হলে জন্মমাত্রই আমরা যে শুধু সমতা, অসমতা, আধিক্য, অল্পতা প্রভৃতি ভাবগুলোকে বুঝতে পারি তাই নয়–সৌন্দর্য, শুভ, ন্যায়, পবিত্রতা–অর্থাৎ প্রশ্নোত্তরের দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা সে-সমস্ত ভাবকেও আমরা অনুরূপভাবে জন্মমাত্র এবং জন্মের পূর্ব থেকেই জানতে পারি। অর্থাৎ এরূপ সমস্ত ভাব সম্পর্কেই আমরা বলতে পারি যে, এদের সম্পর্কে জ্ঞান আমরা আমাদের জন্মের পূর্বেই লাভ করেছি। কি বল, একথা আমরা কি বলতে পারিনে?

তা আমরা বলতে পারি।

কিন্তু ধর, যে-জ্ঞান আমরা জন্মের পূর্বে লাভ করেছি সে জ্ঞান আর বিস্মৃত হলাম; তা হলে সে জ্ঞান তো আমাদের সমগ্র জীবনকালই অক্ষয় হয়ে থাকবে। কেননা, কোনো বস্তুকে জানার অর্থ হচ্ছে সে সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা এবং আহৃত জ্ঞানকে সঞ্চিত করে রাখা। কিন্তু বিস্মৃত জ্ঞানকে আমরা নিশ্চয়ই হৃত জ্ঞান বলে আখ্যায়িত করব। কি বল সিমিয়াস?

হ্যাঁ, আমরা অবশ্য তাই করব।

আবার এমন যদি হয় যে জন্ম-পূর্বে অর্জিত জ্ঞান আমরা জন্মের সময়ে বিস্মৃত হয়ে যাই–কিন্তু পরবর্তী কালে আমাদের ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে আমরা সে বিস্মৃত জ্ঞানকে পুনরায় স্মরণ করি–তা হলে জ্ঞানলাভের এই প্রক্রিয়াটি কি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের স্বাভাবিক পুনরুদ্ধার বলে বিবেচিত হবে না এবং একে আমরা স্মৃতি-চয়ন বলে আখ্যায়িত করব না?

অবশ্যই আমরা তাই করব।

তা হলে এ পর্যন্ত একথা আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝলাম যে দর্শন, শ্রবণ কিংবা অপর কোনো ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যখন আমরা কিছু প্রত্যক্ষ করি তখন সেই প্রত্যক্ষীকৃত কিংবা দৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমে অপর এমন বস্তুর ধারণাও আমরা করতে পারি যে-বস্তুর সঙ্গে আমাদের দৃষ্ট বস্তুর মিল কিংবা অমিল রয়েছে এবং যাকে আমরা ইতঃপূর্বে বিস্মৃত হয়েছিলাম। আমি পূর্বেই বলেছি, এই অবস্থায় জ্ঞান সম্পর্কে দুটি বিকল্প আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়–যথা, হয় জন্মমুহূর্তেও আমাদের এই জ্ঞান ছিল এবং সমগ্র জীবন ধরেই আমরা জন্মের পূর্বে অর্জিত এই জ্ঞানে জ্ঞানী হতে থাকি; নতুবা জন্মের পরে যারা জ্ঞান অর্জন করে তারা কেবল জন্মপূর্বের জ্ঞানকেই স্মরণ করে এবং জ্ঞান বলতে আমরা এই স্মৃতি-চয়নকেই বুঝি।

সক্রেটিস, তোমার একথা খুবই যথার্থ।

কিন্তু এই দুটি বিকল্পের মধ্যে কোনটিকে তুমি গ্রহণ করবে? তুমি কি বলবে যে, জন্মের সময়েই আমাদের মধ্যে জ্ঞান বিরাজ করে? অথবা তুমি বলবে যে, জ্ঞান বলতে জন্মের পূর্বে আমরা যা জেনেছি তাকে জীবনকালের বিভিন্ন স্মরণ করাকেই বুঝি? কোনটিকে তুমি অধিকতর গ্রহণীয় মনে করবে?

সক্রেটিস, এ সম্পর্কে এই মুহূর্তে আমি নির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে পারছিনে।

তা হলেও তুমি নিশ্চয় বলতে পার যে, যার জ্ঞান আছে সে তার সেই জ্ঞানের হিসাব কিংবা বর্ণনা দিতে সক্ষম কিনা? কি বল, সে কি এরূপ হিসাবদানে সক্ষম?

হ্যাঁ, অবশ্যই সে এইরূপে হিসাবদানে সক্ষম।

বেশ! কিন্তু তুমি কি মনে কর প্রত্যেক মানুষই এরূপ হিসাবদানে সক্ষম?

সব মানুষই এরূপ হিসাবদানে সক্ষম হলে সবচেয়ে উত্তম ব্যাপারই হতো। কিন্তু আমার মনের আশঙ্কা হচ্ছে, আগামী কাল ঠিক এই মুহূর্তটিতে আর এমন একজনকে আমরা এ জগতে দেখতে পাবো না যে এই জ্ঞানের যথাযথ হিসাবদানে সক্ষম।

তা হলে তুমি বলতে চাচ্ছ যে, সব মানুষের পক্ষেই আমাদের আলোচিত বিষয়সমূহকে জানা কিংবা তার জ্ঞান রাখা সম্ভব নয়?

না; তা সম্ভব নয়।

অর্থাৎ তাদের পক্ষে যা সম্ভব সে হচ্ছে, যে-জ্ঞান তারা ইতঃপূর্বে লাভ করেছে তাকেই ক্রমান্বয়ে স্মরণ করা?

হ্যাঁ, তাই।

কিন্তু আমাদের মন এই জ্ঞানকে কখন অর্জন করেছে? নিশ্চয়ই আমরা মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করার পরে নয়।

তার মানে জন্মের পূর্বে এই জ্ঞানকে সে অর্জন করেছে?

অবশ্যই তাই।

সিমিয়াস, তাই যদি হয় তা হলে আমাদের সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, আমাদের আত্মা মানুষের মধ্যে দেহ ধারণ করার পূর্বেও অস্তিত্বময় ছিল এবং দেহহীন সে অবস্থাতে সে জ্ঞান পূর্ণও ছিল। তোমার কি মনে হয়?

জ্ঞান জন্মমুহূর্তটিতে আত্মায় এসে ভর করে–এরূপ কথা যদি আমরা বলতে না চাই তা হলে তুমি যেরূপ বলেছ সেরূপ সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে অপর কোনো সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করতে পারিনে, সক্রেটিস। কেননা, জন্মের পূর্বে আত্মার জ্ঞানলাভ হয়েছে–একথার একমাত্র বিকল্প হচ্ছে জন্মের মুহূর্তটিতে জ্ঞান এসে আত্মায় ভর করেছে।

কিন্তু জ্ঞান লাভ করার বিষয়টি যদি এরূপ হয় তা হলেও প্রশ্ন থাকে যে, এ জ্ঞানকে আমরা বিস্মৃত হই কখন? কেননা আমরা দেখেছি বিস্মৃত জ্ঞানকে স্মরণ করাই জ্ঞান। যখন আমরা জন্মগ্রহণ করি তখন যে পূর্বলব্ধজ্ঞান আমাদের মধ্যে থাকে না সেটি আমরা স্থির করেছি। তা হলে কখন আমরা লব্ধজ্ঞানকে বিস্মৃত হই? সে কি জ্ঞান লাভ করার সময়টিতে, না অপর কোনো সময়ে?

সক্রেটিস, এবার আমি বুঝতে পেরেছি আসলে এর পূর্বে অচেতনভাবে আমি যা বলেছি তা যুক্তিসঙ্গত নয়,–তা অর্থহীন।

তা হলে একথা কি আমরা বলতে পারিনে যে, যখন পরম সুন্দর, পরম মঙ্গল এবং পরম সত্তা রূপ একটা অস্তিত্ব আমাদের অনিত্য জীবনকে অতিক্রম করে পূর্ব থেকে বিরাজমান রয়েছে এবং আমাদের সব অনুভূত ধারণার মূল্য আমরা এই নিত্যকালের অস্তিত্বের সঙ্গে তুলনা করেই নির্ধারণ করি তখন

আমাদের আত্মারও অনুরূপ দেহপূর্ব নিত্যকালের একটি অস্তিত্ব রয়েছে? অর্থাৎ দেহের অস্তিত্বের পূর্ব থেকেই আত্মার অস্তিত্ব বিরাজমান? আমাদের একথা সত্য না হলে সমস্ত যুক্তিটিই অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। আবার আত্মা যেমন পূর্ব থেকে অস্তিত্বময়–তেমনি অস্তিতৃময় হচ্ছে পরম সুন্দর, পরম মঙ্গলরূপ ভাবসমূহ। এ দুটি অস্তিত্বই এত সম্পর্কিত যে আত্মার অস্তিত্ব ব্যতীত যেমন এই সমস্ত ভাবের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তেমনি কল্পনা করা চলে না এই সমস্ত পরম ভাবের অস্তিত্ব ব্যতীত আত্মার অস্তিত্বকে।

সক্রেটিস, এবার আর আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, এদের একটির অস্তিত্ব অপরটির জন্য অপরিহার্য। আমি বুঝতে পারছি, আমাদের যুক্তির ফলও এই দাঁড়ায় যে, আমাদের জন্মের পূর্বে আত্মার অস্তিত্বকে পরম সত্তার অস্তিত্ব থেকে পৃথক করা চলে না। কেননা এবার আমি বুঝতে পারছি, পরম সুন্দর, পরম মঙ্গল প্রভৃতি পরম সত্তার ন্যায় বাস্তব অস্তিত্বময় সত্তা আর কিছুই নয়। এ সম্পর্কে তোমার প্রদত্ত প্রমাণ খুবই যথার্থ। আমি নিজে সে প্রমাণে সন্তুষ্ট।

বেশ! কিন্তু সিবিসও কি তোমার ন্যায় সন্তুষ্ট হতে পেরেছেন? তা না হলে তাকেও তো আমায় ভালো করে বুঝতে হবে এবং বুঝিয়ে তার প্রত্যয় আমাকে সৃষ্টি করতে হবে।

সিমিয়াস বললেন, সিবিস অবশ্য একজন অতিশয় অবিশ্বাসী ব্যক্তি। তা হলেও আমার মনে হয় তোমার যুক্তি শুনে সিবিসও নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে জন্মের পূর্বেও আমাদের আত্মার অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু অনুরূপভাবে মৃত্যুর পরেও যে আত্মা অস্তিত্বময় থাকবে–এ কথাটির উপর আমি নিজে এখনও পুরাপুরি বিশ্বাস আনতে পারছিনে। বস্তুত, এ সিদ্ধান্তটি এখন পর্যন্ত উপযুক্তরূপে প্রমাণিত হয় নি বলেই আমি মনে করি। সিবিস এ সম্পর্কে সাধারণের কথা উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের মনে যে ধারণাটি রয়েছে তাকে আমি নিজের মন থেকে ভিত্তিহীন বলে দূর করে দিতে পারছিনে। সাধারণের মধ্যে এরূপ একটি ধারণা রয়েছে যে, মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মাও শূন্যে মিলিয়ে যায় এবং এই মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও হয়তো অবলোপ ঘটে। এ ধারণাটি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কেননা যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, আত্মার জন্ম হয়েছে আমাদের জন্মের পূর্বে এবং অপর কোনো জগতে; সে সৃষ্ট হয়েছে ভিন্নতর উপাদানে; এবং মানবদেহে প্রবেশের পূর্বেও সে বিরাজমান ছিল, তা হলেও একথা বুঝা যাচ্ছে না, কেন সেই প্রবেশালাভের পরে আবার দেহের মৃত্যুতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সেও লয়প্রাপ্ত হয়ে যেতে পারে না?

এবার সিবিস বলে উঠলেন : সিমিয়াস, তোমার কথা যথার্থ। বস্তুত, প্রয়োজনের অর্ধভাগই মাত্র প্রমাণিত হয়েছে বলা চলে। একথা আমরা বুঝলাম যে আমাদের জন্মের পূর্বেও আত্মা অস্তিত্বময় ছিল। কিন্তু জন্মের পূর্বের ন্যায় সে যে আমাদের মৃত্যুর পরেও আপন অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করতে থাকবে–এটি হচ্ছে আমাদের প্রতিপাদ্যের অপর ভাগ। এটির প্রমাণ আবশ্যক। কেন এটি এখনও প্রমাণিত হয় নি। এই প্রমাণ যখন দেওয়া হবে তখন সমগ্র প্রতিপাদ্যটিই প্রমাণিত হয়ে যাবে।

একথায় সক্রেটিস জবাব দিলেন : কিন্তু প্রিয় সিমিয়াস এবং সিবিস। এ প্রমাণও তো দেওয়া হয়েছে। বর্তমান যুক্তির সঙ্গে যদি তোমরা আমাদের পূর্বের যুক্তিটি একত্র কর তা হলে প্রতিপাদ্যের শেষাংশও প্রমাণিত হয়েছে বলেই দেখতে পাবে। পূর্বের যুক্তিতে আমরা বলেছি, সব জীবিতদের জন্মই হচ্ছে মৃত থেকে। কাজেই আত্মা যখন জন্মের পূর্বেও বিরাজ করে এবং জাত হওয়ার কালে সে কেবল মৃত থেকেই জাত হয় এবং যখন তাকে দেহের মৃত্যুর পরে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়, তখন এ তো স্বাভাবিক যে, দেহের মৃত্যুর পরেও সে অবশ্যই অস্তিত্বময় থাকে। সুতরাং তোমরা যে প্রমাণ চাচ্ছ সে প্রমাণ ইতোমধ্যে প্রদত্ত হয়েছে। তথাপি আমার মনে হচ্ছে তুমি এবং সিমিয়াস যুক্তিটি নিয়ে আরো খানিকদূর অগ্রসর হওয়া পছন্দ কর। কেননা, আমি বুঝতে পারছি, তোমাদের মনে একটি শিশুসুলভ আশঙ্কা জেগে উঠছে যে, আত্মা যখন দেহ পরিত্যাগ করে যায় তখন তার যাত্রাপথে একটা দমকা হাওয়া কি তাকে ছিন্নভিন্ন করে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে পারে না; বিশেষ করে শান্ত আকাশের নিচে না হয়ে ভীষণ এক ঝঞ্ঝার মধ্যেই যদি আত্মার এই যাত্রা শুরু হয়, তা হলে তার লয় পাওয়ার আশঙ্কা কি সমূহ নয়?

সক্রেটিসের কথা শুনে সিবিস হেসে বললেন : বেশ তাই যদি হয় সক্রেটিস, তা হলে তোমাকে সেই ভয় অবশ্যই যুক্তি দ্বারা দূর করে দিতে হবে। সঠিকভাবে বলতে গেলে এই ভয় আমাদের ভয় নয়; বরঞ্চ আমাদের সবার মধ্যে যে একট শিশু লুকিয়ে রয়েছে–এ ভয় হচ্ছে তারই ভয়। মৃত্যু তার কাছে ভূতবিশেষ। আমাদের উচিত এই শিশুকেও অভয় দেওয়া যে, মৃত্যুর অন্ধকারে তার ভয়ের কিছু নেই।

সক্রেটিস বললেন : তা হলে সে শিশুর উপরে তোমরা প্রতিদিন জাদু কর বা বিমোহকের অভয় কণ্ঠ প্রয়োগ করতে থাক যতদিন না সে ভয়-বিমুক্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু সক্রেটিস তুমি যখন আজ চলে যাবে, তখন আমাদের মনের শঙ্কা ও ভয়কে দূর করে দিতে পারবে এমন জাদুকর আমরা কোথায় পাব?

তা কেন বলছ সিবিস? গ্রিসের আয়তন ক্ষুদ্র নয়। উত্তম লোকেরও এখানে অভাব নেই। অ-গ্রিক জাতিও রয়েছে প্রচুর। নিকটে কিংবা দূরে সর্বত্র তোমরা তোমাদের অভিপ্রেত মানুষকে অন্বেষণ কর। অর্থ কিংবা ক্লেশের চিন্তা যেন এ অন্বেষণকে বিঘ্নিত না করে। কেননা তোমাদের অর্থকে ব্যয় করার মহত্তর অপর কোনো পথ তোমরা পাবে না। আর শুধু বাইরে নয়, তোমাদের নিজেদের মধ্যেও সেই অভিপ্রেত পুরুষকে তোমরা খুঁজে দেখতে দ্বিধা কর না কেননা এখানে তোমাদের চাইতে উত্তম অনুসন্ধানী আর কে হতে পারে?

সিবিস বললেন : তোমার আদেশ শিরোধার্য। এ অন্বেষণ আমরা অবশ্যই করব। কিন্তু যুক্তির যে-স্থলে আমরা কথান্তরে চলে গিয়েছিলাম এবার সেখান থেকে পুনরায় শুরু করা যাক।

সক্রেটিস বললেন : অবশ্যই। এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আমার নিকট আর কি হতে পারে?

এবার তা হলে শুরু করা যাক।

সক্রেটিস বললেন : কিন্তু শুরুতে আবার কি আমাদের বিবেচনা করে দেখা উচিত নয় যে, দমকা হাওয়ায় যার ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমরা ভীত সে বস্তুটি সঠিকভাবে কী? আর যে বস্তুটি সম্পর্কে আমরা ভীত নই সে বস্তুটিই বা কী? এর পরেই আমরা বিচার করে দেখতে পারব যে, ছিন্নভিন্ন হয় যে বস্তু সে আদৌ আত্মা কিনা। এ সমস্ত প্রশ্নের জবাবের উপর আত্মা সম্পর্কে যে ভয় আমরা পোষণ করি সে ভয় বিদূরিত হওয়ার বিষয়টিও নির্ভর করবে।

একথা ঠিক।

.

একটি মিশ্র দ্রব্য বা মিশ্রণের মারফত যার সৃষ্টি তার কথা ধরা যাক। এরূপ মিশ্র দ্রব্য তার স্বভাবগত কারণেই যেমন মিশ্রণযোগ্য তেমনি সে বিভাজুন কিংবা দ্রবণযোগ্যও। কিন্তু যে দ্রব্য অমিশ্র বা অযৌগিক সে দ্রব্যের আর দ্রবণ সম্ভব নয়।

হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

সেদিক থেকেই অমিশ্র দ্রব্যকে সর্বদা পরিবর্তনহীন এবং মিশ্র দ্রব্যকে সর্বদাই পরিবর্তমান বলে বিবেচনা করা যেতে পারে-অর্থাৎ অমিশ্র দ্রব্য সর্বদাই এক এবং অভিন্ন, কিন্তু মিশ্র দ্রব্য কোনো সময়েই এক কিংবা অভিন্ন নয়।

তোমার একথার সঙ্গেও আমি একমত। এবার তা হলে আমাদের পূর্বের আলোচনাতে ফিরে যাওয়া যাক।

আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে : দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা যাকে সত্তা বলেছি, সে সত্তা সমতার সত্তা, সৌন্দর্য কিংবা অপর যে-কোনো অস্তিত্বের হোক না কেন, সে সত্তার কি কখনো পরিবর্তন ঘটে? অর্থাৎ সে কি পরিবর্তনযোগ্য? কিংবা এ সত্তার কখনো, কোনো অবস্থায় কোনো পরিমাণেই পরিবর্তন সম্ভব নয়; এ সত্তা সর্বদাই এক এবং অভিন্ন, সরল এবং স্ব-স্থিত অবস্থায় বিরাজ করছে?

সিবিস জবাব দিলেন : এরূপ সত্তা সর্বদাই এক এবং অভিন্ন, সক্রেটিস।

বেশ। কিন্তু তুমি সুন্দর দ্রব্যসমূহ সম্পর্কে কী বলবে? যেমন মানুষ, অশ্ব, কিংবা অঙ্গভূষণ কিংবা অপর যে-কোনো দ্রব্যকেই ধর না কেন, এদের সবাইকে আমরা সুন্দর কিংবা সমান' আখ্যায় অভিহিত করি। অর্থাৎ একই শব্দ দ্বারা বহুকে আখ্যায়িত করি। তা হলে এসব দ্রব্যও কি সর্বদাই অভিন্ন এবং পরিবর্তনহীন। অথবা তাদের সম্পর্কে একথা বলাই ঠিক নয় যে, তারা কদাচিৎই এক এবং অভিন্ন। বরঞ্চ সর্বদাই তার নিজ সত্তার সঙ্গে আপন চরিত্রের পরিবর্তন সাধন করে চলেছে?

তোমার দ্বিতীয় উক্তিই যথার্থ সক্রেটিস। তারা অবশ্যই নিয়ত পরিবর্তমান সত্তা।

আর এই সত্তাসমূহের বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; তুমি তাদের স্পর্শ করতে পার, দর্শন করতে পার কিংবা অনুভব করতে পার। কিন্তু যে সত্তা অপরিবর্তনীয় তাকে তুমি শুধু মননের উপলব্ধি করতে পার; কেননা তারা শুধু অপরিবর্তনীয় নয়, তারা অদৃশ্যও।

একথা খুবই সত্য।

তা হলে সত্তা বা অস্তিত্বকে আমরা দুই ভাগে অর্থাৎ দৃশ্য এবং অদৃশ্য অস্তিত্ব বলেও আখ্যায়িত করতে পারি। কি বল?

হ্যাঁ, তা আমরা পারি।

আর একটু অগ্রসর হওয়া যাক। আমাদের আপন অস্তিত্বেরও এক ভাগ দেহ এবং অপর ভাগ আত্মা–একথা কি সত্য নয়?

অবশ্যই।

তা হলে দৃশ্য-অদৃশ্যের মধ্যে আমাদের দেহ কার অধিক সগোত্র?

স্পষ্টতই সে দৃশ্যমানেরই সগোত্র। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু আত্মা কি দৃশ্য, না অদৃশ্য?

সক্রেটিস, আত্মা কখনো দৃশ্য হতে পারে না।

দৃশ্য বলতে আমরা আমাদের চোখে দেখা যায় এমন এবং অদৃশ্য বলতে চোখে দেখা যায় না এমন বস্তুকে বুঝাই। নয় কি?

হ্যাঁ, মানুষের চোখে যা দেখা যায় তাকেই দৃশ্য বলে।

তা হলে, আত্মাকে কি চোখে দেখা যায়? কিংবা আত্মাকে চোখে দেখা যায় না?

না, তাকে চোখে-দেখা যায় না?

অর্থাৎ সে অদৃশ্য?

হ্যাঁ, সে অদৃশ্য।

তা হলে আত্মার সঙ্গে অধিক সাদৃশ্য অদৃশ্যের; অপরদিকে দেহের অধিক সাদৃশ্য দৃশ্যের সঙ্গে। নয় কি?

এই সিদ্ধান্তকে অনিবার্যভাবেই আমাদের গ্রহণ করতে হয়, সক্রেটিস।

কিন্তু আমরা কি অনেক পূর্ব থেকেই বলে আসি নি যে, আত্মা জ্ঞানের উপলব্ধির জন্য যখন দেহকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে অর্থাৎ সে যখন জ্ঞানের জন্য দেহের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ করে তখন সে নিজেও পরিবর্তনের রাজ্যে নেমে যেতে বাধ্য হয়? কেননা দেহের মাধ্যমে উপলব্ধির অর্থই হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি। এই পরিবর্তনের রাজ্যে সে লক্ষ্যহীন হয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়; বিশ্বজগৎ তার চারদিক বন বন করে আবর্তিত হতে থাকে; পরিবর্তনের স্পর্শে আত্মা তখন সুরাপায়ীর ন্যায়ই মত্ত। আমার এ বর্ণনা কি সত্য নয়?

খুবই সত্য, সক্রেটিস।

কিন্তু আত্মা যখন নিজের মধ্যে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে তখন সে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হয়ে যায়। আমার এই সময়েই সে অমরতা, নিত্যতা, অপরিবর্তনীয়তা, বিশুদ্ধতা প্রভৃতি সব কিছুর আধার পরলোকে গমন করে। এ জগই তার আপনার জগৎ; এখনকার নিত্যতা, অপরিবর্তনীয়তা, বিশুদ্ধতাই হচ্ছে তার সগোত্র। এখন থেকে এ জগতেই তার বিঘ্নহীন বাস; এখন আর তার ভ্রান্তি নেই; নিত্যর সঙ্গে মিলনে এখন নিজেও সে নিত্যসত্তা, অপরিবর্তনীয় অস্তিত্ব। আত্মার এই অবস্থাকেই কি আমরা জ্ঞান বলে অভিহিত করিনে?

সক্রেটিস, তোমার একথা সত্য। শুধু সত্য নয়, তুমি কথাটিকে প্রকাশও করেছ খুবই চমৎকারভাবে।

তা হলে আমাদের আগের কথা এবং বর্তমানের যুক্তি থেকে আত্মা কোনো প্রকার অস্তিত্বের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্য বহন করে বলে আমরা অনুমান করতে পারি?

সক্রেটিস, আমার মনে হয় যে, যারা যুক্তির এই ধারাটি লক্ষ করবে তারা এই মতই পোষণ করবে যে অপরিবর্তনীয় অস্তিত্বের সঙ্গেই সর্বাধিক সাদৃশ্য বহন করে। অতি মুখের পক্ষেও একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

আর দেহ পরিবর্তনশীলেরই সাদৃশ্য বহন করে?

হ্যাঁ।

একথা স্বীকৃত হলেও, এস, আমরা বিষয়টিকে আর একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখি : আত্মা এবং দেহ মন যখন পরস্পর সংযুক্ত হয় তখন প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী আত্মা শাসক এবং দেহ শাসিতের ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই নয় কি? কিন্তু এই দুই ভূমিকার মধ্যে কোন ভূমিকাকে তুমি ঐশ্বরিক এবং কোনটিকে মানবিক বলবে? দুয়ের মধ্যে যে স্বাভাবিকভাবে হুকুম করে এবং শাসন করে তার ভূমিকাই অবশ্য তোমার নিকট অধিকতর ঐশ্বরিক এবং যে হুকুম শোনে এবং আজ্ঞা মানে তাকে অধিকতররূপে মানবিক বলে বোধ হবে?

অবশ্যই।

কিন্তু আত্মার সাদৃশ্য কার সঙ্গে?

আত্মার সাদৃশ্য বিধাতার সঙ্গে আর দেহের সাদৃশ্য নশ্বরের সঙ্গে–এ সম্পর্কে আর সন্দেহ কি সক্রেটিস?

তা হলে, সিবিস, এবার চিন্তা করে দেখ, আমরা যা বলেছি তার সিদ্ধান্তই কি এই দাঁড়ায় না যে : আত্মা অবশ্যই ঐশ্বরিক, আত্মা অমর, সে বুদ্ধিময় এবং সংগতিপূর্ণ, সে অ-দ্রাব্য এবং অপরিবর্তনীয়; অপরদিকে দেহ হচ্ছে মানবিক, সে মর এবং মূর্খ, সে। বহুরূপী, সে দ্রাব্য এবং পরিবর্তনীয়। প্রিয় সিবিস, এ সিদ্ধান্তকে কি অস্বীকার করা যায়?

না, একে অস্বীকার করা যায় না।

এ সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় তা হলে দেহের দ্রুত লয় প্রাপ্তির এবং আত্মার আদৌ লয় পাওয়ার সম্ভাবনাই কি অধিক নয়?

অবশ্যই।

তা ছাড়া আবার দেখ : মানুষের মৃত্যুর পর তার দেহ অর্থাৎ মানুষের দৃশ্য অংশ এই জগতেই থেকে যায়; আমরা দেহের এই অবস্থাকে বলি শব। এ শব অবশ্যই পচে যায়, গলে যায়। তবু একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, মৃত্যুমাত্রই দেহ পচে যায় না। পচন ব্যতীত দেহ বেশ কিছুকাল থাকতে পারে। দেহের গঠন দৃঢ় হলে এবং মৌসুম উপযুক্ত হলে দেহ দীর্ঘকালই অবিকৃত থাকতে পারে। আবার মিসরীয়দের

কৌশলে দেহকে সুগন্ধী ঔষধাদি দ্বারা রক্ষা করলে দেহ শুষ্ক হয়ে কিন্তু ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়ে সংখ্যাহীন যুগব্যাপীও থাকতে পারে। এমনকি সাধারণ অবস্থায় ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও অস্থি গ্রন্থি প্রভৃতি দেহের এমন কতকগুলি অংশ আছে যাকে প্রায় অক্ষয় বলা চলে। তুমি কি একথা স্বীকার কর?

হ্যাঁ, আমি একথা স্বীকার করি।

তা হলে এরূপ কি সম্ভব যে, মানুষের যে-আত্মা অদৃশ্য এবং যার গমন হচ্ছে হেডিসের* সেই পবিত্র রাজ্যে, যে-রাজ্যের রাজা নিজে অদৃশ্য, মহৎ এবং পবিত্র, সেই আত্মা মানুষের প্রচলিত ধারণানুসারে দেহ ত্যাগ করে শুভ এবং মঙ্গলের রাজ্যে যাত্রার মুহূর্তেই দমকা হাওয়ায় ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যাবে? প্রিয় সিমিয়াস এবং সিবিস। না, এরূপ কখনো হতে পারে না। এর চেয়ে বরঞ্চ সত্য হচ্ছে এই যে, আত্মা পবিত্র; দেহত্যাগের সময়েও সে পবিত্র : দেহের কোনো কলঙ্ক তাকে মিলন করতে পারে নি, কেননা জীবনকালে দেহের সঙ্গে স্বেচ্ছায় সে কোনো সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় নি; বস্তুত দেহকে সে সর্বদা পরিহার করেই চলতে চেয়েছে; সে চেয়েছে দেহবিমুক্ত হয়ে আপন স্বাধীন অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে : দেহ থেকে এই মুক্তির প্রয়াসকেই সে তার আপনজীবনের সাধনা করেছে। অর্থাৎ আত্মাই দর্শনের যথার্থ অনুসারী হতে পেরেছে এবং এজন্যই সে নিয়ত মৃত্যুর প্রচেষ্টাতে নিরত রয়েছে। কারণ, আমরা তো দেখেছি, মৃত্যুর ধ্যানই হচ্ছে দর্শন।

[* হেডিস : পাতাললোক, যেখানে মৃতের অবস্থান ঘটে। ইলিশিয়াস এবং টারটারাস নিয়ে হেডিসের গঠন।]

অবশ্যই।

এই আত্মা, যে নিজে অদৃশ্য সে দেহত্যাগ করে যাত্রা করে অদৃশ্য অমর এবং অমৃতলোকেরই উদ্দেশে। আর সে রাজ্যে যখন সে উপনীত হয় তখন সে পরম সুখে সুখী। মানবিক মূর্খতা, ভ্রান্তি, ভীতি আর বলগাহীন কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে সে এখন দেবলোকের অমর অধিবাসী। একথা কি ঠিক নয়, সিবিস?

এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, সক্রেটিস।

.

কিন্তু তা হলেও যে-আত্মা দূষিত হয়েছে, তার যাত্রা শুরুতেই অপবিত্র, যে-আত্মা দেহের দাস হিসাবে রয়েছে, তাকে সঙ্গদান করেছে, তাকে ভালবেসেছে, দেহের ভোগবিলাসে মোহমুগ্ধ হতে হতে এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছে যে, দেহের মধ্যেই মাত্র সত্যের অস্তিত্ব কেননা লালসার তৃপ্তি হতে দেহ শ্রবণ,

দর্শন এবং আস্বাদনযোগ্য।–অর্থাৎ যে-আত্মা দ্বেষ ও ভয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে আর যুক্তি বা মননের নীতিকে পরিহার করে চলতে শুরু করেছে, কেননা, দেহের চোখে যুক্তি অন্ধকার আর অদৃশ্য, দার্শনিক সাধনাতেই সে কেবল আয়ত্তযোগ্য, আমার প্রশ্ন হচ্ছে তুমি কি মনে কর এমন আত্মার পক্ষে সেই আনন্দলোকের উদ্দেশে পবিত্র আর বিশুদ্ধ আকারে যাত্রা শুরু করা আদৌ সম্ভব?

তা তো একেবারেই অসম্ভব।

কেননা, দীর্ঘকালব্যাপী ধারাবাহিক দৈহিক সাহচর্য এবং পরিচর্যা তাকে দেহের শিকলে শক্ত করেই বেঁধে ফেলেছে।

খুবই সত্য কথা।

আর দেহের যে শিকলের কথা আমরা বলছি তার ভার কম নয়। সে ওজনে যেমন ভারী ও গুরু তেমনি সে স্কুল; তার বড় ইন্দ্রিয় চক্ষু। তার চক্ষু দ্বারা সে আত্মাকে বিভ্রান্ত করে দৃশ্য জগতের গহ্বরে টেনে নামিয়ে আনে; সে আত্মার মধ্যে অদৃশ্য এবং পাতালজগৎ সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার করে; তার সম্মুখে সে সমাধিক্ষেত্রের স্তম্ভ এবং কবরের চতুর্দিকে বিচরণকারী দূষিত অভিশপ্ত আত্মার প্রতিচ্ছায়ার চিত্র তুলে ধরে।

এ তো খুবই সম্ভব, সক্রেটিস।

অভিশপ্ত আত্মার কথা বলছ? হা, সিবিস এদের ভাগ্য এরূপ হওয়া খুবই সম্ভব। কেননা, দূষিত এই আত্মা কোনো সৎ ব্যক্তির আত্মা হতে পারে না। এ আত্মা হচ্ছে অসৎ ব্যক্তির আত্মা। তাদের পূর্ব জীবনের পাপের মূল্য দেওয়ার জন্য অভিশপ্ত হয়ে তারা এই সমস্ত স্থানে বিচরণ করে। দেহের বাসনা তখনো তারা পরিত্যাগ করে নি। সেই দেহের বাসনায় উদ্ভ্রান্তভাবে বিচরণ করতে করতে তারা পুনরায় দেহের বন্দিশালায় নিজেদের বন্দি করে ফেলে; হয়তো তাদের দেহের এই দ্বিতীয় বন্দিশালা প্রথম বন্দিশালার ন্যায় একই চরিত্রসম্পন্ন, একই তাদের ক্রীড়া-কৌশল।

একই চরিত্র বলতে তুমি কি বুঝাতে চাচ্ছ সক্রেটিস?

আমি বলতে চাচ্ছি, যে-মানুষ জীবনে নিজের লোভকেই কেবল অনুসরণ করেছে, যে। ঔদরিক, যথেচ্ছাচারী আর মদ্যপের জীবনযাপন করেছে, যে কখনো এই সমস্ত চরিত্রকে পরিহার করার চেষ্টা করে নি তার আত্মা অবশ্যই গর্দভ কিংবা অনুরূপ অপর কোনো জন্তুর দেহে নূতনভাবে প্রবেশ লাভ করবে। এ সম্পর্কে তোমার কি মনে হয়?

তোমার এ অভিমতটিকে আমার খুবই সম্ভব বলে বোধ হচ্ছে।

আর যারা অবিচার, স্বৈরাচার এবং জবরদস্তির পথ গ্রহণ করেছে তারা নিশ্চয়ই নেকড়ে, শকুন কিংবা বাজপাখির দেহে প্রবেশ করে। এরকম যাদের চরিত্র তাদের আত্মা আর কোথায় গিয়ে আশ্রয় পেতে পারে?

অবশ্যই, এরূপ স্বভাবের আত্মা নিঃসন্দেহে এরূপ জীবজন্তুর অভ্যন্তরেই প্রবেশ করবে।

এভাবে যার যেরূপ প্রকৃতি এবং আসক্তি তার জন্য সেরূপ আশ্রয়দেহ নির্দিষ্ট করে দেওয়া মোটেই শক্ত নয়।

না, তা মোটেই শক্ত নয়।

এদের মধ্যে নূতন বন্দিনিবাসে একজন অপরজনের চাইতে আনন্দবোধ করতে পারে। তবে সবেচেয় সুখী হচ্ছে তারাই যারা দর্শনের সাধনা ব্যতিরেকে চর্চা এবং মনোযোগের সাহায্যে সংযম এবং ন্যায়ের মতো রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক গুণ অর্জন করেছে।

কিন্তু কী জন্য তারাই সবচেয়ে সুখী?

কেননা জন্মান্তরে তারা তাদের চরিত্রানুরূপ ভদ্র শান্ত মৌমাছি, বোলতা কিংবা পিপীলিকার দেহ লাভ করতে পারে কিংবা সেখান থেকে পুনরায় মানবজন্মে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। এরূপভাবে এদের মধ্য থেকে ন্যায়পরায়ণ এবং মিতাচারী মানুষেরও উদ্ভব ঘটতে পারে।

হ্যাঁ, সেরূপ হওয়া খুবই সম্ভব।

কিন্তু যে-ব্যক্তি দর্শন অধ্যয়ন করে নি, যার আত্মা দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে পূত পবিত্ররূপে যাত্রা শুরু করতে পারল না, তার পক্ষে দেবগণের সঙ্গ লাভ কখনো সম্ভব হবে না। বস্তুত একমাত্র জ্ঞানের প্রেমিকই স্বর্গে প্রবেশের অধিকার লাভ করতে সক্ষম হবে। প্রিয় সিমিয়াস এবং সিবিস, আমি এ জন্যই বলেছি যে, দর্শনের যারা সত্যকার সেবক তাঁরা দেহজ সর্বপ্রকার কামনা বাসনাকে পরিহার করে চলেন; তারা দৈহিক লোভলালসার বিরুদ্ধে স্থির থাকেন; তারা কখনো তাদের দাসত্ব স্বীকার করেন না। তাদের এই সংযমের কারণ এই নয় যে, তারা সাধারণ জগত্বাসী কিংবা অর্থপ্রেমিকদের ন্যায় কিংবা শক্তি ও সম্মানের উপাসকদের ন্যায় দারিদ্র্য কিংবা তাদের পরিবার পরিজনদের ধ্বংসকে ভয় করেন। দৈহিক লোভলালসার ক্ষেত্রে তারা সংযমী, কেননা তারা অন্যায়াচরণের অসম্মান এবং অমর্যাদাকে ভয় করেন।

সক্রেটিস, একথা সত্য। যারা দর্শনের সেবক তাদের পক্ষে অন্যায়াচরণের অসম্মানকে বরণ করা সম্ভব নয়।

ঠিকই বলেছ সিবিস। তাদের পক্ষে এরূপ আচরণ সম্ভব নয়। এজন্যই যারা আত্মার চিন্তায় চিন্তিত, যারা কেবল দেহের বিলাস-ব্যসনে জীবন ব্যয় করেন না তারা বিলাসের সব আকর্ষণকেই বিদায় জানান; তাঁরা অন্ধের পথ এবং পাপের শিকল থেকে মুক্তির সম্ভাবনা তুলে ধরে তখন তারা অনুভব করেন, দর্শনের এই দানকে অস্বীকার করা তাদের অনুচিত। তাই দর্শন যে পথের নির্দেশ তাদের দেয় তারা নির্দেশ অনুসরণ করেই অগ্রসর হন।

তুমি কি বুঝাতে চাইছ, সক্রেটিস?

আমি বুঝিয়ে বলছি। জ্ঞানের যারা প্রেমিক তাঁরা জানেন যে, দর্শন তাদেরকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত তাদের আত্মা দেহের শিকলে আবদ্ধ ছিল। এমন অবস্থায় আত্মা তার বন্দিশালার গরাদের মধ্য দিয়েই মাত্র পরম সত্তার আভাস পেত, তাকে নিজে প্রত্যক্ষ করতে পারত না। কেননা সে তখন অজ্ঞানতার তিমিরে নিমজ্জিত; আর লালসার জালে ধরা দিয়ে সে আপন বন্দিরে পথকে নিজেই প্রশস্ত করে দিয়েছে, নিজের বন্দিত্বের সহায়ক হয়েছে। এই ছিল দেহের বন্দিনিগড় হতে মুক্তির পূর্বে আত্মার অবস্থা। এর পরে আত্মার মুক্তি কী করে সম্ভব হলো সে কথা জ্ঞানপ্রেমিকগণ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। দর্শন আত্মার বন্দিত্বের এই নিদারুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে সহানুভূতির সঙ্গে তাকে সান্ত্বনা প্রদান করে তাকে নিজের তৈরি বন্দিত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিদানের আশ্বাস দিয়ে বলল; 'তোমার চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে তুমি বিশ্বাস করো না, তুমি ওদের মোহজাল থেকে বেরিয়ে এস; নিজের জ্ঞানের জন্য ওদের উপর নির্ভর করা থেকে তুমি নিবৃত্ত হও, কেননা ও প্রতারক; তুমি নিজের পবিত্র সত্তার মধ্যে আত্মস্থ হও, নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর; তোমার আপন বিশুদ্ধ উপলব্ধিই তোমার জ্ঞান; অন্য উপায়ে লব্ধ ভাবকে তুমি জ্ঞান বলে বিশ্বাস কর না–কেননা ওরা দৃশ্য, ওরা স্পৃশ্য আর তোমার আপন সত্তার উপলব্ধি অদৃশ্য অস্পৃশ্য। প্রকৃত দার্শনিকের আত্মা মুক্তির এই সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। সে উপলব্ধি করে, এই মুক্তিকে প্রতিরোধ করা তার অনুচিত। এজন্য সে সমস্ত আনন্দ, উপভোগ, বেদনা, ভীতি থেকে নিজেকে সাধ্যমতো নিবৃত্ত রাখতে সচেষ্ট হয়। আত্মা উপলব্ধি করতে থাকে যে, মানুষ তার বৃহৎ আনন্দ কিংবা দুঃখ, ভয় অথবা বাসনার মধ্য দিয়ে কেবল যে এদের পায়ে উৎসর্গীকৃত হয়ে তার স্বাস্থ্য বা সম্পদের ক্ষতিতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাই নয়; এসবের জন্য সব ক্ষতির চেয়ে বড় ক্ষতি, সব পাপের চেয়ে বড় পাপ,–যে পাপ এবং ক্ষতি তার চিন্তারও অতীত ছিল সে পাপ এবং ক্ষতিকেই সে প্রাপ্ত হয়।

কি সে চরম ক্ষতি সক্রেটিস?

সে ক্ষতি হচ্ছে এই যে, মানুষের আত্মা যখন তীব্র কোনো আনন্দ কিংবা বেদনাকে সুনভব করে তখন তীব্রতার জন্য তাকেই সবচেয়ে সত্য বলে বিবেচনা করে। অথচ . আসলে এ অনুমান তার সঠিক নয়; সে যে অনুভূতি বোধ করে তা ভ্রান্ত, তা দৃশ্যবস্তু থেকেই জাত।

এ তো খুবই সত্য কথা।

কিন্তু এও কি সত্য নয় যে, এই অবস্থাতেই দেহ আত্মাকে চরম পুলক দান করে?

কী করে?

কেননা প্রত্যেকটি আনন্দ কিংবা বেদনা হচ্ছে এক একটি পেরেক বিশেষ। এই পেরেক দ্বারা দেহ আত্মাকে নিজের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে শক্ত করে গেঁথে ফেলে। ফলে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, আত্মাও দেহের পর্যায়েই নেমে আসে। তখন দেহ তাকে যা সত্য বলে বোধ করায় আত্মা তাকেই সত্য বলে অনুভব করে; দেহের মর্জিকে এভাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে এবং দেহের আনন্দকে উপভোগ করার ফলে আত্মার মধ্যে দেহের আচার আচরণ, স্পৃহাই প্রকাশ পেতে থাকে; দেহ তার সব স্বভাব নিয়েই তাকে সংক্রমিত করে ফেলে; এখন আর পবিত্র সত্তা নিয়ে তার অমর পাতালজগতে যাত্রা করা সম্ভব নয়; সে কেবল দেহান্তরে গমন করে আর সেখানেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সমস্ত কারণে দূষিত আত্মার পক্ষে স্রষ্টার দিদার লাভ কিংবা সারল্য বা পবিত্রের সাক্ষাৎ লাভ সম্ভব নয়।

সিবিস বললেন : একথা তো খুবই সত্য সক্রেটিস।

আর তাই, সাধারণ মানুষ যেজন্য মনে করে সেজন্য নয়; বরঞ্চ আত্মার যে চরম অনিষ্টের উল্লেখ আমরা করেছি তার আশঙ্কাতেই জ্ঞানের যারা প্রেমিক তারা সংযমী এবং সাহসী হন।

হ্যাঁ, অবশ্যই তারা সাধারণ মানুষের কল্পিত কারণের জন্য সাহসী কিংবা সংযমী হন না।

নিশ্চয়ই সেজন্য হন না?। কেননা দার্শনিকের আত্মার বিবেচনা হবে অন্যরূপ। তাঁর আত্মা দার্শনিককে বলবে না, তুমি আমাকে দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি দাও যেন আমি পুনরায় ভোগ-উপভোগের আনন্দবেদনার নিকট নিজেকে সমর্পণ করে দিতে পারি পেনিলোপের* ন্যায় গ্রন্থিমোচনের পরিবর্তে জটিল কারণের জন্য সে দার্শনিকের নিকট দেহের বন্ধন থেকে নিজের মুক্তি কামনা করবে না। তার আত্মা বাসনাকে শান্ত করে যুক্তির পথ অনুসরণ করে যা সত্য এবং ঐশ্বরিক, যা শুধু সাধারণের মুখের কথা নয়, তার ধ্যানে নিজেকে নিযুক্ত করবে, সেই ধ্যান থেকেই আপন জীবন-রস সে সংগ্রহ করবে। এভাবেই দেহের মধ্যেও সে বাঁচার চেষ্টা করবে, মৃত্যুর পরে সে মানবিক উপসর্গসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র আত্মাজনদের নিকটই ফিরে যেতে চাইবে। কাজে কাজেই প্রিয় সিমিয়াস এবং সিবিস, এমন

আশঙ্কা তোমরা পোষণ কর না যে, এই আত্মা অর্থাৎ যে-আত্মা এমনি করে বর্ধিত হয়েছে, তার জীবন-রস সংগ্রহ করেছে এবং এরূপ জীবনযাপন করেছে সে-আত্মা দেহ বিমুক্ত হয়ে যাত্রার মুহূর্তে দমকা হাওয়ায় ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যাবে, এবং কোথাও তার স্থিতি ঘটবে না, কোনো অস্তিত্ব সে গ্রহণ করতে পারবে না এবং সে শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে।

[* গ্রিক কবি হোমারের ইউলিসিস-পত্নী পেনিলোপ ইউলিসিসের প্রবাস-অভিযানকালে সময়ক্ষেপণের জন্য দিনের বেলা বয়ন করা বস্ত্রের সূতা ও গ্রন্থি রাত্রিবেলা খলে ফেলতেন–যেন আবার তাকে বয়ন করা যায়।]

সক্রেটিস এস্থলে কথা বলা যখন বন্ধ করলেন, তখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত কক্ষের মধ্যে একটা নীরবতা বিরাজ করতে লাগল; মনে হলো সক্রেটিস যেন এ পর্যন্ত যা বলেছেন সে সম্পর্কেই তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে গেছেন। আমাদের মধ্যেও অধিকাংশই তখন সক্রেটিসের বক্তৃতার বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছিলাম। কেবল সিবিস এবং সিমিয়াস নিজেদের মধ্যে দু একটি কথার বিনিময় করছিলেন। সক্রেটিস তাদের লক্ষ করে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর যুক্তি সম্পর্কে তাদের অভিমত কী? তিনি বললেন : আমাদের বক্তব্যের মধ্যে এখনও এমন অনেক বিষয় রয়ে গেছে যারা সন্দেহ এবং আক্রমণের লক্ষ্য হতে পারে। তোমরা যদি আমাদের আলোচ্য বিষয় ব্যতীত অপর কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাক তা হলে আর আমি উত্থাপন করছিনে। কিন্তু তোমরা যদি আমার যুক্তি সম্পর্কে এখনো মনে কোনো সন্দেহ পোষণ কর তা হলে সে সন্দেহকে প্রকাশ করতে সঙ্কোচ করো না এবং আমাদের আলোচিত বিষয় সম্পর্কে যদি তোমাদের নতুন কোনো বক্তব্য থাকে তা হলে সে-কথাও তোমরা প্রকাশ করে বল। তা নিয়ে আবার আমরা আলোচনা করতে পারি। আমি যদি সে আলোচনার কোনো সাহায্য করতে পারি তা হলে তোমরা আমাকেও তোমাদের সে আলোচনায় শরিক করে নিও।

সক্রেটিসের একথায় সিমিয়াস বললেন : আমি স্বীকার করছি সক্রেটিস, আমাদের মনে কিছু কিছু সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকটি প্রশ্নের জবাব আমাদের প্রয়োজন। আমরা একে অপরকে এজন্য তাগিদ দিচ্ছিলাম যেন সে তোমার নিকট আমাদের প্রশ্ন উত্থাপন করে। কিন্তু আমাদের সকলেরই সঙ্কোচ হচ্ছিল পাছে এই মুহূর্তে আমাদের প্রশ্ন। তোমার জন্য কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করে।

সিমিয়াসের একথা শুনে সক্রেটিস স্মিতমুখে জবাব দিলেন : প্রিয় সিমিয়াস! আমার সম্পর্কে এ তুমি কি বলছ? আমি যদি তোমাদেরই বুঝতে না পারি যে, জীবনের অপর কোনো মুহূর্তের চাইতে বর্তমান মুহূর্ত আমার জন্য কোনো প্রকারেই কষ্টকর নয়, তা হলে অপর লোকদের আমি কি করে বুঝাতে সক্ষম

হব যে, আমার বর্তমান ভাগ্যকে আমি মোটেই দুঃখজনক বলে বোধ করিনে? বলাকাদের ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতা আছে বলে তোমরা জানো। তারা যখন বুঝতে পারে মৃত্যু তাদের আসন্ন তখন তারা সবচেয়ে আনন্দের সঙ্গে সংগীত-ধ্বনি প্রকাশ করতে থাকে। কেননা স্বর্গলোকের তারা দূত। সেই স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তনের মুহূর্ত তাদের আসন্ন, একথা অনুভব করে আনন্দে তারা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু মানুষ নিজে মৃত্যুভয়ে ভীত। তাই বলাকার বিরুদ্ধে অপবাদের ভঙ্গিতে তারা বলে যে, বলাকারা সংগীত ধ্বনিতে নয়–বরঞ্চ ভয়ের আর্তধ্বনিতেই ফেটে পড়ে। অথচ মানুষ একথা ভুলে যায় যে, কেবল বলাকা নয়, বুলবুল, দোয়েল কিংবা হুপো যার উল্লেখই কর না কেন, কোনো পাখিই ভয়ে কিংবা ক্ষুধায় অথবা বেদনার মধ্যে কোনো সুমধুর ধ্বনি প্রকাশ করে না। হুপোর কথা বলছি। হুপোর স্বাভাবিক সুর নাকি বিষাদের সুর। কিন্তু হুপো পাখিও কোনো প্রতিকূল অবস্থায় তার সে ধ্বনি প্রকাশ করে না। বলাকার বিরুদ্ধে অপবাদকে আমি বিশ্বাস করিনে–যেমন করিনে অন্যান্য পাখিদের সম্পর্কেও। আমি বিশ্বাস করি, এ্যাপোলোর প্রিয় এবং পবিত্র সঙ্গী এরা। কাজেই ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতা তাদের নিশ্চয়ই রয়েছে। তারা অনুভব করতে পারে অমর জগতে যাত্রা তাদের আসন্ন। তাই তারা জীবনের অপর যে-কোনো দিনের চেয়ে অধিক আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আমি নিজের সম্পর্কে এটুকু বিশ্বাস করি যে, আমি বিধির পায়ে উৎসর্গীকৃত সেবক, বলাকার আমি দোসর। বিধাতার নিকট থেকে আমিও লাভ করেছি ভবিষ্যদ্বাণীর কিছু ক্ষমতা। সে ক্ষমতা বলাকাদের ক্ষমতার চেয়ে কম নয়। তোমরা কি এটুকু স্বীকার করবে না যে, বলাকার ভবিষ্যদ্বাণীর যে ক্ষমতা আছে আমার অন্তত সেটুকু ক্ষমতা রয়েছে? কাজেই বন্ধু সিমিয়াস, এই মুহূর্তে প্রশ্ন করা সম্পর্কে এই যদি হয় তোমার আপত্তি তা হলে আমি বলব, এ আপত্তিকে তুমি উপেক্ষা করে এথেন্সের দ্বাদশ বিচারক যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অনুমতি দেন ততক্ষণ আমার নিকট যে-কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা কর না।

সিমিয়াস বললেন : খুবই উত্তম কথা সক্রেটিস। তোমার আশ্বাস পেয়েছি, এবার আমি আমার সমস্যার কথা তোমার নিকট খুলে বলছি। সিবিসও তার নিজের কথা তোমার কাছে বলবেন। একটা বিষয়ে তুমি নিজেও নিশ্চয় একমত হবে সক্রেটিস যে, আমাদের বর্তমানের আলোচিত প্রশ্নগুলো এরূপ যে এ সম্পর্কে আমাদের জীবনকালে কোনো নিশ্চিত জবাব পাওয়া খুবই দুষ্কর, বলতে পারি প্রায় অসম্ভব। তথাপি কোনো সমস্যা যদি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় তা হলে তার সর্বাধিক প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকাও কাপুরুষতা বই আর কিছু নয়। উদ্ভূত সমস্যাকে সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করতে গিয়ে যার হৃদয় কেঁপে ওঠে সে অবশ্যই কাপুরুষ। কেননা, প্রশ্ন যার সম্মুখে উপস্থিত করা হলো

তাকে অবশ্যই হয় সে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, তার প্রমাণ হাজির করতে হবে; নতুবা যে প্রমাণ তার নিকট পেশ করা হয়েছে সঠিক বলে গ্রহণ করতে হবে। এ দুটো বিকল্পের চূড়ান্তরূপে কোনো একটিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত তাকে অবশ্যই অনুসন্ধান কার্যে রত থাকতে হবে। তা যদি তার পক্ষে সম্ভব না হয় তা হলে আমি বলব তার পক্ষে সব চাইতে উত্তম হবে প্রমাণের অতীত এক তত্ত্বকে গ্রহণ করা। এরূপ তত্ত্ব-তরী ভর করেই যেন সে জীবন-সমুদ্রে পাড়ি জমায়। বিধাতা সহায় হলে সে সফল হবে; না-হলে সে বিপন্ন হবে। এবার আমি আমার প্রশ্নটি উপস্থিত করতে চাই। তুমি যখন আদেশ করেছ তখন এ প্রশ্ন আমাকে অবশ্যই উত্থাপন করতে হবে। না-হলে পরবর্তীকালে উপযুক্ত সময়ে এ প্রশ্ন উত্থাপন না করার অপরাধেই আমি অপরাধী হব। কেননা আমাদের আলোচিত বিষয়টি নিয়ে যখন আমি একান্তে চিন্তা করি কিংবা সিবিসের সঙ্গে আলাপ করি, তখন মনে হয়, যেন আমাদের যুক্তি যথার্থরূপে প্রমাণিত হয় নি।

সক্রেটিস জবাব দিলেন : প্রিয় বন্ধু, আমার বলতে মোটেই আপত্তি নেই যে, তোমার বক্তব্যও সঠিক হতে পারে। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, আমাদের যুক্তির অপূর্ণতা কোথায়?

সিমিয়াস বললেন : অপূর্ণার কথা উদাহরণ দিয়ে বলছি। মনে কর এক ব্যক্তি তোমার বীণা এবং তার সংগতির যুক্তি দিয়েই বলল : বীণার তারে যে সংগত সৃষ্ট হয় সে সংগত অদৃশ্য, সে বিদেহী, সে স্বর্গীয় এবং সম্পূর্ণ। তার অস্তিত্ব অবশ্যই বীণার তারে। বীণার তার কিন্তু জড় পদার্থ; সে জাগতিক, সে মিশ্র এবং মরণশীল। এবার যদি কেউ বীণাখানিকে ভেঙে ফেলে তা হলে তোমার ন্যায় সেও একই উপমা দিয়ে বলতে পারে, বীণা নষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু তারের সংগতি অক্ষয় হয়ে আছে। এক্ষেত্রে তারও যুক্তি হচ্ছে এই : এমন তো কল্পনা করা চলে না যে মরণশীল বীণা আর তার তন্ত্রীগুলো ভগ্ন অবস্থায়ও অস্তিত্বশীল থাকতে পারে কিন্তু অজর, অমর এবং স্বর্গীয় সংগতি ভগ্ন বীণাকে অতিক্রম করে আপন অস্তিত্ব অক্ষয় করে রাখতে পারে না। কেবল তাই নয়, মরণশীল জড় বীণার মৃত্যুর পূর্বেই সংগতির তিরোধান করতে হবে–এরূপ কথা কল্পনা করা চলে না। কাজে কাজেই বীণার পরেও থাকবে সংগতির অস্তিত্ব। বীণার কাষ্ঠখণ্ড এবং ধাতবতন্ত্রী একদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হবে, কিন্তু সংগতির ক্ষয়কে চিন্তা করা চলে না। সংগতি অক্ষয়। সক্রেটিস, তুমি নিজেও নিশ্চয় স্বীকার করবে যে, আত্মা সম্পর্কে আমাদের যুক্তিটি এই উপমার যুক্তিরই সদৃশ। আমাদের দেহ হচ্ছে যৌগিক দ্রব্য : তাপ এবং শৈত্য, আর্দ্রতা এবং উষ্ণতা প্রভৃতি পঞ্চভূতের মিশ্রণেই আমাদের দেহের উৎপত্তি এবং অস্তিত্ব : আত্মা হচ্ছে এই পঞ্চভূতের উপযুক্ত অনুপাতে সংমিশ্রণ সঞ্জাত সংগতি। কিন্তু আত্মার ব্যাপারে আমাদের এই ধারণা

যদি সঠিক হয়, তা হলে আবার একথাও কেউ বলতে পারে যে, রোগ, আঘাত কিংবা অপর কোনো কারণে আমদের দেহ-বীণার তারগুলো যদি শিথিল হয়ে যায় কিংবা হয়ে যায় অত্যধিক কঠিন তা হলে আমাদের আত্মা যতই স্বর্গীয় হোক না কেন, সংগীত এবং অপরাপর সুকুমার শিল্পের ন্যায় তারও সঙ্গে মৃত্যু ঘটবে। বরঞ্চ বলা চলে আত্মার মৃত্যু অতিক্রম করে মরণশীল দেহ, পচনক্রিয়া শুরু না হওয়া পর্যন্ত কিংবা তাকে ভস্মীভূত না করা পর্যন্ত বেশ কিছুদিন অক্ষয় হয়ে থাকতে সক্ষম হবে। কাজেই সক্রেটিস, এমনভাবে কেউ যদি বলে যে, দেহের পঞ্চভূতের সঠিক সংমিশ্রণ সঞ্জাত আত্মার বিনাশই আগে ঘটবে; যাকে আমরা মৃত্যু বলি সেই মৃত্যুর মধ্যেই দেহের পূর্বেই তার লোপ ঘটবে, তা হলে আমরা কি জবাব দিতে সক্ষম হব?

সিমিয়াসের প্রশ্ন শুনে সক্রেটিস তার বিশিষ্ট ভঙ্গিতে খানিকক্ষণ আমাদের সকলের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর স্মিত মুখে বললেন : সিমিয়াসের কথায় অবশ্যই যুক্তি আছে। কিন্তু আমি বলি আমার চেয়ে জোরদার যারা তোমরা রয়েছে তাদের মধ্যেই কেউ তাকে জবাব দাও না কেন? কেননা আমার উপর যে আক্রমণের ফলা সে নিক্ষেপ করেছে তাতে অবশ্যই যথেষ্ট জোর আছে। কিন্তু তারও পূর্বে এস আমরা সিবিসের বক্তব্যটি শুনে নিই। এই শোনার অবসরে সিমিয়াসের উপযুক্ত জবাবটি নিয়েও আমরা চিন্তা করতে পারব। তারপর সিবিসের কথা শুনে যদি আমরা দেখি, তারা উভয়েই যুক্তিতে যথার্থ তা হলে আমরা তাদেরকেই মেনে নেব; না হলে যে যুক্তি আমরা পেশ করেছি তাতেই আমরা দৃঢ় থাকব। কাজেই এবার বরঞ্চ সিবিস, তুমি আমাদের খুলে বল আমাদের যুক্তির কোন বিষয়টি তোমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে?

সিবিস বললেন : বেশ, আমিও বলছি। আমার মনে হয় যুক্তির ক্ষেত্রে আমরা পূর্বেও যেখানে ছিলাম এখনো সেখানেই রয়েছি এবং পূর্বেও এ বক্তব্যের বিরুদ্ধে যে যুক্তি উপস্থিত করা হয়েছে সে যুক্তির জবাব এখন পর্যন্ত আমরা দিতে সক্ষম হই নি। একথা আমি স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি যে, দেহের মধ্যে অনুপ্রবেশের পূর্বে আত্মার অস্তিত্ব থাকে–এ প্রতিপাদ্য যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গেই প্রমাণিত হয়েছে; কিন্তু দেহের মৃত্যুর পরেও যে আত্মা অস্তিত্বময় থাকবে, আমাদের এ দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য এখনো উপযুক্তরূপে প্রমাণিত হয় নি। কিন্তু এ সম্পর্কে সিমিয়াসের আপত্তি এবং আমার আপত্তি এক নয়। কেননা আমি একথা অস্বীকার করিনে যে, আত্মা দেহের চেয়ে যেমন অধিক শক্তিশালী তেমনি অধিককাল স্থায়ী। উভয় ক্ষেত্রে দেহের চেয়ে আত্মার উৎকর্ষ অনেক বেশি। যুক্তি অবশ্য আমাকে এখানে প্রশ্ন করতে পারে : তা হলে সিবিস, তুমি এখনো কেন দ্বিতীয় প্রতিপাদ্যকেও বিশ্বাস করতে

পারছ না? তুমি যখন দেখতে পাচ্ছ যে মানুষের মৃত্যুর পরেও অনেক দিন পর্যন্ত আত্মার চেয়ে দুর্বল যে দেহ, তারও অস্তিত্ব টিকে থাকে, তখন যে-আত্মা অধিক শক্তিশালী এবং স্থায়ী, দেহের মৃত্যুর পরে তারও কি অস্তিত্বময় থাকা অধিক স্বাভাবিক নয়? কিন্তু এর জবাবে আমি সিমিয়াসের ন্যায় একটা উপমা উপস্থিত করব। তুমি বিচার করে দেখ আমার এই উপমাটি যুক্তিযুক্ত কিনা। আমার উপমাটি হচ্ছে একজন বৃদ্ধ তন্ত্রশিল্পীর। তন্ত্রশিল্পী মারা গেল। কিন্তু কোনো একজন বলে উঠল : না, আমাদের তন্ত্রশিল্পী মরে নি। ঐ দেখ, সে যে কোটখানিকে তৈরি করেছে, যাকে সে নিজের শরীরে ধারণ করেছে সে এখনো পূর্ণ অবয়বে অক্ষত রয়েছে। তোমরা কি বলতে চাও যে, মানুষটার চেয়ে তার কোটটার শক্তি বেশি এবং মানুষটার চেয়ে তার পরিহিত এবং ব্যবহৃত কোটের জীবনই অধিক স্থায়ী তার এ প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই জবাব দিতে হয় : মানুষ নিশ্চয়ই তার একটি কোটের চেয়ে অধিক স্থায়ী? এ জবাব পেয়ে সে মনে করে যে অল্প স্থায়ী কোটের দৃষ্টান্ত দ্বারা সে অধিক স্থায়ী মানুষের অস্তিত্ব তার মৃত্যুর পরেও প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সিমিয়াস, আমার বিবেচনায় সে ভ্রান্ত। কেননা, যে কেউই বুঝতে পারবে, এরূপ যুক্তি তোলা মূর্খতারই শামিল। বস্তুত এক্ষেত্রে ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে, তন্তুবায় অবশ্যই জীবনে অনেক কোট তৈরি করেছে, অনেক কোট সে ব্যবহার করেছে এবং অনেক কোটই তার ক্ষয় হয়েছে, এবং সে কোটগুলোকে অতিক্রম করে সে 'অক্ষয় হয়েছিল। তবু তার শেষ কোটটি তাকেই অতিক্রম করে স্থায়ী হয়ে রয়েছে আর সে ক্ষয়ের মধ্য দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এতে একথা প্রমাণিত হয়ে যে, সেজন্য মানুষ একটি কোটের চেয়ে কম শক্তিশালী এবং কম স্থায়ী। দেহ হচ্ছে আত্মার গায়ের কোট স্বরূপ। কোটের ন্যায় আত্মাও একাধিক দেহকে একের পর এক পরিধান করে ক্ষয় করে ফেলতে পারে। আত্মার পরিহিত একটি দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হলে আত্মা তন্তুবায়ের ন্যায় আর একটি দেহকে 'বয়ন করে নেয় কিংবা ক্ষয়প্রাপ্ত দেহকে মেরামত করে নেয়। কিন্তু আত্মারও মৃত্যু আছে। এবং যখন সে মৃত্যুবরণ করে তখন নিশ্চয়ই তার পরিহিত সর্বশেষ দেহটি পড়ে থাকে। কিন্তু কিছুকাল পরে আত্মার পরিত্যক্ত সে দেহে ক্ষয় শুরু হয়ে এবং সে দ্রুত পচে গলে বিনষ্ট হয়ে যায়। এ উপমার মধ্যে রয়েছে দেহ আর আত্মার শক্তির তারতম্যের প্রশ্ন। কিন্তু শুধু এ যুক্তির উপর নির্ভর করেই আমি একথা বলব না যে, আত্মা দেহের চাইতে অধিক শক্তিশালী; সুতরাং দেহকে অতিক্রম করে। দেহের মৃত্যুর পরেও আত্মা অস্তিত্বময় থাকবে। কেননা তোমার কথাকে যদি আমি তোমার চেয়েও বেশি করে গ্রহণ করি; যদি শুধু তোমার এ অভিমতকেই নয় যে, জন্মের পূর্বেও আত্মার অস্তিত্ব ছিল, বরঞ্চ যদি একথাও গ্রহণ করি যে, কোনো কোনো আত্মা মৃত্যুর পরেও অস্তিত্বময়

থাকবে এবং তারা পর্যায়ক্রমে বহু জন্ম এবং মৃত্যুকেও বরণ করতে থাকবে, তা হলেও কি একথাও বলা চলে না যে, এই পরিক্রম শেষে এক সময়ে আত্মা প্রকৃত মৃত্যুই বরণ করবে এবং বিনষ্ট হয়ে যাবে? একথা অবশ্য সত্য যে, দেহের যে ক্ষয়ের প্রক্রিয়ার ফলে আত্মাও পরিশেষে বিনষ্ট হয়ে যায় তার জ্ঞান আমাদের অজ্ঞাত, কেননা, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। তা হলে আত্মা সম্পর্কে অতি নিশ্চিত হওয়া আমাদের পক্ষে মূর্খত বই আর কি হতে পারে? কেবল তখনই কারুর পক্ষে আত্মা সম্পর্কে এরূপ স্থির বিশ্বাসী হওয়া সম্ভব যখন সে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে পেরেছে যে, আত্মা নিশ্চিরূপেই অমর এবং বিনাশের ঊর্ধ্বে। কিন্তু আত্মার অমরতা যদি নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত না হয় তা হলে মৃত্যু যার আসন্ন তার মনে এরূপ আশঙ্কা হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, তার দেহ যখন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে তখন আত্মাও তার সম্পূর্ণরূপেই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

এ দুজনের অভিমত শুনে আমাদের তখন যে অবস্থা হয়েছিল তা নিয়ে পরবর্তী সময়েও আমরা আলাপ করেছি। বস্তুত এই দুটি অভিমত শুনে আমাদের সকলের মনে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি হলো। কেননা, যখন আমরা পূর্ব যুক্তিতে দৃঢ় আস্থা পোষণ করতে শুরু করেছিলাম, তখন এরূপ প্রতি-যুক্তি উত্থাপন করে সিমিয়াস এবং সিবিস এ পর্যন্ত প্রদর্শিত যুক্তির উপরই যে আমাদের আস্থা টলিয়ে দেবার এবং মনে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেন তাই নয়; ভবিষ্যতেও কোনো যুক্তিতে আমাদের আস্থা স্থাপন প্রায় অসম্ভব করে তুললেন। কেননা দেখা যাচ্ছে, হয় আমাদের আদৌ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই, নয়তো কোনো যুক্তিতে বিশ্বাস করার কোনো হেতু নেই।

একিক্রাটিস : ফিডো, তুমি আমারও মনের কথা প্রকাশ করেছ। তোমার বর্ণনা শুনে আমিও নিজেকে প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম : তা হলে অপর কোন যুক্তিতে আমি বিশ্বাস স্থাপন করতে সক্ষম হব? কেননা, সক্রেটিসের যুক্তির চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি আর কি হতে পারে? অথচ এখন দেখতে পাচ্ছি সক্রেটিসের সেই যুক্তিই অসার প্রতিপন্ন হচ্ছে। 'আত্মার অর্থ হচ্ছে সংগতি' এ তত্ত্বটি সব সময়েই আমার নিকট বিশেষ আকর্ষণীয় তত্ত্ব ছিল। এজন্য তোমার মুখে এ তত্ত্বের উল্লেখ শুনতেই তত্ত্বটিকে আমার নিজের মূল বিশ্বাস বলে বোধ হয়েছে। কিন্তু এখন দেখছি আবার নূতন করে যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে যে, মানুষ যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন সত্যই তার আত্মা তাকে অতিক্রম করেও বেঁচে থাকে। আমার একান্ত অনুরোধ ফিডো, তুমি আমায় বিশদভাবে বল, সক্রেটিস এর পরে কীভাবে অগ্রসর হলেন? সিমিয়াস এবং সিবিসের প্রশ্ন শুনে তোমাদের মনে যে উদ্বেগজনক অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল, সক্রেটিসের মনেও কি সেরূপ অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল? না, তিনি প্রশান্তচিত্তে তার উপর

সিমিয়াস এবং সিবিসের এই আক্রমণের মোকাবেলা করেছিলেন? তাঁর জবাব কি জোরদার জবাব ছিল না, তিনি দুর্বলভাবে জবাব দিয়েছিলেন? এ সকল কথাই আমার জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। কাজেই আমার অনুরোধ তখন যা ঘটেছিল তার যত সঠিক বর্ণনা সম্ভব তুমি সেই বর্ণনাই আমাদের শুনাবে।

ফিডো : একিক্রাটিস! সক্রেটিস আমার হৃদয়ে অনেক সময়েই বিস্ময়ের সঞ্চার করেছেন। কিন্তু সেদিনের মতো এবং সিবিসের আক্রমণের জবাব দিতে সক্ষম হবেন, সেটা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু আমি দেখে বিস্মিত হলাম, কী অপূর্ব মনোরম বিনয়ী এবং স্মিতভাবে তিনি প্রথমে তার যুক্তির বিরুদ্ধে তরুণদের প্রতি-যুক্তিকে শ্রবণ করলেন; কী অপূর্ব তীক্ষ্মতার সঙ্গে তাদের আক্রমণের আঘাতকে তিনি অনুভব করলেন এবং কী অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তিনি আবার সে আঘাতকে নিরাময় করে ফেললেন। বস্তুত এ ব্যাপারে তাকে একজন সামরিক অধিনায়কের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। সামরিক অধিনায়কের মতোই যেন তিনি তার পরাজিত এবং ছত্রভঙ্গ বাহিনীকে পুনরায় বৃহবদ্ধ করে তার সঙ্গে যুক্তির রণক্ষেত্রে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

একিক্রাটিস : তার পরে কি হলো?

ফিডো : বলছি। তোমরা সব কথাই শুনতে পাবে, কেননা আমি সক্রেটিসের দক্ষিণপার্শ্বে একটি টুলের উপর তার কাছ ঘেঁষে বসেছিলাম। সক্রেটিস আমার চেয়ে খানিকটা উঁচুতে একটি কৌচের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলাচ্ছিলেন আর আমার দীর্ঘ চুলগুলোকে আমার ঘাড়ের উপর চেপে ধরছিলেন। আমার চুল নিয়ে খেলা করার তার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি ছিল। আমার চুল নিয়ে খেলতে খেলতে সক্রেটিস বললেন : ফিডো, আগামী কাল নিশ্চয়ই তোমার এই সুন্দর চুলের গুচ্ছগুলো আর আস্ত থাকবে না, তাদের হেঁটে ফেলা হবে।

আমি বললাম, হ্যাঁ আগামী কালই হয়তো এগুলো আমাকে হেঁটে ফেলতে হবে। সক্রেটিস বললেন : কিন্তু আমার কথামতো চললে চুলগুলো তোমার আগামীকাল কেটে ফেলতে নাও হতে পারে।

আমি বললাম : কিন্তু ওগুলো দিয়ে আমি কী করব?

সক্রেটিস বললেন : না, আমি বলছি কালকে নয় আজকেই তোমার এবং আমার উভয়ের চুল একেবারে মুড়ে ফেলতে হতে পারে। বস্তুত আজ যদি আমরা তর্কে হেরে যাই, এবং যে প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তাকে যদি আমরা অগ্রসর করে নিয়ে যেতে না পারি এবং সে আলোচনা যদি স্তব্ধ হয়ে যায় তা হলে একথা নিশ্চিত, তুমি এবং আমি উভয়ে আজই আমাদের মাথার চুল মুড়ে ফেলব। শুধু তাই নয়, আমি যদি তুমি হতাম আর যদি এই যুক্তির বলগা আমার হাতছাড়া হয়ে যেত

এবং সিমিয়াস এবং সিবিসের নিকট আমি তর্কযুদ্ধে পরাজিত হতাম তা হলে কেবল আমার মাথার চুল মুড়ে ফেলা নয়, আমি আরগিভদের মতোই শপথ গ্রহণ করতাম; যতক্ষণ পর্যন্ত বিরোধের বিষয়টিকে আমি পুনরুজ্জীবিত করে তাদেরকে হারিয়ে দিতে সক্ষম না হই, ততক্ষণ আমি আর আমার মাথায় চুল ধারণ করব না।

.

আমি বললাম : হ্যাঁ সক্রেটিস, তোমার প্রতিজ্ঞা কঠিন নিশ্চয়ই। কিন্তু দুজনের সঙ্গে একা পেরে ওঠাও কম কঠিন নয়। হিরাক্লিস নিজেও দুজনের সঙ্গে একই সময়ে যুঝতে পারেন নি।

সক্রেটিস জবাব দিলেন–বেশ, তা হলে পরীক্ষা হোক। এস, সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত আমিই তোমার আয়োলাসের ভূমিকাটি পালন করি।

বরঞ্চ আমি তোমাকে আহ্বান করছি, হিরাক্লিসের আহ্বানের ন্যায় নয়, আয়োলাস যেরূপ হিরাক্লিসকে আহ্বান করতে পারত তেমনিভাবেই আমি আহ্বান জানাচ্ছি। তোমাকে।

তাতেও চলবে। কিন্তু তার পূর্বে এস আমরা সাবধান হই, যেন একটু বিপদের মধ্যে গিয়ে আমরা না পড়ি।

কী বিপদ?

সক্রেটিস বললেন : আমরা সাবধান থাকব যেন যুক্তি-বিদ্বেষীতে আমরা পরিণত হয়ে না যাই। আমরা সাবধান থাকব, কেননা এই বিপদের চেয়ে বড় বিপদ মানুষের জীবনে আর কিছুই হতে পারে না। কারণ, আমাদের মধ্যে যেমন আছে মানব-দ্বেষী তেমনি রয়েছে যুক্তি-দ্বেষী। এদের উভয়ের উৎপত্তির কারণ এক। আর এই কারণ হচ্ছে বাস্তব জগৎ সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা। মানব-বিদ্বেষের উৎপত্তি ঘটে অনভিজ্ঞের অতি-আস্থা থেকে। এই জগৎ সম্পন্ধে যে-অনভিজ্ঞ সে অতি সহজে মানুষ বিশ্বাস করে; যাকে দেখে তাকেই সে যথার্থ বলে মনে করে; মনে করে সে সুস্থ এবং অনুগত। কিন্তু কিছুকাল মধ্যেই সে দেখতে পায় যে তার আস্থার পাত্র প্রকৃতপক্ষে অন্তঃসারশূন্য এবং অসৎ। শুধু একটি ক্ষেত্রেই নয়। অভিজ্ঞতা তার বৃদ্ধি পেতে থাকে। একের পর এক অন্তঃসারশূন্য মানুষের সাক্ষাৎ সে লাভ করে। আর এই অভিজ্ঞতা যত তার বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিশেষ করে যাদের উপর ছিল তার সবচেয়ে অধিক আস্থা, যারা তার পরিচিত বন্ধু তাদের মধ্যেই যখন সে সাক্ষাৎ পায় এই অন্তঃসারশূন্যতার, তাদের সঙ্গেই যখন তাকে কিছুকাল পর কলহে প্রবৃত্ত হতে হয়, তখন সে ঘৃণা করতে শুরু করে একজনকে নয়, সকল মানুষকে। আর তখন সে বিশ্বাস করে মানুষের মধ্যে মহৎ

বলতে কিছুই নেই। অনভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে মানুষের চরিত্রে এই অভিজ্ঞতাজাত হতাশাকে নিশ্চয়ই তুমি লক্ষ্য করে থাকবে।

হ্যাঁ, আমি তা লক্ষ্য করেছি।

আর এই মনোভাবকে কি তুমি নিন্দনীয় মনে করবে না? এরূপ লোক যখন সমাজের অপর দশজনের সঙ্গে সম্পর্কিত জীবনযাপন করতে চাইল তখন স্পষ্টতই দেখা গেল মানুষের চরিত্র সম্পর্কে তার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তার যদি অভিজ্ঞতা থাকত তা হলে সে প্রকৃত অবস্থাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারত; সে দেখতে পেত যে, সমাজে কিছু সংখ্যক মানুষ সৎ, কিছু সংখ্যক অসৎ, আর অধিক সংখ্যকই হচ্ছে সৎ এবং অসৎ-এর মধ্যবর্তী পর্যায়সমূহের।

তুমি কি বলতে চাচ্ছ, সক্রেটিস?

আমি বলতে চাচ্ছি যে, কোনো প্রকার চরমের সংখ্যা খুবই কম। যেমন ধর বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রের কথা : অতি বৃহৎ কিংবা অতি ক্ষুদ্র মানুষ কম সংখ্যায়ই তুমি দেখতে পাবে। তেমনি দ্রুত এবং মন্দ, সুন্দর এবং কুৎসিত, কালো এবং সাদা–সব চরম সম্পর্কেই একথা সত্য। এদের দৃষ্টান্ত হিসাবে তুমি মানুষ কিংবা কুকুর যাকেই গ্রহণ করা না কেন চরম চরিত্রের সংখ্যা দেখবে কম–কিন্তু অধিক সংখ্যক হচ্ছে দুই চরমের মধ্যবর্তী পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়টি কি তুমি লক্ষ কর নি?

হ্যাঁ, আমি লক্ষ্য করেছি।

তা হলে তুমি কি মনে কর না যে, চরম অসৎ-এর বিষয়ে যদি একটি প্রতিযোগিতা। আহ্বান করা হয় তা হলে চরম অসৎ হিসাবে খুব কম সংখ্যক লোককেই পাওয়া যাবে।

হ্যাঁ, এরূপ হওয়া খুবই সম্ভব।

সক্রেটিস বললেন : হ্যাঁ এরূপ হওয়া খুবই সম্ভব। অবশ্য এসব ক্ষেত্রের যুক্তি মানুষ থেকে ভিন্নতর হতে পারে। কিন্তু এ প্রসঙ্গ সম্পর্কে আর নয়। এ প্রসঙ্গে আমি যতটুকু বলতে ইচ্ছা করেছিলাম তুমি আমাকে দিয়ে তার চেয়ে অধিক বলিয়ে নিয়েছ। কিন্তু দুটি প্রসঙ্গের তুলনায় বিষয় হচ্ছে এই যে, যুক্তির ক্ষেত্রেও দ্বন্দ্বমূলক যুক্তিতে যে দক্ষ নয়, যে জ্ঞানে সরল যে যখন একটি যুক্তিকে বিশ্বাস করার পরে সেটিকে আবার ভ্রান্ত বলে মনে করে এবং এরূপভাবে একের পর এক করে অন্যান্য যুক্তিকেও সে প্রথমে বিশ্বাস এবং পরে অবিশ্বাস করতে শুরু করে তখন কোনো যুক্তির উপরই আর তার কোনো বিশ্বাস অবশিষ্ট থাকে না। এভাবে অনেক বড় বড় তার্কিকের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, তারা পরিশেষে নিজেদেরকে মানবজাতির মধ্যে সর্বাধিক বোদ্ধা বলে মনে করতে শুরু করে। তাদের ধারণা, কেবল

তারাই সব যুক্তির, সব বস্তুর অসারতা এবং অনিশ্চয়তাকে জেনে ফেলেছে। আর তাদের জানার কিছু অবশিষ্ট নেই। কেননা যুক্তি কিংবা বস্তু সবই ইউরিপাস-এর জোয়ার-ভাটার উঠতি পড়তি বই আর কিছুই নয়।

আমি বললাম : হ্যাঁ, একথা খুবই সত্য।

তা হলে, ফিডো, ভেবে দেখ সত্য, কিংবা নিশ্চয়তা কিংবা জ্ঞানের সম্ভাবনা বলতে যদি কিছু থাকে, তার অবস্থা এর ফলে কিরূপ করুণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা কেউ হয়তো প্রথমে একটি যুক্তিকে যথার্থ বলে গ্রহণ করেছে কিন্তু কিছু পরে সেই যুক্তিটিই তার নিকট ভ্রান্ত বলে প্রতীয়মান হলো। তখন সে এজন্য নিজকে এবং নিজের বুদ্ধির অভাবকে দায়ী না করে নিজের উপর বিরক্ত হয়ে ভ্রান্তির সমগ্র দায়িত্ব যুক্তির উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে রেহাই পেয়ে আত্মসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে এবং এর পর থেকে যুক্তিমাত্রই তার ঘৃণা, অবিশ্বাস ও নিন্দার পাত্র হয়ে ওঠে। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, এরূপ ব্যক্তি সত্য এবং বাস্তবের জ্ঞান থেকেই বঞ্চিত হয়।

হ্যাঁ, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, অবস্থাটি বড়ই করুণ হয়ে দাঁড়ায়।

তাই যদি হয় তা হলে এস, আমরা শুরুতেই সাবধান থাকি, যেন আমাদের নিজেদের মনে এরূপ ধারণা প্রবেশ করতে না পারে যে, কোনো যুক্তিই যথার্থ কিংবা সুস্থ নয়। বরঞ্চ আমাদের অন্তরে যেন এই ধারণা থাকে যে, আমরা নিজেরাই এখনো চিন্তার স্থৈর্যকে আয়ত্ত করতে সক্ষম হই নি এবং আমাদের সচেষ্ট হতে হবে, যেন সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করে আমরা সেই মানসিক স্থৈর্যকে আয়ত্ত করতে সক্ষম হই। তুমি, আমি এবং অপর সকলে আপন আপন জীবনের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করেই সত্যকে লাভ করার এই সাধনায় রত হব। আমি আমার মৃত্যুকে সম্মুখে রেখেই এই কর্তব্যের কথা স্মরণ করব। কেননা আজ এই মুহূর্তে আমি অনুভব করছি, দার্শনিকের স্থৈর্য আমার নেই। সাধারণের ন্যায় আমিও এখন একদেশদর্শী একটিমাত্র পক্ষভুক্ত লোক। আর তুমি তো জানো, যে পক্ষভুক্ত সে যদি তর্কে অবতীর্ণ হয় তা হলে সে বিরোধের বিষয়টির যথার্থতা সম্পর্কে কিছুমাত্র চিন্তা করে না। তার একমাত্র চিন্তা হয় কী করে সে তার শ্রোতাবৃন্দকে নিজের বক্তব্যে বিশ্বাসী করে তুলবে। যুক্তির ক্ষেত্রে এরূপ পক্ষভুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে আমার হয়তো এই মুহূর্তে এতটুকুই মাত্র পার্থক্য যে, সে যদি তার শ্রোতাবৃন্দকে বিশ্বাসী করে তুলতে চায়, আমি আমার নিজের সত্তাকেই নিজের যুক্তিতে বিশ্বাসী করে তুলতে চাচ্ছি। আমার শ্রোতাবৃন্দকে বিশ্বাসী করে তোলার ব্যাপারটি আমার কাছে গৌণ। অবশ্য এরূপ যুক্তি আমার জন্য দুদিক দিয়েই লাভজনক। প্রথমত আমি যা বলছি তা যদি সত্য হয় তা হলে তার সম্পর্কে আমার নিজের

অন্তরে বিশ্বাসের সৃষ্টি হবে। তা ছাড়া মৃত্যুর পরে কিছু যদি নাই থাকে তা হলেও মৃত্যুর পূর্বে যে অল্পকালের অবসর আমি পেলাম সে অবসরটিতে আমার বিলাপ দ্বারা আমার প্রিয় বন্ধুদের উদ্বেগের কোনো কারণ আমি হলাম না। আমার অজ্ঞানতার আয়ু তখন আর দীর্ঘ হবে না। শীঘ্রই আমার মৃত্যুর সঙ্গে তারও মৃত্যু ঘটবে। কাজেই আমার অজ্ঞানতা দ্বারা তোমাদের তেমন ক্ষতিসাধনও আমি করতে পারব না। প্রিয় সিমিয়স এবং সিবিস! এই মানসিক অবস্থা নিয়েই আমি যুক্তিটিকে নূতনভাবে বিচার করে দেখব। তোমাদের প্রতিও আমার অনুরোধ, তোমরা যেন যুক্তির যথার্থতার দিকটিই বিবেচনা কর, সক্রেটিসের অবস্থাটি নয়। যদি তোমরা বোধ কর যে, আমি যুক্তিতে যথার্থ, তা হলে আমার সঙ্গে তোমরা একমত হয়ে। কিন্তু তা যদি না হয়, তা হলে সমস্ত শক্তি দিয়ে আমায় প্রতিরোধ করো, যেন উৎসাহের আতিশয্যে আমি তোমাদের কিংবা নিজেকে প্রতারিত করতে সক্ষম না হই, যেন মৌমাছির ন্যায় দংশন করে মৃত্যুর পূর্বে তোমাদের অন্তরে আমি যন্ত্রণার হুলটি রেখে যেতে না পারি।

এবার তা হলে অগ্রসর হওয়া যাক। কিন্তু সব কিছুর আগে আমার নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক, তোমরা যা বলেছ আমার তা স্মরণ আছে কি না। আমি যদি সঠিকভাবে স্মরণ রাখতে পেরে থাকি, তা হলে বলব যে, সিমিয়াসের আশঙ্কাটি হচ্ছে এই যে, দেহের চাইতে আত্মা অধিক স্বর্গীয় এবং সুন্দর হওয়ার জন্য এবং আত্মার অস্তিত্ব বীণার সংগতির ন্যায় হওয়াতে আত্মাই দেহের ক্ষয়ের পূর্বেই বিলুপ্ত এবং বিনষ্ট হয়ে যায় কি না। সিবিস অবশ্য স্বীকার করেন যে, দেহের চাইতে আত্মা অধিক টেকসই। কিন্তু তারও বক্তব্য হচ্ছে, কে জানে দেহের পর দেহ ধারণ করতে করতে পরিণতিতে সর্বশেষ দেহটিকে পরিত্যাগ করে নিজেই সে বিনষ্ট হয়ে যায় কি না। আর মৃত্যু বলতে সিবিস আত্মার এই বিনষ্টকে বুঝাতে চেয়েছেন–দেহের ধ্বংস নয়। কেননা দেহের মধ্যে ধ্বংসের প্রক্রিয়া তো নিত্যকাল ধরেই চলছে। সিমিয়াস এবং সিবিস, এই বিষয়গুলিকেই তো আমরা বিবেচনা করতে চাই। নয় কি?

সিমিয়াস এবং সিবিস–উভয়েই তাঁদের বক্তব্যেরই বর্ণনার সঙ্গে একমত হলেন।

সক্রেটিস বললেন : কিন্তু তোমরা কি আমাদের পূর্বের সব যুক্তিকেই অস্বীকার করছ, শুধু তার একটি অংশকে?

সিমিয়াস এবং সিবিস উভয়েই বললেন : শুধু একটি অংশকে।

তা হলে আমাদের যুক্তির যে অংশটিতে আমরা বলেছি, জ্ঞান হচ্ছে কোনো কিছুকে স্মরণ করা এবং সেখান থেকে আমরা অনুমান করছি যে, দেহের মধ্যে আবদ্ধ হওয়ার। পূর্বেও আত্মার অস্তিত্ব ছিল, যুক্তির সে অংশটি সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কী?

সক্রেটিসের এ প্রশ্নের জবাবে সিবিস বললেন যে, যুক্তির ঐ অংশটিতে তিনি বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়েছেন এবং তার উপর তাঁর বিশ্বাস এখনো পুরোপুরিই অটুট রয়েছে। সিমিয়াসও এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে বললেন যে, তিনি ঐ যুক্তি থেকে ভিন্নতর কোনো যুক্তির কথা কল্পনা করতে পারেন না।

সক্রেটিস জবাব দিলেন : কিন্তু থিবের প্রিয় বন্ধু! সংগতিকে যদি তুমি মিশ্রণজাত ফল হিসাবে এখনও চিন্তা কর এবং মনে কর যে, আত্মা দেহের তারে ঝঙ্কার ভোলা সংগতি, তা হলে নূতন যুক্তির কথা তোমাকে অবশ্যই ভাবতে হয়। কেননা, তেমন ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তুমি স্বীকার করবে না যে, মিশ্রণের মাধ্যমে যে সংগতির জন্ম তার অস্তিত্ব মিশ্রণের পূর্বেও ছিল।

না, তা আমি কখনো স্বীকার করতে পারিনে, সক্রেটিস।

কিন্তু তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, যখন তুমি বল, আত্মা দেহের আকার গ্রহণ করার পূর্বেও যেমন অস্তিত্বময় ছিল, তেমনি সে এমন উপাদানের সৃষ্টি যে-উপাদানের পূর্বে অস্তিত্ব ছিল না তখন তোমার কথার তাৎপর্য এরূপই দাঁড়ায়। কেননা ঐক্য বা সংগতিকে তুমি আত্মা বলতে পার না। বীণার ক্ষেত্রে কী ঘটে? প্রথমে আমরা পাই বীণা আর তাতে লাগানো তারগুলি; বীণার তারে প্রথম যখন শব্দ তুলি তখন সে শব্দের মধ্যে কোনো সংগতি থাকে না–সে শব্দরাজি তখন বিস্রস্ত। সংগতি আসে সবার শেষে। আবার সুরের সংগতি নষ্ট হয় সবার আগে। কাজেই আত্মা সম্পর্কে এই ধারণাকে তুমি অপর ধারণার সঙ্গে মিলাবে কী করে?

সিমিয়াস বললেন : না, তাকে আমি মিলাতে পারিনে। কিন্তু তবু সংগতি যেখানে আলোচ্য বিষয়, সেখানে আলোচনার মধ্যে একটি সংগতি থাকা কি অপরিহার্য নয়?

অবশ্যই আলোচনায় একটি সংগতি থাকা আবশ্যক। কিন্তু একদিকে জ্ঞানকে যদি আমরা স্মৃতি বলে আখ্যায়িত করি এবং আত্মাকে বলি সংগতি, তা হলে আলোচনার সঙ্গতি তো আমরা রক্ষা করতে পারিনে। এদের মধ্যে কোন মতটিকে তুমি গ্রহণ করবে?

সিমিয়াস বললেন : সক্রেটিস, আমি মনে করি প্রথমোক্ত মতটিই গ্রহণীয়। কেননা, প্রথম মতটি উপযুক্তরূপেই প্রমাণিত হয়েছে। শেষোক্ত মতটিই বরঞ্চ এখনো প্রমাণিত হয় নি। অধিকাংশ মানুষ অবশ্যই শেষোক্তটিকেই গ্রহণ করে, কেননা শেষোক্ত মতটির প্রমাণ এখনো কতগুলি বিশ্বাসযোগ্য কিংবা সম্ভব-যুক্তির মধ্যে নিহিত। কিন্তু আমি একথা প্রকৃষ্টভাবেই জানি যে, যুক্তির এই সমস্ত সম্ভাবনা আসলে প্রতারণার আকর। জ্যামিতি শাস্ত্রে যেরূপ এরা বহু ভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে তেমনি বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ না করলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও ওই সমস্ত বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি' ভ্রান্তিরই সৃষ্টি করবে। কিন্তু জ্ঞানের অর্থ

যে-কোনো কিছুকে স্মরণ করা, এ তত্ত্বটি আমার নিকট উপযুক্তভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। এই প্রমাণের প্রধান যুক্তি হচ্ছে এই যে, আত্মাতেই সমস্ত সত্তা; সুতরাং দেহের মধ্যে অনুপ্রবেশের পূর্বে অবশ্যই আত্মা অস্তিত্বময় হয়ে বিরাজ করছিল। সুতরাং আমি এ তত্ত্বকে যখন স্থির জেনেছি, উপযুক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে এর সিদ্ধান্তকে যখন আমি গ্রহণ করেছি, তখন স্বভাবতই 'আত্মা হচ্ছে সংগতি' এ তত্ত্ব নিয়ে কারুর পক্ষে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়াকে আমি বাঞ্ছনীয় মনে করব না। আমি নিজেও এ নিয়ে আর আলোচনা করতে চাইব না।

সক্রেটিস বললেন : সিমিয়াস, বিষয়টিকে আমি অন্যভাবে প্রকাশ করছি : তুমি কি মনে কর ঐক্য বা সংগতি যে উপাদানসমূহের মিশ্রণে সৃষ্ট হয় তাদের থেকে ভিন্নভাবে তার অস্তিত্ব সম্ভব?

নিশ্চয়ই নয়।

কিংবা উপাদানের যা কার্য কিংবা ভোগ তা থেকে ভিন্ন?

এ প্রশ্নেও সিমিয়াস সক্রেটিসের সঙ্গে একমত হলেন।

তা হলে, সঠিকভাবে বলতে গেলে ঐক্য বা সংগতি তার নিজের কোনো জনক উপাদানসমূহকে পরিচালন করে না, উপাদনসমূহর অনুসরণ করে।

এ কথায়ও সিমিয়াস তার সম্মতি জানালেন।

কেননা, যে সংগতি বা ঐক্য তার মধ্যে নিশ্চয় গতি, শব্দ কিংবা অপর এমন কোনো গুণ অবস্থান করতে পারে না, যে সংগতির অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের বিরোধী।

সিমিয়াস বললেন : হ্যাঁ, এরূপ গুণের অবস্থান অসম্ভব।

তা ছাড়া যে-কোনো ক্ষেত্রেই উপাদানসমূহের ঐক্যের বৈশিষ্ট্যের উপর কি সংগতির নিজের বৈশিষ্ট্যটি নির্ভর করে না?

এবার আমি তোমাকে বুঝতে পারছিনে; সক্রেটিস।

আমি বলছিলাম যে, সংগতিরও পরিমাণ ভেদ আছে : একটা সংগতি যত অধিক এবং পরিপূর্ণরূপে সংগত তত অধিক পরিমাণে এবং পরিপূর্ণরূপে সে সংগতি; আবার যে সংগতি যত কম এবং অপূর্ণরূপে সংগত তত কম এবং অপূর্ণ সে সংগতি।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

কিন্তু আত্মার ক্ষেত্রে কি এরূপ পরিমাণভেদে সম্ভব? কোনো আত্মাকে কি তুমি অপর কোনো আত্মার চেয়ে অল্প কিংবা অধিক আত্মা বলে ভাবতে পার?

না, কোনোক্রমেই সেরূপ ভাব সম্ভব নয়।

কিন্তু তা হলেও দুটি আত্মার মধ্যে একটিকে সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং বুদ্ধিমান এবং অপরটিকে অসৎ, পাপাচারী এবং মূর্খ আত্মা যথার্থভাবেই বলা চলে। কি বল?

হ্যাঁ, যথার্থভাবেই এরূপ বলা চলে।

কিন্তু যারা আত্মাকে সংগতি বলে আখ্যায়িত করেন তারা আত্মার এই গুণাগুণের কি ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হবেন? তারা কি এরূপ বলবেন যে, সৎ আত্মাই সংগতিপূর্ণ? আবার, আত্মা নিজেই যেহেতু সংগতি সেজন্য সংগতির ভিতরেও রয়েছে আর এক সংগতি; আর পাপাচারী আত্মার মধ্যে কোনো সংগতি নেই। তাদের ব্যাখ্যা কী হবে?

সিমিয়াস বললেন : তাঁদের বক্তব্য কী হবে, আমি ঠিক বলতে পারছিনে। তবে যারা আত্মাকে সংগতি বলেন তারা অনুরূপ কোনো ব্যাখ্যাই নিশ্চয় উপস্থিত করবেন।

কিন্তু আমরা তো ইতঃপূর্বে সিদ্ধান্ত করেছি যে, আত্মার পরিমাণভেদ নেই। সুতরাং আত্মা যদি সংগতি হয় তা হলে তার অর্থ দাঁড়ায় যে, সংগতিরও কোনো পরিমাণভেদ হতে পারে না অর্থাৎ কোনো সংগতি অধিক সংগতি কিংবা অল্প সংগতি কিংবা অধিকতর পূর্ণরূপে কিংবা অপূর্ণরূপে সংগতি বলে বিবেচিত হতে পারে না।

খুবই সত্য কথা।

সুতরাং যে-সংগতি অল্প কিংবা অধিক নয়, সে সংগতি অল্প কিংবা অধিক পরিমাণে সংগত এরূপও বলা চলে না।

অবশ্যই।

তা হলে বলতে হয় যে, যে-সংগতি অল্প কিংবা অধিক হতে পারে না, তার কেবল সম পরিমাণ সংগতি থাকাই সম্ভব।

হ্যাঁ, তার পরিমাণ ভেদ নেই–সে কেবল সম পরিমাণ সংগতিই হতে পারে।

কাজেই একটি আত্মা যখন অধিক কি অল্প সত্তাপূর্ণ আত্মা হতে পারে না, তখন সে অধিক কিংবা অল্প সংগতিপূর্ণ আত্মা বলেও বিবেচিত হতে পারে না।

যথার্থই।

অর্থাৎ আত্মার মধ্যে সংগতি কিংবা অসংগতির অল্পতা কিংবা আধিক্যকে কল্পনা করা চলে না।

হ্যাঁ, তা চলে না। সে পরিমাণে অল্প কিংবা অধিক নয়।

সুতরাং পাপকে যদি আমরা অসংগতি এবং ধর্মকে সংগতি বলি, তা হলে যেহেতু আত্মার অধিক কিংবা অল্প সংগতি কিংবা অসংগতি থাকতে পারে না, সেজন্য এক আত্মাকে অপর আত্মার চেয়ে অধিক ন্যায় কিংবা অন্যায়পূর্ণ বলেও ভাবা চলে না। ঠিক নয় কি?

না, কোনোক্রমেই সেরূপ ভাবা চলে না।

সিমিয়াস কথাটিকে সঠিকতর করে আমরা এভাবেও বলতে পারি যে, যেহেতু সংগতি অবশ্যই সংগতি, অর্থাৎ সংগতির মধ্যে অসংগতির কোনো স্থান নেই, সেজন্য আত্মা যদি সংগতি হয় তা হলে তার মধ্যেও পাপ বা অন্যায় বলে কিছু স্থান হতে পারে না।

না, তা সম্ভব নয়।

কাজেই, যে-আত্মা নিশ্চিত এবং চরমরূপে আত্মা তার পাপ বলতে কিছু নেই।

না, পাপ তার থাকা সম্ভব নয়। আগের যুক্তিগুলি ঠিক হলে আত্মার পাপ কী করে থাকবে?

তা হলে যত আত্মা আছে তারা যদি স্বভাবগতভাবে আত্মাই হয়, তা হলে সমস্ত জীবিত প্রাণীর আত্মা সম পরিমাণেই সৎ। ঠিক নয় কি?

সিমিয়াস বললেন : সক্রেটিস, আমি তোমার সঙ্গে একমত।

কিন্তু এ সবই কি সত্য হতে পারে? অথচ আত্মাকে যদি আমরা সংগতি বলি তা হলে এ সকল সিদ্ধান্তকেই সেই স্বীকৃতির পরিণাম হিসাবে আমাদের গ্রহণ করতে হয়।

না, এগুলি সত্য হতে পারে না।

তা ছাড়া ভেবে দেখো, আত্মা ব্যতীত, বিশেষ করে প্রাজ্ঞ যে আত্মা সেই আত্মা ব্যতীত আর কে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে? আত্মা ব্যতীত অপর কোনো শক্তি এরূপ পারে বলে কি তুমি মনে কর?

না, এরূপ অপর কোনো শক্তি পারে বলে আমি মনে করিনে।

আবার চিন্তা করে দেখ, আত্মা কি কখনো দেহের পীড়া কিংবা তার অবস্থান্তরকে স্বীকার করে; না, সে তার বিরোধিতা করে?

যেমন, দেহ উষ্ণ হলো কিংবা তার তৃষ্ণা পেল। আত্মা কি এরূপ অবস্থায় দেহের ইচ্ছাকে গ্রহণ করে, না সে তার বিরুদ্ধতা করে? কিংবা দেহ ক্ষুধিত হলো। আত্মা কি এই ক্ষুধাকে স্বীকার করে–না অস্বীকার করে? বস্তুত এরূপ দেহের ইচ্ছার ক্ষুধাকে স্বীকার করে–না অস্বীকার করে? বস্তুত এরূপ অবস্থার আত্মা

দেহের ইচ্ছার বিরুদ্ধতাই করে। আমি মাত্র একটি উদাহরণ দিলাম। এরূপ তত দশ সহস্র দৃষ্টান্তই উপস্থিত করা যায় যেখানে আত্মা দেহের বিরুদ্ধতা করছে।

একথা অবশ্য সত্য?

কিন্তু আত্মা যদি সংগতি হয়, তা হলে এরূপ বিরুদ্ধতা তার পক্ষে কি করে সম্ভব? কেননা আমরা বলেছি যে, যেহেতু আত্মা সংগতি সেজন্য দেহের যে তন্ত্রীগুলির ঐক্যবদ্ধ যোজনায় তার সৃষ্টি, সে তন্ত্রীগুলির কড়ি কিংবা কোমল কোনো খাদের বিরুদ্ধেই তার নিজের অসংগতির সুর তুলে ধরা চলবে না। মিলিত সুরের বিরোধী কোনো সুর তুলে ধরা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। সেই ঐক্যবদ্ধ যোজনার অনুগমনই তার কার্য; সেই তার ক্ষমতা; কোনো তন্ত্রীর কোনো সুর সৃষ্টি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

সিমিয়াস বললেন : বিষয়টি তো এরূপই হবে।

অথচ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আত্মা ঠিক বিপরীত কাজটিই করে চলেছে : যে উপাদানের সংযোগে সে সৃষ্ট বলে ধারণা করা হয়েছে সে তাদের উপরই পুরোদমে কর্তৃত্ব করছে। প্রায় সর্বদাই সে দেহের ইন্দ্রিয়সমূহের বিরোধীতা করছে; জীবনভর তাদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। কোনো কোনো সময়ে সে ক্রিয়া কসরত, ঔষধ ইত্যাদির ন্যায় জবরদস্তির মারফত ইন্দ্রিয়সমূহকে দুরন্ত রাখার চেষ্টা করছে। এজন্য কখনো সে তাদের প্রতি হুমকি উচ্চারণ করছে, কখনো তাদের কামনা, বাসনা, আতঙ্কভীতিকে তিরস্কার করছে। তার আচরণের ভাবটি এই, যেন সে নিজে এই সমস্ত তন্ত্রীভুক্ত আদৌ নয়। হোমার তার 'অডিসি'-তে যেরূপ অডিসিয়াসের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন :

"নিজের বক্ষঃস্থলকে আঘাত করে আপন আত্মাকে সে বলল :
ধৈর্য ধর, স্থির হও, হে আমার আত্মা। কঠিনতর আঘাতকে
তুমি সহ্য করেছ একদিন, আজ কেন এই
চঞ্চলতা।"

আমাদের আত্মাও যেন সেরূপ ইন্দ্রয়সমূহকে ভর্ৎসনা করছে। তুমি কি মনে কর, তোমার আত্মাকে সংগতি বলে গ্রহণ করে কিংবা আত্মা দেহের ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিচালিত হয় ভেবে এই কথাগুলো লিখেছেন? বরঞ্চ একথাই কি সত্য নয় যে, হোমার মনে করেছেন, আত্মার প্রকৃতি হচ্ছে প্রভুর প্রকৃতি, দাসের নয়; তিনি মনে করেছেন, কোনো প্রকার সংগতির চেয়ে আত্মা অনেক বেশি স্বর্গীয়?

হ্যাঁ, সক্রেটিস, আমি এরূপই মনে করি।

তা হলে প্রিয় বন্ধু, আমরা কখনোই আত্মাকে সংগতি বলে বিবেচনা করতে পারিনে। আত্মাকে সংগতি বলার অর্থ হচ্ছে স্বর্গীয় হোমার এবং আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধতা করা।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

কিন্তু অধিক নয়, প্রিয় বন্ধু। তোমার থিবিসের দেবী সংগতি বা হারমোনিয়া সম্পর্কে। এই যথেষ্ট। তিনি সুন্দরভাবে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছেন, এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। এবার। রইল তার স্বামীদের ক্যাডমাস। তাঁকে শান্ত করি কী দিয়ে, সিবিস, সেটাই তো এখন প্রশ্ন।

সিবিস বললেন : তাঁকে তুষ্ট করার পথও তুমি নিশ্চয় বার করবে, সক্রেটিস। হারমোনিয়াকে যুক্তি দিয়ে যেভাবে তুমি বশ করেছ সে ছিল আমার একেবারেই অপ্রত্যাশিত। কেননা, সিমিয়াস যখন তার সমস্যা এবং প্রশ্নের কথা তোমার নিকট উল্লেখ করেছিলেন তখন আমার মনে হয়েছিল যে, তার প্রশ্নের কোনো জবাব দেওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু আমি দেখে বিস্মিত হয়েছি, তোমার প্রতি-আক্রমণের শুরুতেই সে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এখন ভাবছি যাকে তুমি ক্যাডমাস' বলছ সে বেচারীর ভাগ্যেও ঠিক একই দশা ঘটবে।

না, প্রিয়বন্ধু, অমন অহঙ্কার প্রকাশ করা আমাদের উচিত নয়, হয়তো কোনো শনির দৃষ্টি আমার মনের কথাকে আতঙ্কিত করে তাড়িয়ে দেবে; আমি আর তাকে প্রকাশ করতে পারব না। তার চেয়ে বরঞ্চ সাফল্যের বিষয়টি আমার ঊর্ধ্ব লোকবাসীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে হোমরীয় কৌশল প্রয়োগে আমার যুক্তির ধারাটি পরীক্ষা করার প্রয়াস পাই। তোমার যুক্তিটাকে তা হলে আর একবার ঝালাই করে নেওয়া যাক; তুমি চাও, তোমার নিকট আমরা প্রমাণ করে দেব যে আত্মা অক্ষয় এবং অমর। তোমার বক্তব্য হচ্ছে : দার্শনিক এই প্রমাণ ব্যতীত যদি বিশ্বাস করে যে, এই মর্তলোকের চেয়ে পাতাললোকে সে অধিকতর সুখী হবে তা হলে সে বিশ্বাস তার নিতান্তই অলীক বিশ্বাস। তা ছাড়া তুমি বলতে চাচ্ছ, দেহের মৃত্যুর পরে আত্মার অমরতা প্রমাণিত হয় না। এ আপত্তিতে তোমার যুক্তি হচ্ছে যে, আত্মার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ এবং দেহ-পূর্ব অবস্থাতে সে বহুতর ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করেছে–এরূপ দাবিতেও আত্মার অমরতা প্রমাণিত হয় না। তুমি মনে কর, দেহের মধ্যে আত্মার প্রবেশ আসলে একটি রোগবিশেষও হতে পারে। এখান থেকেই হয়তো আত্মার ক্ষয়ের শুরু। এই রোগের কারণেই হয়তো জীবনের দুঃখ-কষ্ট ভোগের পরে আত্মা মৃত্যুতেই শেষ হয়ে যাবে। তা ছাড়া, দেহের মধ্যে আত্মা একবার কিংবা বহুবার প্রবেশ করল–এই সত্য মৃত্যু সম্পর্কে ব্যক্তির ভীতিকে দূর করতে পারে না। কেননা, আত্মার অমরতার প্রমাণ দেওয়া যদি সম্ভব না হয় তা হলে সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষমাত্রই মৃত্যুকে ভয় না করে পারবে না।

আমার মনে হয়, সিবিস, আমি যেরূপ বলেছি প্রায় এরূপই হচ্ছে তোমার বক্তব্য। আমি ইচ্ছা করেই বক্তব্যটির পুনরাবৃত্তি করে নিচ্ছি, যেন এর কোনো অংশ আমাদের নজর এড়িয়ে না যায় এবং তোমার ইচ্ছা হলে যেন তুমিও এর কোনো কথা বাদ দিতে কিংবা এর সঙ্গে নূতন কথা যুক্ত করতে সক্ষম হও।

হ্যাঁ, সক্রেটিস, তুমি যা বলেছ, তা সবই আমার কথা। কিন্তু যতদূর আমি বর্তমানে দেখতে পারছি তাতে এর সঙ্গে কিছুই যোগ কিংবা এ বক্তব্য থেকে কিছু বিয়োগের কথা এখনই চিন্তা করতে পারছিনে।

এর পরে সক্রেটিস কিছুক্ষণ স্তব্ধ রইলেন। মনে হল যেন তিনি কোনো গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছেন। পরিশেষে তিনি বললেন : প্রিয় সিবিস, তুমি সৃষ্টি এবং ধ্বংসের সমগ্র প্রক্রিয়ার রীতি সম্পর্কে বিপুল এক প্রশ্ন উত্থাপন করেছ। এ সম্পর্কে, তুমি যদি চাও তা হলে, আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে পারি। আমার এ অভিজ্ঞতা যদি তোমার সমস্যার সমাধানে কিছু সাহায্য করে তা হলে তুমি তাকে ব্যবহার কর।

তোমার বক্তব্য শুনবার আমার আন্তরিক আগ্রহ রয়েছে, সক্রেটিস।

বেশ, আমি বলছি। সিবিস, আমি যখন তরুণ, তখন দর্শনের যে-শাখাকে প্রকৃতি জগতের গবেষণার শাখা বলে আখ্যায়িত করা হয় তার জ্ঞান অর্জনের আমার ছিল বিরাট এক আগ্রহ। বস্তু-জগতের কারণ কী? কী কারণে কোনো একটি বস্তু এই মুহূর্তে অস্তিত্বময় হয়ে রয়েছে? কেনই বা যার এই মুহূর্তে সৃষ্টি হল, পরমুহূর্তেই আবার তার লয় ঘটল? এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব জানাকে তখন নিজের নিকট একটি উঁচুদরের কাজ বলেই বোধ হতো। আমার মনে তখন প্রশ্নের পরে প্রশ্নের আলোড়ন : জীবজন্তুর দেহ ক্ষয়ের কী কারণ? কেউ কেউ বলেন এ নাকি উষ্ণতা এবং শৈত্যের সংকোচন প্রক্রিয়ারই ফল। একথা কি যথার্থ? আমরা চিন্তা করি কোন শক্তিতে, কিসের কারণে? সে কারণ কি ধমনীর রক্ত, না হাওয়া, না অগ্নি! অথবা এদের কেউই আমাদের চিন্তার মূল কারণ নয়। আমাদের চিন্তার শক্তি কে যোগায়? সে কি আমাদের মস্তিষ্ক? মস্তিষ্ক থেকেই কি উদ্ভূত হয় আমাদের সব অনুভূতির শক্তি, আমাদের প্রত্যক্ষ বোধ, আমাদের শ্রবণক্ষমতা, আমাদের চোখের দৃষ্টি, নাসিকার ঘ্রাণ, মনের স্মৃতি? কোথা থেকে আমাদের ধারণার জন্ম? কিসের উপর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা? বিজ্ঞান কি স্মৃতি এবং ধারণা দূরীভূত হওয়ারই ফল? আমি এ সমস্ত বস্তু এবং বিষয়ের ক্ষয় এবং বিকৃতির কথাও চিন্তা করতে লাগলাম; চিন্তা করতে লাগলাম আকাশ-পাতাল, স্বর্গ-মর্ত্য সম্পর্কে; আর অবশেষে দেখতে পেলাম যে, এদের বিষয়ে কোনো সঠিক ধারণায় উপস্থিত হতে আমি সম্পূর্ণরূপেই অক্ষম। তোমরা হয়তো কথাটা শুনে আশ্চর্য হচ্ছ। কিন্তু তোমাদের আমি প্রমাণ করে দেখিয়ে দেব, আসলে ব্যাপারটা এরূপ হয়েই দাঁড়াল। কারণ,

এ সমস্ত বিষয় দ্বারা আমি এরূপ মোহিত হয়ে গেলাম যে, তার ফল হিসাবে দেখলাম, আমি এতদিন যা উত্তমরূপে জানতাম বলে ভেবেছি আজ তাদের সম্পর্কে আমি অন্ধ এবং অজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়েছি; যাকে আমি পূর্বে স্বতঃসিদ্ধ বলে জানতাম আজ তাকেও আমি বিস্মৃত হয়ে গিয়েছি। আমি জানতাম দেহের বৃদ্ধি আহার এবং পানের ফলে। কেননা দেহে যখন খাদ্যদ্রব্য জারিত হয় তখন তাতে মাংসের সঙ্গে মাংস এবং অস্থির সঙ্গে অস্থি যুক্ত হয়। এরূপে সহায়ক উপাদান যখন দেহে এসে মিলিত হয় তখন আয়তনে যে ছিল অল্প সে হয় অধিক। যে ছিল ক্ষুদ্র সে বৃহৎ। আমার পূর্বকার এই ধারণা কি যুক্তিসংগত ছিল না?

সিবিস বললেন : হ্যাঁ, সক্রেটিস, আমি তো সেরূপই মনে করি।

শুধু তাই নয়। আমি আরো বলছি। আমার জীবনে এমন অনেক সময় ছিল যখন আমি মনে করতাম যে, অল্প এবং অধিকের পার্থক্য আমি ভালোভাবেই জানি। দীর্ঘকায় কোনো মানুষ যদি ক্ষুদ্রকায় কারুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকত আমি ভাবতাম আমি ঠিকই বুঝতে পারছি এদের একজন অপর জনের চেয়ে একমাথা উচ্চতর; দুটি বিভিন্ন আকারের অশ্ব দেখে বুঝতে পারতাম একটি অপরটির চেয়ে দীর্ঘতর; আমার ধারণা ছিল আমি নিঃসন্দেহে জানি দশ-আটের চেয়ে দু-এ বেশি, দুই হাত এক হাতের চেয়ে দৈর্ঘ্যে অধিকতর, কেননা এক হাতের দ্বিগুণেই দুই হাত।

সিবিস বললেন; উত্তম কথা। এসব বিষয়ে তা হলে বর্তমানে তোমার ধারণা কী?

আজ আমি মনের কোণে এতটুকু ধারণা সৃষ্টি করতে পারি নি যে, এ সমস্ত বিষয়ের কারণ আমি জ্ঞাত হয়েছি। আজ আমি আত্মবিশ্বাস নিয়ে আর বলতে পারিনে যে, একটি একের সঙ্গে যখন আর একটি এক যুক্ত হয় তখন যে-একের সঙ্গে এক যুক্ত হলো সে এক-দুই হয়ে গেল কিংবা বলতে পারিনে যে, এক এবং এক যোগ করলে এই যোগের কারণেই তারা দুই হয়ে যায়। কেননা, আমি আজ আর বুঝিনে যে, যখন তারা পরস্পর ভিন্ন ছিল তখন তারা প্রত্যেকেই ‘এক ছিল কিন্তু যেমনি তাদের জোর করে এক জায়গায় নিয়ে আসা হলো, তখনি কেবল তাদের পরস্পরের এই পাশাপাশি অবস্থানের কারণেই তারা দুই হয়ে গেল। আবার এও আমার বোধের অগম্য যে, একটিকে ভাগ করলে সে দুই কী করে হতে পারে? কেননা, আগে দেখলাম যে পাশাপাশি বসলেই এক-দুই হয় : আর এবার দেখছি এক বিভক্ত হলেই দুই হয়। তা হলে ভিন্নতর কারণ কি একই প্রকার ফল সৃষ্টি করছে না? আর তা ছাড়া এখন আর আমি বুঝতে পারছিনে কেন যা সৃষ্ট হলো, তা সৃষ্ট হলো; কেনই বা যা ধ্বংস হলো; আর কেনই বা

তা অস্তিত্বময় হয়ে আছে, তা অস্তিতুময় হয়ে রয়েছে। আমার বর্তমান অবস্থা এরূপ যে, নূতন জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমি বিভ্রান্ত; আর পুরোনো জ্ঞানের বিশ্বাসের ভিত আমার বিনষ্ট।

কিন্তু এর পরেই আমি দেখতে পেলাম কে যেন এ্যানাক্সগোরাসের একখানা পুস্তক থেকে পড়ছে যে, সব কার্যের পেছনে কারণ হিসাবে রয়েছে মন; সমস্ত বিষয়ের সুবিন্যাসের মালিকও হচ্ছে মন। এ তত্ত্ব শুনে আমি উফুল্ল হয়ে উঠলাম। আমি ভাবলাম খুবই চমৎকার এ তত্ত্ব। আর সত্যই যদি সব বিন্যাসের মালিক হয় মন, তা হলে সে অবশ্যই সব কিছুর উত্তম বিন্যাসেই সম্পন্ন করবে : যার অবস্থান যেখানে সংগত, মন অবশ্যই তাকেই সেখানে বিন্যস্ত করে দেবে। এখান থেকে নিজের মনে আমি এ যুক্তিও দাঁড় করালাম, কেহ যদি এবার কোনো বস্তুর সৃষ্টি, লয় বা অস্তিত্বের কারণ জানতে চায় তা হলে তাকে প্রথমেই চিন্তা করতে হবে বস্তুর জন্য কোন অবস্থাটি শ্রেয় অস্তিত্ব, ক্রিয়া না ভোগ? মানুষেরও বিবেচনার একমাত্র বিষয় হচ্ছে, কিসে তার নিজের এবং অপর সবার মঙ্গল সাধিত হবে। এই বিবেচনাতে সে উত্তম-অধম উভয়কেই জ্ঞাত হতে পারবে। কেননা, এক বিজ্ঞানেই এই উভয় বিষয়ের আলোচনা। এই ভেবে আমি আরো আনন্দিত হলাম যে, এ্যানাক্সাগোরাসই আমার উপযুক্ত শিক্ষক। তাঁর কাছেই আমি সকল অস্তিত্বের কারণকে জানতে পারব। তিনিই আমাকে জ্ঞাত করাবেন, পৃথিবীটা গোল না চ্যাপ্টা। সবচেয়ে বড় কথা, গোল বা চ্যাপ্টা পৃথিবীটা যাই হোক, এ্যানাক্সাগোরাস আমাকে বলে দেবেন তার অনিবার্য কারণটা কী? তিনি আমাকে বলবেন কোনটি সর্বোত্তম এবং কী কারণে সর্বোত্তম। তিনি যদি এমন বলেন যে, সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে পৃথিবী তা হলে তিনি আমাকে অবশ্যই ব্যাখ্যা করে বলে দেবেন পৃথিবীর পক্ষে সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু হওয়াই হচ্ছে সর্বোত্তম অবস্থা। তার ব্যাখ্যা আমার মনের সব প্রশ্নকে নিশ্চয়ই শান্ত করবে; এবং অপর কোনো কারণের খোঁজে আমাকে ছুটে বেড়াতে হবে না। এর পরে আমি তার কাছে জানতে পারব সূর্য এবং চন্দ্র এবং তারকাসমূহ কী? তাদের মধ্যে গতিবেগের তারতম্যের বিষয়টি তিনি আমাকে ব্যাখ্যা করে বলবেন। তার কাছ থেকেই আমি বুঝতে পারব তাদের আবর্তন, তাদের বিভিন্ন অবস্থান এবং তাদের সচেষ্ট-নিশ্চেষ্ট অবস্থাকে। তার ব্যাখ্যাতে বুঝতে পারা যাবে যে, এদের সকলের আপন আপন অবস্থানই সর্বোত্তম। সর্বোত্তমের কথা আমি এজন্য ভাবলাম যে, মন যখন তাঁর নিকট সব কিছুর মূল বিন্যাসকারী তখন সমগ্র জগৎ প্রপঞ্চের বিন্যাসকে তিনি উত্তম বই অপর কিছু নিশ্চয়ই বলতে পারবেন না। আমি ভাবলাম, এরূপে তিনি যখন আমাকে প্রত্যেকটি বস্তু এবং বিষয়ের কারণকে দেখিয়ে দেবেন তখন তিনি আমাকে একথাও বলে দেবেন জগতে প্রত্যেকের জন্য যেমন, সকলের জন্যও তেমনি উত্তম কী? আমার এই বিপুল আশঙ্কা

আমি অপর কারুর বিরাট পরিমাণ অর্থের বিনিময়েও বিলিয়ে দিতে পারতাম না। সুতরাং আমি তার সমস্ত পুস্তক সংগ্রহ করে ফেললাম এবং যত দ্রুত সম্ভব, উত্তম-অধমের রহস্য ভেদ করার আগ্রহে, সে সমস্ত পুস্তকের পাঠ আমি সমাপ্ত করে ফেললাম।

কিন্তু কী ভাগ্য আমার! কী বিরাট আশাই না আমি নিজের মনে তৈরি করেছিলাম আর কী বিরাট হতাশাই না আমি পরিশেষে প্রাপ্ত হলাম। এ্যানাক্সগোরাসের ভিতরে আমি যত প্রবেশ করলাম তত দেখতে পেলাম যে, আমার আরাধ্য দার্শনিক মন কিংবা সুবিন্যাসের সব নীতিকেই বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছেন। তাদের জায়গাতে তিনি এনে বসাচ্ছেন বাতাস, ইথার কিংবা পানিকে অথবা অপর কোনো বিকারকে। আমরা দার্শনিক যেন সেই ব্যক্তি যিনি শুরু করলেন এই বলে যে, সক্রেটিসের কার্যাবলির মূল কারণ হচ্ছে মন; কিন্তু যখন তিনি আমার বিভিন্ন প্রকার কার্যের কারণ ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেলেন তখন তিনি কেবল এইমাত্র বলতে পারলেন, আমার এখানে উপবিষ্ট হওয়ার কারণ হলো, আমার দেহ গঠিত হয়েছে অস্থি এবং পেশিতে; আমার অস্থিগুলো শক্ত, আর সন্ধিস্থলে তারা বিভক্ত; আমার মাংসপেশি হচ্ছে সম্প্রসারণশীল; অস্থিসমূহ আমার মাংসপেশি দ্বারাই আবৃত; আর মাংসপেশি ও অস্থির ধারক আবরণ হিসাবে রয়েছে আমার দেহের ত্বক; আমার দার্শনিক বললেন, আমার পেশিগুলো যখন সঙ্কুচিত কিংবা প্রসারিত হয়, আমার অস্থিগুলোও তখন তাদের সন্ধিস্থলে উত্থিত কিংবা নমিত হয়, এবং এজন্যই আমি অঙ্গাদিকে সোজা করতে কিংবা ভেঙে বসাতে পারি আর এই কারণেই নাকি আমি বর্তমানে তোমাদের সম্মুখে নতজানু হয়ে উপবিষ্ট রয়েছি। এই হচ্ছে আমার দার্শনিকের পক্ষ থেকে আমার বর্তমান অবস্থানের কারণ ব্যাখ্যা। তোমাদের সঙ্গে আমি যে আলাপে রত রয়েছি এর কারণও তিনি অনুরূপভাবেই শব্দ, বায়ু, আমাদের শ্রবণ-শক্তি কিংবা এরূপ আরো দশ সহস্র কারণের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পাবেন–কেবল আসল কারণটিই তিনি স্মরণ করে উল্লেখ করতে পারবেন না। অর্থাৎ এথেন্সবাসীগণ যে আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করাই শ্রেয় বিবেচনা করেছেন এবং সে কারণেই আমাকে এখানে অবস্থান করে দণ্ড ভোগের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে কেবল এই কারণটিই তিনি বলতে ভুলে যাবেন! বস্তুত, ভেবে দেখ, আমার এই অস্থি, মজ্জা, মাংসপেশি এসব অনেক, অনেক দিন পূর্বেই কি মেগারা কিংবা বোশিয়ার ধ্বংস রাজ্যে চলে যেত না? যদি আমি আমার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির ইচ্ছাকেই মেনে চলতাম, যদি আমি পাঠশালার পলাতক বালকের ন্যায় কর্তব্য থেকে পালিয়ে যেতাম; যা মহৎ এবং উত্তম তাকে অনুসরণ করার জন্য রাষ্ট্রদত্ত যে-কোনো দণ্ডকে বরণ করতে যদি আমি সম্মত না হতাম তা হলে কি আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ আমি বহু পূর্বেই মেগারা কিংবা

বোশিয়াতে আমার প্রস্থান ঘটে যেত। বস্তুত, উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রেই কারণ এবং শর্তের মধ্যে একটি অদ্ভুত বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে একথা বলা যেতে পারে, অস্থি, মাংসপেশি, কিংবা দেহের অন্যান্য অঙ্গ ব্যতিরেকে আমি আমার কোনো উদ্দেশ্য পালন করতে পারি নি। কিন্তু সেখান থেকেই যদি বলা হয় যে, আমি যে উদ্দেশ্য পালন করি কিংবা যে কার্য সাধন করি তা করার কারণই হচ্ছে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; অর্থাৎ কোনো উত্তমের চিন্তা থেকে আমি কোনো কাজ করিনে, দেহই আমাকে যেমন ইচ্ছা তেমন করায় তা হলে বলব, এরূপ বক্তব্য অলস কিংবা চিন্তাশূন্য কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমার বিস্ময় হচ্ছে এই ভেবে যে, এঁরা কারণ', এবং শর্তের মধ্যে কোনো পার্থক্য অনুধাবন করতে পারবেন না। অন্ধকারে তাই তারা একটিকে আর একটি বলে যেমন ভুল করেন, তেমনি একটির নাম অপরটির ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। এর ফলেই কেউ শূন্যের মধ্যে একটা আবর্তের সৃষ্টি করেনআর পৃথিবীকে মহাশূন্যে স্থির বলে কল্পনা করেন; আবার কেউ বলেন, পৃথিবীকে ধারণ করে রয়েছে বাতাস; বাতাস যেন ধারণ করার একটি পাত্রবিশেষ। যেরূপ সুবিন্যস্তভাবে আমরা সব বিশ্বসংসারকে দেখছি তার পেছনে যে-কোনো মন রয়েছে, কেবল একথাটিই তাদের চিন্তার মধ্যে আসে না। আর তাই মনের মধ্যে অসীম কোনো শক্তির সন্ধান না পেয়ে তারা আশা করেন দ্বিতীয় কোনো পৌরাণিক বীর এ্যাটলাসকে* তারা আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন। তাদের আশা তাঁদের এই নূতন এ্যাটলাস পুরাণের সেই বীরের চেয়েও শক্তিমান, স্থায়ী এবং মহৎ হবেন। পরম মহৎ-এর যে স্থির অস্তিত্ব আছে একথা তারা কল্পনাই করতে পারেন না। কিন্তু আমি এই দর্শনে বিশ্বাস করি। এই দর্শনের শিক্ষাই আমি লাভ করতে চাই। কেউ আমাকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন তা হলে আমি তাকে স্বাগত জানাব। কিন্তু সর্বোত্তমের প্রকৃতি কী তা আমি নিজেও আবিষ্কার করতে সক্ষম হই নি। অপর কারো নিকট থেকেও এ শিক্ষা আমি লাভ করতে পারি নি। এই যখন পরিস্থিতি, তখন তোমরা যদি বল, তা হলে কারণের অন্বেষণে দ্বিতীয় উত্তম যে-জবাব আমি পেয়েছি তাকে তোমাদের নিকট আমি প্রকাশ করে বলতে পারি।

[* এ্যাটলাস : গ্রিক উপকথার বীর। জিউস এবং অলিম্পাসবাসী অপরাপর দেবতাগণ পিতা ক্রোনাসের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলে এ্যাটলাস জিউসের বিরুদ্ধে ক্রোনাসবাহিনীর নেতৃত্ব করেন। এ্যাটলাসের স্কন্ধের উপরই পৃথিবী রক্ষিত বলেও কাহিনীর প্রচলন আছে।]

সিবিস বললেন : তোমার জবাব শুনতে আমাদের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে, সক্রেটিস।

সক্রেটিস বলে চললেন : আমি চিন্তা করে দেখলাম, পরম অস্তিত্বের সাধনায় আমি যখন ব্যর্থ হয়েছি তখন আমার খেয়াল রাখতে হবে কেননা অন্তর-চক্ষুর দৃষ্টিও আমি এবার নষ্ট না করি। কেননা, আমি জানি, যারা পানি কিংবা অপর কিছুর মাধ্যমে সূর্যের প্রতিফলন না দেখে সোজা সূর্যের দিকে তাকিয়ে সূর্যগ্রহণ দেখার চেষ্টা করে তারা। নিজেদের দৃষ্টিশক্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। সুতরাং আমারও আশঙ্কা হচ্ছিল, আমি যদি সত্যের দিকে সোজা দৃষ্টিপাত করি কিংবা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সত্যকে অনুধাবন করতে চাই তা হলে আমার আত্মার দৃষ্টিও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই আমি স্থির করলাম, মনের আশ্রয় নেওয়া এবং মনের রাজ্যেই সত্যের সন্ধান আমার পক্ষে উত্তম হবে। আমি স্বীকার করি, আমার এ উপমাটি ত্রুটিহীন নয়। কেননা, আমি একথা অবশ্যই বলব না যে, মনের মারফত সত্যের সন্ধান মসিলিপ্ত কাঁচখণ্ডে সূর্য দেখার সদৃশ এবং যারা প্রত্যক্ষভাবে সত্যের সাক্ষালাভ চায় তাদের চেয়ে যারা মনের মরফত দর্শন চাইবে তারা সত্যের অধিকতর বিকৃত দর্শনই লাভ করতে সক্ষম হবে। সে যা হোক, এবার যে পদ্ধতিতে আমি অগ্রসর হলাম তার কথাই বলছি : এবার দৃঢ় এবং মজবুত একটি নীতিকে মূল হিসাবে গ্রহণ করলাম। এবার কারণ কিংবা অপর যে-কোনো বিষয়ের সত্যাসত্যের মাপকাঠি হলো : যে বিষয় আমার এই মূলনীতির সঙ্গে যত বেশি খাপ খাবে আমি তাকে তত অসত্য বলে জ্ঞান করব। হয়তো আমার বক্তব্যের তাৎপর্য তোমাদের নিকট এখন স্পষ্ট হয় নি। আমি বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করে বলছি।

সিবিস বললেন : যথার্থই বলেছ, সক্রেটিস। তোমার বক্তব্যকে খুব উত্তমরূপে এখনো বুঝে উঠতে পারছিনে।

আমি যা বলতে যাচ্ছি তার মধ্যে নূতনত্ব তেমন কিছু নেই। বস্তুত, আমি সকলের নিকট এবং সর্বত্রই যা বলে আসছি এখনও তাই বলব। পূর্বকার আলোচনাতে এবং অপরাপর আলোচনার ক্ষেত্রেও আমি একথাই বলেছি। আমি মূল কারণেই প্রকৃতিটিকেই উদ্ঘাটন করতে চাই। কারণে'র চিন্তাই আমার মনকে সর্বদা ব্যস্ত রেখেছে। এই কারণেই প্রকৃতির উঘাটন করতে হলে আমাকে প্রথমে বহুল প্রচারিত এবং সকলের মুখে উচ্চারিত সেইসব পরিচিত শব্দগুলিরই আলোচনা করতে হবে যাদের কথা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। আমাকে ধরে নিতে হবে যে, পরম সৌন্দর্য, পরম উত্তম কিংবা পরম মহত্ত্ব বলে কিছু রয়েছে। এরূপ পরম অস্তিত্বকে যদি তুমি স্বীকার কর, তা হলে কারণের প্রকৃতি এবং আত্মার অমরতার প্রমাণও আমি অচিরেই তোমার নিকট উপস্থিত করতে সক্ষম হব।

সিবিস বললেন; সক্রেটিস, তুমি সরাসরি প্রমাণদানেরই চেষ্টা কর; পরম অস্তিত্বকে আমি স্বীকার করে নিলাম।

বেশ, তা যদি হয়, তা হলে আমার আর একটু জেনে নিতে হবে যে, আমার পরবর্তী ধাপটিও তুমি গ্রহণ করবে কিনা? পরম সুন্দরের অস্তিত্বকে আমরা স্বীকার করেছি ঠিকই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পরম সুন্দর বাদেও যদি কোনো সুন্দরের অস্তিত্ব থাকে তা হলে এই সুন্দর কি মাত্র ততটুকুই সুন্দর নয় যতটুকু পরিমাণ তার মিলন ঘটে পরম সুন্দরের সঙ্গে? আর সব পরম অস্তিত্ব সম্পর্কেও কি একথাই সত্য নয়? কারণের এইরূপ ধারণাকে কি তুমি স্বীকার করবে সিবিস?

সিবিস বললেন : হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি।

এ ছাড়া তথাকথিত জ্ঞানযুক্ত কারণের বিষয় আমি জানিনে এবং তাকে অনুধাবনও করতে পারিনে। কেউ যদি বলে, ফুলের রঙ কিংবা কোনো বস্তুর আকার কিংবা অনুরূপ কিছু হচ্ছে সৌন্দর্যের উৎস তা হলে আমার কিছু বক্তব্য নেই। এসব তত্ত্ব আমাকে বিভ্রান্ত করে। আমি শুধু জানি সৌন্দর্যের অস্তিত্ব ব্যতীত কেউ সুন্দর হতে পারে না। পরম সুন্দর যেভাবেই তার অস্তিত্বকে প্রকাশ করুক না কেন, একথা যথার্থ যে তার অস্তিত্ব এবং অংশদান ব্যতীত কোনো সুন্দরের পক্ষে সুন্দর হওয়া সম্ভব নয়। আমি এ বিশ্বাসে স্থির। হয়তো আমি সরলভাবে কিংবা মূর্খের মতোই এ বিশ্বাসে অটল। তথাপি একথা ঠিক, এই বিশ্বাসই আমার স্থির বিশ্বাস। কী উপায়ে পরমসুন্দর নিজের অস্তিত্বকে প্রকাশ করে কিংবা অপর অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব দান করে তা আমি সঠিক জানিনে। কিন্তু একথা আমি জোরের সঙ্গেই বলব যে, সুন্দরের মাধ্যমেই সব সুন্দর বস্তু সুন্দর হয়ে দাঁড়ায়। আমার এই জবাবই হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ জবাব। আমার নিজের কাছেও যেমন অপরের নিকটও তেমনি আমার এক মাত্র জবাব। যাকে আমি নিশ্চয়তার সঙ্গে দিতে পারি। এ জবাবকে আমি নির্ভুল বলেই গণ্য করি। কেউ একে খণ্ডন করতে পারবে, এ আমি বিশ্বাস করিনে। কাজেই কারুর প্রশ্নের জবাবে অবশ্যই আমি বলব : সুন্দরের মাধ্যমেই সুন্দর হয়ে উঠে। তুমি কি আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হবে, সিবিস?

হ্যাঁ, আমি তোমার সঙ্গে একমত সক্রেটিস।

ঠিক অনুরূপভাবে, কেবল পরম বৃহতের মাধ্যমেই বৃহৎ বৃহৎ হয়ে উঠে কিংবা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে দাঁড়ায়; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রের মাধ্যমেই ক্ষুদ্রতর হয়ে দাঁড়ায়। নয় কি?

যথার্থই।

তাই যদি হয় এবং কেউ যদি বলে ক খ-এর একমাথা উঁচু, কিংবা খ ক-এর চেয়ে একমাথা খাটো তা হলে তুমি নিশ্চয় সেকথা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাকে বলবে তার 'উঁচু নিচু' কিংবা 'ছোট-বড়' কথাগুলির তাৎপর্য এই যে, বৃহত্তর বৃহৎ-এর কারণেই বৃহত্তর এবং ক্ষুদ্রতর সে ক্ষুদ্রের কারণেই ক্ষুদ্রতর। তোমার এ জবাবের নিরাপত্তার দিকটি হচ্ছে এই যে, এভাবে বললে আর তুমি কারুর মাথা মেপে উঁচু নিচু কিংবা বৃহৎ, ক্ষুদ্র বলার বিপদে পড়বে না এবং ক্ষুদ্র মাথাওয়ালা বৃহৎ মানুষকেও তার মাথার কারণেই বৃহৎ বলার হাস্যকর পরিস্থিতি তোমার ঘটবে না। বস্তুত অনুমানের এরূপ পদ্ধতি গ্রহণে নিশ্চয়ই তুমি শঙ্কিত হয়ে উঠবে। নয় কি?

সিবিস হাসতে হাসতে বললেন : অবশ্যই সক্রেটিস। অনুমানের এরূপ পদ্ধতি ভয়ঙ্কর।

অনুরূপভাবে তুমি নিশ্চয়ই বলতে ভয় পাবে যে, দশ যে আটের চেয়ে অধিক সে কেবল দুই-এরই কারণে, কিংবা দুই হাত যে এক হাতের চেয়ে অধিক সে কেবল এক হাতের জন্য। কিংবা একথা না বলে তুমি হয়তো বলবে, দশ-আটের চেয়ে সংখ্যার কারণে অধিক, এবং দুই হাত এক হাতের চেয়ে পরিমাণের কারণে অধিক। অথচ ভুলের সম্ভাবনা উভয় ক্ষেত্রেই সমান।

একথা ঠিক, সক্রেটিস।

বেশ! তা হলে তুমি যখন বল যে, একের সঙ্গে একের যোগে কিংবা একের বিভাগে দুই হয় তখনো কি তোমার সতর্ক হওয়া আবশ্যক নয়? কিন্তু তুমি হয়তো নিশ্চয়তার সঙ্গেই বলবে যে, বস্তুত প্রকৃত সত্তার অংশীদার ব্যতিরেকে কোনো বস্তু যে বস্তু হতে পারে এমন তুমি ভাবতেই পারো না। কাজে কাজেই দু-এর দুই হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে সংখ্যার দ্বিত্ব সত্তার সে অংশীদার। দ্বিত্বের প্রকাশ বলেই দুই হচ্ছে দুই। এভাবেই মাত্র দুই-এর সৃষ্টি, যেমন একের সৃষ্টি হচ্ছে একত্বের প্রকাশ মারফত। আমার এ দৃষ্টান্ত পছন্দ না হলে তুমি হয়তো বলবে : যোগ বিয়োগ ভাগের বাধা তুমি রেখে দাও সক্রেটিস। আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী পণ্ডিত যারা আছেন তারা এ নিয়ে তাদের মাথা ঘামাবেন। অনভিজ্ঞ মানুষ আমি। আমি বরঞ্চ প্রবাদ বাক্যের মর্মমতো আমার নিজের ছায়া থেকেই শুরু করব। কেননা, নীতিই আমার ছায়া; নীতির নিশ্চিত ভিত্তিকে আমি পরিত্যাগ করতে পারিনে। নীতির ভিত্তি তোমার অবশ্যই নিশ্চিত। সেখানে যদি কেউ তোমাকে আক্রমণ করে, তা হলে তোমার বিব্রতবোধ করার কোনো কারণ থাকবে না। বরঞ্চ শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তুমি তার সমুচিত জবাবই দিতে পারবে। তোমার আক্রমণকারীর সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের সময়ে তুমি শুধু লক্ষ রাখবে, যুক্তির যে পরিণতিতে তুমি উপস্থিত হচ্ছ সে পরিণতি প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা। তোমার গৃহীত নীতিরও যদি ব্যাখ্যাদানের প্রয়োজন হয়, তা হলে তুমি

উচ্চতর অপর এক নীতির মারফত তার ব্যাখ্যা দেবে। উচ্চতর নীতির ব্যাখ্যার জন্য তুমি তার চেয়ে উঁচু অপর এক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করবে। যুক্তির যাত্রায় এমনিভাবে তুমি অগ্রসর হতে থাকবে, যতক্ষণ না সংশয়হীন উচ্চতম নীতির আশ্রয়ে তুমি বিশ্রাম লাভ করতে সমর্থ হও। কিন্তু তুমি যদি সংগতির অনুসারী হও তা হলে কুতার্কিকদের ন্যায় তুমি নিশ্চয় কারণ এবং শর্তের মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে না। সত্যকার অস্তিত্ব এবং সত্তাকে যদি তুমি আবিষ্কার করতে চাও, তা হলে কারণ এবং শর্তের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা তোমার পক্ষে কোনোক্রমেই সংগত হবে না। অবশ্য যারা অনুসন্ধানের এই বিষয়টির গূঢ়ার্থ নিয়ে কোনো চিন্তাই করে না, যারা চিন্তার সব আলোড়নকে তুচ্ছ করে আত্মসন্তুষ্ট থাকতে সক্ষম তাদের নিকট বিভ্রান্তিরও কোনো তাৎপর্য নেই। কিন্তু তুমি যদি দার্শনিক হও, তা হলে তোমাকে অবশ্যই আমার প্রদর্শিত পথই অবলম্বন করতে হবে।

সক্রেটিসের কথা শ্রবণ করে এই সময়ে সিমিয়াস এবং সিবিস উভয় একই সঙ্গে বলে উঠলেন : সক্রেটিস, তুমি যা বলেছ তা সর্বতোভাবেই যথার্থ।

একিক্রাটিস : প্রিয় ফিডো, তারা দুজনেই যে সক্রেটিসের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। যার সামান্য পরিমাণ জ্ঞানও রয়েছে সে সক্রেটিসের যুক্তির বিস্ময়কর স্পষ্টতাকে অবশ্যই স্বীকার করবে।

ফিডো : একিক্রাটিস, তোমার একথা খুবই সত্য। বস্তুত আমরা, শ্রোতাদের যে দলটি উপস্থিত ছিলাম তাদের সকলের মনের ভাবটি এরূপ ছিল।

একি : শুধু তাদের নয়, আমরা যারা সেদিন উপস্থিত থাকতে পারিনি কিন্তু আজ তোমার মুখে তার বর্ণনা শুনছি তাদের মনেও একই ভাবের সঞ্চার হচ্ছে। কিন্তু তার পরে কী হলো, সেটি বল।

ফিডো : সক্রেটিসের সঙ্গে যখন তারা সবাই একমত হলো এবং এটা স্থির হলো,; ভাবের স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে এবং পার্থিব বস্তুসমূহ সেই অস্তিত্বেরই অংশীদার এবং প্রকাশ, আর ভাবের সেই অস্তিত্ব থেকে বস্তুর নিজ নিজ আখ্যা,–আমার যতদূর স্মরণ হচ্ছে, তখন সক্রেটিস আবার শুরু করলেন :

তুমি তো এভাবেই তোমার বক্তব্যকে প্রকাশ করবে। কিন্তু তুমি যখন বল যে, সক্রেটিসের চেয়ে সিমিয়াস বড় কিন্তু ফিডোর চেয়ে সে ছোট তখন কি তুমি সিমিয়াসের উপর একই সঙ্গে বড়ত্ব এবং ছোটত্ব আরোপ কর না।

হ্যাঁ, তা আমি করি।

কিন্তু তা হলেও তুমি স্বীকার করবে যে, সিমিয়াস সিমিয়াস হওয়ার কারণেই সক্রেটিসকে অতিক্রম করে না। অথচ 'সিমিয়াস সক্রেটিসের চেয়ে বড় কথাটিতে সেরূপই বুঝায়। আসলে সিমিয়াস সক্রেটিসকে অতিক্রম করে সিমিয়াস হওয়ার কারণে নয়, তার দেহের আকারের কারণেই সে সক্রেটিসকে অতিক্রম করে। কথাটা অন্যদিকে দিয়েও বলা চলে। তুমি বলতে পার যে, সক্রেটিস বলেই যেমন সিমিয়াস তাকে অতিক্রম করে না, তেমনি সিমিয়াস সিমিয়াস বলেও সে সক্রেটিসকে অতিক্রম করে না। প্রকৃতপক্ষে সিমিয়াসের দীর্ঘ দেহের তুলনায় সক্রেটিসের দেহ ক্ষুদ্র বলেই সিমিয়াস সক্রেটিসকে অতিক্রম করে।

তোমার একথা যথার্থ।

অনুরূপভাবে, ফিডো যদি তার চেয়ে আকারে বড় হয় তা হলেও ফিডো এ কারণে বড় নয় যে, সে ফিডোবরঞ্চ বলা চলে আকারে বৃহৎ বলেই ফিডো বড়।

একথাও যথার্থ।

আর এজন্যই সিমিয়াস বড়ও যেমন, ছোটও তেমন। কেননা, সিমিয়াসের অবস্থান হচ্ছে দুজনের মধ্যখানে : সিমিয়াস একদিকে তার বড়ত্ব দিয়ে ছোটত্বকে অতিক্রম করছে; অপরদিকে নিজের ছোট দিয়ে অপরের বড়ত্বকে বড় করছে।

এরূপ বলতে বলতে সক্রেটিস হেসে ফেললেন : আমার কথা শুনতে শুনতে আমাকে নিশ্চয়ই একটি পুস্তক বলে তোমাদের বোধ হচ্ছে। কিন্তু তা হলেও আমি কিন্তু বিশ্বাস করি যে, আমি যা বলছি, তা সত্য।

সিমিয়াস সক্রেটিসের একথায় তার সম্মতি জানালেন।

আমি এরকমভাবে বলছি, তার কারণ আমি মনে করি আমার সঙ্গে একমত হয়ে একথাটিও তোমাদের স্বীকার করা প্রয়োজন যে, কেবল পরম বৃহৎই কোনোক্রমে যে ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ হতে পারে না, তাই নয়; আমাদের নিজেদের কিংবা কোনো বস্তুর বড়ত্বও কখনো হ্রাস পেতে পারে না, কিংবা তার ক্ষুদ্রত্বও বৃহৎ হতে পারে না। বরঞ্চ এরূপ না হয়ে বড়ত্ব এবং ছোটত্বের ব্যাপারটি দাঁড়াবে এরূপ যে, হয় বৃহত্তর তার বিপরীত ক্ষুদ্রতরের সম্মুখ থেকে অপসৃত হয়ে যাবে, কিংবা ক্ষুদ্রতরের আগমনে বৃহত্তর বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু কোনো ক্রমেই বিপরীতকে স্বীকৃতির মারফত সে কোনো পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করবে না। যেমন, সিমিয়াসের তুলনায় আমি আমার ক্ষুদ্রতা স্বীকার করি। কিন্তু সে স্বীকৃতি সত্ত্বেও আমার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। আমি সেই ক্ষুদ্র সক্রেটিস হিসেবেই বিদ্যমান থাকি। বৃহত্নপ ভাবটি

অপরিবর্তিত ভাব; অর্থাৎ বৃহৎ যেমন সর্বদাই বৃহৎ, 'বৃহৎ' যেমন কখনো 'ক্ষুদ্র' হতে পারে না, ঠিক তেমনি আমাদের কোনো ক্ষুদ্রতাও 'বৃহৎ' হতে পারে না। শুধু ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ নয়। কোনো অপরিবর্তিত বিপরীতই তার বিপরীতে রূপান্তরিত হতে পারে না। পরিবর্তিত হলে হয় সে বিলীন হবে, নয়তো সে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, নিজের সত্তায় সে আর পরিচিত হবে না।

সিবিস বললেন, আমিও সেইরূপই মনে করি।

ফিডো : আমার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না আমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি, কিন্তু কোনো একজন, এই সময়ে বলে উঠলেন : দোহাই, সক্রেটিস। তোমার এ উক্তি কি তোমার পূর্বের উক্তির সম্পূর্ণরূপেই বিপরীত হয়ে দাঁড়াচ্ছে না? কেননা পূর্বেই তো আমরা বলেছি যে, বিপরীতের মধ্য থেকেই বিপরীতের সৃষ্টি হয়; বৃহৎ-এর সৃষ্টি হয় ক্ষুদ্রের মধ্য থেকে, আর ক্ষুদ্রের সৃষ্টি বৃহৎ-এর মধ্যে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তুমি নীতিটিকে পুরোপুরিই অস্বীকার করতে চাচ্ছ।

সক্রেটিস এই বক্তার দিকে ঈষৎ নত হয়ে তাঁর কথাটি প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর বলে উঠলেন : তুমি যে আমাদের এ কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছ সেজন্য তোমার সাহসের আমি প্রশংসা করি। কিন্তু তুমি খেয়াল করো নি যে, দুটো ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। কেননা, আমরা তখন বাস্তব বৈপরীত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। আমাদের বর্তমান আলোচনা হচ্ছে নির্বিশেষে বৈপরীত্য বা বিপরীতের মৌলিক সত্তা নিয়ে। তুমি খেয়াল করছ না যে, বিপরীতের এই সত্তার মধ্যে কখনো কোনো বৈষম্য দেখা দিতে পারে না। পূর্বে আমরা সেইসব বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি, যে অস্তিত্বের সহজাত চরিত্র হচ্ছে বিপরীত-ধর্মী এবং এই চরিত্র অনুযায় যাদের বিশেষ আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনা হচ্ছে সেইসব বিপরীত নিয়ে যার মূল এবং সামগ্রিক সত্তাই হচ্ছে বৈপরীত্য। এই বৈপরীত্যের জন্যই সে বিপরীত বলে আখ্যাত। কিন্তু এখানে আমরা বলতে চাচ্ছি যে, এই বৈপরীত্যের কোনো পরিবর্তন নেই। এর পক্ষে অপর কিছুতেই পরিবর্তিত হয়ে জন্ম নেওয়া কিংবা অপর কোনো চরিত্র থেকে জাত হওয়া কখনো সম্ভব নয়।

একথা বলে সক্রেটিস সিবিসের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন : কি হে, তুমি কি আমাদের বন্ধুর প্রশ্নে বিব্রত বোধ করছো?

সিবিস বললেন : না, সক্রেটিস, আমি বিব্রত বোধ করছিনে। তথাপি একথাও আমি অস্বীকার করতে পারিনে যে, প্রশ্ন কিংবা বিরোধিতা আমাকে অনেক সময় উদ্বিগ্ন করে তোলে।

তা হলে এ বিষয়ে আমরা স্থির হলাম যে, বৈপরীত্য আপন সত্তার কখনো বিপরীত হয়ে দাঁড়াতে পারে না?

হ্যাঁ, এ বিষয়ে আমরা পরিপূর্ণ একমত।

তথাপি আর একবার তোমাকে আমি নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। এ প্রশ্নে তুমি আমার সঙ্গে একমত কিনা ভেবে দেখো। তাপ এবং শৈত্য বলে দুটো কথা আছে। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, অবশ্যই এরূপ দুটি কথা রয়েছে।

কিন্তু তাপ এবং আগুন, আর শৈত্য এবং শিলা কি এক?

না, কিছুতেই নয়।

তাপকে আমরা আগুন থেকে পৃথক মনে করি, আর শৈত্যকেও শিলাখণ্ড কিংবা বরফের সঙ্গে এক মনে করিনে। ঠিক নয় কি?

অবশ্য। তথাপি বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে এই, আর একথাটিকে আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, শিলা যখন তাপের নৈকট্যে আসে তখন শিলা কিংবা তাপ দুটি সত্তার কেউ আর পৃথকভাবে অবস্থান করতে পারে না। তাপের আগমনে হয় শিলা অপসৃত হবে, নয়তো সে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। নয় কি?

এত খুবই সত্য কথা।

তাপ সম্পর্কেও কথাটি অনুরূপভাবেই বলা চলে। শৈত্যের আগমনেও তাপ হয় বিতাড়িত হবে নয়তো সে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। শৈত্যের নৈকট্যেও তাপ, তাপ থাকে না, শৈত্য হিসাবেও বর্তমান থাকে না।

কি বল?

একথাও খুবই যথার্থ।

কিন্তু অনেক সময়ে এমন হয় যে, কোনো বস্তুর নাম যে ভাবানুযায়ী হয় তা নয়। ভাবানুযায়ী তার উপযুক্ত নাম যেমন অনেক ক্ষেত্রে, তেমনি এমন অনেক বস্তু আছে যে, একটি বিশেষ ভাবের নাম আঁকড়ে থাকলেও এই বিশেষ ভাবটি তার মধ্যে থাকে না। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার কথাকে আরো স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি : একটি বেজোড় সংখ্যাকে সবসময়ে বেজোড় বলা হয়। নয় কি?

হ্যাঁ, অবশ্য তাকে বেজোড় বলা হয়।

কিন্তু আমরা কি কেবল বেজোড় সংখ্যাকেই বেজোড় বলি? প্রকৃতপক্ষে আমাদের পরিবেশে এমন অনেক বস্তু আছে, যাদের নিজ নিজ বিশেষ নাম থাকা সত্ত্বেও আমরা তাকে বেজোড় বলি। এর কারণ হচ্ছে, এরা যদি নিজেরা ‘বেজোড় এবং এ সমস্ত বস্তু এক কথা নয়, তবু ‘বেজোড়’ বাদেও এদের

অস্তিত্বকে দেখা যায় না। এজন্যই এদেরকেও আমরা বেজোড় বলি। যেমন ধর, সংখ্যা তিন। এ সংখ্যাটি অবশ্য একটি বেজোড়। কিন্তু এর নিজস্ব নাম হচ্ছে তিন। অথচ তিনকে আমরা যেমন তিন বলি, তেমনি আবার একে বেজোড় বলি। কিন্তু বেজোড়' কথাটি আর তিন কথাটি এক নয়। এভাবে পাঁচকেও আমরা বেজোড় বলি। অথচ তার নাম হচ্ছে পাঁচ। শুধু পাঁচ নয়। প্রত্যেক পাল্টা সংখ্যা সম্পর্কেই একথা সত্য। এরা নিজেরা ভাব হিসেবে 'বেজোড় না হয়েও বেজোড় বলে আখ্যায়িত। ঠিক এমনি অবস্থা হচ্ছে দুই, চার অর্থাৎ যাদেরকে জোড় সংখ্যা বলি, সেই সংখ্যাগুলোরও। এরা অস্তিত্ব হিসাবে 'জোড়' নয়, এরা অস্তিত্ব হিসাবে দুই কিংবা চার। তথাপি এরাও জোড়' বলে অভিহিত। আমার এ ব্যাখ্যাটি কি তুমি গ্রহণ কর?

সিবিস বললেন : অবশ্যই।

এবার তা হলে আমি আসলে যা বলতে চাচ্ছি সেটি খেয়াল করে দেখ। আমি বলতে চাচ্ছি : তা হলে কেবল একথাই নয় যে, বৈপরীত্য আর বিপরীত হতে পারে না। বস্তুত বাস্তব কিংবা মূর্ত যে-বস্তু বিপরীত, অর্থাৎ সত্তা হিসাবে যারা বিমূর্ত, বৈপরীত্য না হলেও যাদের বিপরীতের ধর্ম রয়েছে, তারাও তাদের বিপরীতকে স্বীকার করতে পারে না। অর্থাৎ এদের আপন চরিত্রের বিপরীত-ধর্ম অপর বস্তুর সংঘর্ষে এরা লয় পাবে কিংবা বিতাড়িত হবে তবু একে অপরকে গ্রহণ করবে না; কিংবা একটি পরিবর্তিত হয়ে অপরটি হবে না। যেমন ধর সংখ্যা তিনের কথা। তিন কি কখনো তিন হিসাবে অস্তিত্বমান হয়ে দুইকে গ্রহণ করে দুই-এ পরিণত হবে? কিংবা তার চেয়ে বরঞ্চ সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে চাইবে? অবশ্যই সে দু-এ রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে নিজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। নয় কি?

অবশ্যই।

কিন্তু তাই বলে কি তুমি দুইকে তিনের বিপরীত বলবে?

না, তা নয়।

তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কেবল বিপরীত ভাবই যে পরস্পরকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে তাই নয়। অপরাপর বস্তুও তাদের বিপরীতকে কখনো নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করে না। তারাও বিপরীতের আগমনকে প্রতিহত করে।

তোমার একথা খুবই সত্য।

এস না, যদি সম্ভব হয়, আমরা এদেরও চরিত্র নির্ধারণ করার চেষ্টা করি?

নিশ্চয়ই। তা আমরা করতে পারি।

সিবিস, এরা কি আসলে সেই ধরনের চরিত্র নয়, যে চরিত্র শুধু আপন গৃহীত কিংবা আহৃত চরিত্রের সন্তুষ্ট নয়; বরঞ্চ যারা আপন চরিত্র বহির্ভুত চরিত্রকেও নিজের চরিত্রের সামিল করে তুলতে চায়?

তুমি কি বলতে চাচ্ছ সক্রেটিস?

আমি বলতে চাচ্ছি যে, তিন শুধু 'তিন'কে পেয়েই সন্তুষ্ট নয়, সে 'বেজোড়'কেও চায়। আমার কথা নূতন কিছু নয়। কিছু পূর্বেই আমি বলেছি। আর তুমি তাকে স্বীকার করেছ।

হ্যাঁ, তোমার একথা সত্য।

আর তিন যখন নিজের গায়ে 'বেজোড়ের' ছাপ এঁকে দিল তখন 'বেজোড়ের বিপরীত কেউ আর এখানে এসে মাথা গলাতে পারবে না।

না, তা পারবে না।

কিন্তু এ ছাপটি তো বেজোড় থেকেই প্রাপ্ত?

হ্যাঁ, তা বটে।

আর জোড়ই তো বেজোড়ের বিপরীত।

হ্যাঁ, জোড় হচ্ছে বেজোড়ের বিপরীত।

তা হলে জোড় সংখ্যা কখনো তিনের মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না?

না, সে তিনের মধ্যে কখনো প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না।

তা হলে জোড়ের মধ্যে তিনের কোনো জোড় নেই?

না, তিনের মধ্যে তার কোনো জোড় নেই।

তা হলে ত্রিত্ব বা তিন বেজোড়?

হ্যাঁ তিন বেজোড়।

তা হলে আবার আমাদের সেই 'বিপরীতের কথা উল্লেখ করা যাক। আমি বলেছি যে, শুধু যে বিপরীতই তার বিপরীতকে স্বীকার করে না, তাই নয়। যে-ভাব বা অস্তিত্ব পরস্পর বিপরীত নয় তারাও আপন চরিত্র থেকে ভিন্নতর কোনো চরিত্রকে স্বীকার করে না। যেমন ধরে তিনের দৃষ্টান্ত। তিন জোড়ের বিরোধী নয়, তবু জোড়কে সে নিজে তো গ্রহণ করবেই না, বরঞ্চ জোড়ের বিরোধী ভাবকেই জোড়ের বিরুদ্ধে সে সক্রিয় করে তুলবে। অথবা ধর দুই-এর দৃষ্টান্ত। দুই কখনো বেজোড়কে স্বীকার করে না, যেমন স্বীকার করে না আগুন শীত বা ঠাণ্ডাকে। এরূপ দৃষ্টান্ত আরো উল্লেখ করা যায়। এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে আমরা এই সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, কেবল বিপরীতই যে বিপরীতকে গ্রহণ করে

না তা নয়; বরঞ্চ যেভাব তার বিরোধী ভাবের সৃষ্টি করে সে ভাবও ঐ বিরোধী ভাবকে স্বীকার করে না। এখানে আমাদের পুরোনো কথাগুলি আর একবার স্মরণ করে নিতে পারি। পুনরাবৃত্তি আমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করবে না। পাঁচ যেমন জোড় কোনো সংখ্যাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে না, তেমনি পাঁচের দ্বিগুণ দশও কোনো বেজোড়কে গ্রহণ করে না। অথচ দ্বিগুণ এবং বেজোড় ভাব দুইটি পরস্পর বিরোধী নয়। কেননা, দ্বিগুণের বিপরীত ভাব বেজোড় নয়। অথচ দশও বেজোড়কে সম্পূর্ণরূপেই প্রত্যাখ্যান করে দেয়। ৩ : ২-এর অনুপাতও একে অপরকে গ্রহণ করে না। যে ভগ্নাংশে অর্ধেক কিংবা এক তৃতীয়াংশের ভাব রয়েছে সেও স্বীকার করে না তাই বলে কি তুমি এদেরকে সমগ্রের বিরোধী বলবে? নিশ্চয়ই তা বলবে না। আমি তো এরূপ বোধ করি। তুমি কি আমার মত স্বীকার করবে?

হ্যাঁ, সক্রেটিস, আমি তোমার মতকে পুরোপুরিই স্বীকার করি।

তা হলে আবার শুরু করা যাক। এখান থেকে আমাদের অগ্রসর হওয়ার একটি শর্ত তোমাকে স্বীকার করে নিতে হবে। আমি তোমাকে অবশ্যই প্রশ্ন করব। কিন্তু নিরাপদ জবাব হিসাবে আমার প্রশ্নের ভাষাতেই যেন তুমি তোমার জবাব দিয়ো না। এই নিরাপদ জবাবের কথা আমি পূর্বেও বলেছি। তোমার জবাব নিরাপদ না হয়ে যেন নিশ্চিত হয়। যেমন ধর, কেউ যদি তোমাকে প্রশ্ন করে : দেহকে উষ্ণ করে এমন বস্তু কী, যার অনুমান করা চলে? এর নিরাপদ এবং চিন্তাহীন জবাব হচ্ছে দেহকে উষ্ণ করে তাপ। কিন্তু এর চেয়েও উত্তম জবাব দানের পর্যায়ে নিশ্চয়ই আমরা এখন এসে পৌঁছেছি। অথবা ধর তোমাকে কেউ প্রশ্ন করল : দেহ রোগা হয় কেন? তুমি নিশ্চয়ই জবাবে বলবে না যে, দেহ রোগা হয় রোগের কারণে। তোমার বলা উচিত হবে, জ্বরের কারণেই দেহের রোগ। অনুরূপভাবে বেজোড় সংখ্যার কারণ হচ্ছে বেজোড়–একথা বলে তুমি বলবে বেজোড় সংখ্যার কারণ হচ্ছে সংখ্যার মৌল সত্তা। সমস্ত বিষয় সম্পর্কে এভাবে বলা চলে। কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে, এর অধিক দৃষ্টান্ত না দিলেও তুমি আমার বক্তব্যকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারবে।

হ্যাঁ, সক্রেটিস, আমি তোমাকে যথার্থই অনুধাবন করতে পারছি।

তা হলে, এবার তুমি আমায় বল : কিসের কারণে দেহ জীবিত হয়ে উঠবে?

সে অবশ্যই আত্মা।

সব সময়ের জন্য কি একথা সত্য?

হ্যাঁ, সব সময়ের জন্যই সত্য।

তা হলে আত্মার যা কিছু অধিকার, আত্মা তাতেই জীবন সঞ্চার করে?

অবশ্যই।

বেশ, জীবনের বিপরীত কিছু আছে কি?

হ্যাঁ, জীবনের বিপরীত নিশ্চয় আছে।

কে জীবনের বিপরীত?

জীবনের বিপরীত মৃত্যু।

কিন্তু আমাদের পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে আত্মা দেহের মধ্যে যা বহন করে আনে তার বিপরীতকে সে স্বীকার করে না?

সিবিস বললেন : না, আত্মার পক্ষে তার বিপরীতকে স্বীকার করা অসম্ভব।

কিছু পূর্বে আমরা একটি নীতির কথা উল্লেখ করেছি যার ফলে জোড়ও প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। কি সে নীতিটি?

সে হচ্ছে বেজোড়।

কিন্তু ন্যায় কিংবা সুরকে অস্বীকার করে কে?

অন্যায় এবং অ-সুর।

কিন্তু যে মৃত্যুকে অস্বীকার করে তাকে আমরা কী বলি?

তাকে বলি অমর।

বেশ, আত্মা কি মৃত্যুকে স্বীকার করে?

না, তা সে করে না।

তা হলে আত্মা অমর।

তা হলে এবার আমরা বলতে পারি যে, 'আত্মা অমর' এ প্রতিপাদ্য প্রমাণিত হলো।

হ্যাঁ, সক্রেটিস এবার আমরা বলতে পারি যে, 'আত্মা অমর' একথা যথার্থভাবেই প্রমাণিত হয়েছে।

আচ্ছা ধর 'বেজোড়' ভাবটিও ধ্বংসের অতীত, তা হলে বেজোড় তিনও কি ধ্বংসের অতীত বলে বিবেচিত হবে না?

অবশ্যই সে ধ্বংসের অতীত বলে বিবেচিত হবে।

অনুরূপভাবে যদি শৈত্য ভাবটিও ধ্বংসের অতীত হয়, তা হলে উষ্ণতা যখন বরফখণ্ড শৈত্যকে আক্রমণ করতে উদ্যত হবে তখন শৈত্য কি দ্রবীভূত না হয়ে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রেখে অপসৃত হয়ে যাবে না? অপসরণ ব্যতীত তার পক্ষে আর কি করা সম্ভব? কেননা, শৈত্য কখনো ধ্বংস হতে

পারে না, আবার শৈত্য, শৈত্য হিসাবে উষ্ণতাকে নিজের অস্তিত্বে গ্রহণও করতে পারে না। যথার্থ নয় কি?

অবশ্যই যথার্থ।

যে-অমর তার সম্পর্কেও একথা সত্য। কেননা, যে-অমর সে যদি ধ্বংসের অতীত হয় তা হলে মৃত্যুর আক্রমণে অমর আত্মা ধ্বংস হতে পারে না। কারণ, পূর্বের যুক্তিতেই আমরা দেখেছি, তিন কিংবা বেজোড় যেমন জোড়কে কখনো স্বীকার করতে পারে না, আগুন কিংবা আগুনের তাপ যেমন ঠাণ্ডাকে স্বীকার করতে পারে না, ঠিক তেমনি আত্মা কখনো মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে না কিংবা আত্মার কখনো মৃত্যু হতে পারে না। আমাদের একথার পরেও কেউ বলতে পারে : "স্বীকার করি, বেজোড় জোড়ের আগমন বা আক্রমণের ফলে কখনো জোড় হবে না। কিন্তু তাই বলে এমনকি করে বলা চলে যে, বেজোড় আদৌ ধ্বংস হয়ে যাবে না বরং ধ্বংসপ্রাপ্ত বেজোড়ের স্থানে জোড় কখনো আসন গ্রহণ করতে পারবে না?" যে এমন আপত্তি উত্থাপন করে তার কি জবাব হবে? এখানে তার জবাব আমারা বলতে পারিনে, বেজোড় অবিনশ্বর। কেননা এরূপ কথা আমরা পূর্বে বলি নি। এটি যদি আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত হতো, তা হলে এই আপত্তির জবাব হিসাবে আমরা সহজেই বলতে পারতাম যে, জোড়ের আগমনে নীতি হিসাবে বেজোড় এবং সংখ্যা হিসাবে তিন অপসৃত হয়ে যায়। সিদ্ধান্তটি পূর্বে গৃহীত হলে শুধু জোড়, বেজোড়ের ক্ষেত্রে নয়, অগ্নি, ঘৃণা প্রভৃতি যে-কোনো বিষয়ে তাকে আমরা প্রয়োগ করতে সক্ষম হতাম।

সক্রেটিস, একথা খুবই সত্য।

তা হলে যে অমর তার ক্ষেত্রেও একথা সত্য। এবং অমর যদি অবিনশ্বর হয় তা হলে আত্মা অবশ্যই অমর এবং অবিনশ্বর। কিন্তু অমরের ক্ষেত্রে একথা যদি সত্য না হয় তা হলে তার অবিনশ্বরতার ভিন্নতর কোনো প্রমাণ আমাদের উপস্থিত করতে হবে।

সিবিস বললেন, না, সক্রেটিস, অপর কোনো প্রমাণেরই আবশ্যক নেই। কেননা, অমর শাশ্বত হয়েও যদি নশ্বর হয় তা হলে কোনো ভাবকেই আমরা অবিনশ্বর বলতে পারিনে।

সক্রেটিস বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ, সিবিস। সকল মানুষই একথা স্বীকার করে যে, পরম স্রষ্টা এবং জীবনের পরম সত্তা আর অমরতার কোনো ধ্বংস নেই।

সিবিসি বললেন, হ্যাঁ, শুধু সকল মানুষ নয়, আমি বলব স্বর্গের দেবতাগণও একথা স্বীকার করেন।

কাজেই অমর যদি অবিনশ্বর হয়, তা হলে আত্মা যখন অমর তখন আত্মাও কি অবিনশ্বর নয়।

অবশ্যই সে অবিনশ্বর।

তা হলে কি আমরা বলতে পারিনে যে, মৃত্যু যখন মানুষকে আক্রমণ করে তখন মানুষের নশ্বর অংশের মৃত্যু ঘটলেও তার অমর এবং অবিনশ্বর অংশের মৃত্যু ঘটে না; বরঞ্চ মৃত্যুর আগমনে সে দেহকে পরিত্যাগ করে অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে?

যথার্থই আমরা তা বলতে পারি।

সিসি, তা হলে একথা কি সন্দেহাতীত যে, আমাদের আত্মা অমর এবং অবিনশ্বর; একথা নিশ্চিত হবে যে, আমাদের আত্মা লোকান্তরে অবশ্যই অস্তিত্বশীল হয়ে বিরাজ করতে থাকবে।

সিবিস বললেন; এ সম্পর্কে আমার আর কোনো সন্দেহ নেই, সক্রেটিস। কিন্তু প্রিয় সিমিয়াস কিংবা অপর কারুর যদি কোনো আপত্তি থাকে তা হলে নীরব না থেকে তাদের তা প্রকাশ করে বলা উচিত। কেননা, এ সম্পর্কে কারুর যদি কিছু বক্তব্য থাকে কিংবা কেউ যদি তোমার মুখে আর কিছু শুনতে চান তা হলে তাকে প্রকাশ করার এই হচ্ছে একমাত্র মুহূর্ত। কোনো কথাকে স্থগিত রাখার ন্যায় কোনোদিন আর মিলবে বলে আমি বোধ করিনে।

এবার সিমিয়াস বললেন : আমারও আর কিছু বলার নেই। যা বলা হয়েছে তার পরে সন্দেহের কোনো কারণ থাকতে পারে বলে আমি মনে করিনে। কিন্তু একটি বিষয়ে আমার মনে এখনও প্রশ্ন জাগে; এখনও আমি একটি বিষয়ে সন্দেহাকুল না হয়ে পারিনে। বস্তুত আমি যখন তাদের আলোচিত বিষয়ের বিরাটতা সম্পর্কে চিন্তা করি তখন তার তুলনায় মানুষের ক্ষুদ্রতা দেখে অসহায় বোধ না করে পারিনে।

একথায় সক্রেটিস জবাব দিলেন, বিষয়টিকে তুমি সুন্দরভাবে বলেছ সিমিয়াস। তোমার কথার উপরে আমি শুধু এই বলতে চাই যে, প্রতিপাদ্য মূলনীতি সত্য বলে বোধ হলেও তাকে সতর্ক বিশ্লেষণ এবং বিচারের মাধ্যমেই গ্রহণ করতে হয়। বিচারের মারফত তুমি যদি সন্তোষজনকভাবে তাকে প্রতিপন্ন করতে পার তা হলে নিজের বিশ্বাসের ইতস্ততা নিয়েও তুমি যুক্তির প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করতে পার। এই অনুসরণের বিষয়টি যদি সহজ এবং সুস্পষ্ট বলে বোধ হয় তা হলে আর তোমার সংশয়ের কারণ থাকবে না, বিরামহীন জিজ্ঞাসারও বিরাম ঘটবে।

একথা খুবই সত্য। কিন্তু প্রিয় বন্ধুগণ! আর একটি বিষয়েরও বিবেচনা প্রয়োজন। প্রশ্ন হচ্ছে, আত্মা যদি যথার্থই অমর হয়, তা হলে কেবল আমাদের জীবনকালের জন্যই নয়, অনন্তকালের জন্যও সে আত্মার যত্ন কি আমাদের করা কর্তব্য? আবার যত্ন না করে আমরা যদি আমাদের সেই আত্মার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করি, তা হলেও আমাদের জন্য কী ভয়ঙ্কর বিপদ সৃষ্টি হতে পারে সে বিষয়টিও তো আমাদের

বিবেচনা করা প্রয়োজন। মৃত্যুতেই যদি সব শেষ হয়ে যেত, তা হলে অসৎ-এর মৃত্যু সম্পর্কে আনন্দ বই চিন্তার কিছু থাকতো না। কেননা, তখন সানন্দে সে ভাবতে পারতো, তার আত্মা এবং অসৎ জীবন সবই দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন স্পষ্টতই যখন প্রমাণিত হচ্ছে যে, আত্মা অমর, তখন পরম জ্ঞান এবং ন্যায়কে লাভ করার সাধনা ব্যতীত কারুর পক্ষেই তো মোক্ষ কিংবা মুক্তি লাভ আর সম্ভব নয়। কারণ আমাদের আত্মা যখন পাতাললোকে যাত্রা শুরু করে, তখন সে শিক্ষা এবং সাধনা ব্যতীত অপর কাউকেই সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করে না। শিক্ষা এবং সাধনাই তার সঙ্গী, কেননা লোকান্তরিত আত্মার যাত্রার শুরু থেকে এরাই তার কোনো মহৎ উপকার কিংবা বৃহৎ অপকার সাধনে সক্ষম।

তার কারণ, যার যেরূপ ধর্ম সে তার কাছ থেকে সেরূপ সাহায্যই পেয়ে থাকে। আত্মার লোকান্তর যাত্রার কাহিনী তো আমরা জানি। মৃত্যুর পরে মৃতের নিজ নিজ ধর্ম মৃতকে পথ দেখিয়ে একটি স্থানে নিয়ে আসে। এখানেই মৃতের বিচার হয়। বিচার শেষে মৃতের যাত্রা শুরু হয় পাতালপুরীর পথে। পাতালপুরীর পথ সোজা নয়। কোথাও সে সোজা : কোথাও সে বক্র। কোথাও তিন সড়কের সঙ্গম হাতে সৃষ্টি হয়েছে সঙ্কটের। পথ প্রদর্শক ব্যতীত পাতালপুরীতে মৃতের পথ চলা দুরূহ। এজন্য বিচারালয় থেকে নির্ধারিত পথ প্রদর্শক মৃতকে লোক থেকে লোকান্তরে নিয়ে যায়। লোকান্তরে যুগের পর যুগ কাটে মৃতের। তার পরে পথপ্রদর্শক আবার তাকে ফিরিয়ে আনে মর্ত্যলোকে।' এসকিলাস তার 'টেলিফাসে যেরূপ বর্ণনা করেছেন লোকান্তরের সড়কগুলো যদি অমনি সরল আর সোজা হতো তা হলে মৃতের জন্য আর পথ প্রদর্শকের কোনো আবশ্যক হতো না। কেননা, তখন মৃতের পক্ষে পথ হারাবার আর কোনো আশঙ্কা থাকত না। কিন্তু পাতালপুরীর ঘাটে ঘাটে যেরূপ যাগ-যজ্ঞ আর বলিদানের ব্যাপার দেখা যায় তাতে পথের বিপদ তেমন কম বলে বোধ হয় না। কিন্তু যে-আত্মা জ্ঞানী আর নিয়মচারী তার পথভ্রষ্ট হওয়ার কোনো কারণ নেই। সে সোজা পথে অগ্রসর হয় আর তার পরিপার্শ্ব সম্পর্কেও সে থাকে সচেতন। কিন্তু যে-আত্মা দেহের বাসনায় আসক্ত, যে প্রাণহীন দেহ আর দৃশ্যমান জগৎকে ঘিরে কাল ক্ষেপণ করেছে তার কষ্ট এবং দুর্ভোগের শেষ নেই। তার পথ-প্রদর্শক তাকে জবরদস্তির সঙ্গে টেনে নিয়ে আসে সকল আত্মার সম্মেলন ক্ষেত্রে। কিন্তু যদি সে অপবিত্র হয়, কলুষকার্যে, হত্যায় আর পাপাচারে যদি তার জীবন অতিবাহিত হয়ে থাকে তা হলে তার সঙ্গ থেকে অপর সবাই পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তাকে পরিত্যাগ করে সরে যায়। এমন আত্মার অবস্থা হয় করুণ। সেই পাতালপুরীর সঙ্কটাকুল পথে কেউ তার সঙ্গী হবে না, কেউ তার পথপ্রদর্শক থাকবে না। সঙ্গীহীন

অপবিত্র সেই আত্মা উদ্দেশ্যহীনভাবে পথে-বিপথে ঘুরে বেড়াবে। এই তার দণ্ড। দণ্ডের কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত এমনি তার ভোগ। কাল অবশেষে তার প্রাপ্য জীবনে ঘটবে আবার তার অনিবার্য জন্ম। কিন্তু পবিত্র এবং ধার্মিক যে-আত্মা, যে জীবন ব্যয় করেছে ধর্মের নির্দেশিত পথে তার উপযুক্ত বাসভূমি লাভ করতে কোনো বিঘ্ন ঘটবে না।

মর্ত্যলোকের কথাও কিছু আলোচনা করা যাক। মর্ত্যলোকের রয়েছে নানা বিস্ময়কর ভূখণ্ড। বস্তুত তোমাদের ভৌগোলিকগণ যা বলেন আমাদের পৃথিবী তার চেয়ে, প্রকৃতি আর পরিধি উভয়দিক দিয়েই, ভিন্নতর। আমার এ অভিমত ভিত্তিহীন নয়। এ অভিমতের পেছনে রয়েছেন জাদরেল এক পণ্ডিত। তার নামটি আমি তোমাদের নাই বা বললাম।

সিমিয়াস আশ্চর্য হয়ে বললেন : এ তুমি কী বলছ,

সক্রেটিস : পৃথিবীর অনেক বর্ণনা আমিও পাঠ করেছি। তুমি কোনটিতে বিশ্বাসী, তাই আমাদের প্রকাশ করে বল।

সক্রেটিস বললেন, সিমিয়াস, গ্লকসের দক্ষতা যদি আমার থাকত, তা হলে হয়তো আমি তোমাদের সেকথা বলে চমৎকৃত করে দিতে পারতাম। অবশ্য গ্লকসের দক্ষতাও যে আমার কাহিনীর সত্যতাকে প্রমাণ করতে সমর্থ হতো এমন ভরসা আমি বোধ করছিনে। আমার নিজের সে ক্ষমতা নেই, তা আমি জানি। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, তেমন ক্ষমতা যদি আমার থাকত তা হলেও আমার যুক্তির সমাপ্তির পূর্বেই তো আমার জীবন শেষ হয়ে যেত। অবশ্য আমি আমার ধারণানুসারে পৃথিবীর আকৃতি এবং বিভাগ সম্পর্কে কিছু বলতে পারি।

সিমিয়াস বললেন, তাই বল সক্রেটিস। তোমার সেকথাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

সক্রেটিস বললেন : বেশ বলছি। আমার প্রথম বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, পৃথিবী গোলাকার এবং সে মহাকাশের কেন্দ্রবিন্দুতে সংস্থাপিত। এজন্যই হাওয়া কিংবা অপর কোনো শক্তি তাকে ধারণ করে রাখবে, এমন কোনো আবশ্যকতা আমি দেখিনে। পৃথিবী শূন্যে রয়েছে, তথাপি যে সে কোনোদিকে বিন্দু পরিমাণ কাত হয় না কিংবা নিচে পড়ে যায় না, তার কারণ বাতাসের বহনশক্তি নয়। মহাকাশে পৃথিবী যে পরিবেষ্টনে সংস্থাপিত তার সমতা এবং পৃথিবীর আপন ভারসাম্যই তাকে আপন অবস্থানে অবস্থিত রাখতে সক্ষম। কারণ, যে-দ্রব্যে রয়েছে ভারসাম্য আর সমবিন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে যে সংস্থাপিত সে কোনোদিকেই নত হয়ে পড়ে না; সে কখনও বিপথগামী হয় না, আপন অবস্থানে সে থাকে সর্বদাই অটল।

সিমিয়াস বললেন, সক্রেটিস তোমার এ অভিমত তো খুবই যথার্থ।

আমি আরো বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীর বিস্তার হচ্ছে বিপুল। ফাঁসিস নদী থেকে হিরাক্লিসের স্তম্ভ পর্যন্ত যে ভূখণ্ডে আমরা বাস করি সে ভূখণ্ড আসলে সমুদ্রের তীরবর্তী পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। পিপীলিকা কিংবা ভেক সম্প্রদায় যেমন জলাভূমির প্রান্তবর্তী কোনোস্থানে বাস করে, আমরাও সেরূপ। এরূপ স্থান পৃথিবীতে আরো আছে এবং সে সমস্ত স্থানে বসবাসকারী মানুষও রয়েছে। বস্তুত পৃথিবী-পৃষ্ঠের সর্বত্র বিভিন্ন গঠন ও আকৃতির গুহা এবং গহ্বর আছে। এ সমস্ত গহ্বরেই পানি, কুয়াশা এবং বাতাসের নিম্নাংশ জড়ীভূত হয়। কিন্তু পৃথিবীর প্রকৃত ভাগ যে-টি তার অবস্থান বিশুদ্ধ মহাকাশে। তারকারাজি রয়েছে। তাদের কথাও আমাদের চিন্তা করতে হয়। যাকে আমরা মহাকাশ বলেছি একেই আবার আমরা সাধারণত 'ইথার' বলে অভিহিত করি। আমাদের পৃথিবী হচ্ছে মহাশূন্যের নিম্নভাগের গহ্বরে ইথার-তলানির পুঞ্জবিশেষ। আসলে আমরা রয়েছি এই গহ্বরেরই মধ্যে। কিন্তু আমরা মিথ্যা বিশ্বাসে নিজেদের প্রতারিত করে ভাবি, ভূ-গহ্বরে নয়, ভূপৃষ্ঠেই আমাদের অবস্থান। আমাদের অবস্থা হচ্ছে সমুদ্রের তলদেশের সেই প্রাণীর ন্যায় যে মনে করে, সে সমুদ্রের নিচে নয়, সমুদ্রপৃষ্ঠেই সে ভেসে বেড়াচ্ছে। পানির মধ্য দিয়ে সূর্য আর তারকার কিরণ তার চোখে পড়ে। কিন্তু সেভাবে সোজাই সে আকাশকে এবং তার সূর্য এবং তারকাকে দেখতে পাচ্ছে। সমুদ্রের তলদেশের এই প্রাণীর কী করুণ অবস্থা। সে নিজেকে এইরূপ প্রতারিত করে। আসলে সে দুর্বল। মন্থর তার গতি। সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশে সে কোনোদিন চোখ বুলাতে পারল না। পানিরাশি ভেদ করে সে মাথা তুলে দেখতে পারল না, এমনকি যে দেখেছে তার কাছ থেকে শুনতে পাওয়ার ভাগ্যও সে পেল না যে, তার নিজের জগতের চেয়ে সত্যকার সমুদ্রপৃষ্ঠের জগৎ কত সুন্দর আর কত পবিত্র। ঠিক এমনি হচ্ছে আমাদের অবস্থা। আমরা বাস করছি পৃথিবীর একটা গুহার ভিতরে, কিন্তু নিজেদের প্রতারিত করছি এই ভেবে যে, আমরা রয়েছি পৃথিবীর পৃষ্ঠেই। সমুদ্রতলের প্রাণীর ন্যায় বাতাসকে বলি আমরা আকাশ আর মনে করি তারকারাজি সেই আকাশেই বিচরণ করছে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আমাদের শক্তির দুর্বলতা আর গতির মন্থরতার জন্য আমরা এই বাতাসের ঊর্ধ্বে আদৌ মাথা তুলতে পারলাম না। কেননা, মানুষ যদি তার এই বহিরাবরণের প্রান্তে এসে দাঁড়াতে পারত, কিংবা থাকত যদি তার পাখির পাখা আর তাতে ভর করে যদি সে উঠে আসতে পারত সব অতিক্রম করে, তা হলে সমুদ্রতলের যে মাছটি সমুদ্রের উপর মাথা তুলে বিস্ময়ের চোখে দেখেছিল সমুদ্রকে, সেই মাছটির ন্যায় মানুষও দেখতে পেত তাকে অতিক্রমকারী বিপুল আর এক পৃথিবীকে; এবং তখন তার দৃষ্টির সহ্য করার যদি ক্ষমতা থাকত তা হলে

সে উপলব্ধি করত যে, এই পৃথিবীতেই রয়েছে সত্যকার মহাকাশ, এখানেই রয়েছে প্রকৃত আলো; এখানকার জগই সত্যকার জগৎ। কেননা, আমাদের পৃথিবী, তার মাটি, তার উপলরাশি আর তার পরিপার্শ্বে সবই দূষিত, সবই ক্ষয়গ্রস্ত। সমুদ্রের লবণাক্ততা যেমন তার মধ্যকার সকল বস্তুকে ক্ষয় করে দেয়, ঠিক অনুরূপভাবে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে আমাদের এই পৃথিবী আর তার বস্তুপুঞ্জ। মহৎ বিকাশ কিংবা বৃদ্ধির সাক্ষাৎ তুমি এখানে কখনো পাবে না। এখানে পাবে তুমি গুহা, আর গর্ত, পাবে বালুরাশি আর পঙ্কপিণ্ড। আমাদের সেই মরচেধরা পৃথিবীর তীরভূমিকেও তুমি তুলনা করতে পার না এই ঊর্ধ্বলোকের পৃথিবীর দৃশ্যসমূহের সঙ্গে। বস্তুত কোনোক্রমেই এই দুই পৃথিবীর একটির সঙ্গে অপরটির তুলনা সম্ভব নয়। মহাকাশের নিম্নদেশে অবস্থিত ঊর্ধ্বলোকের সেই পৃথিবী সম্পর্কে একটি মনোরম গল্প আমি তোমাদের বলতে পারি, সিমিয়াস। গল্পটি শোনার মতো গল্প, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সিমিয়াস বললেন, সক্রেটিস, তোমার মুখে সে গল্প শ্রবণ করে অবশ্যই আমরা মোহিত হবো।

সক্রেটিস বললেন, গল্পটিকে এভাবে বলা যায়; ঊর্ধ্বদেশ থেকে তুমি যখন পৃথিবীকে দেখবে তখন তাকে তোমার নিকট বহু বর্ণমণ্ডিত দ্বাদশ চর্মরেখায় আবৃত একটি গোলকবিশেষ বলে বোধ হবে। পৃথিবীর শিল্পীগণ যে রঙের ব্যবহার করেন তাদের সে রং এই রং থেকেই প্রাপ্ত। কিন্তু ঊর্ধ্বদেশের সে রং আমাদের এই রঙের চেয়ে উজ্জ্বলতা এবং চমৎকারিত্বে অনেক বেশি ভাস্বর। বিস্ময়কর জ্যোতির্ময় রক্তবর্ণ যেমন সেখানে দৃষ্ট হয়, তেমনি সেই বর্ণমালার মধ্যে দৃষ্ট হয় স্বরবর্ণ আর পৃথিবীর শুদ্রের চেয়েও শুভ্র, খড়িমাটি কিংবা তুষারের চেয়েও শুভ্র এক শুভ্রবর্ণ। এইরূপ সব বর্ণ সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে ঊর্ধ্বলোকের সেই পৃথিবী! সে বর্ণের যেমন সংখ্যা নেই, তেমনি তার সৌন্দর্য এত বিস্ময়কর যে মানুষের চোখে এমন সৌন্দর্য কোনোদিন দেখার সৌভাগ্য লাভ করে নি। যে-গহ্বরের কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি সে সমস্ত গহ্বর বর্ণময় বাতাস এবং পানিতে পূর্ণ। বাতাস এবং পানির এ রং থেকে বিশিষ্ট। বর্ণবৈচিত্র্যের মধ্যে বাতাস এবং পানির এই রংকে মনে হবে একটি উজ্জ্বল আলোর রেখার মতো। আলোর এই রেখাঁটি যেন সকল বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতাকে একটি সমন্বিত ঐক্যে গ্রথিত করে দিয়েছে। ঊর্ধ্বলোকের এই পৃথিবীতে বৃক্ষ কিংবা পুষ্প কিংবা ফল যা কিছু জন্মে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তারা সবাই এই পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। সেই পৃথিবীতেও তুমি পর্বত দেখবে, কিন্তু তার উপলখণ্ডকে দেখবে অধিকতর মসৃণ আর স্বচ্ছ, তার সৌন্দর্য আমাদের পৃথিবীর মূল্যবান চুনী, মণি, পান্নার মূল্যকে অতিক্রম করে যায়। বস্তুত আমাদের মণিপান্না সেই পৃথিবীর মণিপান্নার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কেননা ঊর্ধ্বলোকের পৃথিবীর প্রস্তরখণ্ড মাত্রই আমাদের পৃথিবীর মূল্যবান মণির চেয়েও

সুন্দর। তাদের এই সৌন্দর্যের মূল হচ্ছে তাদের পবিত্রতা এবং বিশুদ্ধতা। আমাদের পৃথিবীর মণিমুক্তার ন্যায় পচনশীল উপাদানে তৈরি হয়ে তারা দূষিত হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে না। এই পচনশীল উপাদান আমাদের পৃথিবীর সমস্ত প্রাণিদেহের অভ্যন্তরে ঘণীভূত হয়ে দূষিত হয়ে ওঠে এবং লতা, গুল, প্রাণী কিংবা প্রস্তর–সবকিছুর মধ্যে ব্যারামের সৃষ্টি করে। ঊর্ধ্বলোকের সেই পৃথিবীর মণিমুক্তা, স্বর্ণ এবং রৌপ্য তাদের বিস্ময়কর বৃহৎ আয়তন নিয়ে দিনের আলোয় এরূপ অপূর্ব আলোক রশি বিস্তার করে যে দর্শকমাত্রের দৃষ্টি সেই বিস্ময়কর দৃশ্যে মোহিত হয়ে ওঠে। সে পৃথিবীতেও বাস করে জীবজন্তু মানুষ। তাদের কেউ বাস করে মধ্যদেশে, কেউ বা বায়ুর প্রান্তে, যেমন এই পৃথিবীর আমরা অনেকে বাস করি সমুদ্র কিনারে। আবার অনেকে বাস করে বায়ু সমুদ্রে ভাসমান দ্বীপের মধ্যে। বস্তুত, আমরা যেমন সমুদ্র এবং পানিকে প্রতি কাজে ব্যবহার করি, তারাও সেরূপ ব্যবহার করে তাদের নিত্য কাজে বায়ুকে। উপরন্তু, তাদের ঋতু এবং আবহাওয়া এত উত্তম যে তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘজীবী। শুধু তাই নয়। তাদের দৃষ্টিশক্তি আমাদের চেয়ে প্রখর, তাদের শ্রবণক্ষমতা আমাদের চেয়ে তীক্ষ্ণ এবং তাদের আঘ্রাণশক্তিও অনেক বেশি প্রবল। এমনিভাবে তাদের সকল ইন্দ্রিয়ই আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের চেয়ে অধিক পরিমাণে ত্রুটিহীন। অনুরূপভাবে তাদের বাতাস এবং পানিও আমাদের বাতাস, পানি কিংবা ইথারের চেয়ে অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ। তাদেরও দেবমন্দির আছে। কিন্তু তাদের দেবতারা আমাদের দেবতাদের মতো নয়। তারা প্রকৃতই মন্দিরের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকেন, ভক্তদের প্রার্থনার প্রতি তারা কর্ণপাত করেন, ভক্তরা তাদের দেবতাদের সঙ্গে আলাপ করে। দেবতাদের বাণী নিজেদের কর্ণে তারা শ্রবণ করে, তাদের প্রার্থনার জবাব তারা লাভ করে। তারা সূর্য, চন্দ্র এবং তারকারাজিকে তাদের প্রকৃত অস্তিত্বেই প্রত্যক্ষ করতে পারে। এমনিভাবে শক্তি, ক্ষমতা–সৌভাগ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বলোকের সেই পৃথিবীর অধিবাসীগণ আমাদের চেয়ে ভাগ্যবান।

এই হচ্ছে সেই পৃথিবীর পরিপূর্ণ চিত্র। তার চারপার্শ্বের দৃশ্যাবলির এই হচ্ছে বর্ণনা। তার পৃষ্ঠদেশও বিভিন্ন প্রকার গর্ত এবং গহ্বরের অস্তিত্ব রয়েছে। তাদের মধ্যে কারুর আয়তন এবং গভীরতা আমাদের গুহাসমূহের চাইতে অধিক। কারুর গভীরতা কম হলেও বিস্তারে তারা বৃহৎ। সকল গহ্বরেই অসংখ্য ছিদ্রপথ বিদ্যমান। এই ছিদ্রপথের কোনোটি প্রশস্ত, কোনোটি সংকীর্ণ। এই সমস্ত পথ অনুসরণ করে তুমি পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারো। পথগুলি পরস্পর সংযুক্ত। এই সমস্ত ছিদ্রপথে বিরামহীনভাবে পানির প্রবল প্রবাহ বয়ে চলেছে। অভ্যন্তরীণ ছিদ্রপথে চিরন্তন নদীও রয়েছে বহু। তাদের কোনোটির মধ্যে চলেছে শৈত্যের প্রবাহ, কোনোটিতে অগ্নির স্রোত, কোনোটির মধ্যে

পঙ্করাশি। সে পঙ্ক সিসিলির পঙ্ক-নদী এবং তার অনুসারী লাভাস্রোতের ন্যায় কোথাও ঘন, কোথাও তরল। এই স্রোতের প্রবাহ তার পরিপার্শ্বকেও এই সমস্ত দ্রব্যতে পূর্ণ করে তুলেছে। এই পৃথিবীর গভীর তলদেশে এক প্রকার উঁচুনিচু ঢেউ-এর দোলা চলছে। এই তরঙ্গের কারণ হচ্ছে, হোমার যেমন বলেছেন : 'সেই দূরে, মাটির গভীরে যেখানে রয়েছে এক গহ্বর সেইরূপ এক বিরাট গহ্বর বিদ্যমান রয়েছে পৃথিবীর গভীর গর্ভে। অনেক কবি তাদের কাব্যে একে টারটারাস বলেও অভিহিত করেছেন। এই গর্ভদেশে বিরাট স্রোতরাশির প্রবেশ এবং নিষ্ক্রমণের প্রবল টানে উঁচুনিচু তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। স্রোতরাশির যেটি পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের যে অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, সেটি সেই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যসমূহ দিয়েই মণ্ডিত। আর এই স্রোতরাশি এসে যে বিরামহীনভাবে প্রবেশ করছে এবং নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে তার কারণ, এই জলরাশির কোনো তল নেই যেখানে সে বিরামলাভ করতে পারে। এজন্যই সে বিরামহীনভাবে একবার উত্তোলিত হয়ে উঠছে আবার অবনতিতে বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপভাবে আলোড়িত হচ্ছে চারদিকের বায়ুমণ্ডল। বিপুল জলরাশির তরঙ্গমালার উন্নতি-অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলও বিস্ফারিত এবং সঙ্কুচিত হয়ে উঠছে আর পৃথিবী পৃষ্ঠের উপর যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়ছে। বায়ুমণ্ডলের এই সঙ্কোচন প্রসারণকে তুমি মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তুলনা করতে পার। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে যেমন বাতাস দেহের ভিতর একবার প্রবেশ করে আবার নিষ্ক্রান্ত হয়ে আসে, পৃথিবী-পৃষ্ঠেও জলরাশির উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডল একবার সঙ্কুচিত, আর একবার প্রসারিত হয়ে ওঠে। জল এবং বায়ুর এই সম্মিলিত দেলনক্রিয়ার ফলে প্রচণ্ড এবং ভয়ঙ্কর এক বিস্ফোরণ এবং শব্দের সৃষ্টি হয়। উত্থিত জলরাশি যখন বিপুল বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন সে পৃথিবীর সকল রন্ধ্রকে পূর্ণ করে তোলে; আবার সে যখন পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে চায় তখন সে এই গহ্বরগুলোকে পুনরায় প্লাবিত করে দেয়। গহ্বরগুলি যখন জলপূর্ণ হয়ে যায় তখন মাটির অন্তর্নিহিত সুড়ঙ্গগুলি জলে ভরে যায়। আর এভাবেই সৃষ্টি হয় সমুদ্র, হ্রদ, জলপ্রপাত, প্রস্রবণ বা নদীসমূহের। সেখান থেকে জল আবার প্রবেশ করে পৃথিবীগর্তে! তখন জলধারার কেউ কেউ এঁকেবেঁকে নানা দেশ অতিক্রম করে। আবার কেউ কিছুদূর প্রবাহিত হয়েই যায় থেমে। তখন সেখান থেকে আবার তারা টারটারাসের বুকেই গিয়ে মিলিত হয়। এই জলধারার অনেকে তাদের উত্থানের স্তর থেকে বেশ গভীরে গিয়ে তবে টারটারাসের সঙ্গে মিলিত হতে পারে; অনেকে তেমন গভীরে নয়, কিছুটা উপরের দিকেই তার সাক্ষাৎ পায়। তবু বলা চলে উত্থানের চরম বিন্দু থেকে নিম্নতর স্তরেই সবাই টারটারাসের সাক্ষাৎ লাভ করে। এদের মধ্যে অনেকে মিলনের পরে টারটারাসের বিপরীত তীরে গিয়ে

আঘাত খেয়ে ভেঙে পড়ে; কেউ বা তার প্রবাহের তীরেই কেঁপে উঠে। আবার কেউ কেউ সাপের আকারে কুণ্ডলী পাকিয়ে পৃথিবীকে ঘিরে ধরতে প্রয়াস পায়; কিন্তু পরক্ষণে তারা আবার নিম্নদেশে ভেঙে পড়ে এবং গহ্বরের মধ্যে ফিরে আসে। নদীগুলি যেদিকেই প্রবাহিত হোক না কেন, তারা পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুকে অতিক্রম করতে পারে না। কেননা কেন্দ্রবিন্দুর বিপরীত দিকেই শুরু হয়েছে আর এক বিরাট চড়াই।

নদীসমূহের কথা আর একটু বলা যাক। নদীর সংখ্যা অবশ্যই বহু। তারা নানা রকমের এবং তারা মহাপরাক্রমশালী। কিন্তু এদের মধ্যে চারটা নদীই প্রধান। এই চারটির মধ্যেও যেটি বৃহত্তম এবং যে পৃথিবীর উপর দিয়ে চক্রাকারে প্রবাহিত হয়েছে তার নাম হচ্ছে সমুদ্র। সমুদ্রের বিপরীত দিকে অর্থাৎ পৃথিবীর গর্ভদেশে বয়ে চলেছে নদী আকেরন। আকেরন পৃথিবীর অন্তর্দেশের বহু মরুভূমিকে অতিক্রম করে যে হ্রদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে তাকেই বলে আকেরনের হ্রদ। এই হ্রদের তীরে এসেই জমায়েত হয় মৃত আত্মার দল। একটি নির্দিষ্টকাল তাদের অপেক্ষা করতে হয় এই হ্রদের তীরে।

আকেরন হ্রদের তীরে কালক্ষেপণের পরে তাদের পুনর্জন্ম ঘটে জন্তুর আকারে। তৃতীয় নদীর প্রবাহ হচ্ছে সমুদ্র এবং আকেরনের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে। বহির্গমনের মুখে এ নদী এক বিশাল অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি করে। এই অগ্নিকুণ্ডই তৈরি করেছে এমন এক বৃহৎ সরোবরের যার আয়তন আমাদের পৃথিবীর ভূমধ্যসাগরকে যায় অতিক্রম করে। অগ্নিকুণ্ডের এই সরোবরে পানি এবং পঙ্ক সর্বদাই টগবগ করে ফুটছে। এই সরোবরের মধ্য দিয়ে কর্দমাক্ত দেহে এই নদী পৃথিবীকে ঘিরে ঘিরে বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করে অবশেষে আকেরন হ্রদের প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়। আকেরনের বুকে এসে নামলেও এ নদীর পানি আকেরনের পানির সঙ্গে মিশে যায় না। সে যা হোক। পৃথিবীকে ঘিরে কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে তৃতীয় এই নদী অবশেষে গভীরতর স্তরে নেমে টারটারাসের বুকে আত্মসমর্পণ করে। আমাদের বর্ণিত এই তৃতীয় নদীকেই ‘পাইরী ফ্লেগেথন বলে অভিহিত করা হয়। আর এই পাইরী ফ্লেগেথন কেবল নিষ্ক্রমণের মুখে নয়, পৃথিবীপৃষ্ঠে তার অতিক্রমণের বিভিন্ন স্থানেই সে অগ্নির স্রোত সৃষ্টি করে অগ্রসর হতে থাকে। চতুর্থ নদীর গতি হচ্ছে বিপরীত দিকে। যাত্রার শুরুতেই সে সাক্ষাৎ পায় এক দুর্গম এলাকার। এই এলাকার বর্ণ হচ্ছে আশ্চর্য সুন্দর নিলার ন্যায় ঘোর নীল। আর এ নদীকেই বলা হয় স্টিজিয়া নদী। এ নদী নেমে এসে যে সরোবরের সৃষ্টি করে তার নাম হচ্ছে স্টিকস সরোবর। এই সরোবরে পতিত হয়ে স্টিজিয়া অদ্ভুত ক্ষমতায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং এই শক্তি নিয়ে তখন সে তৃতীয় নদীর বিপরীত পথে কুণ্ডলী পাকিয়ে পৃথিবীর তলদেশে চলে যেতে থাকে। অবশেষে সেই পাইরী

ফ্লেগেথনের বিপরীত দিকে আকেরন সরোবরের সন্নিকটে ভেসে ওঠে। এ নদীর পানিও অপর কোনো নদীর পানির সঙ্গে মিশে না। চক্রাকারের সে কেবল আবর্তিত হতে থাকে। অবশেষে সেও পাইরী, ফ্লেগেথনের বিপরীতে টারটারাসের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কবিরা বলেন যে, এই নদীরই নাম হচ্ছে ককিটাস।

প্রিয় বন্ধুগণ! আর এক পৃথিবীর কাহিনী আমি বললাম, এই তার রূপ। মৃতের দলকে। যখন তাদের আপন আপন ধর্ম পথ দেখিয়ে তাদের নির্দিষ্ট জায়গাতে নিয়ে আসে তখন প্রথমে তাদের প্রাপ্য দণ্ড নির্ধারিত হয়। ন্যায় কিংবা অন্যায়ভাবে তারা জীবনযাপন করেছে। তার মানদণ্ডেই এই বিচার অনুষ্ঠিত হয়। যারা ন্যায় কিংবা অন্যায় কোনোভাবেই জীবনযাপন করেছে। তার মানদণ্ডেই এই বিচার অনুষ্ঠিত হয়। যারা ন্যায় কিংবা অন্যায় কোনোভাবেই জীবনযাপন করে নি তাদের প্রেরণ করা হয় আকেরনের তীরে। সেখানে যে-কোনো নৌপতিকে তারা দেখতে পায় তাতে আরোহণ করেই আকেরনের বুকে ভাসতে থাকে। এখানে তারা পাপ-বিমুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ হয় এবং অপরের প্রতি তারা যে সমস্ত অন্যায় করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে পাপমুক্ত হয়ে আপন আপন পুণ্যকর্মের ফল প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যারা সংশোধনের অযোগ্য, যাদের পাপের বোঝা পর্বত প্রমাণ, যারা অন্যায় হত্যা, ভয়ঙ্কর ধর্মবিরুদ্ধ কাজ প্রভৃতি কোনো পাপ থেকেই বিরত থাকে নি তারা নিক্ষিপ্ত হয় টারটারাসের বুকে। এই তাদের উপযুক্ত দণ্ড। টারটারাসের বুক থেকে এদের উঠে আসা আর সম্ভব হয় না। আবার যাদের পাপ বৃহৎ বটে, তবু যারা উদ্ধারলাভের অতীত এখনো হয়নি। যারা হয়তো উত্তেজনার কোনো। মুহূর্তে তার জনক কিংবা জননীর প্রতি অন্যায় আচরণ করলেও অবশিষ্ট জীবন তার জন্যে অনুতাপে দগ্ধ হয়েছে; কিংবা যারা হয়তো হত্যা করেছে কাউকে, কিন্তু অবস্থাটি ছিল এমন যে সে ছিল উপায়হীন—এরূপ সংশোধনযোগ্য পাপীরাও অবশ্য নিক্ষিপ্ত হবে টারটারাসের বুকে এবং তার ক্লেশকে তাদের ভোগ করতে হবে। কিন্তু এই দণ্ডের এক বৎসর পূর্ণ হলে যারা শুধু হত্যাকারী তাদের ককিটাস এবং যারা পিতৃহন্তা কিংবা মাতৃহন্তা তাদের পাইরী ফ্লেগেথন বহন করে নিয়ে যাবে অকেরন সরোবরে। এখানে নীত হলে তারা সরোবরের বুকে উচ্চকণ্ঠে তাদের হাতে যারা নিহত হয়েছে কিংবা তাদের অন্যায়ের শিকারে যারা পরিণত হয়েছে সেই হতভাগ্যদের ডাক দিয়ে বলবে যেন তারা তাদের প্রতি করুণা করে, যেন তারা তাদের অন্যায়কে মার্জনা করে দেয় এবং সরোবরে তাদের প্রবেশের পথ এমনিভাবে উন্মুক্ত করে দেয়। তাদের এই প্রার্থনা যদি মঞ্জুর হয় তা হলেই তাদের ভোগের শেষ হয়ে যায় এবং তারা আকেরনের বুক থেকে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু যদি তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর না হয় তা হলে আবার তারা টারটারাসের বুকে

নীত হয়; টারটারাসের বুক থেকে নীত হয় তারা অপর কোনো নদীতে। এমনিভাবে চলতে থাকে তাদের দণ্ড। কেননা তাদের পাপ-পুণ্যের বিচারকগণ এই দণ্ডেই তাদের দণ্ডিত করেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত না তাদের অন্যায়ের শিকারে যারা পরিণত হয়েছে তারা তাদের ক্ষমা করে দেবে, ততদিন পর্যন্ত তারা এই দণ্ডভোগ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে না। কিন্তু অপরদিকে যারা যাপন করছে এক পবিত্র জীবন তারা তৎক্ষণাৎ মুক্তি পেয়ে যাবে মর্তের এই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তারা চলে যায় ঊর্ধ্বলোকে নির্দিষ্ট তাদের পবিত্র ধামে এবং নিরুদ্বেগে বাস করতে থাকে মর্ত্য থেকে বিশুদ্ধতর এক লোকে। এদের মধ্যে যারা নিজেদের শুদ্ধ করেছে দর্শনের আলো দিয়ে তারা তো সম্পূর্ণরূপে দেহমুক্ত হয়েই বাস করতে থাকে। তাদের বাসের জন্য সৃষ্ট প্রাসাদ যে কত সুন্দর তাকে যেরূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত, তেমনি তাকে বলার উপযুক্ত সময়ও আমার হাতে আর অবশিষ্ট নেই।

কাজেই, সিমিয়াস, এই যখন প্রকৃত অবস্থা, তখন আমাদের এই জীবনে ন্যয়ধর্ম এবং জ্ঞানকে লাভ করার জন্য এমন কিছু কি থাকতে পারে যা আমাদের অকরণীয়? আশা আমাদের যেমনি বিরাট, প্রাপ্তিও আমাদের তেমনি মহৎ।

একথা অবশ্য ঠিক যে জ্ঞানবান কেউ একথা বলবেন না কিংবা আমিও এরূপ দাবি করব না যে, আত্মার এবং তার জন্য নির্ধারিত বাসভূমির যে-বর্ণনা আমি দিয়েছি তা হুবহু যথার্থ। কিন্তু একথা আমি দুঢ় প্রত্যয়ে বলব যে, আত্মা যখন অমর বলে প্রমাণিত হয়েছে। তখন আত্মার পক্ষে ভবিষ্যতের এই স্বপ্ন দেখা কিংবা এরূপ প্রত্যাশা করা অযৌক্তিক নয়। আত্মার যাত্রা কম সাহসিকতাপূর্ণ নয়, কম গৌরবময় নয়, সে যাত্রাপথে এই বর্ণনা তাকে আশা দিক, ভরসা যোগাক। এই কারণেই আমি আমার কাহিনীকে দীর্ঘ করেছি। কাজেই আমি বলতে চাচ্ছি : মানুষ তার আপন আত্মার ভবিষ্যতের আশা রাখুক, ভরসা পোষণ করুক। কেননা, তার স্বভাবের বৈরী বলে বিচার করে তাকে পরিত্যাগ করে জ্ঞানের আনন্দকে অন্বেষণ করতে শুরু করেছে। তার আত্মা এখন দেহের আভরণকে পরিত্যাগ করে সংযম, বিচার, সাহস, মহত্ত্ব এবং সত্যের ভূষণে নিজেকে ভূষিত করার সাধনা শুরু করেছে। এই নতুন ভূষণে ভূষিত হয়ে, ডাক যখন তার আসবে তখন, পাতাললোকে যাত্রার জন্য সে প্রস্তুত রয়েছে। প্রিয় সিমিয়াস এবং সিবিস, তোমরা এবং পৃথিবীর অপর সকল মানুষই একদিন এই যাত্রা অবশ্যই শুরু করবে। বিষাদাত্মক কবির ভাষায় বলতে গেলে, ভাগ্যের আহ্বান আমি শুনতে পাচ্ছি। শীঘ্রই আমি বিষ পান করব। কাজেই আমি ভাবছি এখন স্নানাগারে গিয়ে আমার স্নান সেরে নেওয়াই প্রধান কর্তব্য, যেন আমার মৃত্যুর পরে আমাকে স্নান করিয়ে দেবার কষ্ট মেয়েদের পেতে না হয়।

সক্রেটিসের কথা শেষ হলে ক্রিটো বললেন, ‘সক্রেটিস আমাদের প্রতি তোমার কী আদেশ? তোমার সন্তানদের বিষয়ে কী তুমি বলে যেতে চাও? কিংবা অপর কোনো। বিষয়েও যদি তোমার কিছু নির্দেশ থাকে আমাদের তা দাও, যেন আমরা সে নির্দেশ যথাযথ পালন করতে পারি।’

সক্রেটিস জবাব দিলেন, না ক্রিটো, আমার বিশেষ কোনো নির্দেশ নেই। আমি শুধু এই বলব, সযত্নে জীবনযাপন করো। একথা আমি তোমাদের অতীতেও বহুবার বলেছি। সযত্নে জীবনযাপন করার মাধ্যমেই তোমরা নিজেদের, আমার এবং অপর সকলের মঙ্গল সাধন করতে সক্ষম হবে। তা না হলে আমার নিকট দেওয়া কোনো প্রতিশ্রুতিরই মূল্য থাকবে না। জীবনযাত্রার সংগত বিধান সম্পর্কে আমি অনেক সময়ে বলেছি। তোমরা যদি নিজেদের জন্য চিন্তিত বোধ না কর, যদি সংগত সেই বিধানকে তোমরা মেনে না চল, তা হলে আমাকে যত প্রতিশ্রুতি কিংবা ভরসাই তোমরা দাও না কেন, সবই ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। আর এরূপ ব্যর্থতা যে তোমাদের জীবনে এই প্রথমবারই আসবে, এমনও নয়। অতীতেও এরূপ ব্যাপার বহুবার ঘটেছে।

ক্রিটো বললেন, ‘সক্রেটিস, আমরা আমাদের সকল সাধ্য দিয়ে তোমার আদেশকে পালন করার চেষ্টা করব। এবার আমাদের তুমি নির্দেশ দাও, তোমার সমাধিকার্য আমরা কীভাবে নিষ্পন্ন করব।’

এবার লঘু সুরে সক্রেটিস বললেন, এ কাজটি তোমাদের যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ ভাবেই সম্পন্ন কর। কেবল সতর্ক থেকে যেন কাজটি সমাধা করার জন্য লোকটি পাওয়া যায়। গোর দেওয়ার সময়ে আমাকেই পেলে না, আমি গেলাম পালিয়ে; এমন ব্যাপারটি না ঘটে সেদিকে খেয়াল রেখো, ক্রিটো।’

একথা বলে সক্রেটিস স্মিত মুখে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, কী আশ্চর্যের বিষয়, দেখ, আমি ক্রিটোর হৃদয়ে কিছুতেই এই প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পারছিনে যে, এই যে আমি কথা বলছি, তর্ক করছি, যুক্তি দিচ্ছি সে সেই সক্রেটিসই রয়েছি, আমি অপর কোনো সক্রেটিস নই। আমি যতই বলি না কেন, ক্রিটো কেবল ভাবছে, এ তো সেই সক্রেটিস যাকে সে মুহূর্ত পরেই মৃত দেখবে, যে একটু সময়ের ব্যবধানেই একটি মৃতদেহে পরিণত হয়ে যাবে। আর সে জন্যই সে কেবল প্রশ্ন করছে, কী উপায়ে সে আমার সমাধি কার্যটি নিষ্পন্ন করবে। অথচ আমি কিন্তু তোমাদের একথাই বুঝাতে চাইছিলাম যে, যখনি আমি বিষপান করব তখনি আমি আর তোমাদের নিকট থাকবো না, আমি তখন তোমাদের পরিত্যাগ করে আমার আকাঙ্ক্ষিত আনন্দলোকের উদ্দেশে যাত্রা করব। একথা বলে আমি নিজেকেও যেমন তোমাদেরকেও তেমন সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। কিন্তু এখন আমি দেখছি, আমার সে সমস্ত কথা ক্রিটোকে আদৌ প্রভাবিত করতে পারে নি। কাজেই এখন আমি বলব, তোমরা বরঞ্চ ক্রিটোর নিকট আমার জন্য

জামিন হও। ক্রিটো যেরূপ বিচারকালে বিচারকদের নিকট আমার জন্য জামিন হয়েছিল, তোমরাও সেরূপ ক্রিটোর নিকট আমার প্রতিভূ হয়ে দাঁড়াও। কিন্তু মুচলেকার কথা এবার অবশ্য ভিন্ন হবে। ক্রিটো কথা দিয়েছিল বিচারকদের যে, আমি অবশ্যই মৃত্যুর পরে তার নিকটে থাকবে না। কেননা আমি তো তখন যাত্রা করব, আর চলে যাব অনেক দূরে। এই প্রত্যয় যদি তার ঘটে তা হলে আমার মৃত্যুতে নিশ্চয়ই সে আর দুঃখবোধ। করবে না; আমার দেহকে যখন সে ভস্মীভূত হতে কিংবা সমাধিস্থ হতে দেখবে তখন। আর সে মর্মাহত হয়ে পড়বে না। কেননা আমি চাইনে, সমাধিক্ষেত্রে সে আমার দুর্ভাগ্য দুঃখবোধ করে বলবে : 'হায় ভাগ্য! সক্রেটিসকে শেষ পর্যন্ত এভাবেই আমাদের শুইয়ে রাখতে হলো। কিংবা কী ভাগ্য! সক্রেটিসকে নিয়ে যেতে হচ্ছে সমাধিক্ষেত্রে। অথবা 'এইভাবেই তাকে আমাদের সমাধিস্থ করতে হলো।' এরূপ বিলাপ ধ্বনিকে আমি পছন্দ করিনে। পছন্দ করিনে, কারণ, অসত্য বাক্য শুধু যে অসৎ তাই নয়; অসত্য বাক্য আমাদের আত্মাকেও অসৎ করে তোলে। প্রিয় ক্রিটো, আমি তাই বলছি, দুঃখ বোধ করো না, তুমি প্রফুল্ল হয়ো এবং নিজের মনকে এই বলে প্রত্যয় দাও যে, তুমি তো আমাকে সমাধিস্থ করবে না, তুমি সমাধিস্থ করবে আমার দেহটিকে মাত্র। সে দেহ নিয়ে যা করা প্রয়োজন এবং যা করা স্বাভাবিক তাই তোমরা করো?

একথা বলে সক্রেটিস আসন থেকে উঠে স্নান করার জন্য অপর একটি কক্ষে চলে গেলেন। আমাদের অপেক্ষা করতে বলে ক্রিটো নিজেই সক্রেটিসের সঙ্গে গেলেন। আমরা তখন সকলে নিজেদের মধ্যে একদিকে যেমন আমাদের এই বিশাল দুঃখের কথা আলোচনা করতে লাগলাম, তেমনি অপর দিকে সক্রেটিস যে দার্শনিক আলোচনা করেছেন সে বিষয়েও চিন্তা করতে লাগলাম। আমাদের দুঃখের কোনো পরিমাপ ছিল না। সক্রেটিস ছিলেন আমাদের পিতার মতো। আজ আমরা তাকে হারাতে বসেছি। অবশিষ্ট সমস্ত জীবনই তো আমাদের অনাথ হয়ে কাটতে হবে। সক্রেটিসের স্নান সম্পন্ন হলে তাঁর সন্তানদের নিয়ে আসা হলো। সক্রেটিসের একটি বড় এবং অপর দুটির ছোট ছেলে ছিল। তার পরিবারস্থ মেয়েদেরও নিয়ে আসা হয়েছিল। ক্রিটোর সম্মুখে তিনি তাহার সঙ্গে কিছু আলাপ করলেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দিলেন। তারপর তিনি তাদের সকলকে পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের নিকট ফিরে এলেন।

সক্রেটিস স্নানের জন্য যখন কক্ষান্তরে ছিলেন তখন বেশ কিছু সময় কেটে গিয়েছিল। যখন তিনি আমাদের নিকট ফিরে এলেন, সূর্যের অস্তগমনের সময় তখন নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। তিনি স্নান সম্পন্ন করে ফিরে এসে আমাদের মধ্যে আবার আসন গ্রহণ করলেন। কিন্তু তখন আর বিশেষ কোনো

বাক্যালাপ হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বাদশ প্রভুর পরিচারক হিসাবে কারাপাল এসে উপস্থিত হলো। কারাপাল কক্ষ মধ্যে সক্রেটিসের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়ে বলতে লাগল : সক্রেটিস, আমি জানি যত বন্দি এই কারাগারে এ পর্যন্ত আনীত হয়েছে তাদের মধ্যে আপনার ন্যায় উত্তম, মহৎ এবং নম আর কেউ কখনো ছিল না। কর্তৃপক্ষের আমি আজ্ঞাবাহক। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত বন্দির মুখে বিষণ্ড আমাকে তুলে দিতে হয়। যারা সাধারণ বন্দি তারা আমার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা আমাকে কটু বাক্যে বিদ্ধ করে। কিন্তু আমি জানি আপনি প্রবুদ্ধ, আপনি। আমার প্রতি বিরূপ হবেন না। আপনি জ্ঞাত আছেন, এ কাজের জন্য দায়ী আমি নই, এর দায়িত্ব অপরের। আমি আপনাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এসেছি। আমার কর্তব্যকে আপনি জানেন। আমি শুধু এই বলব যেন আপনি সব অনিবার্যকে সহজভাবে গ্রহণ করেন। একথা বলতে কারাপালের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। কথা সমাপ্ত করে অশ্রুভরা চোখে সে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

সক্রেটিস কারাপালকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘আমার প্রতি তোমার এই শুভেচ্ছার জন্য তুমি আমার ধন্যবাদ জেনো। তোমার নির্দেশকে আমি পালন করবো।’ এবার সক্রেটিস আমাদের দিকে ফিরে বললেন, কী চমৎকার এই লোকটি। কারাগারে আমার পদার্পণের দিন থেকেই সে প্রায়শই আমাকে দেখতে এসেছে; আমার সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে সে আলাপ করেছে। তার সাধ্যমতো সে আমার প্রতি সদয় ব্যবহার প্রদর্শন করেছে। আর আজ আমার জন্য গভীরভাবে সে দুঃখও প্রকাশ করেছে। ক্রিটো, তার কথা আমাদের অমান্য করা উচিত নয়। সে যেরূপ বলেছে, সেরূপই আমাদের করা প্রয়োজন। কাজেই বিষণ্ড যদি প্রস্তুত হয়ে থকে তা হলে তাকে তোমরা নিয়ে এসো। যদি প্রস্তুত না হয়ে থাকে, তা হলে পরিচারককে তা প্রস্তুত করতে বল?

কিন্তু ক্রিটো বললেন, সক্রেটিস, এখনও কিছু সময় অবশিষ্ট রয়েছে, এখনও সূর্য পর্বতশীর্ষ অতিক্রম করে নিচে নামে নি। আমি একথা জানি, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অনেক বন্দি বিষপানে বিলম্ব করেছে। এমনকি বিষপানের সময়ের কথা ঘোষিত হওয়ার পরেও তারা পানাহার এবং প্রিয়জনের সঙ্গ উপভোগে সময় ক্ষেপণ করেছে। প্রিয় সক্রেটিস, যথেষ্ট সময় তো এখনও রয়েছে। আমাদের অনুরোধ, তুমি ত্বরা করো না।

সক্রেটিস একথার জবাব দিয়ে বললেন, “তোমার কথা যথার্থ, ক্রিটো। তুমি যাদের কথা বলছ তারা তাদের ব্যবহারে ন্যায্যও বটে। কেননা তাদের ধারণা যে বিলম্বের মধ্য দিয়েই তারা লাভবান হবে। কিন্তু তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করাই তো আমার পক্ষে সংগত। কেননা আমি তো মনে করিনে যে খানিক

বিলম্বে বিষপান করে আমি কোনোক্রমে লাভবান হবো। যে-জীবনের বিরুদ্ধে মৃত্যুর দণ্ড ঘোষিত হয়ে গেছে, তাকে বাঁচিয়ে রাখার নিষ্ফল চেষ্টা করে আমি কেবল নিজেকে নিজের কাছেই হাস্যাস্পদ করে তুলব। কাজেই দয়া করে তোমরা আমার কথার অন্যথা করো না। আমি যেমন বলেছি। তেমনি তোমরা কাজটি সমাধা কর।

কারাভৃত্য নিকটেই দণ্ডায়মান ছিল। ক্রিটো এবার ইঙ্গিত করতেই সে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে খানিক বিলম্বে পুনরায় কারাপালকে সঙ্গে করে ফিরে এল। কারাপালের হাতে তখন বিষভাণ্ড। সক্রেটিস কারাপালকে লক্ষ করে বললেন, 'দয়ালু বন্ধু, তুমি এ সমস্ত বিষয়ে অবশ্যই অভিজ্ঞ। দয়া করে তুমি বলে দাও, কীভাবে আমি অগ্রসর হব। লোকটি তখন বলে দিল, সক্রেটিস, বিষপানের পর আপনি পদচারণা করবেন। পদচারণায় যখন আপনার পদদ্বয় ভারী হয়ে আসবে কেবল তখনি আপনি শায়িত হবেন। তা হলেই বিষক্রিয়া সঠিকভাবে চলতে থাকবে।' একথা বলা শেষ করে কারাপাল তার হাতের বিষপূর্ণ পেয়ালাটিকে সক্রেটিসের হাতে তুলে দিল। একিক্রাটিস, তুমি তো সক্রেটিসের ধীর-স্থির ব্যবহারকে জানো। সেদিনও আমরা দেখলাম কী আশ্চর্য সহজ এবং নম্রভাবে কারাপালের হাত থেকে বিষের পেয়ালাকে তিনি নিজের হাতে গ্রহণ করলেন। তাঁর সৌম্য মুখাবয়বে ভীতির লেশমাত্র প্রকাশ ছিল না? মুখমণ্ডলে রঙের কোনো পরিবর্তন হলো না; রেখাবলির কোনো সংকোচন ঘটল না। ধীর-শান্তভাবে তিনি কারাপালকে লক্ষ করে আবার বললেন, এই পেয়ালা থেকে দেবতাদের উদ্দেশে কি আমি কিছু অর্পণ করতে পারি।' লোকটি বলল, সক্রেটিস, আমরা তো কেবল ততটুকু বিষই প্রস্তুত করি যতটুকু প্রয়োজন বলে বোধ হয়; তার অতিরিক্ত নয়।' সক্রেটিস বললে, 'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি, বন্ধু। তাই হোক। আমি কেবল আমার দেবতাদের ডেকে বলছি, এ-লোক থেকে ও-লোকে আমার যাত্রাটিকে তারা নির্বিঘ্ন করে দিন। আমার এ প্রার্থনাটি মঞ্জুর হোক।' এই বলে তিনি আগ্রহের সঙ্গে সহজভাবে এবং সহাস্যমুখে বিষের পেয়ালাটিকে তার ওষ্ঠপুটে তুলে ধরলেন এবং পেয়ালার বিষকে পান করে ফেললেন।

এ যাবৎ যদি বা আমরা আমাদের বেদনাকে কোনোক্রমে সংযত রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম, কিন্তু যখন দেখলাম তিনি বিষের পেয়ালাকে নিজের ওষ্ঠে তুলে নিয়েছেন, যখন দেখলাম তিনি বিষপান শেষ করেছেন, তখন আর আমাদের সহ্য করার ক্ষমতা রইল না। আমার নিজের বাধা দেবার চেষ্টা সত্ত্বেও আমার চোখে অশ্রুর ধারা নেমে এল। আমি মুখমণ্ডলকে আবৃত করে ক্রন্দন করতে লাগলাম। সক্রেটিসের জন্য আমি কাঁদি নি। আমি কাঁদলাম সক্রেটিসের ন্যায় প্রিয় সখার বিচ্ছেদ আমার জীবনে

যে বিপর্যয় স্বরূপ ছিল তার জন্য। আমি একাই কাঁদি নি। ক্রিটো তার চোখের অশ্রুকে অধিক সংযত করতে না পেরে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমিও তার অনুগমন করলাম। এ্যাপোলোভোরাস সর্বক্ষণই ক্রন্দনরত ছিলেন। এবার তিনি সশব্দ আর্তনাদে ভেঙে পড়লেন। এতে আমরা সকলেই অধিকতর বিহ্বল হয়ে পড়লাম। দেখলাম, শুধুমাত্র সক্রেটিসই নির্বিকার, শান্ত। শান্ত সক্রেটিস বলে উঠলেন, এ কী অদ্ভুত তোমাদের ক্রন্দন। আমি তো এ জন্যই মেয়েদের পাঠিয়ে দিলাম যেন তারা এরূপ দৃশ্যের অবতারণা করতে না পারে। আমাকে তো বলা হয়েছে, যেন শান্তিতে আমার মৃত্যু ঘটে। কাজেই তোমাদের তো শান্ত হওয়া উচিত। তোমরা শান্ত হও, ধৈর্য ধারণ কর।

সক্রেটিসের ভর্ৎসনায় আমাদের লজ্জাবোধ হলো। আমরা আমাদের চোখের অশ্রুকে সংযত করলাম। সক্রেটিস পদচারণা করতে লাগলেন। ক্রমান্বয়ে তার পা ভারী হয়ে চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ল। নির্দেশমতো তিনি তখন শায়িত হলেন। বিষপ্রদানকারী কারাভ্য মাঝে মাঝে সক্রেটিসের পদদ্বয় পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সে তার পায়ের তলদেশে জোরে চাপ দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, সক্রেটিস তার চাপকে অনুভব করতে পারছেন কিনা। সক্রেটিস জবাব দিলেন : 'না' তখন সে ক্রমান্বয়ে পায়ের উপরের দিকে চাপ দিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। ক্রমান্বয়েই দেহের ঊধ্বদিক অসাড় হয়ে আসতে লাগল। কারাপাল পরীক্ষা করে বলল, "বিষ যখন হৃদযন্ত্রে পৌঁছে যাবে অন্তিম মুহূর্ত তখনি উপস্থিত হবে। কোমর অবধি তখন তার দেহ অসাড় এবং ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ পূর্বে সক্রেটিস নিজের মুখমণ্ডলকে নিজেই আবৃত করে দিয়েছিলেন। এবার তিনি মুখের আচ্ছাদন সরিয়ে বললেন, 'ক্রিটো এ্যাসক্লেপিয়াসের নিকট আমি একটি মোরগের ঋণে ঋণী রয়েছি। তুমি দয়া করে ঋণটি পরিশোধ করে দিও। ঋণ পরিশোধ করা হবে, সক্রেটিস। আর কিছু কি বলবে? এ প্রশ্নের আর জবাব আসে নি। কিন্তু মিনিট দু'একের মধ্যে একটা আলোড়নের শব্দ শোনা গেল। কারাভৃত্যগণ তাঁর মুখের আচ্ছাদন সরিয়ে নিল। আমরা দেখলাম : দুটি চোখ তার নিস্পলক। ক্রিটো সক্রেটিসের চোখের পাতা আর মুখখানিকে বন্ধ করে দিলেন।

একিক্রাটিস! আমাদের প্রিয়তম বন্ধুর জীবনের অবসান এমনি করেই ঘটেছিল। তার সম্বন্ধে আমি যথার্থই বলতে পারি, তার যুগের মানুষকে আমি দেখেছি তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচাইতে জ্ঞানী, সবার অধিক ন্যায়পরায়ণ এবং সর্বোত্তম।

চারমিডিস

চারমিডিস

চরিত্রাবলি

সক্রেটিস [কথক]

চারমিডিস

ক্রিটিয়াস

চারেফন

স্থান

আরকন প্রাসাদের অলিন্দের নিকটবর্তী তাউরিস কুস্তিমঞ্চ।

মাত্র গতকাল আমি সামরিক ছাউনি থেকে ফিরে এসেছি। অনেকদিন যাবৎ শহর থেকে বাইরে থাকার পরে ফিরে এসেই আমার পুরোনো আড্ডাখানাগুলোতে যাওয়ার একটা বাসনা হলো। তাই মন্দিরের অপর দিকে অবস্থিত রাজপ্রাসাদের অলিন্দের নিকটবর্তী কুস্তিশালায় গিয়ে আমি উপস্থিত হলাম। আড্ডাখানাটা তখন বেশ সরগরম। অনেক চেনামুখের সাথে নূতন মুখের উপস্থিতিও তথায় আমার নজরে পড়ল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমার প্রত্যাবর্তনটা ছিল আকস্মিক। তাই আমার দর্শনে বিস্মিত বন্ধুবর্গ উচ্চরবে আমাকে সংবর্ধনা জানাল। চারেফন তো প্রায় পাগল। সে ছুটে এসে আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল : কেমন করে তুমি ফিরে এলে সক্রেটিস (একটু ব্যাখ্যা দিয়ে বলি, সম্প্রতি পটিডিয়াতে একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে। সে খবর আমার ফিরে আসার পূর্বেই এথেন্সে যে পৌঁছে গেছে, সেটি বুঝা যাচ্ছে।)।

চারেফনের বিস্মিত প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম : ‘কেন এই তো আমি তোমাদের সামনেই রয়েছি?

চারেফন বলল : তা নয়। আমরা শুনেছিলাম, পটিডিয়াতে সাংঘাতিক সংঘর্ষ ঘটে গেছে, বহু লোক তাতে হতাহত হয়েছে।

সে খবর মিথ্যা নয়।

নিশ্চয়ই তুমি সেখানে ছিলে?

হ্যাঁ, ছিলাম বই কী।

তা হলে তুমি বস। বসে আমাদের যুদ্ধের সব কাহিনীটা বল। আমরা এখনো সম্পূর্ণটা শুনি নি।

আমি তখন তাদের মাঝে ক্যালেক্রাসের পুত্র ক্রিটাসের পাশে বসে পারস্পরিক অভিনন্দন বিনিময়ের পরে তাদের যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রশ্নাদির জবাব দিয়ে ঘটনাটি বিবৃত করলাম।

তাদের প্রশ্নের পালা শেষ হলে আমি শহরের খবরাদি জিজ্ঞেস করলাম। বিশেষ করে দর্শনজগতের এবং এথেন্সের যুব-সম্প্রদায়ের বর্তমান হালচাল সম্পর্কে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলাম। আমি জানতে চাইলাম, সম্প্রতি-কালে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞান বা সৌন্দর্য, কিংবা উভয়গুণে গুণী উল্লেখযোগ্য কোনো যুবক তৈরি হয়েছে কি না?

আমার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ক্রিটিয়াস কুস্তিমঞ্চের প্রধান প্রবেশপথের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। প্রবেশপথের দিকে তখন একদল জীবনোচ্ছল তরুণ উচ্চগ্রামে পরস্পরের মধ্যে আলাপ করতে করতে এগিয়ে আসছিল। পেছনে জনতার একটি দলও তাদের অনুসরণ করছিল। সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে ক্রিটিয়াস আমাকে লক্ষ্য করে বলল; সক্রেটিস, তুমি যদি সুন্দরকে দেখতে চাও তো ওদের দিকে তাকিয়ে দেখ। ওদেরকে বলতে পারো সাক্ষাৎ-সুন্দরের অগ্রবাহিনী। আর বাহিনী যখন আসছে তার সেনাপতিও নিশ্চয়ই আর দূরে নেই। তাকেও নিশ্চয়ই তুমি এখনি দেখতে পাবে।

কে সে। কার ছেলে?

ক্রিটিয়াস বলল : তার নাম চারমিডিস। আমারই ভাই-সম্পর্কিত। আমার পিতৃব্য গ্রুকনের পুত্র। তুমিও নিশ্চয়ই তাকে দেখেছ। অবশ্য তুমি যখন চলে গিয়েছিলে তখন ও অনেক ছোট ছিল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি নিশ্চয়ই ওকে দেখেছি। সেই শিশু বয়সেই ওর বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়েছিল। ইতোমধ্যে ও নিশ্চয়ই পুরোদস্তুর যুবক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখনই তুমি তার উন্নতি স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

ক্রিটিয়াসের কথা শেষ না হতেই চারমিডিস এসে প্রবেশ করল।

সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে আমার তেমন কোনো ধারণা নাই সত্যি। শুভ্র রেখা দ্বারা একটি আস্ত খড়িমাটিকে বুঝার যে ব্যাপার, আমার পক্ষেও সৌন্দর্যকে বুঝা সেই ব্যাপার। কেননা, আমার চোখে প্রায় সব তরুণই সুন্দর। তবু আমি স্বীকার না করে পারিনে যে, যুবক চারমিডিসকে যখন আমি মঞ্চে প্রবেশ করতে দেখলাম, তখন তার দেহসৌষ্ঠবে আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। সমস্ত জগৎ যেন সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে পড়েছিল। চারমিডিস যখন এসে প্রবেশ করল তখন তার চারদিকে যেন মোহ এবং

বিভ্রান্তির একটা জাল সে বিস্তার করে আসছিল। তাকে অনুসরণ করে একদল মুগ্ধ প্রেমিকও অগ্রসর হয়ে আসছিল। বয়স্কদের চোখে একটি সুন্দর তরুণ যে সুন্দর বলে প্রতীয়মান হবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু না থাকলেও আমি দেখলাম যে, তরুণদের মধ্যেও একই উচ্ছ্বাসের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। শুধু তরুণ নয়, প্রত্যেকটি শিশু পর্যন্ত অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, যেন চারমিডিস একটি অপূর্ব সুন্দর প্রস্তরমূর্তি।

চারফেন আমাকে লক্ষ্য করে বলল : ছেলেটি সম্পর্কে তোমার কী মনে হয়, সক্রেটিস? ছেলেটির মুখখানি কত সুন্দর, দেখেছ!

সত্যি, অপূর্ব সুন্দর।

কিন্তু কেবল মুখ নয়; নিরাবরণ দেহটিকে দেখলে তুমি দেখতে পেতে তার সর্ব অঙ্গ কী সু-সম্পূর্ণ।

আমাদের এ মতামতে পার্শ্বস্থ বন্ধুবর্গ সবাই একমত হলেন।

আমি শুধু বললাম, এমন সু-সম্পূর্ণ সুন্দরকে আমি আর কখনো দেখি নি। কেবল এই সৌন্দর্যের সাথে যদি তার একটিমাত্র গুণ থেকে থাকে।

ক্রিটিয়াস সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বলল; কী সে গুণ?

আহ! তার আত্মাও যদি মহৎ হয়। আমি বিশ্বাস করি ক্রিটিয়াস, তোমাদের বংশোত এ তরুণ সে গুণেরও নিশ্চয়ই অধিকারী।

ক্রিটিয়াস জবাবে বলল : তার বহিরঙ্গটি যেমন সুন্দর, তার অন্তরটিও তেমনি সুন্দর।

তা হলে তো আফসোসের আর কিছুই নেই। তা হলে তার আবরণহীন দেহখানির দৃশ্যের চেয়ে তার মহৎ আত্মার পরিচয়ই তো সর্বপ্রথম তার কাছ থেকে গ্রহণ করা প্রয়োজন। তার যে বয়স তাতে নিশ্চয়ই সে আমাদের সাথে আলাপ করতে ভালবাসবে।

তোমার সাথে আলাপ সে খুবই ভালবাসবে। এরই মধ্যে সে একজন দার্শনিক এবং উঁচুমানের কবি হয়ে উঠেছে। এ তার নিজের মত নয়; সবাই তার সম্বন্ধে এই মতই পোষণ করে।

জ্ঞানের এই সম্মান ও বিশিষ্টতা বহুদিন যাবৎ তোমাদের বংশের অধিগত, একথা আমি জানি ক্রিটিয়াস। জ্ঞানী সলোন থেকে উত্তরধিকারসূত্রে তুমিও তাকে পেয়েছ। কিন্তু তুমি চারমিডিসকে আমাদের নিকটে ডেকে আনছ না কেন? তার বয়স যদি অল্পও হয় তা হলেও তোমার মতো ভাই এবং অভিভাবকের সামনে বসে আমাদের সাথে আলাপ করার মধ্যে অসংগত কিছুই নেই।

নিশ্চয়ই। আমি এখনি তাকে এদিকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

আমাকে একথা বলে ক্রিটিয়াস তার পরিচারককে ডেকে বলল : চারমিডিসকে বল, আমি তাকে এদিকে ডাকছি। এখানে একজন চিকিৎসাবিদ রয়েছেন। দুদিন পূর্বে সে তার যে-অসুখের কথা বলেছে, এই চিকিৎসক তার সেই অসুখ নিরাময় করে দেবেন। তাকে এখানে আসতে বল।

তারপর আমাকে লক্ষ্য করে ক্রিটিয়াস বলল : সম্প্রতি সে প্রত্যূষের দিকে শিরঃপীড়ার অভিযোগ করছে। এ ভালোই হলো। অপর কিছু না বলে, বরঞ্চ আমরা একথাই বলি যে, তুমি তার মাথার যন্ত্রণা আরোগ্য করে দেবে। তুমিও তাকে সেরূপই বিশ্বাস করাবার চেষ্টা কর, সক্রেটিস। কেমন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ও কি আসবে?

নিশ্চয়ই আসবে–সেজন্য ভেবো না।

ক্রিটিয়াসের আদেশ পেয়ে তরুণ চারমিডিস এসে আমার এবং ক্রিটিয়াসের। মাঝখানটিতে আসন গ্রহণ করল। আহ! তাকে আসন দেওয়ার জন্য সমবেত সবার মধ্যে সে কী উত্তেজনা এবং আগ্রহ। পরস্পর পরস্পরকে ঠেলে দিয়ে তার জন্য স্থান করতে এমন ব্যস্ত হলো যে কাউকে উঠে দাঁড়াতে হলো, কাউকে বা তার নির্দিষ্ট আসনের প্রান্ত থেকে পড়ে যেতে হলো। আমার নিজের মনোভাবের কথা বলতে গিয়ে আমাকে একথা স্বীকার করতেই হয় যে, একটা অস্বস্তিতে যেন আমার মন ভরে উঠছিল। তার সাথে আলাপের যে আত্মবিশ্বাস আমার এতক্ষণ ধরে ছিল, সে যেন লোক পেয়ে গেল। ক্রিটিয়াস যখন আমাকে দেখিয়ে বলল, আমিই সেই চিকিৎসক যার জন্য তাকে সে ডেকে পাঠিয়েছে, তখন সে অবর্ণনীয় এ দৃষ্টি তুলে আমার দিকে চাইল। সমবেত জনতার মধ্যে সেই মুহূর্তে যেন এক আলোড়নের সৃষ্টি হলো এবং সেই মুহূর্তে ক্ষণিকের জন্য তার আবরণহীন দেহের যেন একটুখানি আভাস আমি দেখতে পেলাম। সে আভাসও যেন তীব্র শিখাবিশেষ। আমার নিজেকে সংযত রাখা যেন দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। সেই মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করলাম, সিডিয়াস প্রেমের প্রকৃতিকে সঠিকভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সুন্দর তারুণ্যের প্রসঙ্গে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেছিলেন : "সিংহের সম্মুখে মৃগশাবককে তুমি এনো না" এ বাণীর যথার্থতা যেন সেই ক্ষণে আমি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলাম। তবু আমি নিজেকে সংযত রাখলাম এবং তার মাথার যন্ত্রণা সারাতে পারি কিনা এরূপ প্রশ্নের জবাবে কোনো প্রকারে আমি বললাম : হ্যাঁ, আমি তোমার যন্ত্রণা উপশমের ঔষধ জানি।

"কী সে ঔষধ?"–সে আমাকে পুনরায় প্রশ্ন করল।

আমি বললাম : ঔষধটি এক প্রকার বৃক্ষপত্র। কিন্তু পত্রটি প্রয়োগকালে একটি বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণও আবশ্যক। রুগী যদি প্রত্যেক দিন ঔষধটি প্রয়োগ করে উচ্চারণ করে, তা হলে অবশ্যই সে আরোগ্য লাভ করবে। কিন্তু মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতীত পত্র প্রয়োগ ব্যর্থ হবে।

তা হলে আপনার মন্ত্রটি লিখে নেব।

মন্ত্রদানে আমার সম্মতি ব্যতিরেকেই, না সম্মতি নিয়ে?

স্মিতমুখে সে বলল : আপনার সম্মতি নিয়েই বটে।

বেশ বেশ! কিন্তু তুমি কি আমাকে চেনো?

আমি আপনাকে ভালো করেই চিনি। আমার সাথীদের মধ্যে আপনার সম্পর্কে কত কথা হয়। আমি যখন শিশু, তখন ভ্রাতা ক্রিটিয়াসের সাথে আপনাকে দেখতাম। তাও আমি মনে রেখেছি।

আমার জন্য এ অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, তুমি আমাকে স্মরণ রেখেছ। এবার আমি তোমাকে অনেক বেশি সহজভাবে মন্ত্র এবং নিরাময়ের ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলতে পারব। এতক্ষণ এ সম্পর্কে আমার যে অসুবিধাবোধ ছিল, তোমার কথা শুনে এবার তা দূর হলো। কেননা আমার মন্ত্রদান শুধু তোমার শিরঃপীড়ার উপশম হবে না। তুমি নিশ্চয়ই প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদদের সম্পর্কে শুনেছ যে, কোনো রুগী যদি তাদের নিকট চোখের অসুখ নিরাময় করতে আসে তা হলে চিকিৎসকগণ বলেন, তার মাথার চিকিৎসা না করে চোখের অসুখ করা সম্ভব হবে না এবং মাথার প্রসঙ্গে বলেন যে, দেহের অন্যান্য অংশের পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যতীত মাথার চিকিৎসা করা আদৌ সম্ভব নয়। যুক্তির প্রয়োগে প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদগণ রুগীর সমগ্র দেহেরই চিকিৎসা করার প্রয়াস পান। এভাবেই তারা রুগীর সম্পূর্ণ দেহ এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চিকিৎসা করেন এবং যন্ত্রণাসমূহের উপশম হয়। তুমি নিশ্চয়ই এ প্রক্রিয়াকে লক্ষ করে থাকবে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এরূপ কৌশল লক্ষ করেছি।

তাদের এ প্রক্রিয়াকে যে সঠিক কৌশল, তুমি একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে।

নিশ্চয়ই, একথাও আমি স্বীকার করি।

তরুণের এ স্বীকৃতি আমার আলোচনায় বিশ্বাস এনে দিল। আমার নিজের প্রকাশভঙ্গিতেও অনেক স্বাভাবিকতা এল।

চারমিডিসকে উদ্দেশ করে এবার আমি বললাম : আমার মন্ত্রদানের এই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। আমি যখন সেনাবাহিনীতে ছিলাম তখন থ্রেসরাজ জামোলজিসের এক চিকিৎসাবিদের নিকট থেকে এই জাদুমন্ত্র

আমি লাভ করি। থ্রেসবাসীগণ এ বিষয়ে এত পারদর্শী যে তারা নাকি মানুষকে অমরতাও দান করতে পারে। প্রেসরাজ জামোলজিসের চিকিৎসাবিদদের মতে গ্রিক চিকিৎসাবিদগণের উপযুক্ত নিরাময়-প্রক্রিয়া অনেকাংশে সঠিক বটে; কিন্তু Qেসরাজ জামোলজিস বলেন যে, কোনো কোনো রুগীর চক্ষুর চিকিৎসা যদি তার মাথার চিকিৎসা ব্যতীত সম্ভব না হয়; আবার দেহের অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যতীত যদি মস্তিষ্কের চিকিৎসা না হয় তা হলে একথা ততোধিক সত্য যে, আত্মার নিরাময় ব্যতীত দেহের নিরাময় সম্ভব নয়। এখানেই গ্রিক চিকিৎসাবিদগণের অসম্পূর্ণতা এবং এজন্যই অনেক রোগের উপশম-পন্থা গ্রিকদের নিকট অজ্ঞাত। কেননা তারা সমগ্রকে বাদ দিয়ে অংশবিশেষেরই পর্যবেক্ষণ ও নিরাময় করার চেষ্টা করেন। অথচ একথা সত্য যে, সমগ্র সত্তা সুস্থ না হলে, কোনো অংশও সুস্থ থাকতে পারে না। থ্রেসরাজ জামোলজিস অবশ্যই একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি আরো বলেন : "মানুষের প্রকৃতিতে বা দেহে যা কিছু সৎ কিংবা অসৎ, ভালো কিংবা মন্দ, সব কিছুর উৎপত্তিস্থল হচ্ছে আত্মা। আত্মাতেই তার সৃষ্টি, আত্মা থেকেই তার বিস্তৃতি। এ যেন কোনো রোগের মাথা থেকে চোখের মধ্যে বিস্তার লাভ। সুতরাং দেহ বা চোখের আরোগ্যের জন্য অবশ্যই তোমাকে আত্মার আরোগ্য থেকে শুরু করতে হবে। এটাই হচ্ছে মূল কথা। মন্ত্রোচ্চারণেরও প্রয়োজন আছে। নিষ্পাপ শব্দ সমন্বয়ে তৈরি এই জাদুমন্ত্র মানুষের আত্মার সংযমের বীজ রোপণ করে। আর একথা সত্য জেনো যে, সংযম যেখানে, স্বাস্থ্যও সেখানে। সংযম শুধু কোনো বিশেষ অংশকে নয়, সমগ্র দেহকেই দ্রুত নিরাময় করে তোলে। তবে আমার মন্ত্রগুরুর একটি সতর্কবাণীও তোমাকে বলা প্রয়োজন। তিনি আমাকে সাবধান করে বলেছেন, যদি কেউ আরোগ্যের জন্য তার আত্মাকে তোমার নিকট উন্মুক্ত করে না দেয় তা হলে তুমিও যেন তার মস্তিষ্ক বা দেহের অপর কোনো অংশের চিকিৎসার জন্য মন্ত্রদান না কর। কারণ, বর্তমান যুগে চিকিৎসাবিদগণের নিরাময় প্রক্রিয়ার প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, তারা আত্মাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন। এই সাথে আমার মন্ত্রমুগ্ধ আমাকে শপথ করান : ধনী কি নির্ধন, মহৎ কি সুন্দর কেউ যেন জাদুমন্ত্র ব্যতীত রোগের ঔষধ-ব্যবস্থাটি তোমার নিকট থেকে গ্রহণ করতে না পারে। সুতরাং চারমিডিস, তুমিও আমার অবস্থাটি সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে। আমি যখন এই মর্মে। শপথ নিয়েছি, সে শপথ তখন আমাকে অবশ্যই পালন করতে হবে। এবং তোমার চিকিৎসার জন্য প্রথমে তোমার আত্মার উপরই আমার জাদুমন্ত্রের প্রয়োগ হতে হবে। তুমি যদি এতে সম্মত থাক তা হলেই ক্রমান্বয়ে আমি তোমার শিরঃপীড়াটিকেও নিরাময় করে দিতে সক্ষম হবে। অন্যথায় তোমাকে উপশম দেবার কোনো সাধ্য আমার হবে কিনা বলা শক্ত।

আমার একথা শুনে সপ্রশংসভাবে ক্রিটিয়াস বলল : শিরঃপীড়া উপলক্ষে যদি তোমার দ্বারা ওর আত্মারও উন্নতি ঘটে তা হলে একথা বলতেই হবে যে, মাথার যন্ত্রণাটি আমার স্নেহাস্পদের উপর আশীর্বাদ রূপেই এসেছে। আর একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই, চারমিডিস তার সমবয়স্ক তরুণদের মধ্যে শুধু সৌন্দর্যেই শ্রেষ্ঠ নয়, অধিকন্তু যাকে তুমি জাদুমন্ত্রের ফল বলে আখ্যায়িত করেছ, সেই সংযমের গুণেও সে গুণী।

তাই নাকি? সে তো বড় আনন্দের কথা

আমি জোর দিয়েই বলতে পারি যে, মানুষের মধ্যে সংযমে সে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ এবং অপরাপর কোনো গুণেই সে তার বয়স্ক কারু চেয়ে হীন নয়।

একথা শুনে চারমিডিসকে লক্ষ্য করে আমি বললাম : এর চেয়ে বড় প্রশংসা তো আর কিছু হতে পারে না, বৎস। আমি বিশ্বাস করি, এ প্রশংসা অপাত্রে দত্ত নয়। সমস্ত গুণেই তোমার চরম উৎকর্ষ লাভ করা আবশ্যক। তোমাদের বংশের ন্যায় এমন সর্বগুণে গুণান্বিত অপর কোনো বংশের উল্লেখ কি কেউ করতে পারে? তোমার পিতৃকুলে রয়েছেন ড্রপিডাসের পুত্র ক্রিটিয়াস যার সৌন্দর্য এবং সাধুতা আনাক্রিন, সলোন এবং অন্যান্য কবি ও মনীষীদের উৎসর্গবাণীর বিষয় রয়েছে; সমধিক বিশিষ্ট তোমার মাতৃকুলে। রয়েছেন তোমার জননীর ভ্রাতা পাইরিল্যাম্পিস। পাইরিল্যাম্পিসের নাম সুনামে, সুখ্যাতিতে অনন্য। পারস্যরাজের দরবারে কিংবা এশিয়া মহাদেশের অপর যে-কোনো দেশে তিনি রাষ্ট্রদূত হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। কোথাও তাঁর সমকক্ষ অপর একজন মহৎ ব্যক্তি দৃষ্ট হয় নি। এই দুই মহৎ বংশের মিলনফল তুমি বৎস! এই অপূর্ব গুণসমূহের বংশগত উত্তরাধিকার তুমি। মহৎ গুণাবলির চরমোকর্ষ তুমি অর্জন করবে, এই তো স্বাভাবিক। গ্লকপুত্র চারমিডিস, তোমার ত্রুটিহীন অঙ্গসৌষ্ঠব তোমার পূর্বপুরুষদের সম্মানকেই বর্ধিত করে দেবে। তাই আমি বলছি, বৎস! তোমার সৌন্দর্যের সাথে যদি তুমি সংযমের যোগ সাধন করতে পার এবং তোমার ভ্রাতা ক্রিটিয়াসের প্রশংসানুযায়ী অপরাপর মহৎ গুণেও যদি তুমি ইতোমধ্যে সমৃদ্ধ হয়ে থাক, তা হলে আমি উচ্চকণ্ঠেই বলব, তুমি উপযুক্ত জননীর উপযুক্ত সন্তান বটে।

আমার বক্তব্যের প্রধান কথাও এখানে। ক্রিটিয়াস বলেছেন, তুমি সংযমের গুণেও গুণান্বিত। তোমার চরিত্রে সত্যই যদি সংযমের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং তুমি যদি পরিপূর্ণরূপে সংযমী হয়ে থাক তা হলে জামোলজিস বা অপর কোনো মন্ত্রদাতার মন্ত্রেরই প্রয়োজন তোমার হবে না। তা হলে জাদুমন্ত্রের যেকথা আমি বলেছি সে মন্ত্র ব্যতিরেকেই তোমার শিরঃপীড়ার নিরাময়-ঔষধটি আমি প্রয়োগ করতে

পারব। অন্যথায় ঔষধ। প্রয়োগের পূর্বে অবশ্যই আমাকে মন্ত্রদানের কাজটিও করতে হবে। সুতরাং এবার তুমি নিজ মুখে আমাকে বল, ক্রিটিয়াস যেমন বলেছেন তেমনিভাবে তুমি সংযমের গুণ আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা?

আমার এই প্রশ্নে চারমিডিসের মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তিম হয়ে তাকে অধিকতর সুন্দর করে তুলল। লজ্জাজড়িত কণ্ঠে সুন্দর বিনয়ের সঙ্গে তখন সে বলল : আপনার প্রশ্নের সরাসরি "হ্যাঁ কিংবা না'-রূপ জবাব দান আমার পক্ষে কষ্টকর। কেননা, যদি আমি বলি যে, আমি সংযমী নই, তা হলে আমার মুখে সেটি বিস্ময়কর শুনাবে। উপরন্তু তেমন উক্তিতে ক্রিটিয়াস এবং অপরাপর সবাই আমার সম্পর্কে যা মনে করেন তা মিথ্যা হয়ে যাবে। অপরদিকে আমি যদি বলি, হ্যাঁ, আমি সংযমী তা হলে আমার নিজমুখে সে জবাব আত্মপ্রশংসারূপ বলে প্রতীয়মান হবে। সেরূপ উত্তর হবে আমার পক্ষে অবিনয়ী ব্যবহার। কাজেই আপনার প্রশ্নটির জবাব আমার জন্য একটি উভয়-সঙ্কট স্বরূপ।

তার জবাব শুনে আমি বললাম; বৎস! তোমার এ কথাটি খুবই স্বাভাবিক ও সুন্দর। সুতরাং সরাসরি জবাব দানের চেয়ে এস তুমি এবং আমি একসাথে অনুসন্ধান করে দেখি, তোমার চরিত্রে সংযমের গুণটি সৃষ্ট হয়েছে কিনা। তা হলে আর তোমাকে অবাঞ্ছিত কোনো উত্তর দিতে হবে না এবং আমার নিরাময় প্রক্রিয়ায়ও কোনো হঠকারিতা বা ভ্রান্তির অবকাশ থাকবে না। তুমি যদি সম্মত হও, তা হলে এস আমরা উভয়ে মিলে সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করি।

চারমিডিস বলল : এর চেয়ে বাঞ্ছনীয় আর কিছু হতে পারে না। আপনি যেরূপ উত্তম বোধ করেন, অনুরূপভাবেই এ বিষয়ে অগ্রসর হউন।

উত্তম বৎস! তা হলে আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করেই আমাদের অনুসন্ধান শুরু করব। সংযম সম্পর্কেই আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই। কেননা, তোমার চরিত্রে যদি সংযমের সৃষ্টি হয়ে থাকে তা হলে তার কোনো-না-কোনো পরিচয় অবশ্যই তোমার জানা আছে। সেই পরিচয়টি জানতে পেলে সংযম সম্পর্কে আমাদের ধারণা গঠনে সাহায্য হবে, তাই নয় কি?

আমারও তাই মনে হয়।

তোমার মাতৃভাষাকে তুমি উত্তমরূপেই জানো। তাই তোমার মাতৃভাষাতেই এ বিষয়টি ভালো করে প্রকাশ করতে পারবে। তাই নয় কি?

আজ্ঞে।

তোমার মধ্যে সংযম আছে কি নেই, এটি বুঝবার জন্য তা হলে আমি প্রশ্ন করছি : সংযম কাকে বলে?

আমার প্রশ্ন শুনে তরুণ চারমিডিস জবাব দিতে প্রথম ইতস্তত করল। তারপর বলল; আমার মনে হয় সংযম মানে হাঁটা, চলা, বাক্যালাপ বা অনুরূপ যে-কোনো কাজকে সুশৃঙ্খল ও শান্তভাবে সম্পন্ন করা। এক কথায় বললে, সংযমের অর্থ হবে শান্তি।

অতি উত্তম, চারমিডিস। আমাদের দেখতে হবে সংযমের এই সংজ্ঞাটি কতখানি যথার্থ। একথা সত্য যে অনেকেই মনে করে যে শান্ত স্বভাব বা শান্তিই সংযম। কিন্তু একথাগুলির সঠিক অর্থ কী? আচ্ছা অপর একটি প্রশ্নও উত্থাপন কর যাক : সংযম কি মহৎ এবং মঙ্গলকর গুণসূচক নয়?

অবশ্যই।

বেশ! এবার একটি কাজের কথা ধরা যাক। যেমন লিখন-অভ্যাস। এ ব্যাপারে কোনটি উত্তম : দ্রুততার সাথে লিখন ক্ষমতা, না ধীরভাবে লিখন শক্তি?

দ্রুতভাবেই নিশ্চয়।

পঠনের প্রশ্নে? দ্রুততার সহিত, না ধীরতার সহিত? কোনটি শ্রেয়?

এ ব্যাপারেও দ্রুততার সহিত নিশ্চয়।

বক্সিং বা অনুরূপ ক্রীড়ানুষ্ঠানে?

একই কথা সত্য।

তা হলে দেখা যাচ্ছে অপরাপর কাজেও, যেমন দৌড়, লাফ প্রভৃতি শারীরিক ক্রীড়ায় দ্রুততা এবং তৎপরতাই কাম্য, ধীরতা, নিষ্ক্রিয়তা বা শান্তি সবই অবাঞ্ছিত এবং খারাপ।

তাই তো প্রমাণিত হচ্ছে।

তা হলে বলতে হয় যে, কোনো শারীরিক কার্যে শান্তি ও ধীরতার চেয়ে বরঞ্চ তৎপরতা এবং দ্রুততাই মহৎ এবং উত্তম।

আজ্ঞে, নিঃসন্দেহে।

তা হলে সংযমের বেলা? সংযম কি কাম্য?

অবশ্যই।

তা হলে শরীরের ক্ষেত্রে সেই সংযমকেই আমরা বাঞ্ছনীয় বলব, যে সংযম শরীরে ধীরতার চেয়ে তৎপরতার সৃষ্টি করে।

একথা ঠিক।

কোনো কিছু শেখার ক্ষেত্রেও কোনটিকে আমরা কাম্য বলব? দক্ষতা, না কাঠিন্যকে?

অবশ্যই দক্ষতাকে।

ঠিক কথা। শিক্ষায় দক্ষতা বলতে আমরা বুঝি দ্রুততার সাথে শেখা এবং শিক্ষায় কাঠিন্য বলতে বুঝব, যে-শিক্ষা মন্থর গতিতে কষ্টকরভাবে অগ্রসর হয়, তাকে।

আজ্ঞে।

তা হলে কাউকে শিক্ষা দেবার বেলাতেও ধীর এবং মন্থরভাবে শেখাবার চেয়ে কি দ্রুততার সাথে শিক্ষাদান শ্রেয় নয়?

দ্রুততার সাথে শিক্ষাদানই শ্রেয়।

তেমনি স্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রেও কোনটি শ্রেয়? দ্রুততার সাথে স্মরণ করার ক্ষমতা, না ধীরতা ও মন্থরতার সহিত স্মরণ করার শক্তি?

অবশ্যই দ্রুততার সহিত স্মরণ করার শক্তি।

মন বা আত্মার দিকে থেকেও তৎপরতা এবং নিপুণতাকে, না মন্থরতাকে আমরা গুণ বলে মনে করি?

অবশ্যই তৎপরতা ও নিপুণতাকে।

অনুরূপভাবে লিখন বিদ্যায় কিংবা সংগীতচর্চায় বা অপর কোনো গুণার্জনে দ্রুততা, না ধীরতাকে আমরা উত্তম বলে বিবেচনা করি?

সর্বত্রই দ্রুততাকে।

তেমনি আত্মার অনুসন্ধান বা পর্যবেক্ষণের বিষয়তেও আমরা কাকে প্রশংসার যোগ্য বিবেচনা করি? যে পর্যবেক্ষণে ধীর এবং অনুসন্ধানে ইতস্তত তাকে কিংবা যে স্বাচ্ছন্দ্য

ও দ্রুততার সঙ্গে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণে সক্ষম তাকে?

অবশ্যই স্বচ্ছন্দ ও দ্রুত যার পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান-ক্ষমতা, তাকে।

কাজে কাজেই দেহ বা মন সম্পর্কিত সব বিষয়তেই কাম্য হচ্ছে সক্রিয়তা এবং তৎপরতা। তাই নয় কি?

নিঃসন্দেহে।

সুতরাং এই বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, সংযমকে আমরা ধীরতা বলতে পারিনে, কিংবা সংযমী জীবনকেও ধীর বা শান্ত জীবন বলে আখ্যায়িত করতে পারিনে। কারণ, সংযমকে আমরা কাম্য বলে বিবেচনা করেছি এবং সংযমী জীবনকে মহৎ বলেছি। কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ধীর ও শ্লথ পদ্ধতি হয় আদৌ কোনো সফলতা আনতে পারে না, অথবা খুব অল্প ক্ষেত্রেই তা সফলতা আনয়ন করে। বরঞ্চ দ্রুততা এবং উদ্যোগের সাথে কৃতকর্মের সফলতা অনেক বেশি। আর দ্বিধাহীনভাবে

এতখানি না বললেও একথা অস্বীকার করা চলে না যে, ধীরতা এমন কোনো গুণ নয় যে, কেবল সেজন্যই কোনো কাজ মহৎ বলে পরিগণিত হতে পারে। ধীরতাকে গুণ হিসাবে গ্রহণ করেও বলা চলে, ধীর কাজের যত মহত্ত্ব, দ্রুত কাজের মহত্ত্ব তার চেয়ে কম নয়। কাজেই এদিক দিয়েও সংযমকে কেবল ধীরতার প্রকাশ বলা চলে। অধীর জীবনের চেয়ে ধীর জীবনের বেশি সংযমী হওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। চলা, বলা এবং অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে দ্রুততার মূল্য আমরা বিচার করেছি। তাতে দেখেছি, সংযম যেমন মহৎ ও কাম্য গুণ, তৎপরতাও তার চেয়ে কম মহৎ বা কাম্য নয় এবং ধীর যদি সংযমী হতে পারে, তৎপর ব্যক্তির পক্ষেও তার চেয়ে কোনো অংশে কম সংযমী হওয়ার কোনো কারণ নেই।

চারমিডিস বলল : আজ্ঞে আপনি যা বলেছেন তাকে সঠিক বলেই মনে হচ্ছে।

তদুপরি বৎস, এবার তুমি অন্তর্জগতের প্রতি দৃষ্টি ফেরাও। মনঃসমীক্ষা দ্বারা তুমি অবহিত হও, সংযম তোমার আত্মার উপর কি পরিফল সৃষ্টি করে এবং এই পরিফল ভোগকারী সত্তার সঠিক চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞানী হও। এইসব সমস্যা নিয়ে চিন্তা করে দ্বিধাহীনভাবে এবার বল : সংযম কী?

আমার এ আদেশ পেয়ে তরুণ চারমিডিস কিয়ৎক্ষণ যাবৎ নিঃশব্দ হয়ে রইল। আমি বুঝলাম, তরুণ ঐকান্তিকতার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করছে। পরিশেষে সে জবাব দিল : প্রাজ্ঞ, আমার মত হচ্ছে, সংযম মানুষকে সলজ্জ বা বিনয়ী করে তোলে এবং বিনয় ও সংযমকে আমি একই বলে বিবেচনা করি।

ধন্যবাদ বৎস! আচ্ছা একটি কথা আমি স্মরণ করিয়ে দিই। তুমি কি কিয়ৎক্ষণ পূর্বেই স্বীকার করো নি যে, সংযম মহৎও বটে?

আজ্ঞে, অবশ্যই।

এবং সংযমী যারা তারা উত্তমও বটে?

অবশ্যই।

বেশ! কিন্তু যা মানুষের মঙ্গল সাধন করে না সে গুণ উত্তম বা মঙ্গলকর বলে বিবেচিত হতে পারে?

অবশ্যই না।

কিন্তু তোমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সংযম শুধু মহৎই নয়, মঙ্গলকরও বটে?

আজ্ঞে, আমি তাই মনে করি।

কিন্তু তুমি কি হোমারের এই উক্তিটি স্বীকার করবে; “বিপন্নের নিকট বিনয় মূল্যহীন?”

উক্তিটি আমি স্বীকার করি।

তা হলে অবস্থাটা দাঁড়ায় এই যে, বিনয় উত্তমও বটে, উত্তম নয়ও বটে?

স্পষ্টতই তাই।

তেমনি সংযম যখন মানুষের মঙ্গলই সাধন করে তখন সংযম অবশ্যই উত্তম। সংযমকে অবাঞ্ছিত বা খারাপ বলা যায় না।

আপনার বিশ্লেষণ থেকে তাই তো বোধ হচ্ছে।

তা হলে এ থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, বিনয় যখন উত্তমও হতে পারে, অধমও হতে পারে এবং সংযম যখন উত্তম বই অধম হতে পারে না, তখন নিশ্চয়ই বিনয় ও সংযম সহগামী হতে পারে না। অর্থাৎ সংযম বিনয় বলে বিবেচিত হতে পারে না।

জ্ঞানী, আপনি যা বলেছেন, তা সঠিক বলেই বোধ হচ্ছে। কিন্তু সংযমের' অপর একটি সংজ্ঞা সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে আমার বিশেষ আগ্রহ হচ্ছে। কোনো জ্ঞানীর কাছ থেকে সংযমের আমি এরূপ সংজ্ঞা শুনেছি, সংযম হচ্ছে আপন কার্য সাধন।' এরূপ সংজ্ঞা কি যথার্থ?

ওহ! দুষ্ট ছেলে! এ নিশ্চয়ই ক্রিটিয়াসের কথা বা অপর কোনো দার্শনিকের বক্তব্য।

ক্রিটিয়াস বলে উঠল : আমি নই, সক্রেটিস। এ নিশ্চয়ই অপর কারো মন্তব্য।

চারমিডিস তার প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার উপর জোর দিয়ে বলল : সংজ্ঞা কে দিয়েছে, এ প্রসঙ্গে তা কি অবান্তর নয়?

তুমি ঠিকই বলেছ বৎস! কে বলেছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। আমাদের জিজ্ঞাস্য হচ্ছে সংজ্ঞাটি যথার্থ কিনা।

আজ্ঞে, এ প্রশ্নে সে দৃষ্টিভঙ্গিই তো সঠিক।

নিঃসন্দেহে। তবু এ সংজ্ঞা সত্য কি মিথ্যা তা নির্ধারণ করা হয়তো আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না। কেননা, সংজ্ঞাটি একটি ধাঁধা স্বরূপ।

আপনি একথা কেন বলছেন?

কারণ, যিনি সংযমের এই সংজ্ঞা উচ্চারণ করেছেন, আমার মনে হয় তিনি এই সংজ্ঞা দ্বারা যা বুঝাতে চেয়েছেন তা প্রকাশ করেন নি। অর্থাৎ তিনি ভেবেছেন এক এবং বলেছেন আর। আচ্ছা, একজন লিপিকার যখন লেখে কিংবা পাঠ করে তখন সে কোনো কর্মে রত থাকে, কি থাকে না?

নিশ্চয়ই সে একটি কাজে রত থাকে।

বেশ। কিন্তু লিপিকার যখন কিছু লেখে বা পাঠ করে বা তোমাদের মতো কিশোর ও তরুণদের নামের লিখন ও পঠন শিক্ষা দেয় তখন কি তোমরা শত্রু-মিত্র উভয়রূপ নাম লেখ এবং পড়, কিংবা কেবল এক পক্ষীয়?

না, উভয়রূপ নামই আমরা লিখি বা পাঠ করি।

এ বিষয়ে কি তোমাদের কোনোরূপ জবরদস্তি বা হস্তক্ষেপের কথা মনে হয়েছে?

না, নিশ্চয়ই নয়।

কিন্তু লিখন ও পঠন যদি একই কাজ হয় তা হলে তোমরা লিপিকারের নির্দেশে এমন কাজও করছিলে যা তোমাদের করার আবশ্যক ছিল না।

প্রাজ্ঞ, আমি ঠিক অনুধাবন করতে পারছিনে। লিখন ও পঠন তো কাজেরই শামিল।

ঠিক ঠিক। কিন্তু নিরাময়-কৌশল, নির্মাণ-কলা, বয়নশিল্প কিংবা যা-কিছু নিষ্পন্ন করতেই শিল্পকলার আবশ্যক হয় তাদের সবই কি কাজ নয়?

অবশ্যই।

তাই যদি হয়, তা হলে তুমি কি মনে কর যে, একটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় যদি এরূপ বিধান বিধিবদ্ধ হয় যে, প্রত্যেক নাগরিক তার আপন বস্ত্রকে বয়ন করবে, আপন পরিধেয়কে ধৌত করবে, আপন পাদুকাকে প্রস্তুত করবে, অনুরূপভাবে আপন প্রয়োজনের প্রত্যেকটি বস্তুকেই সে নিজে তৈরি করবে, অপরের প্রয়োজনীয় কোনো কাজ সে করবে না, তা হলে সে রাষ্ট্রের পরিচালন কার্য সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হবে?

না, আমি তা মনে করিনে।

কিন্তু আমি মনে করি, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও যদি সংযমের প্রশ্ন থাকে তা হলে সংযমী রাষ্ট্র অবশ্যই একটি সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র।

অবশ্যই।

তা হলে বলা চলে না যে, “সংযম হচ্ছে আপন কার্য সাধন”। অন্তত উপরে আমরা যেভাবে উল্লেখ করেছি, সেভাবে সংযম দ্বারা কেবল ‘নিজ কার্য সাধন’ বুঝানো চলে না।

স্পষ্টতই তা সম্ভব নয়। এইমাত্র আমি তাই বলেছিলাম যে, যিনি সংযমকে ‘আপন কার্য সাধন’ বলে আখ্যায়িত করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই অপর কোনো অর্থকে বুঝাতে চেয়েছেন। কেননা তিনি তো মূর্খ নন

যে সংযমকে তিনি এইরূপে ব্যাখ্যা করবেন। তোমাকে যিনি এই সংজ্ঞা বলেছেন তাকে তুমি নিশ্চয়ই মূর্খ বলবে না, কি বল চারমিডিস?

আজ্ঞে। বরঞ্চ আমি তাকে একজন বিশেষ জ্ঞানী লোক বলেই বিবেচনা করি।

তা হলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, তিনি এই সংজ্ঞাকে একটি ধাঁধা হিসাবেই তৈরি করেছেন। তিনি মনে করেন যে, নিজ কার্য সাধন' সংজ্ঞার সঠিক অর্থ কেউ অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না।

এবার আমারও তাই বোধ হচ্ছে।

আচ্ছা, এবার দেখা যাক, 'নিজ কার্য সাধন' কথাটির সঠিক অর্থ কি হতে পারে? চারমিডিস, তুমি কি বলতে পার 'নিজ কার্য সাধন' বলতে কি বুঝায়?

আজ্ঞে না, এ কথার সঠিক অর্থ আমি এখন বুঝতে পারছিনে। বিস্ময়ের কিছু হবে না যদি সংজ্ঞাকার নিজেই এই কথাটির অর্থ আদৌ কিছু না বুঝে থাকেন।

একথা বলে হেসে উঠে চারমিডিস দুষ্টামির বাকা চাহনিতে ক্রিটিয়াসের দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

আমিও ক্রিটিয়াসের দিকে তাকালাম। বহুক্ষণ যাবই ক্রিটিয়াসের মধ্যে একটি অস্থিরতার ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। এতক্ষণ অবধি সে নিজেকে সংযম রেখেছিল। কিন্তু এখন যেন তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল। এবার আমার পূর্বের সন্দেহে স্থির নিশ্চিত হলাম যে, সংযমের এই সংজ্ঞার সাথে ক্রিটিয়াসের অবশ্যই কোনো সম্পর্ক রয়েছে। চারমিডিস নিশ্চয়ই সংযমের এই সংজ্ঞা ক্রিটিয়াসের নিকট থেকেই পেয়েছে। দুষ্ট চারমিডিস এ যাবৎ আমার প্রশ্নসমূহের জবাব নিজে না দিয়ে ক্রিটিয়াস দ্বারা দেওয়াবার প্রয়াস পাচ্ছিল। এজন্য তাকে সে উত্তেজিত করে তুলছিল। চারমিডিস এমন ভাব প্রকাশ করছিল যেন সংযমের এই সংজ্ঞা আমাদের আলোচনায় আর যথার্থ বলে প্রমাণিত হচ্ছে না। বরঞ্চ আমাদের বিশ্লেষণে এই সংজ্ঞার খণ্ডন ঘটেছে। এ অবস্থা দেখে ক্রিটিয়াস যেন ক্রমান্বয়ে রেগে যাচ্ছিল। কোনো কবি আবৃত্তিকারীর সঙ্গে ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয়, ক্রিটিয়াসও যেন চারমিডিসের সঙ্গে একটা ঝগড়ায় রত হতে যাচ্ছিল। ক্রিটিয়াস এবার কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলল : চারমিডিস, তুমি নিজে বুঝতে অক্ষম বলেই কি মনে করছ যে সংযমের এই সংজ্ঞাকার আপন শব্দ কয়টির অর্থ বুঝতেও সক্ষম নয়?

আমি বললাম : বন্ধুবর ক্রিটিয়াস, রাগ কর না। চারমিডিসের যে তরুণ বয়স তাতে তার কাছ থেকে এই সংজ্ঞার অর্থ উপলব্ধি খুব আশা করা যায় না। তুমি বয়সে অনেক বড়, তোমার জ্ঞান অনেক বেশি। তাই তোমার কাছ থেকেই স্বাভাবিকভাবে সংযমের এই সংজ্ঞাটির ব্যাখ্যা আশা করা যেতে পারে। কাজেই সংযম সম্পর্কে চারমিডিস যে সংজ্ঞা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছে সে সংজ্ঞাকে যদি তুমি

গ্রহণ কর, তার শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা নিয়ে চারমিডিসের সহিত তর্ক করার চেয়ে আমি তোমার সহিত আলোচনা করাই শ্রেয় মনে করি।

সক্রেটিস, তোমার বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত এবং আমি একথাও বলছি যে, সংযমের এই সংজ্ঞাকে আমি স্বীকার করি।

অতি উত্তম, বন্ধু! তা হলে আমার প্রশ্নটা আবার উপস্থিত করতে দাও : আমি এইমাত্র বলছিলাম, প্রত্যেক শিল্পী বা কারিগরই কোনো-না-কোনো কাজ করে। তুমি কি একথা স্বীকার কর?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

বেশ। তারা কি শুধু নিজেদের কাজই সম্পন্ন করে, না অপরের কার্য সম্পন্ন করে?

তারা অপরের জন্যও দ্রব্যাদি তৈরি করে বা কাজ করে।

কিন্তু তারা যখন কেবল নিজ কার্যই সাধন করে না, অপরের কাজও যখন করে, তখন কি তাদের সংযমী বলা চলে?

কেন নয়?

না, না, তাদের সংযমী বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যিনি সংযমকে নিজ কার্য সাধন' বলেন এবং তৎপরই বলেন, অপরের কার্য সাধনকারীকেও কেন সংযমী বলা চলবে না, তার জন্য কি কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয় না?

না, সক্রেটিস, তা নয়। আমি কি কখনো বলেছি, অপরের কাজ' যে করে সেও সংযমী? আমি বলেছি, অপরের জন্য যারা কিছু প্রস্তুত করে।

ক্রিটিয়াস! কী বলছ তুমি? তুমি কি তা হলে বলতে চাও যে কাজ করা এবং প্রস্তুত করা এক কথা নয়?

না। বরঞ্চ কাজ করা এবং প্রস্তুত করাকে তুমি যতখানি এক মনে কর, আমি এ দুটিকে তার চেয়ে বেশি পৃথক মনে করিনে। আমি এ শিক্ষা হিসিয়ডের নিকট থেকেই পেয়েছি। হিসিয়ড বলেছেন, "কাজে কোনো লজ্জা নাই।" একথা ঠিক। কিন্তু কাজ বলতে তিনি নিশ্চয়ই তোমার বর্ণিত কার্যাবলি, যেমন পাদুকা প্রস্তুত, কাসুন্দি বিক্রয় বা দেহ বিক্রয় প্রভৃতিকে বুঝান নি। তা হলে আর তিনি কাজে কোনো লজ্জা নেই কথাটি বলতে পারতেন না। সুতরাং সক্রেটিস, কাজ বলতে এ সমস্ত কাজকে আমরা বুঝাতে পারিনে। আমার ধারণা হিসিয়ড কাজ করা এবং প্রস্তুত করার মধ্যে একটি পার্থক্য স্বীকার করেছেন। তিনি যেমন বলেছেন, কাজে কোনো লজ্জা নেই' তেমনি অসম্মানজনক বা হীন কাজ যে লজ্জার বিষয় তাও তিনি বলেছেন। তাই তিনি মহৎ কাজকেই কাজ' বলেছেন। আবার যা ক্ষতিকর

তাকে মানুষের উপযুক্ত কাজ বলে অভিহিত করেন নি। এবং তাই অর্থেই হিসিয়ড বা অপর যে-কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিই 'আপন কার্য সাধনকারীকে' জ্ঞানী বলে আখ্যায়িত করতে পারেন।

ক্রিটিয়াস, তুমি মুখ খুলতেই বুঝতে পারছিলাম যে, মানুষের জন্য যা বাঞ্ছনীয় এবং নিজস্ব তাকে তুমি মঙ্গলকর বলেই অভিহিত করবে–এবং মঙ্গলকর কাজকেই মাত্র তুমি কাজ বলবে। শব্দ বা নামের মধ্যে এই সমস্ত পার্থক্যের সাথে প্রডিকাস প্রভৃতির রচনার মারফত আমি কম পরিচিত নই। কাজেই ক্রিটিয়াস, তুমি যে-কোনো শব্দে যে কোনো অর্থ আরোপ করতে পার, তাতে আমি আপত্তি করব না। কিন্তু আমার আবেদন, বক্তব্যে তুমি আর একটু সহজ এবং বোধগম্য হয়ো। আমার প্রশ্ন : কার্য সম্পাদন করা অথবা কোনো দ্রব্য প্রস্তুত করা'–অর্থাৎ যে-কোনো শব্দ দ্বারাই এ সবকে তুমি আখ্যায়িত কর না কেন, মানুষের মঙ্গলকর এ সমস্ত কাজকে কি তুমি সংযম বলে অভিহিত করতে চাও?

হ্যাঁ সক্রেটিস, আমি তাই বলব।

তা হলে, যে-কেবল মঙ্গলই সাধন করে, সে-ই সংযমী। উপরন্তু যে অমঙ্গল সাধন করে সে সংযমী হতে পারে না?

হ্যাঁ, তাই। আর এ তো কেবল আমারই মত নয়, তুমিও নিশ্চয় একথাই বলবে।

আমি যাই বলি না কেন, আমাদের আলোচ্য তা নয়। তুমি যা বলেছ, আমরা বর্তমানে তাই নিয়ে আলোচনা করছি।

ক্রিটিয়াস এবার নিজেকে ব্যাখ্যা করে বলল : আমার বক্তব্য হচ্ছে, যে-ব্যক্তি অমঙ্গল সাধন করে, কোনো মঙ্গল সাধন করে না, সে ব্যক্তি সংযমী হতে পারে না; অপরদিকে যে মঙ্গল সাধন করে এবং অমঙ্গল সাধন করে না সে ব্যক্তিই সংযমী। সহজ কথায় বলব : সংযম হচ্ছে মঙ্গলকর বা সঙ্কর্মের সাধন।

ক্রিটিয়াস, ধরা যাক তোমার বক্তব্য ঠিক। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি কি মনে কর, সংযমী ব্যক্তি আপন সংযম সম্পর্কে অজ্ঞ বা অচেতন হতে পারে?

না, তা আমি মনে করিনে।

কিন্তু তুমি কি খানিকক্ষণ পূর্বেই বল নি যে, একজন কারিগর আপন কাজের সাথে অপরের কাজও নিষ্পন্ন করতে পারে?

হ্যাঁ, তা আমি বলেছি; কিন্তু তোমার অভিপ্রায় কী সক্রেটিস?

আমার কোনো অভিপ্রায় নেই ক্রিটিয়াস। তুমি শুধু আমাকে বল, যে চিকিৎসক রোগীকে নিরাময় করে তোলেন তিনি কি একই সাথে নিজের এবং অপরের মঙ্গল সাধন করতে পারেন?

তিনি তা পারেন বলেই আমার বোধ হয়।

এবং যিনি তা করেন তিনি কর্তব্যও নিষ্পন্ন করেন?

হ্যাঁ।

বেশ। এবং যে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে সে কি একই সাথে সংযম ও জ্ঞানের সাথেই কাজ করে না?

হ্যাঁ, অবশ্যই সে সংযম ও জ্ঞানের সাথে কাজ করে।

কিন্তু একজন কি সর্বদা জানতে পারে কখন তার চিকিৎসা প্রণালী রোগীর পক্ষে উপকারী হবে এবং কখন হবে না? অথবা কারিগরের কথাই ধরা যাক। সে কি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারে কোন কাজ তার উপকার সাধন করে এবং কোন কাজ উপকার করে না?

তা সর্বদা সে জানতে পারে না।

তা হলে সে কোনো কোনো সময়ে নিজের অজ্ঞাতেও আপন কার্য দ্বারা মঙ্গল বা অমঙ্গল উভয়ই সাধন করতে পারে। অথচ মঙ্গল সাধনের মনোভাবের জন্য তার সম্পর্কে বলা হবে যে, জ্ঞান কিংবা সংযমের সাথেই আপন কার্য করে চলেছে। তুমি তো একথাই বলেছ?

তা বলেছি।

তা হলে বিষয়টি এরূপ দাঁড়ায় যে, ব্যক্তি আপন জ্ঞান বা সংযম সম্পর্কে অজ্ঞ থেকেও মঙ্গল সাধনের ব্যাপারে জ্ঞান বা সংযমের সাথেই আপন কার্য সম্পাদন করতে পারে।

কিন্তু সক্রেটিস, এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অযোগ্য। তোমার বিশ্লেষণে আমার কোনো বক্তব্য বা স্বীকৃতির ফল হিসাবে যদি এরূপ সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয় যে, ‘অজ্ঞানীও সংযম এবং জ্ঞানের কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম, তা হলে বরঞ্চ এরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকারের চেয়ে আমি আমার পূর্বোক্ত অভিমতকেই প্রত্যাহার করে নিব। এ-বিষয়ে আমার ভ্রান্তি স্বীকারে কোনো সঙ্কোচ আমি বোধ করব না। কেননা, আমি মনে করি যে, আত্মজ্ঞানই হচ্ছে জ্ঞানের মূল ভিত্তি। এবং তাই ভবিষ্যদ্বাণীর স্থল ডেলফীতে উৎকর্ণ ব্যক্তি, তুমি আপনাকে জানো’ বাণীটির যথার্থতা আমি স্বীকার করি। এ বাণীর তাৎপর্য এই যে, প্রবেশকারীকে লক্ষ্য করে যেন দেবতা বলছেন, “সাধারণ এই যে, কেমন আছ প্রভৃতি অভিবাদনসূচক শব্দ বাঞ্ছনীয় নয়। তার চেয়ে ভালো হচ্ছে, মানুষ যদি পরস্পরকে উদ্দেশ করে বলে, তুমি সংযমী হও বা আপনি সংযমী হউন। উপরের বাণীটির উৎকীর্ণদাতার উপলব্ধি নিশ্চয়ই এই ছিল যে, দেবতা যখন উপাসনাকারীর

নিকট নিজেকে প্রকাশ করে, তখন সাধারণ ভাষাতে আত্মপ্রকাশ করে না। প্রকাশিত ভাষার একটা গূঢ়ার্থও থাকে; এবং তাই ভক্তের দল মন্দিরে প্রবেশ করে এই বাণীই শুনতে পায়; "ভক্তবৃন্দ! তোমরা সংযমী হও।" কিন্তু এই কথাটিও ঐশ্বরিক বাণীর রহস্যময়তা নিয়ে উচ্চারিত হয়। কেননা নিজেকে জানো' এবং সংযমী হয়ে কথা দুইটির অর্থ একই। তথাপি আক্ষরিকভাবে তারা ভিন্ন এবং এজন্যই তাৎপর্য উপলব্ধিতেও ভ্রান্তি এসেছে। এই ভ্রান্তির জন্যই পরবর্তী ঋষিগণ এই বাণীর সাথে যোগ করে বলেছেন : "অত্যধিকতার আশ্রয় নিও না; প্রতিশ্রুতি দানে পাপ নিকটবর্তী হয়।" এ সবই অর্থকে ভ্রান্তভাবে উপলব্ধি করার ফল। কারণ, এই ঋষিগণ মনে করেছেন যে মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণবাণী আপনাকে জানো' দেবতার উপদেশামৃত, ভক্তের প্রতি প্রবেশকালে দেবতার অভিবাদন নয়। এই মনোভাব থেকে তারাও উপদেশাবলিকে বৃদ্ধি করে গিয়েছেন।

আমার এ সমস্ত কথা বলার উদ্দেশ্য কী? সক্রেটিস, এ সমস্ত কথার উত্থাপন এজন্য যে, পূর্বের আলোচনার চেয়ে, এস, আমরা বরঞ্চ কোনো নূতন বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করি। পুরোনো আলোচনা থেকে এতক্ষণ অবধি আমরা কোনো ফল লাভ করেছি বলে মনে হয় না। হতে পারে তুমি অথবা আমি যুক্তিতে শুদ্ধ। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট ফল যে আমরা আমাদের আলোচনায় লাভ করতে পারি নি, সেকথা ঠিক। নূতন আলোচনায় আমি প্রমাণ করতে প্রয়াস পাব যে : "সংযম হচ্ছে আত্মজ্ঞান।"

ক্রিটিয়াস, তোমার প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করিনে। কিন্তু তোমার একটি মনোভাবে আমার আপত্তি রয়েছে। তুমি এমনভাবে তোমার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছ যেন, তোমাকে যে প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা করেছি সে প্রশ্নের জবাব আমি জানি এবং কেবল ইচ্ছা করলেই প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারতাম। কিন্তু এ অনুমান যথার্থ নয়, ক্রিটিয়াস। প্রশ্নের জবাবে আমি আদৌ জানিনে। আমি অনুসন্ধান করে দেখতে চাই কোনটি সত্য, কোনটি সত্য নয়। সে সন্ধান আমি যখন লাভ করবো, তখন নিশ্চয়ই তোমাকে বলব, তোমার সাথে আমি একমত কিংবা একমত নই। কাজেই এ প্রসঙ্গেও আমাকে চিন্তা করতে দাও।

নিশ্চয়ই। তুমি চিন্তা কর।

আমি চিন্তা করে দেখেছি, তোমার উত্থাপিত নূতন সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও অবস্থাটি হচ্ছে এই যে, সংযম যদি জ্ঞান হয়, তা হলে অবশ্যই তাকে বিজ্ঞান হতে হবে এবং যদি সে বিজ্ঞান হয় তা হলে সে বিজ্ঞানের বিশেষ বিষয়বস্তুও থাকতে হবে।

হ্যাঁ, সংযম হচ্ছে জ্ঞান এবং জ্ঞানকে যদি বিজ্ঞান বল তো সে জ্ঞানেরই বিজ্ঞান।

বেশ! তুমি জানো, চিকিৎসাশাস্ত্রও একটি বিজ্ঞান; কিন্তু তার বিষয়বস্তু হচ্ছে স্বাস্থ্য, তাই নয় কি?

হ্যাঁ, তাই।

এখন তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর যে, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বা ভেষজশাস্ত্রের ফলাফল বা উপকারিতা কী, তা হলে আমি বলব, স্বাস্থ্যরক্ষা বা গঠনে ভেষজশাস্ত্রের বিরাট অবদান রয়েছে।

ভালো কথা।

তুমি যদি প্রশ্ন কর, স্থাপত্যবিদ্যা অর্থাৎ নির্মাণকৌশলের যে বিজ্ঞান তার অবদান কী তা হলে আমি গৃহাদির উল্লেখ করব। সমস্ত বিদ্যা বা বিজ্ঞান সম্পর্কেই এই কথা সত্য। তাদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন বিষয় এবং উপকারিতা রয়েছে। ক্রিটিয়াস, অনুরূপভাবে তোমাকে এবার সংযম বা জ্ঞান সম্পর্কেও প্রশ্নটি করা যাক। তুমি সংযমকে জ্ঞান এবং জ্ঞানকে জ্ঞানেরই বিজ্ঞান বলেছ। তা হলে তুমি বল, অপরাপর বিজ্ঞানের ন্যায় এই বিজ্ঞানের ফল উপকারিতা কী?

সক্রেটিস, তোমার এই অনুসন্ধান পদ্ধতি আমি সঠিক বলে মনে করিনে। কেননা, জ্ঞানকে তুমি অপরাপর বিজ্ঞানের মতো একটি সাধারণ বিজ্ঞান বলে ভাবতে পার না। অথচ তোমার প্রশ্ন এবং আলোচনা থেকে বোধ হচ্ছে, তুমি জ্ঞানকে যে-কোনো বিজ্ঞানের অনুরূপ বিজ্ঞান বলে ধরে নিচ্ছ। কিন্তু একটি বিজ্ঞান যেমন অপর থেকে পৃথক, জ্ঞানও তেমনি অপরাপর বিজ্ঞান থেকে পৃথক। এই সমস্ত বিজ্ঞানের মধ্যেও গণন বিজ্ঞান বা জ্যামিতির কথা ধর। গৃহাদি যেরূপ নির্মাণ-বিজ্ঞানের ফল, পোশাক যেমন বয়নবিজ্ঞানের ফল, তেমনিভাবে গণনবিজ্ঞানের বিষয় হিসাবে তুমি কোনো বস্তুর উল্লেখ করতে পার? নিশ্চয়ই তুমি এস্থলে কোনো বস্তুর কথা উল্লেখ করতে সমর্থ হবে না।

তা ঠিকই বলেছ। তবু এ সমস্ত বিজ্ঞানের একটি করে বিষয় আছে যাকে বিজ্ঞান থেকে আলাদা করা সম্ভব। বিজ্ঞানের বিষয়' কথাটি বলতেই পার্থক্যটি লক্ষ করা যায়। গণনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দেখানো চলে যে, গণনবিজ্ঞানের বিষয় হচ্ছে জোড়-বেজোড় সংখ্যার পারস্পরিক সংখ্যাগত সম্পর্ক নির্ধারণ। একি ঠিক নয়?

হ্যাঁ তা ঠিক।

কিন্তু জোড়-বেজোড় সংখ্যাগুলোই গণনবিজ্ঞান নয়?

তা নয়।

ধর, ওজনবিজ্ঞান। ওজনকৌশলেরও বিষয় হচ্ছে হাল্কা-ভারী বস্তুর ওজন নির্ধারণ। কিন্তু ওজনকৌশল এবং হালকা-ভারী বস্তু দুটি কথা এক নয়, এ তো তুমি স্বীকার করবে?

হ্যাঁ।

তা হলে এবার তুমি বল, জ্ঞানের এমনকি বিষয় আছে যা 'জ্ঞান' নয়–কিন্তু যা নিয়েই তৈরি হয়েছে 'জ্ঞানের বিজ্ঞান'?

সক্রেটিস, তুমি পুনর্বার একই ভুল করছ বলে আমি মনে করি। তুমি প্রথমে প্রশ্ন করেছ, সংযম ও জ্ঞানের সাথে অপরাপর বিজ্ঞানের পার্থক্য কী? কিন্তু তার পরেই তুমি সাধারণ বিজ্ঞানের সাথে জ্ঞানের অভিন্নতা বার করার প্রয়াস পাচ্ছ। কিন্তু তুমি জান যে, এই দুয়ের মধ্যে ঐক্য নেই। কেননা সাধারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা করে ভিন্ন বিষয়বস্তু থাকে। কোনো বিজ্ঞানের বিষয়ই বিজ্ঞান নয়, একটি নির্দিষ্ট কোনো বিদ্যা বা কৌশলচর্চাই তার বিষয় : উপরন্তু জ্ঞানই একমাত্র বিজ্ঞান যে হচ্ছে বিজ্ঞানেরই বিজ্ঞান এবং আপন সত্তা–অর্থাৎ জ্ঞানেরই বিজ্ঞান, ভিন্নতর কোনো বিষয়ের নয়। তুমি এ সম্পর্কে সম্যকরূপেই অবগত আছ। তথাপি তুমি পূর্বে যা অস্বীকার করেছ, বর্তমানকে পুনরায় সেই পন্থাই অবলম্বন কর। তুমি আলোচনাটি স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার বদলে আমাকে খণ্ডন করারই চেষ্টা করছ।

কিন্তু ক্রিটিয়াস তোমাকে যদি খণ্ডন করতে চাই, তাতে আমার অপরাধ কোথায়? তোমাকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্য আমার জ্ঞানকেই পরীক্ষা করা বই অন্য কিছু তো নয়। যা আমি জানিনে তাকে জানি বলে দাবি করার অহমিকা অচেতনভাবেও যেন আমি প্রকাশ না করি, সেই জন্যই আমার এই প্রশ্ন উত্থাপন। সত্যিকারভাবে বলতে গেলে, বিষয়টির বর্তমান আলোচনা আমি নিজের স্বার্থে এবং বলতে পার কিয়ৎপরিমাণ আমার সুহৃদবর্গেরও স্বার্থে চালাচ্ছি। কেননা, সত্যের সন্ধান তো কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্যই কল্যাণকর।

ক্রিটিয়াস বলল : নিশ্চয়ই সক্রেটিস।

তা হলে প্রিয় বন্ধু, যে প্রশ্ন আমি করেছি তার ওপর তোমার মতামত তুমি ব্যক্ত কর-সক্রেটিস খণ্ডিত হলো, কিংবা ক্রিটিয়াস খণ্ডিত হলো, তা নিয়ে মনঃকষ্ট পেয়ো না। যুক্তির গতির প্রতি লক্ষ দাও এবং প্রমাণফল কী দাঁড়ায় সেটি বিবেচনা কর।

সক্রেটিস, তোমার এ বক্তব্য আমি সঠিক বলেই মনে করি। আমি এখন থেকে তোমার আদেশ অনুযায়ী যুক্তিকেই অনুসরণ করব।

তা হলে তুমি আমায় দয়া করে বল, জ্ঞান দ্বারা তুমি কী বুঝাতে চাও?

আমি বুঝাতে চাই যে, জ্ঞানই একমাত্র বিজ্ঞান যে হচ্ছে অপর সব বিজ্ঞানের বিজ্ঞান এবং সত্তা, অর্থাৎ জ্ঞানেরই বিজ্ঞান।

কিন্তু তুমি যখন 'জ্ঞানকে' বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বলে অভিহিত কর তখন একথাটিও এসে পড়ে যে, 'জ্ঞান অ-বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞান'–তাই নয় কি?

অবশ্যই।

তা হলে বিষয়টি দাঁড়ায় এইরূপ : জ্ঞানী বা সংযমী ব্যক্তিই মাত্র নিজেকে জানে–অর্থাৎ কি সে নিজে জানে এবং জানে না, উভয়কেই সে জানে, তদুপরি, অপর সবাই কী জানে না, তথাপি মনে করে যে তারা তা জানে–এসব কিছুই একমাত্র জ্ঞানী বা সংযমী ব্যক্তিই জানতে পারে, অপর কেউ নয়। এবং একেই তুমি বলতে চাচ্ছ সংযম, জ্ঞান এবং আত্মজ্ঞান। অর্থাৎ ব্যক্তির পক্ষে যা সে জানে, তাই জানা এবং যা সে জানে না তাকেও জানা। ক্রিটিয়াস তোমার কথার এই তো গূঢ়ার্থ?

হ্যাঁ, তাই।

তা হলে জিউসের নাম করে সর্বশেষ যুক্তিটি নিয়ে এস। এবার আমরা আলোচনা আরম্ভ করি। এবার আমাদের মূল প্রশ্নটিই হচ্ছে : কোনো ব্যক্তির পক্ষে কি আদৌ সম্ভব যে নিজে যা জানে এবং জানে না–উভয়কেই সে জানে? এবং আদৌ যদি এটি সম্ভব হয়–অর্থাৎ বিশেষ করে, এরূপ যদি ভাবা যায়, তা হলেও এই জ্ঞানের সার্থকতাই বা কি?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এই প্রশ্নটিই আমাদের বিবেচ্য।

এখানেই আমি তোমার সাহায্যপ্রার্থী, ক্রিটিয়াস। যুক্তির এই জালেই আমি আটকে গেছি। আমার সত্যকার অসুবিধার কথাটি তোমায় বলতে চাই।

হ্যাঁ বল। আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব।

জ্ঞান সম্পর্কে তুমি যেকথা বলছ তাই যদি সত্য হয় তা হলে পরিস্থিতিটি এরূপ দাঁড়ায় না যে : এমন একটি বিজ্ঞান আছে যে বিজ্ঞানের বিজ্ঞান এবং অ-বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞান এবং যে নিজেই নিজের বিষয়বস্তু?

ঠিক।

প্রিয় বন্ধু, কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখ, কী অসংগত এই পরিস্থিতি। অনুরূপ অপর যে-কোনো দৃষ্টান্তে পরিস্থিতির অবিশ্বাস্যতা তোমার নিকট স্বচ্ছ হয়ে ধরা পড়বে।

তা কী করে হয়? অনুরূপ অপর কি দৃষ্টান্তের কথাই বা তুমি বলছ, সক্রেটিস?

ধর দৃষ্টিশক্তির কথা। মনে কর এক ব্যক্তির এমন এক বিশেষ রকমের দৃষ্টিশক্তি বা চক্ষু রয়েছে যে নিজেকে দেখে, অপরের দৃষ্টিশক্তিকে দেখে এবং অপরের দৃষ্টিশক্তির অভাবকেও দেখে। তুমি কি এরূপ কোনো দৃষ্টিশক্তির চিন্তা করতে সক্ষম?

না, তা কী করে সম্ভব?

অথবা ধর শ্রবণশক্তি। এমন শ্রবণেন্দ্রিয়কে কি তুমি কল্পনা করতে পার যে নিজের শব্দ, অপরকে শব্দ ও শব্দহীনতা ব্যতীত অপর কিছু শ্রবণ করতে পারে না?

না, এমন কেনো শ্রবণেন্দ্রিয়ও নেই।

মানুষের অপর সব ইন্দ্রিয়কেই ধর। এমন কোনো ইন্দ্রিয়ের কথা কি চিন্তা করা চলে

যে নিজেকে এবং অপরের জানে, কিন্তু চেতনার কোনো বিশেষ বস্তুকে জানে না?

না এরূপ চিন্তা করা চলে না।

আচ্ছা, ভেবে দেখ, এমন কোনো কামনা কি থাকা সম্ভব যে শুধু কামনারই কামনা, কিন্তু বিশেষ কোনো সুখ, আনন্দ বা কাম্য বস্তুর কামনা নয়?

না, অবশ্যই নয়।

কিংবা ইচ্ছা? এমন আকাঙ্ক্ষা কি হতে পারে যার আকাঙ্ক্ষার প্রতি আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অপর বিশেষ কিছুর প্রতিই আকাঙ্ক্ষা নেই?

না, এরূপও চিন্তা করা চলে না।

অথবা ধর প্রেম বা ভালবাসার কথা। এমন কোনো ভালবাসার কথা কি ভাবা চলে যে অবয়বহীন ভালবাসা ব্যতীত কোনো সুন্দরকে বা ভালবাসার অপর কোনো বস্তুকে ভালবাসে না?

না, এরূপও ভাবা চলে না।

কিংবা ধরা যাক ভীতি। এমন কোনো ভয় আছে যে নিজেকে অর্থাৎ ভয়কেই ভয় করে, কিন্তু ভয়ের কোনো বস্তুকে ভয় করে না?

না, এমন কোনো ভয়কে আমি জানি না।

শেষত ধরা যাক ‘মত’ কথাটিকে। এমন কোনো অভিমত কি আছে যে শুধু অভিমতেরই অভিমত, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের অভিমত নয়?

অথচ আমরা কিন্তু এমন এক বিজ্ঞানের কথা বলছি, যে বিজ্ঞানের বিজ্ঞান ব্যতীত অপর কোনো নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়ই নেই।*

[* ‘জ্ঞান নিজেকে জানে’ ‘দৃষ্টিশক্তি নিজেকে দেখে’ ইন্দ্রিয় নিজেকে বোধ করে প্রভৃতি বাক্য ইংরেজির ‘Wisdom known itself Vision viewing itself Sense sensing itself’ কথাগুলির অনুবাদ হলেও বাংলা অনুবাদ ইংরেজির মূল অর্থকে অনেক সময়ে যথাযথ জোর এবং স্পষ্টতা দিয়ে প্রকাশ করতে পারে। ব্যাখ্যা ব্যতীত অনুবাদের সীমাবদ্ধতায় প্রকাশের কিয়ৎ-পরিমাণ অস্পষ্টতা অনিবার্য।–অনুবাদক]

হ্যাঁ আমাদের কথাটি তাই দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু সত্য কথাটি কী অদ্ভুত। এরূপ কোনো বিজ্ঞান আদৌ সম্ভব নয়, এমন সিদ্ধান্ত এখনও আমরা গ্রহণ করছিনে। বিষয়টি নিয়ে আর একটু আলোচনা করা যাক।

তুমি ঠিকই বলেছ, সক্রেটিস।

যে বিজ্ঞান সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি, একথা তো অনস্বীকার্য যে, সে বিজ্ঞানের অবশ্যই কোনো বিষয়বস্তু থাকতে হবে। কেননা, অর্থগতভাবও কোনো বিশেষ কিছুর জ্ঞান বলেই তো বিজ্ঞান।

একথা ঠিক।

যেমন, কোনো কিছুকে যদি বৃহত্তর বলা হয় তা হলে স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে হবে যে, অপর কোনো বিশেষ কিছুর তুলনায় বস্তুটি বৃহৎ।

হ্যাঁ, অবশ্যই।

এবং তুলিত বস্তুটি অপরটির চেয়ে ক্ষুদ্র।

নিশ্চয়ই।

এবার এমন কোনো বস্তুকে যদি পাওয়া যায় যে বস্তু নিজের থেকে এবং অপর অনেক বৃহৎ বস্তু থেকেও বৃহৎ; কিন্তু এই অনেক বস্তু যে বস্তুর চেয়ে ক্ষুদ্র তার চেয়ে আমাদের কল্পিত বস্তুটি বৃহৎ নয়, তা হলে এই বস্তুটি একই সাথে নিজের চেয়ে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র বলে বিবেচিত হবে।

এটাই তো অপরিহার্য অনুমান বলে বোধ হয়।

আবার, কোনো ‘দ্বিগুণ’ যদি নিজের তুলনায় এবং অপরাপর দ্বিগুণের তুলনায় দ্বিগুণ হয়, তা হলে এই সমস্ত দ্বিগুণ, কল্পিত দ্বিগুণের অর্ধেক বলে বিবেচিত হবে। কেননা, ‘দ্বিগুণ’ এবং ‘অর্ধেক’ কথা দুটি পরস্পর আপেক্ষিক।

একথা ঠিক।

অর্থাৎ যাকে তার নিজের চেয়েও বৃহৎ কিংবা গুরু কিংবা প্রবৃদ্ধ বলব, সে একই কালে ক্ষুদ্রতর, লঘুতর বা তরুণতর বলেও বিবেচিত হবে। অন্য কথায় কোনো ভাব বা কথাকে তার নিজের সত্তার সাথে তুলনা করে উল্লেখ করলে তার মধ্যে তার অন্তর্ভুক্ত বস্তুর স্বভাবেরও প্রতিফলন ঘটবে। তাই নয় কি?*

[* অধ্যাপক জোয়েটের ইংরেজি অনুবাদেও স্থানটি হেঁয়ালিপূর্ণ বলে বোধ হয়। দার্শনিক শব্দ ও ভাবের সহজবোধ্য প্রকাশ অনেকক্ষেত্রে দূরূহ। ভাষান্তরের বেলা এই অসুবিধা প্রকটতর হয়ে দেখা দেয়। সক্রেটিসের বক্তব্যও তাই এ স্থলে জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। সংলাপের" নায়কের বক্তব্য সম্ভবত এই যে, বস্তুহীন ভাব অকল্পনীয়। আর অবশ্যই কোনো বস্তু বা বিষয়ের ভাব। এবং সেই বস্তু বা বিষয়ের চরিত্র নিরপেক্ষ ভাবের কোনো অস্তিত্ব বা প্রকৃতি চিন্তা করা চলে না।–অনুবাদক]

অবশ্যই।

কাজেই তুমি যদি বল, শ্রবণ নিজেকে অর্থাৎ শ্রবণ শ্রবণকে শ্রবণ করে, তা হলেও বলতে হবে যে শ্রবণ একটা শব্দকে শুনছে : শব্দ বাদে অপর কিছু বা শব্দহীনতা বা শূন্যতার শ্রবণ সম্ভব নয়।

স্বীকার্য।

তোমার দৃষ্টি সম্পর্কে যদি আমরা বলি যে, দৃষ্টি নিজেকে অর্থাৎ দৃষ্ট ব্যতীত অপর কিছু দেখে না, তা হলেও কথাটা অর্থহীন হবে। একথার অর্থ হবে, দৃষ্টি অবশ্য কোনো রংকে দেখে; কেননা চক্ষু কখনো রংশূন্য কোনো দৃশ্য বা অপর কোনো বস্তুকেই দেখতে পারে না।

না, তা পারে না।

তুমি কি একটি বিষয়ে লক্ষ করেছ ক্রিটিয়াস? যে দৃষ্টান্তগুলি আমরা উল্লেখ করেছি তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে 'নিজেদের সাথেই মাত্র সম্পর্ক'-বাচক ভাবটি [notion of a relation to self] আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন, আয়তন বা সংখ্যা : কোনো আয়তন বা সংখ্যা অপর কোনো বস্তুর সঙ্গে নয়, কেবল আপন 'আয়তনত্ব' বা 'সংখ্যাত্বের' সঙ্গেই সম্পর্কিত একথা বলা চলে না। আবার অপরক্ষেত্রে কথটি বিশ্বাসেরও অযোগ্য।

অবশ্যই।

যেমন শ্রবণ বা দৃষ্টি অথবা স্বয়ংক্রিয়তা বা উত্তাপের দহনশক্তি : এ সমস্ত ক্ষেত্রে অনেকে নিজের সাথে সম্পর্কসূচক ভাবটিকে বিশ্বাসের অযোগ্য ভাবতে পারে; আবার অনেকে এ সমস্ত চিন্তাকে বিশ্বাসের যোগ্যও ভাবতে পারে। আমরা বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসা করতে পারিনে। এ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে

নিজের সীমাবদ্ধতাকে আমি স্বীকার করি। আমাদের প্রয়োজন শক্তিমান কোনো দার্শনিকের যিনি নিশ্চিতরূপে বলতে পারবেন, আদৌ এমন কিছু আছে কিনা যার নিজের সঙ্গে এবং অপর বস্তু নিরপেক্ষ সম্পর্ক থাকা সম্ভব; কিংবা কোন ক্ষেত্রে সম্ভব এবং কোন ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। আমি নিশ্চিত করে বলতে সক্ষম নই যে, বিষয়নিরপেক্ষ এবং আত্মনিবদ্ধ এরূপ বিজ্ঞান আদৌ হতে পারে কিনা। এমনকি, রূপ বিজ্ঞান যদি হতেও পারে, তা হলেও সে বিজ্ঞান যে 'জ্ঞানের বিজ্ঞান' বা সংযম, একথাও আমি ততক্ষণ অবধি স্বীকার করতে পারিনে যতক্ষণ না প্রমাণিত হয় যে, সংযম মঙ্গলকর এবং বাঞ্ছনীয়। কাজেই ক্রিটিয়াস, তুমি যখন বলেছ, সংযম বা জ্ঞান হচ্ছে 'বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানের বিজ্ঞান?' তখন তুমিই আমাকে দুটি কথা বুঝিয়ে দাও; প্রথম, এরূপ বিজ্ঞানের সম্ভাব্যতা কোথায়? দ্বিতীয়, যদি বা সম্ভব, তা হলেও এর অবদান বা উপকারিতাই বা কী? এ প্রশ্ন দুটির জবাব পেলেই সংযম সম্পর্কে তোমার অভিমতটি সঠিক বলে আমি অনুধাবন করতে সক্ষম হবো।

এই বক্তব্য শ্রবণ করে ক্রিটিয়াস আমার সঙ্কটের কথা বুঝতে পারল। আমি তার পানে সমাধানের জন্য তাকালাম। কিন্তু ঘুম জড়ানো চোখে হাই তোলাটা যেমন সংক্রামক হয়ে এক থেকে অন্যে ছড়িয়ে পড়ে, আমাদের এই সঙ্কটের ক্ষেত্রেও আমার সঙ্কট ক্রিটিয়াসকেও আচ্ছন্ন করল। কিন্তু ক্রিটিয়াসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অপরের সম্মুখে আপন দুর্বলতার স্বীকার না করে শক্তির পরিচয় দেবার চেষ্টা করা। সমস্যা সমাধানের যে দাবি আমি তার কাছে করেছি তাকে গ্রহণ করার অক্ষমতাকে বন্ধুবর্গের সম্মুখে স্বীকার করতে সে লজ্জাবোধ করছিল; ফলে তার মুখের উপর অপ্রতিভের যে চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছিল তাকে সে কাটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। এই পরিস্থিতি থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য এবং আলোচনাটি যাতে অগ্রসর হতে পারে, সেজন্য আমি নিজেই বললাম : বেশ, ক্রিটিয়াস, ধরা যাক, এরূপ 'বিজ্ঞানের বিজ্ঞান যথার্থই আছে। এই অনুমান ঠিক কিংবা ঠিক নয় সে বিচার পুনরায় পরে করা যাবে। কিন্তু এর অস্তিত্ব ধরে নিলেও প্রশ্ন থাকে : এরূপ বিজ্ঞান মারফত আমরা কি প্রকারে যা জানি এবং জানিনে অথবা আত্মজ্ঞান ও পরজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম হই?

তোমার কথা আমি ঠিকই মনে করি সক্রেটিস। আমিও মনে করি, আত্মজ্ঞানের যে বিজ্ঞান সে মানুষকে পরজ্ঞানেও জ্ঞানী করে তোলে। যে দ্রুতগামী সে যেমন দ্রুত চলে, যার সৌন্দর্য আছে সে যেমন সুন্দর, তেমনিভাবে যার জ্ঞান আছে সে জ্ঞানী–অর্থাৎ সে জানে এবং তার জানার ক্ষমতা আছে। আবার এই আত্মজ্ঞানের যে বিজ্ঞান সে 'আত্মার জ্ঞানেও মানুষকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যার আত্মজ্ঞান রয়েছে সে আত্মার জ্ঞানে জ্ঞানী। কিন্তু তথাপি প্রশ্ন হচ্ছে, এমনকি নিশ্চয়তা আছে যে, যার আত্মজ্ঞান আছে সে অবশ্যই 'জানা' এবং 'অজানা' উভয়কেই জানতে পারবে?

ক্রিটিয়াস জবাব দিল : কারণ এরা একই বিষয়কে বুঝাচ্ছে।

আমি বললাম; হতে পারে, অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি যে অন্ধকারে ছিলাম, এখানে সেই অন্ধকারেই রয়েছি। কেননা, আমি এখনও বুঝতে অক্ষম যে, কোনো ব্যক্তির জানা এবং অজানার জ্ঞান দ্বারা কী করে আত্মার জ্ঞান বুঝান চলে?

তুমি কী বলতে চাচ্ছ, সক্রেটিস?

আমার বক্তব্য হচ্ছে : স্বীকার করলাম আমি যে, বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বলে কিছু রয়েছে। তা হলেও দুটি বস্তুর মধ্যে একটি বিজ্ঞান এবং অপরটি বিজ্ঞান নয়,–এই জ্ঞানটি ব্যতীত অপর কোনো জ্ঞানই কি আমরা এই বিজ্ঞানের বিজ্ঞান দ্বারা লাভ করতে পারি?

না, তা পারিনে।

আর একটি প্রশ্ন : স্বাস্থ্যের জ্ঞান বা অ-জ্ঞান এবং ন্যায়পরতার জ্ঞান ও অ-জ্ঞান কি এক?

অবশ্যই নয়।

একটি হচ্ছে ভেষজ সম্বন্ধীয়, অপরটি রাজনীতি। অথচ আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বিশুদ্ধ জ্ঞান।

খুবই সত্য কথা।

কাজেই কেউ যদি শুধু জানে–অর্থাৎ তার কেবল 'জ্ঞানের জ্ঞান' থাকে, কিন্তু দেহ, ন্যায়পরতা বা অপর নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের জ্ঞান না থাকে তা হলে তার জ্ঞান অনির্দিষ্ট কিছু জানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। নির্দিষ্ট কোনো কার্যকর জ্ঞানলাভ তার ঘটবে না।

তাই দেখছি।

তা হলে ব্যক্তি যা জানে সে জানার ব্যাপারে এই 'জ্ঞানের বিজ্ঞানের' অবদান কী? ধর স্বাস্থ্য বিষয়ে কারো জ্ঞান আছে। কিন্তু সে জ্ঞান সে অর্জন করেছে ভেষজ-শাস্ত্র থেকে, 'জ্ঞানের বিজ্ঞান' থেকে নয়; যদি সে সঙ্গীতে সংগতির জ্ঞান পেয়ে থাকে, তাকেও অর্জন করেছে সঙ্গীতশাস্ত্র থেকে, 'জ্ঞানের বিজ্ঞান' থেকে নয়; কিংবা নির্মাণকৌশলকেও নির্মাণকলা থেকেই অর্জন করেছে। অর্থাৎ এ-সমস্ত বিদ্যার কোনোটিকেই সে জ্ঞান বা সংযম থেকে লাভ করে নি। ব্যক্তির অপরাপর বিদ্যা সম্পর্কেও একথা সত্য।

স্পষ্টতই একথা সত্য।

কাজেই 'জ্ঞান' যাকে তুমি শুধু 'জ্ঞানের জ্ঞান' বা 'বিজ্ঞানের বিজ্ঞান' বল, সে কি করে ব্যক্তিকে শিখিয়ে দিতে সক্ষম হবে যে, স্বাস্থ্য সম্পর্কে বা নির্মাণকলা সম্পর্কে তার জ্ঞান রয়েছে?

না, জ্ঞানের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

কাজে কাজেই যে জ্ঞানী এই সমস্ত বিশেষ বিদ্যা সম্পর্কে অজ্ঞ সে 'শুধু জানে এই কথাটি ব্যতীত অপর কী সে জানে, তা সে জানে না।

সে কথা ঠিক।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জ্ঞান বা জ্ঞানী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, যা আমরা জানি বা জানিনে তার জ্ঞান; জ্ঞানের অর্থ শুধু এই অবয়বহীন বোধ যে আমরা জানি বা জানিনে।

সেই অনুমানই আমাদের গ্রহণ করতে হচ্ছে।

তা হলে শুধু এই জ্ঞান যার আছে তার পক্ষে জ্ঞানের প্রতারককে যাচাই করা তো সম্ভব নয়। জ্ঞানের প্রতারক যে জ্ঞানের ভান করছে, তা যথার্থ কিংবা যথার্থ নয় তাকে নির্ধারণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার জ্ঞানী' শুধু এতটুকু জানবে যে, এই ব্যক্তির কোনো প্রকারের জ্ঞান রয়েছে; কিন্তু তার নিজের জ্ঞান সেই জ্ঞানের প্রকৃতি নির্ধারণে মোটেই সাহায্য করতে সক্ষম হবে না।

এই বুঝতে পারছি।

আমাদের 'জ্ঞানীর' পক্ষে চিকিৎসার ক্ষেত্রে হাতুড়ে এবং যথার্থ চিকিৎসকের পার্থক্যও নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না; জ্ঞানের অপর কোনো ক্ষেত্রেও সত্যিকার জ্ঞানী এবং প্রবঞ্চনাকারীর পার্থক্য সে বুঝতে সক্ষম হবে না। বিষয়টিকে আরো নির্দিষ্টভাবে দেখা যাক : আমাদের জ্ঞানী যদি হাতুড়ে এবং প্রকৃত চিকিৎসকের পার্থক্য নিরূপণ করার প্রয়াসও পায়, তা হলে এ ব্যাপারে কী পদ্ধতিতে সে অগ্রসর হবে? আমাদের 'জ্ঞানী' তো এই বিশেষ ব্যক্তির সাথে চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম হবে না; (কেননা সে শুধুই জানে, কিন্তু 'বিশেষ কিছু' জানে না)। আবার চিকিৎসকের পক্ষেও চিকিৎসাবিদ্যা ব্যতীত অপর কিছু বুঝতে পারা সম্ভব নয়।

ঠিকই।

কেননা 'বিজ্ঞান' সম্পর্কেও চিকিৎসাবিদ অজ্ঞ। 'বিজ্ঞানকে' বিশুদ্ধ জ্ঞানের আওতাভুক্ত বলে দাবি করা হয়েছে। তাই নয় কি?

তাই বটে।

আবার ভেষজের বিষয়টিও তো বিজ্ঞান। তা হলে দাঁড়ায় যে, যেহেতু ভেষজ হচ্ছে বিজ্ঞান সেজন্য চিকিৎসকের পক্ষেও চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়।

তাই তো দেখছি।

তা হলে আমাদের আলোচ্য 'জ্ঞানী' চিকিৎসকের যে-কোনো এক প্রকার জ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক বিদ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কেননা, জ্ঞানের প্রকৃতি জানার জন্য প্রথম প্রশ্নই তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। বিষয়টি কী? কারণ, বিজ্ঞানে পার্থক্য নির্দিষ্ট হয় বিষয়ের চরিত্র দ্বারা, শুধু তার বিজ্ঞান হওয়ার দ্বারা নয়। একথা কি তুমি ঠিক মনে কর না, ক্রিটিয়াস?

অবশ্যই ঠিক।

এ জন্যেই অন্যান্য বিজ্ঞানের সাথে ভেষজ-বিজ্ঞানের পার্থক্য এই যে, ভেষজ-বিজ্ঞান আরাম ও ব্যারামের বিজ্ঞান।

ঠিকই।

কাজেই কেউ যদি ভেষজবিদ্যার প্রকৃতি বুঝার প্রয়াশ পায়, তা হলে তাকে যে কোনো সম্পর্কহীন বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করলে চলবে না, তাকে অবশ্যই সুস্থতা এবং অসুস্থতার বিষয় নিয়েই অনুসন্ধান চালাতে হবে।

অবশ্যই

এবং চিকিৎসককে যদি কেউ যাচাই করতে চায়, তা হলে চিকিৎসক হিসাবেই তাকে যাচাই করতে হবে।

হ্যাঁ।

তাকে বিচার করতে হবে, চিকিৎসক যা বলে কিংবা করে সুস্থতা এবং অসুস্থতার ক্ষেত্রে তা সত্য কি মিথ্যা।

ঠিক।

কিন্তু যে "জ্ঞানীর' ভেষজবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান নেই, তার পক্ষে কি সুস্থতা-অসুস্থতা কোনোটিরই প্রকৃতি জানা সম্ভব?

না, সম্ভব নয়।

চিকিৎসক ব্যতীত অপর কারো পক্ষেই এক জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের জ্ঞানী মানুষেরও এই জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। সুস্থতা-অসুস্থতার জ্ঞান পেতে হলে তাকে অবশ্যই চিকিৎসক এবং জ্ঞানী উভয়ই হতে হবে।

খুবই সত্য।

কাজে কাজেই দেখতে পাচ্ছ যে, সংযম বা জ্ঞানকে যদি মাত্র বিজ্ঞানের বিজ্ঞান এবং অজ্ঞান ও অবিজ্ঞানের কথা বল, তা হলে এরূপ সংযমী বা জ্ঞানী কোনো প্রতারক চিকিৎসককে খাঁটি চিকিৎসক থেকে পৃথক করতে সক্ষম হবে না। জ্ঞানের অপর যে কোননা ক্ষেত্রে প্রতারক ও খাঁটির পার্থক্য বুঝতে সে অক্ষম।

এটি এবার পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে।

এই যদি জ্ঞান হয়, তা হলে জ্ঞান ও সংযমের আর মূল্য কী? আমরা প্রথমে যেরূপ ভেবেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে সেভাবে জ্ঞানী মানুষ যদি কী সে জানে এবং কী জানে না তাকে জানতে পারত এবং অপরের মধ্যেও জানা, অজানার পার্থক্য নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হতো তা হলে এরূপ জ্ঞানী হওয়ার যথেষ্ট সার্থকতাই থাকত। কেননা, তা হলে এই জ্ঞানের সাহায্যে আমরা ভ্রান্তিশূন্য জীবনযাপন করতে সক্ষম হতাম, নিজেকে এবং অপরকে ভ্রান্তিহীনভাবে পরিচালিত করতে পারতাম; যা আমরা জানিনে, জানা এবং করার অহমিকা না দেখিয়ে যে জানে তাকেই খুঁজে বার করে তার উপরই সে কাজ সম্পাদনের ভার ন্যস্ত করে আশ্বস্ত হতাম। পরিচালনার ক্ষেত্রেও যার যে জ্ঞান আছে। তাকে শুধু সে কাজ করারই অনুমতি দিতাম; কেননা তাকেই সে উত্তমরূপে সমাধা করতে পারে। এবং এরূপ জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত পরিবার কিংবা রাষ্ট্রে অবশ্যই সুশৃঙ্খলা বিরাজ করত। সত্য সেখানে পথ-প্রদর্শকের কাজ করত, ভ্রান্তি পরিহার করা সম্ভব হত; মানুষের কর্তব্যকর্ম সু-সাধিত হতে; মানুষ সুখী হতো। জ্ঞানের সার্থকতা তো এ সমস্তই। তাই নয় কি ক্রিটিয়াস? যা আমাদের জানা এবং যা অজানা তাকে জানতে পারাই তো জ্ঞান?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

কিন্তু এবার তুমি দেখতে পাচ্ছ, এরূপ বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ আমরা কোথাও পাইনে।

হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।

তা হলে এস আমরা নূতন আলোকে জ্ঞানকে দেখবার চেষ্টা করি। নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে জ্ঞানকে আমরা পুনরায় জানা-অজানার জ্ঞান হিসাবে বিচার করব। তার সার্থকতার দাবি কতখানি ঠিক তাকেও আমরা পরীক্ষা করব। আমরা বলেছি যে জানা অজানার জ্ঞানে জ্ঞানী অবশ্যই তার শিক্ষণীয়কে সহজতরভাবে

শিখতে সক্ষম হবে; ব্যক্তির সম্পর্কে তার জ্ঞান এবং জ্ঞানের সাধারণ নীতি নিয়ে যে বিজ্ঞান তার পরিচয় ব্যক্তির পরিচয়কেও অধিকতর সম্যক করে তুলবে। তার আপন জ্ঞানের আলোকে অপরের জ্ঞানকেও সে বিচার করতে সক্ষম হবে। কিন্তু যে অনুসন্ধানীর এরূপ জ্ঞান নেই, তার অন্তর্দৃষ্টি হবে দুর্বল এবং ক্ষীণ। বস্তুত আমাদের পুরাতন বিশ্লেষণ অনুযায়ী এই সার্থকতাই তো আমরা বিজ্ঞান থেকে লাভ করতে চাই, তাই নয় কি ক্রিটিয়াস? এর অধিক দাবি করার অর্থ হচ্ছে 'জ্ঞানের মধ্যে যা নেই তাকেই খুঁজে বার করার চেষ্টা করা।

হ্যাঁ, তাতে অধিক পাওয়ারই চেষ্টা করা হবে।

হ্যাঁ, তাই। এবং আমরা এযাবৎ নিষ্ফলভাবে সে চেষ্টাই করে এসেছি। কারণ, জ্ঞানকে যদি পূর্বের মতোই মনে করা হয়, তা হলে তা থেকে অবাঞ্ছিত পরিণামই দেখা দেবে। ধর যদি বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বলে কোনো বিজ্ঞান থাকে এবং যদি প্রথম প্রতিপাদ্যের ন্যায় মনে করি যে, জ্ঞান হচ্ছে, যা আমরা জানি এবং যা জানিনে তার জ্ঞান' তা হলে নূতন পরীক্ষায় আমরা দেখতে পাব যে এমন জ্ঞানের সত্যিকার কোনো সার্থকতা নেই। কারণ অবয়বহীন এমন জ্ঞান দ্বারা আমাদের পূর্বের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করা আবশ্যক। আমরা পূর্বে ভ্রান্তভাবেই মনে করেছি যে, এই জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত পরিবার ও রাষ্ট্রে সুশৃঙ্খল বিরাজ করবে।

তুমি তোমরা পূর্বের মত প্রত্যাহার করছ?

হ্যাঁ, তাই। কারণ অত সহজে আমাদের এ অনুমান করা সংগত হয় নি যে, ব্যক্তি যদি আপন আপন জ্ঞান অনুসারে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে এবং যা সে জানে না তার সম্পাদনভার যে জানে তার উপর অর্পণ করে তা হলেই মানবজাতি বিরাটভাবে উপকৃত হবে।

কেন, তেমন অনুমান কি সঠিক নয়?

না, এখন আমি সে অনুমানকে সঠিক মনে করিনে।

সক্রেটিস, কী অদ্ভুত তোমার যুক্তি-পদ্ধতি।

মিশর দেশের সারমেয়র নামে আমি শপথ করে বলতে পারি, ক্রিটিয়াস, এ ব্যাপারে তোমার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। এবং আমি যখন খানিকপূর্বে দুঃখজনক পরিণামের কথা বলছিলাম তখন আমার একথাই মনে হচ্ছিল। আমার তখনি বোধ হচ্ছিল, আমরা ভ্রান্তপথে অগ্রসর হচ্ছি। কেননা যত সহজেই জ্ঞানকে আমরা উল্লিখিতভাবে স্বীকার করিনে কেন, আমাদের জীবনে এ জ্ঞানের সার্থকতা কোথায়?

ক্রিটিয়াস বলে উঠল : দোহাই সক্রেটিস, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে। তুমি কি দয়া করে স্পষ্টভাবে আমাকে বুঝিয়ে বলবে, কী তুমি বুঝাতে চাচ্ছ?

এ ব্যাপারেও আমি তোমার সাথে একমত। আমি জানি যা বলেছি, তা অর্থহীন জাল বুননি বোধ হচ্ছে। তবু বুদ্ধির প্রতি সততা রেখে কেউ কি নিজের মনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে অস্বীকার করতে পারে? তোমার এ মনোভাবটি আমি প্রশংসা করি সক্রিটিস।

তা হলে ক্রিটিয়াস, তুমি আমার স্বপ্নকথা শ্রবণ কর। এটা আমার অলীক কল্পনা। কিনা তা আমি জানিনে। তবু তুমি শ্রবণ কর। মনে কর যে সংজ্ঞা আমরা দিয়েছি, জ্ঞান তাই। এবং জ্ঞান দ্বারাই আমরা সবাই চালিত হই। তা হলে ব্যক্তিমাত্রেরই প্রত্যেকটি কার্য বিজ্ঞান বা কলার নীতি অনুসারেই সম্পাদিত হবে। কাজেই যে যান পরিচালক নয় সে নিজেকে যান-পরিচালক বলে দাবি করতে পারে না এবং যে চিকিৎসক নয় বা সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক নয় সেও নিজেকে চিকিৎসক বা অধিনায়ক বলে নিজেকে দাবি করতে পারবে না। অর্থাৎ প্রতারণার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। কোনো প্রতারক আর আমাদের প্রবঞ্চনা করতে সক্ষম হবে না। আমাদের জনস্বাস্থ্য রক্ষিত হবে, আমাদের সমুদ্রযাত্রায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ঘটবে; কারিগরবৃন্দ সততার সাথে আপন আপন কর্তব্য সাধন করবে এবং আমাদের পরিচ্ছদ, পাদুকা এবং অপরাপর আসবাব ও যন্ত্রাদি সুকৌশলে নির্মিত হবে। শুধু এ পর্যন্ত কেন? এস আমরা আর একটু অগ্রসর হই। ভবিষ্যদ্বক্তার স্থলে সত্যকার ভবিষ্যদ্বক্তার প্রতিষ্ঠা হবে। একথা স্বীকার করা যায় যে, এরূপ হলে মানবজাতি জ্ঞান দ্বারাই পরিচালিত হবে। প্রজ্ঞা প্রহরীর ন্যায় অজ্ঞতাকে মানুষের জীবন থেকে দূরে ঠেকিয়ে রাখবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে-প্রশ্নটির মীমাংসা আমরা এখনো করতে পারি নি সে হচ্ছে এই যে : মানুষ যদি প্রজ্ঞা দ্বারা চালিত হয় তা হলেও সে কি সত্যকারভাবে সুখী হতে পারবে?

ক্রিটিয়াস বলল : তথাপি আমার ধারণা যে, জ্ঞানকে পরিত্যাগ করে সুখের মুকুট আমরা কোথাও খুঁজে পাব না।

কিন্তু কিসের জ্ঞান, ক্রিটিয়াস? তুমি শুধু এই ছোট্ট প্রশ্নটির জবাব দাও। কিসের জ্ঞান? পাদুকা প্রস্তুত করার জ্ঞান?

কি যে বল!

অথবা অলঙ্কার নির্মাণের?

তাও নয়।

অথবা পশম, কাষ্ঠ বা এই জাতীয় অপর কোনো কাজের জ্ঞান?

না, আমি তা মনে করিনে।

তা হলে আর বলা চলে না যে, জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হলেই মানুষ সুখী হবে। উপরে যাদের কথা উল্লেখ করা হলো তারা তো জ্ঞান অনুযায়ী আপন আপন কার্য সম্পন্ন করে। তথাপি তুমি তো তাদের সুখী বলতে চাও না। আমার মনে হচ্ছে তুমি সুখকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চাচ্ছ। হয়তো তুমি বলতে চাচ্ছ যে, ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় যাদের ভবিষ্যকালের জ্ঞান আছে, তারাই সুখী। তুমি কি এরূপ কোনো অংশকেই সুখী বলতে চাচ্ছ, ক্রিটিয়াস?

হ্যাঁ, আমি অবশ্য এরূপ লোককে ভেবেই বলেছি। কিন্তু তা ছাড়াও তো সুখী ব্যক্তি রয়েছে।

হ্যাঁ আছে। সে কেবল তেমন ব্যক্তি যে ভূত-ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সম্বন্ধে শুধু নয়, . সবকিছুই যে জানে, তেমন ব্যক্তিকেই তুমি সর্বজ্ঞানী ও সর্বসুখী বলে ভাবতে পার।

হ্যাঁ, এরূপ মানুষই সর্বজ্ঞানী ও সর্বসুখী।

তবু তুমি আর একটি কথা আমায় বুঝিয়ে বল, ক্রিটিয়াস। এমন ব্যক্তির সবকিছুর জ্ঞান আছে সত্য। কিন্তু কোন বিশেষ জ্ঞান তাকে বেশি সুখী করে? অথবা তুমি কি মনে কর যে, সব জ্ঞানই তাকে সমানভাবে সুখী করে?

না, সব জ্ঞান নিশ্চয়ই তাকে সমভাবে সুখী করে না।

তা হলে কোন বিষয়ের জ্ঞান বেশি সুখী করতে পারে? সেকি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের জ্ঞান? না, সতরঞ্চ না দাবা খেলার জ্ঞান?

সতরঞ্চ খেলা তো অর্থহীন।

তা হলে গণনের জ্ঞান?

না।

দেহকে সুস্থ রাখার জ্ঞান? একথা সত্যের কিছুটা নিকটবর্তী।

একথা যদি সত্যের কিছুটা নিকটবর্তী হয় তা হলে কোন জ্ঞান সত্যের একেবারে নিকটবর্তী : অর্থাৎ কোন জ্ঞান আর আংশিক নয়, পরিপূর্ণভাবে সত্য।

যে জ্ঞান দ্বারা আমরা শুভ-অশুভকে অনুভব করতে সক্ষম হই।

কী অদ্ভুত। সক্রেটিস, তুমি আমাকে চক্রাকারে ঘুরিয়ে চলেছ। অথচ এই কথাটিই তুমি এতক্ষণ অবধি আমার নিকট থেকে গোপন করে রেখেছ যে, শুভ-অশুভের জ্ঞান বই অপর কোনো জ্ঞানই

মানবজীবনকে সঠিকভাবে পরিচালিত বা সম্পূর্ণরূপে সুখী করে তোলে না। তথাপি আমি বলি, ক্রিটিয়াস, শুভ-অশুভের জ্ঞানকেও যদি আমরা অস্বীকার করি, তা হলেও দেহের উপর ঔষধের মঙ্গলকর ক্রিয়া কি বন্ধ হয়ে যাবে? পাদুকা প্রস্তুতকারী কারিগর কি পাদুকা প্রস্তুতে অসমর্থ হয়ে পড়বে, বয়নশিল্পী কি আপন শিল্পদক্ষতাকে বিস্মৃত হবে, নৌযান পরিচালক কি সমুদ্রবক্ষে এবং সেনাধিপতি যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যর্থ হবে?

না, তা তো নয়ই।

তা হলেও তুমি হয়তো বলবে, শুভ-অশুভের বিজ্ঞান ব্যতীত এ সমস্ত কাজের কোনোটিই সুসম্পন্ন হবে না?

আমার তাই মনে হয়।

কিন্তু শুভ-অশুভের বিজ্ঞান কি জ্ঞান বা সংযমের বিজ্ঞান? তা তো নয়। তোমার শুভ অশুভের বিজ্ঞান হচ্ছে শুধু উপকারিতার বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বা অজানার বিজ্ঞান নয়। সুতরাং শুভ-অশুভের বিজ্ঞানই যদি সার্থকতার বিজ্ঞান হয় তা হলে জ্ঞান বা সংযমের বিজ্ঞান কোনো সার্থকতার বিজ্ঞান নয়।

ক্রিটিয়াস আমার এ সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়ে বলল : কেন? প্রজ্ঞার বিজ্ঞান অসার্থকতার বিজ্ঞান কেন হবে? কেননা জ্ঞানকে আমরা বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বলেছি এবং অপর সমস্ত বিজ্ঞানের উপর তার প্রভাবের কথা স্বীকার করেছি। কাজেই শুভ-অশুভের বিজ্ঞানও প্রজ্ঞার বিজ্ঞানের প্রভাবাধীন বলে বিবেচিত হবে। এবং সেদিক দিয়ে, যেহেতু শুভ-অশুভের বিজ্ঞান হচ্ছে সার্থকতার বিজ্ঞান এবং যেহেতু সার্থকতার বিজ্ঞান প্রজ্ঞার বিজ্ঞানেরই অধীন সেজন্য প্রজ্ঞার বিজ্ঞানও সার্থকতারই বিজ্ঞান।

কিন্তু প্রজ্ঞা কি আমাদের স্বাস্থ্য দান করে? না, স্বাস্থ্য হচ্ছে ঔষধ প্রয়োগের ফল? 'জ্ঞান' কি অপর কোনো শিল্প-কৌশলের কাজ সমাধা করে দিতে পারে? আমরা কি বহু পূর্বেই দ্ব্যর্থহীনভাবে বলি নি যে, 'প্রজ্ঞা' হচ্ছে কেবল 'জ্ঞান এবং অ-জ্ঞানের জ্ঞান', অপর কিছু নয়।

সে তো ঠিক।

তা হলে একথাও ঠিক যে প্রজ্ঞা আমাদের সম্পদ সৃষ্টি করে না?

না, তা করে না।

স্বাস্থ্যরক্ষার কৌশলও ভিন্ন প্রকৃতির?

হ্যাঁ, অবশ্যই ভিন্ন প্রকৃতির।

তা ছাড়া, প্রিয় বন্ধু প্রজ্ঞার মাধ্যমে কোনো সুবিধা বা উপকার লাভ আমরা করি না। এ কার্য অপর একটি বিজ্ঞান সাধন করে একথা আমরা কিছু পূর্বেই বলেছি।

সে কথাও সত্য।

তা হলে যে-'প্রজ্ঞা' কোনো সার্থকতা বহন করে আনে না তাকে তুমি সার্থকতার জ্ঞান কী করে বলবে?

না, তাও তো বলা চলে না।

তা হলে ক্রিটিয়াস তুমি এবার বুঝতে পারছ, কেন আমি জ্ঞান সম্পর্কে আমার নিজ জ্ঞানকে অস্বীকার করেছিলাম। জ্ঞান সম্পর্কে আমার অজ্ঞানতা অর্থাৎ আমার অক্ষমতা প্রকাশ যথার্থই হয়েছিল। কেননা, আমার আপন বিচার-ক্ষমতার উপর সামান্য আস্থা থাকলেও বলতে হয় যে, যাকে সর্বোত্তম বলা চলে সে নিশ্চয়ই সার্থকতাহীন বলে অনুভূত হতে পারে না। কিন্তু আমার অনুসন্ধান-ক্ষমতাও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে : সংযম বা প্রজ্ঞা সত্যকারভাবে কাকে বলা হয় আমি তা নির্ধারণ করতে অক্ষম হয়েছি। অথচ একাধিক অভিমত আমরা প্রমাণের অপেক্ষা না রেখেই প্রকাশ করেছি। আমরা বলেছি : বিজ্ঞানের বিজ্ঞান আছে। যুক্তি বলেছে : না, তা সম্ভব নয়। আমরা বলেছি; এই বিজ্ঞান সব বিজ্ঞানের কার্যই সমাধা করে। যুক্তি বলেছে : এর কোনো প্রমাণ নেই। একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, আমরা প্রমাণ করতে চেয়েছি যে, জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞান ও অ-জ্ঞান উভয়ের জ্ঞান রাখে। অথচ যা অ-জ্ঞান' তা যে কখনো জ্ঞান' হতে পারে না অর্থাৎ যে ব্যক্তি যা জানে না তা সে অবশ্যই জানে না; সে না-জানাকে যে আমরা একই সাথে তার জানার অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনে, যুক্তির এই সাধারণ নীতিকেও পরোয়া করি নি। কারণ, আমাদের মনে পূর্ব-কল্পিত এক বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে এক ব্যক্তির পক্ষে জানা এবং অ-জানা উভয়কে জানা সম্ভব। কিন্তু এরূপ চিন্তা করা অসংগতির চরম। আমাদের এত ইচ্ছামূলক স্বীকৃতি সত্ত্বেও প্রজ্ঞার' সত্যতা আমাদের নিকট ধরা দিতে আদৌ সম্মত হলো না; এ সত্য এখনো আমাদের এড়িয়ে চলছে। আমাদের বিচার্য প্রশ্ন এখন এত জটিল ও হাস্যাস্পদ আকার গ্রহণ করেছে যে প্রতিপাদ্যের বিরোধী সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ সংযম বা জ্ঞানের যে সংজ্ঞাকে আমরা সর্বতোভাবে সঠিক মনে করেছিলাম সে সংজ্ঞার বিরোধী সত্যই প্রকট হয়ে উঠেছে। যা সার্থক ছিল তা এখন মূলত অসার্থক বলে অনুভূত হচ্ছে। এ পরিণতির জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো খেদ নেই। আমার আফসোস, চারমিডিস, শুধু তোমার জন্য। আমার দুঃখ তোমার এরূপ কালিমাহীন দেহসৌষ্ঠব এবং আত্মার প্রজ্ঞা এবং সংযম থাকা সত্ত্বেও প্রজ্ঞা বা সংযম তোমার জন্য কোনো সার্থকতা বহন করে আনে না। অনুতাপ এজন্যও যে প্রেসবাসীদের নিকট হতে অতিশয় পরিশ্রম সহকারে যে-বিদ্যার জন্য জাদুমন্ত্রকে আয়ত্ত

করে আনলাম সে বিদ্যাই মূল্যহীন? তাই আত্মধিক্কারের সাথে বরঞ্চ আমি বলি; কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটেছে। এবং সে ত্রুটি আমার অক্ষমতারই ত্রুটি। কারণ প্রজ্ঞা ও সংযম তো অবশ্যই মঙ্গলকর গুণবিশেষ। চারমিডিস, তুমি যদি যথার্থই এ গুণের অধিকরী হয়ে থাক, তা হলে তুমি অবশ্যই সুখী। কাজে কাজেই আত্মপরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে তুমি বিচার করে দেখ যথার্থই তুমি এ গুণে গুণী কিনা এবং যে জাদুমন্ত্রের উল্লেখ আমি করেছি সে জাদুমন্ত্র ব্যতিরেকেই তুমি সুস্থ হতে পার কিনা? তা যদি সম্ভব হয়, তা হলে বরঞ্চ আমাকে তুমি মূর্খ বলেই জেনো এবং নিজের ওপর এই বিশ্বাস রেখো যে, যত অধিক তুমি সংযমে সংযমী এবং জ্ঞানী হয়ে উঠবে, তত অধিক তুমি সুখী হবে।

চারমিডিস বলল : প্রাজ্ঞ, একথা আমি নিশ্চয় করে জানিনে জ্ঞান ও সংযমের এই গুণ আমার মধ্যে আছে কিংবা নাই। কেননা আপনি এবং ভ্রাতা ক্রিটিয়াস যে গুণের রূপ নির্ণয়ে পরাজয় স্বীকার করেছেন সে গুণে গুণান্বিত বলে দাবি করা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। কিন্তু আপনাদের পরাজয় স্বীকারকে আমি গ্রহণ করতে পারিনে। তাই আপনার জাদুমন্ত্র গ্রহণের আবশ্যকতা আমি অনুভব করি। বস্তুত প্রতিদিনই যেন আপনার মন্ত্রে বিমোহিত হবার সৌভাগ্য আমি লাভ করতে পারি।

ক্রিটিয়াস বলল : অতি উত্তম চারমিডিস। সক্রেটিসের মন্ত্রদানে তুমি যদি সম্মত হও, যদি না কখনো তুমি তাকে পরিত্যাগ কর তা হলে অবশ্যই তোমার সংযমের প্রমাণ মিলবে।

ক্রিটিয়াস, আপনি আমার অভিভাবক। আপনার আদেশ শিরোধার্য। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি প্রাজ্ঞ সক্রেটিসকে অনুসরণ করা থেকে কখনো বিরত হবো না।

আনন্দের সাথে আমি সেই আদেশ দিচ্ছি, চারমিডিস।

আপনার আদেশ গ্রহণ করে অদ্য হতেই আমি মনীষী সক্রেটিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম।

আমি বলে উঠলাম : কি হে আমার বিরুদ্ধে তোমরা দুভাই মিলে কি ষড়যন্ত্র তৈরি করে তুলছ?

ষড়যন্ত্র সাধন হয়ে গেছে, প্রাজ্ঞ! তৈরি করার অবস্থা আমরা অতিক্রম করে এসেছি। তরুণ! তোমরা আমার কি কোনো বিচার পর্যন্ত না করে জবরদস্তি প্রয়োগ করবে।

রসিক প্রাজ্ঞ। ভ্রাতা ক্রিটিয়াসের আদেশ আমার শিরোধার্য। তিনি তেমন আদেশ দিলে কি আমি তা পালন করব না? আপনি আমায় বলে দিন।

কিন্তু বৎস! তোমার যেরূপ দৃঢ়তা তাতে আমার বিষয় বিবেচনার পর্যায় তো অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তোমার দাবি যে অপ্রতিরোধ্য।

মন্ত্রদাতা! তা হলে আমায় আপনি গ্রহণ করুন।

আমি তোমাকে গ্রহণ করলাম, বৎস।

লীসিস

লীসিস

চরিত্রাবলি

সক্রেটিস- কথক

মেনেক্সেনাস

হিপোথ্যালিস

লীসিস

সিসিপাস

স্থান

এথেন্সের প্রাচীরের বহির্ভাগে নব-নির্মিত ক্রীড়াগার।

.

একাডেমী পরিত্যাগ করে আমি সোজা শিক্ষাগারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। প্রাচীর সংলগ্ন বহির্ভাগের রাস্তায় এসে ওঠাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। শহরের খিড়কিদ্বার অবধি যখন পৌঁছেছি তখন আমার সম্মুখে হিরোনিমাসের পুত্র হিপোথ্যালিস এবং পিনীয়বাসী সিসিপাসকে আমি দেখতে পেলাম। তাদের দুজনকে ঘিরে তখন একদল যুবকও রাস্তার উপর দাঁড়িয়েছিল। আমাকে অগ্রসর হতে দেখে হিপোথ্যালিস জানতে চাইল আমি কোথা হতে আসছি এবং কোথায় যেতে চাচ্ছি।

আমি বললাম : একাডেমী থেকে সোজা শিক্ষাগারের দিকেই আমি যেতে চাচ্ছি। আমার কথা শুনে হিপোথ্যালিস বলল : তার চেয়ে বরঞ্চ আপনি আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করুন।

আমি বললাম : তুমি কে? এবং কোথায়ই বা আমি যাব।

সে আমাকে একটি প্রচীরঘেরা স্থান এবং তার দেওয়ালে স্থাপিত একটি প্রবেশদ্বার দেখিয়ে বলল; আমরা এই দালানটিতেই সাধারণত সমবেত হই। আপনি আসুন। আপনি অবশ্যই একটি সৎসঙ্গের সাক্ষাৎ পাবেন।

আমি বললাম; কিন্তু এটি কিসের বাড়ি? এবং তোমরা কি আমোদ-প্রমোদেই সময় ব্যয় কর?

আমার প্রশ্নের জবাবে যুবক হিপোথ্যালিস বলল : এটি হচ্ছে নবনির্মিত কুস্তিশালা। আমাদের আমোদ-প্রমোদ সাধারণত তর্কবিতর্কে সীমাবদ্ধ থাকে। আপনি এ আলোচনাতে যোগদান করলে আমরা বিশেষ সুখী হবো।

আমি বললাম; তোমার কথা শুনে আমি খুশি হলাম। আশা করি তোমাদের জন্য একজন শিক্ষকও রয়েছেন।

সে বলল : হ্যাঁ, আমাদের শিক্ষাদাতা হচ্ছেন আপনারই গুণমুগ্ধ মিকাস।

আমি বললাম : এ তো অত্যন্ত ভালো কথা। মিকাস অবশ্যই একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক।

আপনি তা হলে আমাদের সঙ্গে আসুন। সবার সাথেই আপনার সাক্ষাৎ হবে।

বেশ চল, আমি যাচ্ছি। কিন্তু প্রথমে আমাকে বল, সেখানে গিয়ে আমাকে কী করতে হবে এবং তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়ই বা কে?

প্রাজ্ঞ সক্রেটিস, আমাদের সবার কোনো একজনই মাত্র প্রিয় নয়। কিছু সংখ্যকের হয়তো একজন প্রিয়। অপর কিছু সংখ্যকের প্রিয় হচ্ছে অপর কোনো জন।

বেশ, বেশ! আচ্ছা হিপোথ্যালিস, তোমার প্রিয় পাত্রটি কে?

আমার প্রশ্ন শুনে যুবক হিপোথ্যালিস লজ্জায় রক্তরাঙা হয়ে উঠল। তাকে লজ্জা থেকে বাঁচাবার জন্য আমি বললাম; হিরোনামাসের পুত্র হিপোথ্যালিস। থাক, আর নাম বলে তোমায় জবাব দিতে হবে না। তোমার রক্তিম গণ্ডদ্বয়ই আমায় বলে দিচ্ছে তুমি শুধু প্রেমেই পড় নি প্রিয়র জন্য তোমার প্রেম সুগভীরও বটে। সাদামাটা মূর্খ মানুষ আমি। তথাপি বিধাতা আমাকে অন্তত তোমাদের মায়ামমতাকে অনুভব করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

আমার একথায় তরুণের মুখমণ্ডল অধিকতর রক্তরাঙা হয়ে উঠল। এমন সময়ে সিসিপাস বলে উঠল; হিপোথ্যালিস, তোমার লজ্জারুণ গণ্ড এবং তোমার প্রিয়পাত্রটির নাম উচ্চারণে ইতস্তত দেখতে আমার

খুবই ভালো লাগে। অথচ সক্রেটিসের নিকট তুমি যে নামটি উচ্চারণ করতে আরক্ত হয়ে উঠছ তাকে মুহূর্তের জন্য কাছে পেলে অর্থহীন প্রেমের কথায় তাকে উদ্ব্যস্ত করে তুলতে।

তৎপর আমাকে লক্ষ্য করে সিসিপাস বলল : বস্তুত সক্রেটিস, সে তার লীসিসের গুণকীর্তন করে করে আমাদের কান প্রায় বধির করে এনেছে। এবং এই গতিতে অগ্রসর হলে আমাদের নিদ্রাও হয়তো 'লীসিস' আর্তধ্বনিতে টুটে যাবে। হিপোথ্যালিসের আবেগ প্রকাশের ভাষারও তুলনা নেই। তার গদ্যই সহ্য করা দায়। কিন্তু তার কবিতার নিকট সে গদ্য দাঁড়াতেই পারে না। তার সেই সমস্ত আবেগের প্রকাশ ও কবিতার ঝড় যখন আমাদের উপর আঘাত হানতে থাকে, তখন আর পালাবার পথ পাইনে। কিন্তু সবার বাড়া হচ্ছে হিপোথ্যালিসের প্রেমসঙ্গীত। আর তার কণ্ঠের জোর? সে দুর্বিরোধ্য, ভয়ঙ্কর। আর এখন তার অবস্থা দেখ, সক্রেটিস। তোমার একটি প্রশ্নে বীর প্রেমিক কিরূপ লজ্জারাঙা হয়ে উঠেছে।

আমি বললাম : কিন্তু লীসিস কে? নিশ্চয় সে বয়সে বেশ তরুণ। কারণ আমার স্মরণে তো এমন কোনো নাম খুঁজে পাচ্ছিনে।

সিসিপাস বলল : হ্যাঁ, সে বয়সে তরুণ নিশ্চয়। এ নাম তার পৈতৃক নাম। তার পিতা একজন প্রখ্যাত নাগরিক। কিন্তু লীসিস এখনও নিজের নামে পরিচিত হয়ে উঠে নি। তুমি তাকে নামে না চিনলেও নিশ্চয়ই তাকে দেখে থাকবে। কেননা অপর কিছু না হলেও তর মুখমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য তাকে সবার মধ্যে বিশিষ্ট করে তোলে।

আমি বললাম : কিন্তু কার পুত্র সে?

ডিমোক্রাটিসের জ্যেষ্ঠপুত্র সে।

আমি বললাম : আহা! তরুণ হিপোথ্যালিস। তুমি সত্যই এক মহৎ এবং সুন্দর প্রেমিকের সাক্ষাৎ পেয়েছ। এবার নিশ্চয় তুমি তোমার আরাধ্যকে একবার দেখাবে। তা হলেই আমি সম্যকভাবে বুঝতে সক্ষম হবো, তরুণ প্রেমিক নিজের নিকট বা অপর সবার নিকট আপন প্রেমাস্পদ সম্পর্কে সংগতভাবে মনের কী ভাব প্রকাশ করতে পারে।

এবার হিপোথ্যালিস নিজে বলল : পণ্ডিত সক্রেটিস! আপনি নিশ্চয়ই সিসিপাসের ভাষণকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করবেন না।

আমি বললাম : কিন্তু তরুণ, তুমি কি তা হলে চাও যে সিসিপাসের উল্লিখিত ব্যক্তিকে তুমি ভালবাস না?

সে বলল : না তা নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি অমনিভাবে তার উদ্দেশে কোনো গদ্য বা কাব্যকলা তৈরি করিনে।

দুষ্ট সিসিপাস বাধা দিয়ে বলল : না সক্রেটিস, একে বিশ্বাস কর না। ও বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে। ও জানে না ও কী বলছে।

আমি বললাম : তরুণ হিপোথ্যালিস, তুমি সঙ্কোচ কর না। তোমার প্রিয়পাত্রের উদ্দেশে যদি তুমি কখনো বা কাব্য-গাথা রচনা করে থাক, আমি তা শুনতে চাইনে! তুমি আমাকে শুধু সেই রচনাসমূহের মূল কথাটি বল! তা হলেই তোমার প্রিয়পাত্রের প্রতি তোমার দৃষ্টিভঙ্গিকে আমি সম্যকভাবে বুঝতে সক্ষম হবো।

এবার তরুণ হিপোথ্যালিস সিসিপাসকে আক্রমণ করে বলল : সিসিপাসের কানে যদি আমার কাব্যকলা রাত্রি-দিন গর্জনই করতে থাকে তা হলে সিসিপাসই অপনাকে তার মর্মার্থ বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হবে।

অদম্য সিসিপাস বলে উঠল : অবশ্যই। আমি অতি উত্তমরূপেই হিপোথ্যালিসের কাব্য-গাথাকে জানি। আর সে জানার কাহিনীও খুব হাস্যস্পদ। কারণ, হিপপাথ্যালিস একজন প্রেমিক এবং একনিষ্ঠ প্রেমিকই বটে। কিন্তু তার প্রিয়পুত্রের নিকট শিশুর কাকলি ব্যতীত অপর কিছুই আর বলার থাকে না। হিপোথ্যালিস তার প্রেমাস্পদের কানে কেবল গুনগুনিয়ে তার পিতা ডিমোক্রাটিসের নগরখ্যাত ধন-সম্পদের কথা এবং পিতামহ লীসিস এবং অপরাপর পিতৃপুরুষদের গুণাবলির কথা বলতে থাকে। আর বলে তাদের পালের অশ্বের কথা। পিথিয়া, ইজমাস বা নিমিয়া প্রতিযোগিতায় তাদের জয়লাভের কাহিনী নিয়ে সে কাব্যরচনা করে তার প্রেমাস্পদকে উপহার দেয়। এর চেয়ে হাস্যোদ্দীপক আর কি হতে পারে? তথাপি এর চেয়েও শিশুসুলভ প্রগলভতা তার প্রকাশ পেয়েছে গত পরশুদিন। সেদিন সে তাদের বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত হিরাক্লিসের বন্দনা নামে এক কবিতা রচনা করেছে। এই কবিতায় সে প্রকাশ করেছে, কীভাবে এই সম্পর্কের জন্যই লীসিসের জনৈক পিতপুরুষ দ্বারা সে অভ্যর্থিত হয়েছিল। এই পিতৃপুরুষ নাকি ছিলেন দেবরাজ জিউস-জাত। স্ত্রীসুলভ এই কাহিনীই হিপোথ্যালিস ‘গানের সুরে এবং কবিতার আবৃত্তিতে আমাদের কর্ণকুহরে ঢেলে দেয় এবং তাই আমাদের শ্রবণ করতে হয়। কী সৌভাগ্য।

আমি বললাম : বৎস হিপোথ্যালিস! বিজয়লাভের পূর্বেই বিজয়ের আত্মপ্রসাদের স্তবগান কি সঙ্গত?

হিপোথ্যালিস বলল : কিন্তু প্রাজ্ঞ, আমার কবিতা বা গান তো আত্মপ্রশংসার গীত নয়।

তুমি তা মনে কর না?

না, অবশ্যই নয়। কিন্তু এ তো আমার অভিমত। আপনি কী অভিমত পোষণ করেন? আমি কিন্তু তাই মনে করি হিপোথ্যালিস। এসব গানই তোমার আত্মপ্রশংসার গীত। কেননা তুমি যদি তোমার সুন্দরকে লাভ করতে পারে, তা হলে এ-গান তোমার আপন গৌরব-গাথা বলেই বিবেচিত হবে। সবাই বলবে, এ তো বিজয়ীর সম্মানে গীত সংগীত। অপরদিকে তোমার সুন্দর যদি তোমার নিকট ধরা না দেয় এবং যদি তুমি তার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হও তা হলে তোমার প্রেমাস্পদকে উদ্দেশ করে গীত সংগীত তা তোমাকেই অধিকতর হাস্যাস্পদ করে তুলবে। এজন্যই জ্ঞানী প্রেমিক প্রেমাস্পদকে লাভ করার পূর্বে তার প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে না। কেননা আপন অন্তরে হারাবার আশঙ্কায় সে ভীত। অপর একটি বিপদের কথাও চিন্তা করে দেখ : তুমি যদি তোমার সুন্দরকে প্রশংসার চূড়ায় স্থাপন কর তা হলে অহঙ্কার ও দম্ভ তার আত্মাকে বিনষ্ট করে দেবে। একথা কি স্বীকার কর না?

হ্যাঁ একথা সত্য।

এবং যত সে দম্ভী হয়ে উঠবে তত সে তোমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

আমি তাই বিশ্বাস করি।

তাই যদি হয়, তা হলে যে শিকারি তার শিকারকে ভীতসন্ত্রস্ত করে আপন মৃগয়াকেই অসাধ্য করে তোলে তার সম্বন্ধে তুমি কি বলবে?

সে অবশ্যই ব্যর্থ শিকারি।

ঠিক তাই। এবং সে যদি সংগীত ও শব্দের মহড়া দ্বারা শিকারকে উত্তেজিত করে। তোলে নিশ্চয় তুমি তাকে বুদ্ধিহীন বলেই আখ্যায়িত করবে। তাই নয় কি?

হ্যাঁ, তাই বটে।

হিপোথ্যালিস, এবার তা হলে চিন্তা করে দেখ, তোমার-কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে এরূপ কোনো ত্রুটি ঘটেছে। কেননা, যে কবি কাব্যচর্চার দ্বারা নিজেরই অনিষ্ট সাধন করে, তাকে নিশ্চয়ই তুমি উঁচুদরের কবি বলে স্বীকার করবে না।

সে তো নিশ্চয়ই। প্রাজ্ঞ সক্রেটিস। এরূপ কবি বুদ্ধিহীন বলেই বিবেচিত হবে। এবং আপনার এরূপ উপদেশের জন্যই আমি আপনাকে সব কথা খুলে বলতে চাই। আপনি আমায় অপর যে-কোনো উপদেশ দিবেন আমি তাইও আনন্দের সাথে গ্রহণ করব। আপনি আমাকে দয়া করে বলুন কিরূপ প্রকাশ বা কার্য দ্বারা আমি আমার প্রিয়পাত্রের নিকট প্রিয় হয়ে উঠতে পারি।

এ বড় কঠিন কাজ বৎস। তথাপি তুমি যদি তোমার প্রেমাস্পদকে আমার নিকট নিয়ে আসতে পারে এবং আমাকে যদি তার সঙ্গে আলাপ করতে দাও তা হলে আমি তোমাকে বলে দিতে পারব, তোমার এই সংগীতালাপ বা কাব্যচর্চার বদলে কীভাবে তোমার প্রিয়পাত্রের সহিত বাক্যালাপ করা সংগত।

আমার কথার জবাবে হিপোথ্যালিস বলল : আপনি দয়া করে যদি সিসিপাসের সঙ্গে এসে ক্রীড়ামঞ্চে আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য আসন গ্রহণ করেন এবং কিছু আলোচনা করেন তা হলে আর ওকে সেখানে নিয়ে আসাতে অসুবিধা হবে না। তা হলে সে নিজেই চলে আসবে। আলোচনা শুনতে সে বিশেষ পছন্দও করে। তা ছাড়া এখন হারমিয়া উৎসব চলছে। এই উৎসবকালে যুবক ও তরুণগণ পরস্পর একসঙ্গেই থাকে। সাধারণত তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় না। সুতরাং সে নিশ্চয়ই এখানে আসবে। কিন্তু যদি সে আলোচনা-সভাতে নাও আসে তা হলেও সিসিপাসের সঙ্গে তার যেরূপ পরিচয় এবং সিসিপাস যখন মেনেক্সেনাসের আত্মীয়, তখন সিসিপাস ডেকে পাঠালে অবশ্যই আসবে।

আমি বললাম; বেশ বেশ, তাই হবে।

একথা বলে আমি সিসিপাসকে নিয়ে ক্রীড়ামঞ্চের দিকে অগ্রসর হলাম। অপর সঙ্গীগণও আমাদের অনুসরণ করল।

উৎসবভূমিতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, ছেলেরা বলিদানের অনুষ্ঠান প্রায় সমাপ্ত করে এনেছে। শুভ্র পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে তারা তখন অক্ষক্রীড়ায় রত হয়েছে। সমবেত তরুণদের অধিকাংশই বহিরাঙ্গনে আনন্দ বিনোদনে ব্যস্ত ছিল। আর কিছু সংখ্যক সভাকক্ষের এককোণে খুঁটি দিয়ে জোড়-বেজোড় খেলছিল। অনেকে আবার দর্শক হয়ে উপভোগ করছিল। এদের মধ্যে লীসিস দাঁড়িয়েছিল। তার মাথায় একটি মুকুট ছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে একটি অপূর্ব সুন্দর ছায়া বিশেষ। তাকে দেখে একথা বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, সে তার অপর গুণাবলি ব্যতীত সৌন্দর্যের জন্যও কম প্রশংসার যোগ্য নয়। এদের অতিক্রম করে আমরা কক্ষের অপর পার্শ্বে শান্ত কোণে গিয়ে আসন নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ শুরু করলাম। এর ফলে লীসিসের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। সে বারংবার ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের মধ্যে চলে আসতে চাচ্ছে। তথাপি সে ইতস্তত করল এবং সাহস সঞ্চয় করে আমাদের দিকে এগুতে পারল না। কিন্তু এবার দেখলাম মেনেক্সেনাস তার খেলা পরিত্যাগ করে বহিরাঙ্গন থেকে কুস্তিমঞ্চে এসে প্রবেশ করল। সে আমাকে ও সিসিপাসকে দেখতে পেয়ে আমাদের পার্শ্বে এসে আসন গ্রহণ করার উদ্যোগ করল। এবার লীসিস মেনেক্সেনাসকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে তার পাশে বসে পড়ল। ক্রমান্বয়ে অপর সব ছেলে এসেও আমাদের সাথে যোগ দিল। আমি লক্ষ করলাম,

হিপোথ্যালিস এদের সবাইকে দেখে ভিড়ের পেছনে আশ্রয় নিল। পাছে লীসিস তাকে দেখতে পায় এবং তার উপর বিরূপ হয় এই ভয়ে সে সবার পেছনে দাঁড়িয়ে আমাদের আলোচনা শুনতে লাগল।

আমি মেনেক্সেনাসের দিকে ফিরে তাকে লক্ষ্য করে বললাম : মেনেক্সেনাস, তোমাদের দুজনের মধ্যে কে বড়?

মেনেক্সেনাস বলল : সেটিই বিতর্কের বিষয়।

বেশ! কিন্তু দুজনার মধ্যে কে মহত্তর? এটিও কি বিতর্কের বিষয়?

এটি তো অধিকতর বিতর্কের বিষয়।

তা হলে কে বেশি সুন্দর এটি নিশ্চয়ই বিতর্কের তৃতীয় বিষয়? আমার কথা শুনে তরুণ দুটি এবার হেসে উঠল।

আমি বললাম : তোমাদের দুজনার মধ্যে কে অধিকতর ধনবান সে প্রশ্ন আমি করব না। কেননা, তোমরা নিশ্চিয়ই পরস্পরের বন্ধু।

অবশ্যই। তারা সমস্বরে জবাব দিল।

এবং একথা তো ঠিক যে, যারা প্রকৃত বন্ধু তাদের একে অপরের চেয়ে ধনবান হতে পারে না। কেননা, তাদের একের সম্পদই অপরের সম্পদ, তাই নয় কি?

আমার কথায় তারা সম্মতি জানাল। আমি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, তাদের মধ্যে অধিকতর ন্যায়পরায়ণ কে এবং কে অধিকতর জ্ঞানী। কিন্তু এই সময়ে কে একজন এসে মেনেক্সেনাসকে সঙ্গে নিয়ে গেল, কেননা ক্রীড়াশিক্ষক তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমার মনে হলো তাকেও হয়তো বলিদানের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হবে। এবার আমি লীসিসকে আরো কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম। আমি বললাম : আমার বিশ্বাস, লীসিস, তোমার পিতামাতা নিশ্চয়ই তোমাকে খুবই ভালবাসেন?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

তারা নিশ্চয়ই তোমার সুখ কামনা করেন?

আজ্ঞে।

কিন্তু ধরা যাক, একজন দাসত্বের অবস্থায় রয়েছে, আপন ইচ্ছামতো সে কিছুই করতে সক্ষম নয়। তাকে কি তুমি সুখী বলবে?

লীসিস বলল, আমার বিবেচনায় সে নিশ্চয়ই সুখী নয়।

এবং তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে ভালবাসেন এবং তোমার সুখ কামনা করেন, তা হলে নিঃসন্দেহে তোমার সুখ লাভেরই সব ব্যবস্থা করবেন।

নিশ্চয়ই।

তা হলে তারা কি তোমাকে তোমার আপন ইচ্ছামতো সব কাজ করতে দেন? কোনো কাজের জন্য তারা কি তোমাকে কটুবাক্য বলেন এবং কোনো কাজে বাধা প্রদান করেন?

প্রাজ্ঞ সক্রেটিস, আপনি যথার্থই বলেছেন। তারা আমার অনেক কাজেই বাধা প্রদান করেন।

এ কি বলছ? তারা তোমাকে সুখী দেখতে চান, তথাপি তোমার কাজে তারা বাধা প্রদান করেন? যেমন ধর, তুমি যদি তোমার পিতার কোনো রথে আরোহণ করতে চাও এবং প্রতিযোগিতার সময়ে রথের রশি গ্রহণ করতে চাও তা হলে তিনি কি তোমাকে সে কাজ করতে অনুমতি দিবেন, না তিনি তোমার কাজে বাধা প্রদান করবেন?

তাঁরা আমাকে কিছুতেই ও কাজ করতে দেবেন না।

রথ চালনার জন্য পিতার একজন বেতনভুক্ত সারথি রয়েছে।

তা হলে তোমার চেয়ে একটি ভূত্যের উপর তাঁরা অধিকতর আস্থা স্থাপন করেন? সে ভত্যকে এজন্যই তিনি পারিশ্রমিক দিয়ে থাকেন?

আজ্ঞে তাই।

কিন্তু নিশ্চয়ই তুমি অশ্বেতর জীবের শকটটা-কে চাবুক দ্বারা আপন ইচ্ছামতো যে কোনো দিকে পরিচালনা করতে পার? আমার বিশ্বাস তারা তোমাকে এ কাজে নিশ্চয়ই অনুমতি দিয়ে থাকেন।

আমাকে অনুমতি দিবেন না, তারা কিছুতেই আমাকে তা করতে দিবেন না।

কিন্তু কেউ কি অশ্বেতর জীবের উপর চাবুক চালনা করে না?

তা করে, কিন্তু সে তো অশ্বেতর জীবের চালক।

কিন্তু সে চালক কি দাস, না স্বাধীন নাগরিক?

সে একটি দাস।

তা হলে তুমি যে তাদের পুত্র তার চেয়ে তাদের নিকট একজন দাসের সম্মান অধিক? তোমার পিতামাতা তাদের বিষয়াদির ভার তোমার উপর ন্যস্ত না করে তার উপর ন্যস্ত করেন? এ ব্যাপারে যখন তার যে-কোনো কিছু করার অধিকার থাকে তখন তোমাকে তাঁর কোনো কিছু করা থেকেই নিবৃত্ত

করেন। তা হলে বৎস। এবার তুমি বল তুমি নিজে তোমার প্রভু না, এ বিষয়েও তোমার কোনো অধিকার নেই?

না, প্রাজ্ঞ এতেও আমার কোনো অধিকার নেই। তারা আমায় এরূপ কোনো অনুমতি দেন না।

তা হলে তোমার অপর কোনো প্রভু রয়েছে?

হ্যাঁ, তিনি আমার শিক্ষক।

বেশ। কিন্তু সেও কি একজন দাস?

হ্যাঁ, সেও একজন দাস।

এটি তে বিস্ময়ের বিষয় যে, একজন স্বাধীন নাগরিক একজন দাস দ্বারা শাসিত হবে। তোমার ব্যাপারে এ দাসের কী করণীয়?

সে আমাকে আমার শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট পৌঁছে দেয়।

আরো প্রভু? তুমি নিশ্চয় একথা বলছ না যে, শিক্ষকমণ্ডলীও তোমার উপর শাসন করেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তারাও আমাকে অবশ্যই শাসন করেন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, তোমার পিতা তোমার উপর শুধু একজন নয়–একাধিক প্রভুকে চাপিয়ে দিয়েছেন। সে থাক, কিন্তু তুমি যখন বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফিরে যাও তখন তোমার জননী নিশ্চয়ই তোমার সুখ ভোগে বাধা প্রদান করেন না? তিনি অবশ্যই তোমাকে তোমার ইচ্ছানুযায়ী সব কাজ করতে দেন। নিশ্চয়ই তার সূচীকর্মের জন্য রাখা উল বা বস্ত্রের খণ্ড তোমার হেফাজতে দিতে তিনি আপত্তি করেন না। এবং তার চিরুনি বা অপর কোনো বয়ন বস্তুকে নাড়াচাড়া করা থেকেও তোমাকে নিবৃত্ত করেন না?

লীসিস হেসে বলল : না, প্রাজ্ঞ সক্রেটিস, তিনি যে শুধু আপনার উল্লিখিত কোনো কিছুই আমাকে স্পর্শ করতে দেবেন না তাই নয়। তার কোনো দ্রব্যকে আমি স্পর্শ করলে তিনি আমাকে রীতিমতো প্রহার করবেন।

আমি বললাম : কী বলছ লীসিস? এ তো আশ্চর্যের কথা। তুমি কি তা হলে কখনো তোমার পিতামাতার প্রতি অসংগত ব্যবহার করেছ?

না, তা আমি করিনে।

তা হলে কেন তারা তোমাকে তোমার ইচ্ছানুরূপ কাজ করতে এত তীব্র উদ্বেগের সাথে বাধা প্রদান করেন এবং কেন তোমার সমস্ত সুখ থেকে তোমাকে বঞ্চিত রাখেন? বস্তুতপক্ষে এমন অবস্থায় তুমি

তো সমগ্র দিনব্যাপী অপরের অধীনে শাসিত হও, ইচ্ছানুযায়ী কোনো কিছু করার অধিকারই তোমার নেই। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের সম্পদ তোমার নিকট মূল্যহীন। তাদের বিষয়াদি তোমার চেয়ে অপর কোনো ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। তুমি তোমার প্রিয়কে নিয়ে কোনো কিছু করতে সমর্থ নও। তোমার প্রিয়পাত্রের পরিচর্যা করার অধিকার অপর কোনো ব্যক্তির–তোমার নয়। কাজে কাজেই লীসিস, তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, তুমি নিজে কারও প্রভু নও এবং তোমার কোনোকিছু করার অধিকার নেই।

কিন্তু প্রাজ্ঞ, আমার তো সে বয়স হয় নি।

আমি বললাম : বয়সের প্রশ্নও সত্যকার কারণ বলে আমার বোধ হচ্ছে না। কারণ তোমার বয়সের অপেক্ষা না করেও নিশ্চয়ই তোমার পিতামাতা তোমাকে অনেক কাজ করার অধিকারও দিচ্ছেন : যেমন, যদি তাদের কোনো কিছু লিখবার বা পাঠ করাবার আবশ্যক হয়, তা হলে আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই তারা বাড়ির মধ্যে তোমাকেই সবার প্রথমে ডেকে পাঠান–তাই নয় কি?

আজ্ঞে, একথা সত্য।

তুমি নিশ্চয় তাঁদের পত্রাবলিকে যে-কোনো ধারায় পড়তে বা লিখতে পার; তুমি অবশ্যই বীণাটি তুলি নিয়ে তাতে সুর যোজনা করতে পার; কিংবা তোমার অঙ্গুলি দ্বারা গজদন্তের মেজরাপটি দিয়ে তারের মধ্যে ঝঙ্কার তুলতে পার–ও-সব ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তোমার জনক বা জননী কোনো বাধার সৃষ্টি করবেন না!

একথাও সত্য।

তা হলে লীসিস, আমাকে বুঝিয়ে বল, কেন তারা তোমাকে এক প্রকার কাজ করার অধিকার দিচ্ছেন, কিন্তু অন্য প্রকার কাজ করা থেকে তোমাকে নিবৃত্ত করছেন?

লীসিস বলল : আমার মনে হচ্ছে, আমি হয়তো এক প্রকার কাজ জানি, কিন্তু অন্য প্রকার কাজ আমি জানি না।

একথা ঠিক বৎস! কারণ তোমার বয়সের অল্পতা নয়, কারণ তোমার জ্ঞানের অল্পতা। সেজন্য যখনি তোমার পিতার বিবেচনায় তুমি তার চেয়ে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন হবে, তখনি তিনি নিজের এবং সমস্ত সম্পদের ভার তোমার উপরই ন্যস্ত করবেন।

আমার তাই মনে হয়।

হ্যাঁ, তাই। এবং তোমার প্রতিবেশী সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য নয় কি? তিনি যদি মনে করেন যে গৃহাদি রক্ষণাবেক্ষণে তুমি অধিকতর পারদর্শী তা হলে তিনি নিজে তত্ত্বাবধান না করে তোমার ওপরই সে তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত করবেন–তাই নয় কি?

হ্যাঁ, আমার মনে হয় তিনি আমার উপরই সে ভার ন্যস্ত করবেন।

এবং এথেন্সবাসীগণও যখন দেখবে যে তাদের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করার মতো যথেষ্ট জ্ঞান তুমি অর্জন করেছ তখন তারা তাদের সব ব্যবস্থার ভারও তোমার উপরই অর্পণ করবে। নয় কি?

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

বেশ, আমি একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ধর, এক মহাপ্রতাপশালী সম্রাটের কথা। তার জ্যেষ্ঠপুত্রও রয়েছে। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র এশিয়ার রাজকুমার। মনে কর তুমি এবং আমি দুজনে গিয়ে সেই রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে প্রমাণ করলাম যে, আমরা রাজকুমারের চেয়ে রন্ধনশিল্পে অধিক পারদর্শী। তা হলে তিনি কি এশিয়ার রাজকুমারের পরিবর্তে আমাদের উপরই তার আহারাদি প্রস্তুতের অধিকার অর্পণ করবেন না এবং উনুনের উপর ফুটন্ত অবস্থায়ও পাত্রাদি নিয়ে আমাদের ইচ্ছামতো কাজ করতে দিবেন না?

স্পষ্টতই আমাদের উপর তিনি এ-ভার ন্যস্ত করবেন।

এবং সুপের মধ্যে আমরা মুঠো মুঠো লবণ দিলেও তিনি কিছু বলবেন না; কিন্তু তার পুত্র অঙ্গুলি পরিমাণ লবণ দিতে গেলেও তাকে সে কাজে বাধা দেওয়া হবে।

হ্যাঁ, অবশ্যই।

অথবা ধর, পুত্রের চক্ষু খারাপ হয়েছে। তা হলে সম্রাট যদি মনে করেন যে, তার পুত্রের ভেষজ-শাস্ত্রের কোনো জ্ঞান নেই, তিনি কি তাকে তার চক্ষুতে হাত লাগাতে দিবেন?

না, তিনি তাকে হাত লাগাতে দিবেন না।

কিন্তু সম্রাট যদি মনে করেন যে ভেষজ-শাস্ত্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান রয়েছে, তা হলে রাজকুমারের চোখ নিয়ে আমাদের যা ইচ্ছা তা করারই অনুমতি দিবেন। ইচ্ছা হলে আমরা তার চোখ খুলে ভস্মও ছিটিয়ে দিতে পারব। কেননা তিনি মনে করেন যে আমরা জানি, এক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা উত্তম।

একথাও ঠিক।

অর্থাৎ যে-কোনো বিষয়ে তিনি তার নিজের চেয়ে বা তার পুত্রের চেয়ে আমাদের জ্ঞান অধিক মনে করবেন, সে কাজের ভার আমাদের উপরই তিনি ন্যস্ত করবেন।

প্রাজ্ঞ সক্রেটিস, এ অনুমান অবশ্যই সত্য।

তা হলে বৎস লীসিস, তুমি দেখতে পাচ্ছ, যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান আছে, যা আমরা জানি, সে বিষয়ে সবাই আমাদিগকে বিশ্বাস করবে। আমরা তাদের বিষয় নিয়ে ইচ্ছানুযায়ী কার্য সাধন করতে পারব, কেউ আমাদের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না–আমরা নিজেরা স্বাধীন হবে এবং অপরের প্রভু হতে পারব। ...কিন্তু যে-বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কেউ আমাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না স্বদেশী বা বিদেশী, এমনকি জনক বা জননী এবং প্রিয় বন্ধু পর্যন্ত সে বিষয়ে আমাদের হস্তক্ষেপে যথাশক্তি প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করবে এবং আমরা অপরের অধীনস্থই হলো।

...ঠিক নয় কি?

লীসিস আমার এ প্রস্তাবনায় সম্মতি জানাল।

আমরা যদি অপরের নিকট অকর্মণ্য বা অপদার্থ হই, তা হলেও অপর কেউ কি আমাদের বন্ধু বলে পরিগণিত হতে চাইবে; কিংবা আমাদের কি কেউ প্রিয় বলে গ্রহণ করবে?

না, তা তো নয়ই।

এমন ক্ষেত্রে তোমার পিতামাতাও তোমাকে ভালবাসতে পারেন না। বস্তুত অকর্মণ্য বলে বিবেচিত হলে কেউই অপর কাউকে ভালবাসতে পারে না, নয় কি?

না, তা পারে না।

তা হলে প্রিয় বৎস! তুমি যদি জ্ঞানী হও, তা হলে সবাই তোমার বন্ধু এবং আত্মীয় হয়ে উঠবে। কারণ, তখন তাদের নিকট তুমি ভালো এবং প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু তুমি জ্ঞানী না হলে, পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজন কেউ তোমার বন্ধু হতে চাইবে না। আর যে-বিষয়ে তোমার এখনো জ্ঞান নেই, সে-বিষয়ে তুমি কি কোনো অহমিকার ভাব প্রকাশ করতে পার?

না, সে তো অসম্ভব।

এবং একথাও ঠিক যে তোমার যদি একজন শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা থাকে, তা হলে বুঝতে হবে যে, তুমি এখনো জ্ঞান অর্জন কর নি।

ঠিকই।

এবং যেহেতু অহমিকা প্রকাশের ন্যায় কোনো জ্ঞান তোমার নেই, সেজন্য অহমিকার ভাবও তুমি প্রকাশ করতে পার না?

প্রাজ্ঞ সক্রেটিস, আমি তাই মনে করি।

লীসিসের এই স্বীকৃতি শুনে আমি হিপোথ্যালিসের দিকে দৃষ্টি ফেরালাম এবং একটি গুরুতর ভুল করার উপক্রম করলাম। কেননা, আমার মনে তখন প্রায় এসে পড়েছিল : হিপোথ্যালিস, তোমার প্রিয়পাত্রের সঙ্গে এমনিভাবেই তোমার কথা বলা কর্তব্য, যেন তোমার আলাপে সে বিনয়ী হয়ে ওঠে, যেন তার মস্তক অবনত হয়ে আসে। প্রশংসার অর্থে তাকে ফাঁপিয়ে তোলা এবং তার চরিত্রে অহমিকা বোধের সৃষ্টি করা উচিত নয়। আমার সৌভাগ্য যে একথা মনে ভাবলেও আমি মুখে উচ্চারণ করি নি। আমি দেখলাম, লীসিসের সঙ্গে আমার কথোপকথন শুনে হিপোথ্যালিস উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। আরও লক্ষ করলাম যে, হিপোথ্যালিস আমাদের নিকটবর্তী থেকে আলোচনা শুনলেও, লীসিস তাকে দেখতে পাক এটি যেন তার ইচ্ছা নয়। এজন্যই আমি চিন্তা করে একথা বলা থেকে বিরত রইলাম।

ইতোমধ্যে মেনেক্সেনাস ফিরে এসে লীসিসের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করল। লীসিস আমার দিকে ঝুঁকে শিশুর ন্যায় আবদার করে আমার কানে কানে বলল যেন মেনেক্সেনাস শুনতে না পায় : প্রাজ্ঞ, আমাকে যেরূপ বলেছেন, মেনেক্সেনাকেও সেরূপ একটু বলুন না? আমি বললাম : তুমি তো বেশ মনোযোগ সহকারেই আমার কথা শুনেছ। তা হলে তুমিই কেন মেনেক্সেনাসকে সে কথা বল না?

লীসিস বলল; আচ্ছা, তাই বলব।

আমি আস্তে আস্তে বললাম; তা হলে কথাগুলি তুমি স্মরণ করে নাও। ওকে বলার সময়ে সব কথা যথাযথভাবে বলার চেষ্টা কর। যদি কিছু বিস্মৃত হয়ে থাক তা হলে আমার সঙ্গে পরবর্তী সাক্ষাতে তা জিজ্ঞেস করে নিয়ো।

দার্শনিক বর, আপনি যেরূপ বলেছেন আমি অবশ্যই তেমনি করব। কিন্তু এখন আপনি না থেমে আরো কিছু নতুন কথা বলুন, যেন আমি যতক্ষণ থাকার অনুমতি পাই ততক্ষণ আপনার বাণী শ্রবণ করতে পারি।

বৎস, তুমি যখন বলছ, তখন তোমাকে আমি বঞ্চিত করতে পারিনে। কিন্তু তুমি তো জান, মেনেক্সেনাস বড় কলহ প্রিয়। ও যদি আমায় বিপদে ফেলতে চায় তুমি যেন আমায় সাহায্য করার চেষ্টা কর।

আপনি যথার্থই বলেছেন। ও বড় একগুঁয়ে তার্কিক। সেজন্যই আমি নিজে ভরসা পাচ্ছিনে। আপনাকেই ওর সঙ্গে একটু তর্ক করতে বলছি।

যেন ও আমাকে তর্কে হারিয়ে বোকা বানিয়ে দিতে পারে।

লীসিস সলজ্জভাবে বলল; না তা নয়। আমার ইচ্ছা আপনি ওকে একটু আচ্ছা করে শিখিয়ে দিন।

আমি বললাম : সে কাজ বড় সহজ নয়। ও বড় সাংঘাতিক ছেলে। সিসিপাসের শিক্ষায় ও শিক্ষিত। আর স্বয়ং সিসিপাসও এই মজলিসে উপস্থিত রয়েছেন, দেখতেই পাচ্ছ।

তাতে কি? তবু আপনি ওর সঙ্গে একটু আলাপ করুন।

তুমি যখন এত করে বলছ, আমাকে শুরু আবার করতেই হবে।

এবার সিসিপাস অভিযোগ করে উঠল, আমরা দুজনে কেন এমনভাবে গোপন আলোচনায় রত রয়েছি এবং তার সব রস থেকে তাদের বঞ্চিত করে রাখছি?

আমি বললাম; তোমাদের সঙ্গে রসকে ভাগ করে ভোগ করতেই আমার আনন্দ। লীসিসকে আমি কয়েকটি কথা বলছিলাম। সে তার অর্থ উপলব্ধি করতে পারছে না। মেননক্সেনাস এ সমস্ত বিষয় ভালোই জানে। তার ইচ্ছা আমি মেনেক্সেনাসকেই এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করি।

সিসিপাস বলল : উত্তম কথা। তা হলে তুমি তাকে কেন জিজ্ঞেস করছ না?

বেশ আমি জিজ্ঞেস করছি, মেনেক্সেনাস তুমি উত্তর দাও। কিন্তু তার পূর্বে একথা আমার বলা আবশ্যক যে, শিশুকাল থেকেই আমি একটা বিশেষ কিছু লক্ষ্য করে অগ্রসর হয়েছি। অনেকের অনেক খেয়াল থাকে। কেউ বা অশ্বপালন করে। কেউ বা কুকুর পোষে, আবার কেউ বা স্বর্ণ জমিয়ে রাখে, কেউ সম্মান অর্জনের চেষ্টা করে। আমার এরূপ কোনো কিছুর উপর তীব্র কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। কিন্তু বন্ধু সংগ্রহের প্রতি আমার একটি প্রবল আগ্রহ রয়েছে। তুমি যদি আমায় জগতের সেরা তিতির পাখি বা কুকুট এনে দাও, তা হলেও তার বদলে আমি একটি উত্তম বন্ধুকে পছন্দ করব। বরঞ্চ আরো এক পা অগ্রসর হয়ে বলছি : বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অশ্ব বা সারমেয় যদি আমাকে দাও তা হলেও তার বদলে আমি একটি উত্তম বন্ধু চাইব। মিসরীয় সারমেয়র নামে তাই আমি শপথ করে বলছি; বন্ধু-সঙ্গ আমার এত প্রিয় যে, সম্রাট দারায়ুসের সমগ্র স্বর্ণভাণ্ডার বা স্বয়ং সম্রাট দারায়ুসের বিনিময়ে আমি একজন সত্যকার বন্ধু পেতে চাইব। এজন্যই যখন আমি দেখি যে তোমাদের ন্যায় তরুণ বয়সেই মেনেক্সেনাস তুমি এবং লীসিস দুজন পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়েছে, এত অল্প বয়সে তোমরা বন্ধুত্বের মূল্যবান সম্পদকে অর্জন করতে পেরেছ, তখন তোমাদের নিকট হতে বহুদূর পড়ে থাকা এই বৃদ্ধও তোমাদের অর্জিত সম্পদ দেখে বিস্মিত না হয়ে পারে না। কিন্তু তোমাদের নিকট আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই। এক্ষেত্রে তোমাদের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ঘটেছে। তোমরাই আমাকে সঠিকভাবে বলতে পারবে : বন্ধুত্ব অর্থাৎ এক ব্যক্তি যখন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ভালবাসে তখন 'বন্ধু' কে? যে ভালবাসে, কিংবা যাকে ভালবাসা হয় অথবা উভয়েই 'বন্ধু' বলে বিবেচিত হতে পারে?

আমার মনে হয় দুজনের যে-কোনো ব্যক্তিই অপরজনার বন্ধু।

তোমার কথার তাৎপর্য কি এই যে, দুজনার মধ্যে যদি শুধু একজন অপরজনকে ভালবাসে তা হলেও দুজনে পরস্পর বন্ধু বলে আখ্যায়িত হবে?

হ্যাঁ আমি তাই বলতে চেয়েছি।

কিন্তু ধর, একের ভালবাসার প্রতিদানে অপরজন ভালবাসে না এবং এরূপ হ্যাঁ খুবই সম্ভব, তা হলে কি বলবে?

হ্যাঁ এরূপ হওয়া সম্ভব।

আবার এমন হতে পারে, যে ভালবাসলে প্রতিদানে সে অপরের নিকট থেকে ঘৃণা ফিরে পাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে এমন ঘটে যে, প্রেমিকদ্বয় পরস্পর সম্পর্কে এরূপ কল্পনা করে মনে করে যে, প্রেমের প্রতিদানে সে প্রেম নয়, ঘৃণা লাভ করেছে। এরূপ কি ঘটে না?

মেনেক্সেনাস বলল; হ্যাঁ এরূপ ঘটে।

এরূপ ক্ষেত্রে তা হলে একতরফাভাবে একজন ভালবাসে এবং অপরজন কেবল 'ভালবাসিত' হয়।

হ্যাঁ সেরূপই বটে।

তা হলে কাকে কার বন্ধু বলব? যে প্রেমিক সে কি তার প্রেমপাত্রের বন্ধু? তার প্রেমাস্পদ তাকে ভালবাসুক বা ঘৃণাই করুক, তবু কি সে তার বন্ধু বলে বিবেচিত হবে? অথবা বলব, দুজনের উভয় উভয়কে ভাল না বাসলে কোনো বন্ধুত্বই সৃষ্টি হতে পারে না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, এমন ক্ষেত্রে কোনো বন্ধুত্বই গড়ে উঠতে পারে না।

তা হলে আমাদের এ ধারণাটি পূর্বের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে না। একটু পূর্বেই আমরা বলেছি, শুধু একজন ভালবাসলেও দুজনই বন্ধু। কিন্তু এখন বলছি উভয় উভয়কে ভাল না বাসলে কোনো বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে না।

কিন্তু এ ধারণাই তো সত্য বলে বোধ হয়।

তা হলে প্রতিদানহীন ভালবাসা প্রেমিকের ভালবাসা নয়?

আমি তাই মনে করি।

তা হলে আমরা তাকে অশ্ব-প্রেমিক বলতে পারিনে যার অশ্ব ভালবাসার প্রতিদানে চালককে ভালবাসে না। একথা তিতির পাখি, সারমেয়, সুরা, দৈহিক ক্রীড়ানুষ্ঠান সব কিছু সম্পর্কেই বলা চলে। কেননা এর কোনো ক্ষেত্রেই ভালবাসার প্রতিদান ভালবাসাতেই ঘটে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও জ্ঞানকে আমরা বন্ধু

বলতে পারিনে, যদি প্রতিদানে জ্ঞানও আমাদের ভাল না বাসে। অথবা কথাটি কি আমরা এভাবে বলব যে, তারা প্রতিদানহীনভাবেই ভালবাসে। তাই কবি গেয়ে ওঠেন;

“শিশু আর অশ্ব, শিকারি, সারমেয় এবং বিদেশী পথিক যার প্রিয়, সুখী এ জগতে তিনিই।”

কবি ভুল বলেছেন বলে তো মনে হয় না।

তুমি তার বক্তব্যকে সঠিক বিবেচনা কর?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি বললাম; তা হলে মেনেক্সেনাস, আমাদের সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়, যে প্রিয় সে প্রতিদানে তোমাকে ভালবাসুক কিংবা ঘৃণা করুক সে অবশ্যই প্রিয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, খুব ছোট্ট শিশুকে পিতামাতা খুব ভালবাসেন, প্রতিদানে ছোট্ট শিশুর ভালবাসা জানাবার বয়স হয় নি। বরঞ্চ জনকজননী যখন ছোট্ট শিশুকে শাস্তি দেন, তখন সে পিতামাতাকে ঘৃণাই করে। তথাপি পিতামাতার নিকট তাদের শিশু সেই সময়টিতেই সবচেয়ে প্রিয় বলে বোধ হয়।

আপনি যা বলছেন তাকেই সঠিক বলে মনে হচ্ছে।

তাই যদি হয় তা হলে যে ভালবাসে সে প্রিয় নয়, প্রিয় বা বন্ধু হচ্ছে যাকে ভালবাসা হয় সে?

হ্যাঁ।

এবং এই প্রসঙ্গেই বুঝতে হবে যে, শত্রু বলা হবে তাকে যে ঘৃণিত, যে ঘৃণা করে তাকে নয়।

স্পষ্টতই।

তা হলে দাঁড়ায় যে, অনেককে তাদের শত্রুরাই ভালবাসে এবং তারা বন্ধুদের দ্বারাই ঘৃণিত হয়। অর্থাৎ তারা তাদের শত্রুর বন্ধু এবং বন্ধুর শত্রু। অথচ দেখ, অবস্থাটি কিরূপ পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে : তুমি তোমার শত্রুর বন্ধু এবং বন্ধুর শত্রু হয়েছ।

আশ্চর্য! প্রাজ্ঞ, আপনি যা বলেছেন আমি তা স্বীকার করছি।

অবস্থাটি যদি পূর্বোক্তভাবে গ্রহণ করা হয়, তা হলে বলা চলে, প্রেমিক প্রেমাস্পদেরই। বন্ধু।

অবশ্যই।

এবং ঘৃণাকারীও ঘৃণিত বস্তুরই শত্রু।

সে কথা সত্য।

কিন্তু পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একথাও বলতে হয়, যে-আমার বন্ধু নয়, আমি তারও বন্ধু হতে পারি; অর্থাৎ আমার শত্রুই আমার বন্ধু। কেননা আমি যাকে ভালবাসি সে হয়তো প্রতিদানে আমাকে ঘৃণা করে।

আমার যে-শত্রু নয় এমনকি বন্ধু তারও আমি শত্রু হতে পারি, কেননা আমি হয়তো একজনকে ঘৃণা করি কিন্তু সে আমাকে ভালবাসে।

এটাও তো সত্য বলে বোধ হচ্ছে।

কি যে ভালবাসে এবং যাকে ভালবাসা হয় তারা যদি একে অপরের বন্ধু না হয় তা হলে কাকে আমরা বন্ধু বলে অভিহিত করতে পারি? অপর কেউ কি এ ব্যাপারে অবশিষ্ট থাকে?

দার্শনিক সক্রেটিস, আমি তো কাউকে দেখিনে।

কিন্তু মেনেক্সেনাস, চিন্তা করে দেখ, এরূপ সিদ্ধান্ত আমাদের ভ্রান্তও তো হতে পারে?

এতক্ষণে লীসিস কথা বলল : প্রাজ্ঞ সক্রেটিস, আমরা নিশ্চয়ই ভুল করেছি।' এই সলজ্জ উক্তিতে তার মুখমণ্ডলেও লজ্জার আভা এসে পড়ছিল। সে যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথাগুলি বলছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যুক্তির প্রবাহে সে নিমগ্ন ছিল। সে যখন আমাদের আলোচনা শ্রবণ করছিল তখনি তার মনোযোগের ভাবটি চোখেমুখে প্রকাশ পাচ্ছিল।

এই আলোচনায় লীসিসের আগ্রহটি আমার নিকট ভালো লাগছিল। তা ছাড়া মেনেক্সেনাসকে একটু রেহাই দেবার জন্যও লীসিসকে উদ্দেশ করে আমি বললাম : লীসিস তুমি যা বলেছ, তা ঠিকই। কেননা আমরা সঠিক হলে ভ্রান্ত পথে এতদূর অগ্রসর হতাম না। এখন সম্মুখের পথকে অধিকতর জটিল বোধ হচ্ছে। বরঞ্চ এস আমরা এ পথ পরিত্যাগ করে আমাদের প্রথম সড়ক ধরেই অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করি। কবিরা আমাদের নিকট জ্ঞানের পিতা বলেই গণ্য। তারা নিশ্চয়ই সখ্য সম্পর্কে হাল্কা খেলোভাবে কোনো মত প্রকাশ করবেন না। তাদের মতামত আমার যেরূপ স্মরণ হচ্ছে সে হচ্ছে এই :

'বিশ্বস্রষ্টার নিয়মই হচ্ছে সদৃশকে সদৃশের প্রতি আকর্ষিত এবং পরিচিত করে তোলা। আমার বিশ্বাস তুমি এ বাণী নিশ্চয়ই শুনেছ।

হ্যাঁ আমি এ বাণী শুনেছি।

তা হলে তুমি নিশ্চয়ই প্রকৃতি এবং বিশ্বরহস্য নিয়ে আলোচনাকারী দার্শনিকের এই তত্ত্বও শুনে থাকবে যে, সদৃশ চরিত্রই সদৃশ চরিত্রকে ভালবাসে।

হ্যাঁ, আমি এ তত্ত্বের কথাও শুনেছি।

বেশ, দার্শনিকগণ এ বিষয়ে কি সঠিক?

তারা সঠিক হতে পারেন।

হ্যাঁ, অবশ্যই তারা সঠিক হতে পারেন; তারা অর্ধসত্য বা পূর্ণ সত্যও প্রকাশ করতে পারেন।...সদৃশের প্রসঙ্গে দেখা যায়, একটি খারাপ লোক অপর একটি খারাপ লোকের সঙ্গে যত মিশে, যত তার সংস্পর্শে আসে তত সে তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। কেননা খারাপ ব্যক্তির নিকট থেকে খারাপ ব্যক্তিও খারাপ অর্থাৎ আঘাত ব্যতিরেকে আর কি পেতে পারে? তা হলে এই ক্ষতিকারক এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরস্পরের বন্ধু হতে পারে না। একথা কি সত্য নয়?

হ্যাঁ একথা সত্য।

তা হলে কবিদের সদৃশের তত্ত্ব অর্ধেক অসত্য। কেননা কোনো দুষ্ট চরিত্র তার তুল্য দুষ্ট চরিত্রের বন্ধু হতে পারে না।

একথা তো ঠিকই।

কিন্তু কবিদের সদৃশ তত্ত্বের যথাযথ অর্থ বোধ হয় এই যে, মহত্যা একই চরিত্রসম্পন্ন এবং তারা পরস্পরের বন্ধু। কিন্তু অসৎ অপরের সঙ্গে, এমনকি নিজের সঙ্গেও সংঘাতবিহীন থাকতে পারে না। কেননা, যে অসৎ সে অস্থির এবং রিপুসম্পন্ন। সুতরাং যে চরিত্র নিজের সঙ্গেও সংঘাত বা শত্রুতাবিহীন থাকতে পারে না, সে-চরিত্র অপর কোনো সত্তার সঙ্গেও একতার ভিত্তিতে মিলিত হতে পারে না। একথা কি তুমি স্বীকার কর?

হ্যাঁ, আপনার একথা আমি স্বীকার করি।

তা হলে প্রিয় বন্ধু, সদৃশ তত্ত্বের কথা যারা বলেন, তাঁদের অভিমত আমি যতদূর অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি, সে হচ্ছে এই যে, কেবলমাত্র উত্তমই উত্তমের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। কিন্তু যে অধম বা অসৎ, সে অধম বা উত্তম কারো সঙ্গেই সত্যকার মিত্রতা স্থাপন করতে পারে না। তুমি কি আমার এ ব্যাখ্যাকে স্বীকার কর?

লীসিস মাথা নেড়ে তার সম্মতি জানাল।

তা হলে কারা পরস্পরের বন্ধু হতে পারে, সে প্রশ্নের জবাব আমরা এখানেই পাই। কেননা এই যুক্তি অনুসারে কেবলমাত্র উত্তমই উত্তমের বন্ধু হতে পারে।'

হ্যাঁ একথা সত্য।

সত্যই বটে। তবে এ জবাবও আমার নিকট পরিপূর্ণরূপে সন্তোষজনক বলে বোধ হয় না। আমার মনের সন্দেহটি তোমার নিকট প্রকাশ করে বলছি : ধর সদৃশই পরস্পরের বন্ধু এবং উভয়ই উভয়ের নিকট উপকারী এবং মূল্যবান। কথাটিকে আমি বরঞ্চ এভাবে বলি : সদৃশ নিজের যে-ক্ষতি সাধন করবে না,

সে-ক্ষতিকে কি সে সদৃশের নিকট থেকে গ্রহণ করতে পারে? পারে না। আবার এরূপ সদৃশের একে যদি অপরের কোনো উপকার সাধন করতে না পারে, তা হলে কি তারা দুজন পরস্পরকে ভালবাসতে পারে?

না, তাও পারে না।

কিন্তু যাকে ভালবাসা হলো, সে কি যে ভালবাসল না তার বন্ধু হতে পারে?

অবশ্যই তা পারে না।

তা হলে তোমাকে বলতে হয় যে, সদৃশ 'সদৃশ হিসাবে সদৃশের হতে পারে না। অপরদিকে একথাও স্বীকার করতে হয় যে, উত্তম উত্তম হিসাবে উত্তমের বন্ধু হতে পারে।

ঠিকই।

কিন্তু যে উত্তম সে উত্তম হিসাবে কি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়? অবশ্যই সে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এবং যে স্বয়ংসম্পূর্ণ' তার অপরের নিকট থেকে কোনো কিছু পাওয়ার প্রয়োজন থাকে না। এ অর্থটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কথাটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

হ্যাঁ, অবশ্যই তার লাভ করার কোনো প্রয়োজন থাকে না।

এবং যার প্রয়োজন নেই, তার যাচনাও নেই।

হ্যাঁ, তার যাচনাও নেই।

এবং যাকে সে যাচনা করে না, তাকে সে ভালবাসতেও পারে না।

না, তা পারে না।

কিন্তু যে আদৌ ভালবাসে না, সে অবশ্যই কোনো প্রেমিক বা বন্ধু বলেও বিবেচিত হতে পারে না।

স্পষ্টতই তেমনি মনে হচ্ছে।

তা হলে বন্ধুত্বের অস্তিত্ব কোথায়? কেননা, উত্তমের বন্ধুর প্রয়োজন হয় না। কারণ, বন্ধু ব্যতিরেকেই উত্তম স্বয়ংসম্পূর্ণ। আবার বন্ধুত্বে উত্তমের কোনো উপকার সাধিত হয় না–যেহেতু তার কোনো উপকারের আবশ্যকতা নেই। তা হলে এরূপ সদৃশকে ভালবাসতে প্রবৃত্ত করা কি প্রকারে সম্ভব?

না, তা সম্ভব নয়।

কেননা, পরস্পরের মূল্যবোধ ব্যতীত পরস্পর বন্ধু হতে পারে না।

খুবই সত্য কথা।

তা হলে সঠিক জবাব কোথায়? লীসিস, আমরা কেবল বিভ্রান্তই হচ্ছি না। আমরা কি সবটাতেই ভুল বলে প্রমাণিত হই নি?

এবার লীসিস বিস্ময়ের সাথে বলে উঠল : কী করে?

কেননা, এইমাত্র আমার কোনো একজনের কথা স্মরণ হচ্ছে, যিনি বলেছেন যে, সদৃশই সদৃশের চরম শত্রু, উত্তমই উত্তমের নিধনকারী। তিনি হিসিয়ডের বাণী উদ্ধৃত করেছেন :

“কুম্ভকার কুম্ভকারের সঙ্গে, কবি কবির সঙ্গে এবং
ভিক্ষুক ভিক্ষুকের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হয়।”

অন্যান্য সদৃশ সম্পর্কেও তিনি একইভাবে বলেছেন : “প্রয়োজনের দাবিতে যারা সবচাইতে বেশি সদৃশ তারই ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব এবং ঘৃণায় পূর্ণ এবং সবচাইতে অধিক মিত্রতায় পূর্ণ। কেননা, যে নির্ধন সে প্রয়োজনের দাবিতে ধনবানের বন্ধু হতে বাধ্য হয়, দুর্বলকে সবলের, রোগীকে চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হয়; যে অজ্ঞানী তাকে জ্ঞানীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়।” বস্তুত এভাবে অগ্রসর হয়ে অধিকতর জোরের সঙ্গে তিনি বলেছেন : “সদৃশের মিত্রতা তত্ত্বে কোনো সত্য নেই–বরঞ্চ তার বিরোধী তত্ত্বই হচ্ছে সত্য। অর্থাৎ যারা চরম বিরোধী তারাই পরম মিত্র। কারণ, কোনো বস্তু সদৃশের প্রতি আকৃষ্ট হয় না, আকৃষ্ট হয় বিসদৃশের প্রতি : যেমন যা শুষ্ক তা আর্দ্রকে, যা শীতল তা উষ্ণকে, যা তিক্ত তা সুস্বাদুকে, যা তীক্ষ্ণ তা স্থূলকে এবং যা শূন্য তা পূর্ণকে আকৃষ্ট করে। অপর সমস্ত বৈপরীত্যের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। কেননা বৈপরীত্যেই বিপরীতের লক্ষ্য। সদৃশ সদৃশের নিকট থেকে আপন প্রয়োজনের কিছুই লাভ করে না।” যিনি এই কথাকে এমন করে বলেছেন তিনি বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তোমরা সবাই কি বল?

মেনেক্সেনাস বলল : এই বক্তার কথা শুনে আমার তো তাকে সঠিক বলেই বোধ। হচ্ছে।

তা হলে আমরা কি এই বলব যে, পরম বন্ধু চরম বিরোধের মধ্যেই সম্ভব?

হ্যাঁ ঠিক তাই।

কিন্তু মেনেক্সেনাস, তেমন জবাব কি অত্যদ্ভুত বলে বোধ হবে না? আর সে জবাব শুনে পণ্ডিতম্মন্য তার্কিকের দল আমাদের উপর বিজয়ের উল্লাসে আঁপিয়ে পড়ে বলবে না, তা হলে প্রেমকে ঘৃণার চরম বৈপরীত্য বলা হবে কি না? তখন তো তাদের কথাকেই সত্য বলে আমাদের মেনে নিতে হবে-নয় কি?

হ্যাঁ, তা তো বটেই।

তখন তারা আর এক পা অগ্রসর হয়ে বলবে : তা হলে শত্রু হচ্ছে বন্ধুর বন্ধু, অথবা বন্ধু হচ্ছে শত্রুর বন্ধু?

না, এর কোনোটিই নয়।

বেশ! কিন্তু যে ন্যায়পরায়ণ সে কার বন্ধু? সে কি অন্যায়ের বন্ধু? কিংবা সংযমী কি অসংযমীর বন্ধু অথবা সৎ কি অসৎ-এর বন্ধু?

না, তা কী করে হয়।

কিন্তু আমরা পূর্বে যেরূপ বলেছি সেরূপ বৈপরীত্যেই যদি বন্ধুত্ব হয়, তা হলে বিপরীত অবশ্যই পরস্পরের বন্ধু।

হ্যাঁ, আমাদের কথানুযায়ী তা তো অবশ্যই।

তা হলে সব মিলিয়ে দাঁড়াল যে, সদৃশ বা বিসদৃশ কেউই পরস্পরের বন্ধু হতে পারে না।

এবার তাই মনে হচ্ছে।

মেনেক্সেনাস, এ বিষয়ে আরো ভাববার রয়েছে। এমন তো হতে পারে, সখ্যের এই সমগ্র ধারণাটিই আমাদের ভ্রান্ত। যে বস্তু বা ব্যক্তি ভালোও নয়, মন্দও নয়, সেও অনেকক্ষেত্রে ভালো বা সৎ-এর বন্ধু বলে পরিগণিত হতে পারে?

আপনি কি বুঝাতে চাইছেন?

প্রকৃতপক্ষে বৎস! আমি নিজেই বুঝতে পারছিনে। তোমাদের এই তর্কের বিষয় নিয়ে আমার মস্তিষ্ক এখন উদ্ভ্রান্ত। আমি তাই একটি আন্দাজ করে বলতে চাই : হয়তো ভালো কিংবা মন্দ নয়, সুন্দরই বন্ধু। যা সুন্দর তা বন্ধু' বলে একটি প্রাচীন প্রবাদও আছে। বস্তুত ভালো-মন্দ বা সৎ-অসৎ-এর চেয়ে সৌন্দর্য বেশ মোলায়েম বিষয়। বলা চলে বিষয়টি পিচ্ছিলও বটে। আমাদের আত্মাকে সৌন্দর্য সহজই ছেয়ে ফেলতে পারে। আমি তাই বলতে চাই যা সুন্দর, তাই সৎ। তুমি কি আমার সঙ্গে একমত হবে?

হ্যাঁ, আপনার কথাকে মেনে নেওয়া যায়।

একটি ধারণার উপর ভিত্তি করে আমি একথা বলছি যে, যা সৎ বা অসৎ নয়, তাই সুন্দর এবং ভালো বা সৎ-এর বন্ধু। আমার ধারণার ভিত্তি হচ্ছে এই যে, নীতি হচ্ছে তিনটি, যথা : ভালো, মন্দ এবং যা ভালোও নয়, মন্দও নয়। আশা করি একথাও তুমি স্বীকার করবে।

হ্যাঁ, আপনার একথা আমি স্বীকার করি।

আমাদের পূর্বালোচিত যুক্তিতে এটি প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভালো ভালোর বা মন্দ মন্দর কিংবা ভালো মন্দর বন্ধু নয়। সুতরাং প্রেম বা বন্ধুত্ব বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব যদি আমরা স্বীকার করি, তা হলে আমাদের অবশ্যই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, যা ভালোও নয়, মন্দও নয় সে বস্তু বা ব্যক্তিই মাত্র ভালোর বা বলা চলে ভালোও নয়, মন্দও নয় এমন বস্তু বা ব্যক্তির বন্ধু হতে পারে। কোনো কিছুই খারাপ বা অসৎ-এর বন্ধু হতে পারে না, সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি।

হ্যাঁ তা ঠিক।

আবার সদৃশও পরস্পরের বন্ধু হতে পারে না, তাও আমরা এইমাত্র বলেছি।

অবশ্যই।

ফলত যা ভালোও নয়, মন্দও নয় তার এমন কোনো বন্ধু হতে পারে না, যে ভালোও নয়, মন্দও নয়।

এটি এবার নিশ্চিত বলে বোধ হচ্ছে।

এবার যেন আমরা সঠিক পথে এসেছি তাই নয় কি? ভেবে দেখ, যে শরীর সুস্থ তার নিশ্চয়ই ঔষধাদি বা অপর কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না এবং স্বাস্থ্যবান মানুষও নিশ্চয়ই চিকিৎসকের জন্য তেমন প্রেম অনুভব করে না।

হ্যাঁ চিকিৎসার জন্য তার কোনো প্রেমানুভূতি নেই।

কিন্তু যে অসুস্থ, চিকিৎসককে সে ভালবাসে। কেননা সে অসুস্থ, তাই নয় কি?

হ্যাঁ অবশ্যই।

অসুস্থতা নিশ্চয়ই খারাপ এবং নিরাময় কৌশল ভালো?

তা তো বটেই।

কিন্তু মনুষ্যদেহকে শুধু ‘দেহ’ হিসাবে বিচার করলে সে ভালোও নয়, মন্দও নয়। তাই নয় কি?

একথা ঠিক।

দেহ কেবল অসুস্থতা নিবন্ধনই নিরাময় কৌশলের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তার বন্ধুত্ব কামনা করতে বাধ্য হয়। নয় কি?

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

তা হলে অসৎ-এর অসুস্থতার অস্তিত্বের জন্যই যা ভালোও নয়, মন্দও নয়–অর্থাৎ দেহ ভালো বা নিরাময় কৌশলের বন্ধু হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের সে রকমই অনুমান করতে হয়।

এবং স্পষ্টত এ অবস্থায় অস্তিত্ব থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত অসৎ এসে সৎও নয়, অসৎও নয় যে বস্তু বা ব্যক্তি, তাকে অসৎ করে না দেয়। কেননা বস্তু বা ব্যক্তি নিজেই যদি অসৎ হয়ে যায় তা হলে সে আর সৎকে কামনা করতে পারে না। কেননা আমরা বলেছি অসৎ সৎ-এর বন্ধু হতে পারে না।

না, তা পারে না।

অপর একটি বিষয়ও আমাদের লক্ষ্য করা আবশ্যক। এমন অনেক বস্তু আছে যা অপর বস্তুর উপস্থিতিতে তার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। কিন্তু এমন বস্তুও রয়েছে যা এভাবে দ্বিতীয় বস্তুর সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় না। যেমন ধর, প্রলেপ বা রঙের দৃষ্টান্ত।

বেশ তাই ধরা যাক।

কোনো বস্তুর উপর যদি প্রলেপ রঙ মাখানো হয় তা হলে সে বস্তু এবং বস্তুর উপর মাখানো প্রলেপ বা রঙ কি অভিন্ন থাকে?

দার্শনিক সক্রেটিস, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে, আপনি কী বুঝাতে চাইছেন?

বৎস! আমি বলতে চাচ্ছি : ধর, তোমার রক্তাভ কেশ গুচ্ছের উপর শুভ্র সীসা লাগিয়ে দিলুম, তা হলে তোমার কেশ কি সত্যই শুভ্র হয়ে যাবে অথবা কেবলমাত্র শুভ্র বলে

প্রতীয়মান হবে?

না, তারা শুধুমাত্র শুভ্র বলে প্রতীয়মান হবে।

তা হলেও তোমার কেশসমূহে শুভ্রতার অস্তিত্ব থাকবে?

হ্যাঁ, শুভ্রতার অস্তিত্বও থাকবে।

তথাপি এজন্য তো তোমার কেশসমূহ কিঞ্চিৎ মাত্রও সত্যিকারভাবে শুভ্র হয়ে উঠবে না। তোমার কেশ যেমন কাল নয়, তেমনি এই প্রলেপের জন্য শুভ্রও হবে না।

না, তা হবে না।

কিন্তু বার্ধক্য যখন তোমার কেশের মধ্যে শুভ্রতা এনে দেয়, সে শুভ্রতা তোমার কেশের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় এবং তখন শুভ্রতার উপস্থিতির জন্যই তোমার কেশ শুভ্র হবে।

তা তো অবশ্যই।

এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে : একটি বস্তুর উপস্থিতিতে অপর বস্তু তার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় কি না? অথবা একটি বিশেষ প্রকারের উপস্থিতিই মাত্র একীভবনের কাজটি সাধন করে।

বিশেষ উপস্থিতি নিশ্চয়।

তা হলে যে সৎ নয়, অসৎও নয়–অর্থাৎ ভালো নয়, মন্দও নয় সে অসৎ-এর মধ্যে অসৎ হিসাবে একীভূত না হয়েও অবস্থান করতে পারে এবং এরূপ ঘটনা পূর্বেও ঘটেছে।

হ্যাঁ।

তা হলে অসৎ-এর মধ্যে অবস্থান করেও যে অসৎ নয় সৎ-এর সাক্ষাতে তার মধ্যে সৎ-এর বাসনা অবশ্যই জাগরিত হবে। কিন্তু অসৎ যেখানে অপর বস্তুকেও অসৎ করে ফেলে সেখানে সৎ-এর বন্ধুত্বের কামনাকেও বিনষ্ট করে দেয়। কেননা যে এককালে সৎ এবং অসৎ দুই-ই ছিল, সে এখন অসৎ বই অপর কিছু নয়।...

না, কিছুই নয়। আর এ জন্য আমরা মনে করি যে, দেবতা বা মানুষ যারা ইতোমধ্যেই জ্ঞানী হয়েছেন তারা আর জ্ঞানের সখা নন। আবার যারা অসৎ হওয়ার পথে তারাও জ্ঞানের সখা হতে পারে না। এদের ব্যতীত অবশিষ্ট থাকে সেই হতভাগ্য অজ্ঞানীগণ যারা এখনও অজ্ঞানতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠে নি এবং অজ্ঞানতার অহমিকায় যা জানে না তাকেও জানে বলে অহঙ্কার প্রকাশ করতে শুরু করে নি। কাজেই যারা জ্ঞানের প্রেমিক তারা এখন সৎও নয়, অসৎও নয়-ভালোও নয়, মন্দও নয়। কিন্তু আমরা দেখেছি যে সৎ বা অসৎ কেউই জ্ঞানের প্রেমিক নয়। কেননা সদৃশ বা বিসদৃশ কেউই পরস্পরের বন্ধু নয়। একথা নিশ্চয়ই তোমাদের স্মরণ হচ্ছে?

তারা উভয়েই বলল : হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

তা হলে লীসিস এবং মেনেঝেনাস, আমরা সখ্য বা বন্ধুত্বের প্রকৃতি এতক্ষণে নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছি, এ সম্পর্কে এবার আর কোনো সন্দেহ নেই। আমরা বলতে পারি : সখ্য হচ্ছে প্রেম যাকে অসৎ-এর অস্তিত্বের জন্য আমরা ভালো কিংবা মন্দ, দেহ কিংবা আত্মা কোথাও নির্দিষ্ট করে খুঁজে পাইনে।

আমার এ সংজ্ঞায় তারা উভয়ই সম্মতি জানাল। তাদের সম্মতিতে আমার মনেও আনন্দের সঞ্চার হলো। তারা উভয়েই এতক্ষণে আমার যুক্তির বাধ্য হয়েছে। তারা দুজনেই এখন আমার মুঠোর মধ্যে–শিকারিসুলভ এই মনোভাব আমাকে বেশ উৎফুল্ল করে তুলল। কিন্তু পরমুহূর্তেই একটি অহেতুক সন্দেহ আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। আমার মনে হলো, এ সিদ্ধান্ত আমাদের ভ্রান্ত। আমি বললাম : কিন্তু লীসিস ও মেনেক্সেনাস, আফসোসের বিষয় যে, আমার মনে হচ্ছে আমরা হয়তো কেবল একটা ছায়াকেই লাভ করেছি–বন্ধুত্বের কায়াকে আমরা পাই নি।

বিস্মিতভাবে মেনেক্সেনাস বলল : একথা আপনি কেন বলছেন?

কারণ, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে বন্ধুত্বের সমগ্র যুক্তিটাই অসার। মানুষের ক্ষেত্রে যা সত্য, যুক্তি ক্ষেত্রেও তাই। যুক্তিও আমাদের প্রবঞ্চনা করতে পারে।

কেমন করে?

বেশ, বিষয়টিকে এভাবে দেখ : যাকে আমরা বন্ধু বলি, সে নিশ্চয়ই দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির বন্ধু–তাই নয় কি?

অবশ্যই।

কেউ যখন অপর কারো বন্ধু হয় তখন কি তার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য থাকে।

বেশ, এই উদ্দশ্যটি কি তার নিকট প্রিয় কিংবা প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই নয়?

দার্শনিক, আমি অনুধাবন করতে পারছিনে।

বিষয়টি দুর্বোধ্য মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বরঞ্চ কথাটিকে আমি যদি অন্যভাবে প্রকাশ করি, তা হলে হয়তো তুমি বুঝতে সক্ষম হবে এবং আমার নিজের মনের কথা নিজের নিকটও অধিকতর স্পষ্ট হবে। যে অসুস্থ বা রোগী সে তো চিকিৎসকের বন্ধু তাই নয় কি? কথাটি আমি অল্পক্ষণ পূর্বেও বলেছি।

হ্যাঁ, তাই।

কিন্তু রোগী চিকিৎসকের বন্ধু তার রোগের জন্য এবং স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য?

হ্যাঁ, তাই।

রোগ নিশ্চয়ই ভালো বা কাম্য নয়। রোগ খারাপ।

অবশ্যই।

কিন্তু সুস্থতা কী? সুস্থতা কি ভালো কিংবা মন্দ অথবা ভালো-মন্দ কোনোটিই নয়?

সুস্থতা বা স্বাস্থ্য অবশ্যই ভালো।

তা হলে এবার দেহের উপমাটি বিচার করা যাক। আমরা পূর্বেই বলেছি, ‘দেহ হিসাবে ভালো বা মন্দ, সৎ বা অসৎ কিছুই নয়। অসুস্থতার জন্যই অর্থাৎ অসুস্থতা

অসৎ বলেই ঔষধের বন্ধু। ঔষধ নিজে ভালো বা সৎ। কিন্তু তারও দেহের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্বাস্থ্যেরই জন্য এবং স্বাস্থ্য অবশ্যই সৎ।

আপনার এ অভিমত ঠিক।

বেশ, কিন্তু স্বাস্থ্য বা সুস্থতা নিজে বন্ধু নয়?

স্বাস্থ্য অবশ্যই বন্ধু।

এবং রোগ বা অসুস্থতা নিশ্চয়ই শত্রু?

হ্যাঁ।

তা হলে বিষয়টি দাঁড়াল এরূপ : যে বস্তু সৎ কিংবা অসৎ নয়-অর্থাৎ দেহ, অসৎ এর কারণে এবং সৎ-এর জন্যই সৎ-এর বন্ধু হয়েছে?

স্পষ্টতই।

তা হলে বন্ধু বন্ধুর জন্য এবং শত্রুর কারণে বন্ধু হয়?

সে অনুমানই অনিবার্য।

বৎসগণ! যুক্তির ক্রান্তিকালে প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে সতর্ক হয়ে। সদৃশ্যের তত্ত্ব আমরা জানি। তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন : 'বন্ধু' বন্ধুর বন্ধু কিংবা সদৃশ সদৃশের বন্ধু বলে যে তত্ত্ব তাকে আমরা অসম্ভব বলে নাকচ করেছি। কিন্তু আমাদের নতুন যুক্তিও যাতে আমাদের প্রবঞ্চনা করতে না পারে সেজন্য অপর একটি বিষয় ভালোভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। আমরা বলেছি : ঔষধ স্বাস্থ্যের কারণেই আমাদের নিকট প্রিয়। তাই নয় কি?

হ্যাঁ।

স্বাস্থ্যও আমাদের প্রিয় বস্তু?

অবশ্যই।

কিন্তু স্বাস্থ্য যদি প্রিয় হয় তা হলে কোনো কিছুর জন্য তো সে প্রিয়?

হ্যাঁ তাই।

এবং যে বস্তুর জন্য স্বাস্থ্য প্রিয়, সে বস্তুও অবশ্যই আমাদের নিকট প্রিয়। একথাও আমাদের স্বীকৃতি থেকেই পরিষ্কার।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিন্তু সেই অপর বস্তুও অপর কোনো প্রিয় বস্তুর সঙ্গে জড়িত–নয় কি?

হ্যাঁ।

এভাবে প্রিয় থেকে প্রিয়তে যদি আমরা অগ্রসর হতে থাকি, তা হলে আমরা নিশ্চয়ই এক আদি এবং পরমপ্রিয় বস্তুর সাক্ষাৎ পাব যে প্রিয় অপর কোনো প্রিয় বস্তুর উপর তার প্রিয় হওয়ার জন্য নির্ভরশীল নয় এবং যে প্রিয় বস্তুর কারণেই অপর সব প্রিয় বস্তু প্রিয়। এখানে পৌঁছুতে পারলে আমাদের আর অগ্রসর হতে হবে না। এখানেই আমরা এ চলার বিরতি টানতে পারব। তাই নয় কি?

তাই মনে হচ্ছে।

আমার আশঙ্কা হচ্ছে, যে আদি প্রিয়ের কথা আমরা উল্লেখ করেছি সে আদি প্রিয় ব্যতীত অপর যে সমস্ত প্রিয় হতে পারে না, সে সমস্ত প্রিয় ভ্রান্তিমাত্র। প্রকৃতপক্ষে আদি প্রিয়ই হচ্ছে একমাত্র এবং প্রিয়। কথাটি আমি অন্যভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করছি : ধন-সম্পদের কথা ধর এবং এই ধন-সম্পদের যিনি মালিক তাঁর পুত্রের কথা চিন্তা কর। যে পিতার নিকট তাঁর পুত্র প্রিয়, তিনি অবশ্যই তার সব সম্পদকে ভালবাসেন তার সন্তানের জন্য। এমন যদি হয় যে পুত্র বিষপান করেছে এবং সুরা দ্বারাই সে বিষ নিষ্ক্রান্ত করা সম্ভব তা হলে এই ধনবানের নিকট সুরা অবশ্যই মূল্যবান বোধ হবে। নয় কি?

হ্যাঁ, তিনি নিশ্চয়ই সুরাকে মূল্যবান বোধ করবেন।

এবং এজন্যই সুরাপাত্রটি তাঁর নিকট মূল্যবান বোধ হবে?

অবশ্যই।

কিন্তু তাই বলে, ধনবান পিতা কি সুরা কিংবা সুরার পাত্রটিকে তাঁর পুত্রের সমান মূল্যবান বিবেচনা করেন? বরঞ্চ এইটিই কি প্রকৃত পরিস্থিতি নয় যে, পিতার সমগ্র উদ্বেগ এবং আশঙ্কা একটি বিশেষ বিষয়কে নিয়ে এবং সে বিষয় হচ্ছে তার পুত্র এবং তার আরোগ্যলাভ। পিতার আশঙ্কা বা দৃষ্টি পুত্রের আরোগ্য লাভের উপায় অর্থাৎ সুরা কিংবা সুরাপাত্রের প্রতি নিবন্ধ নয়। তেমনিভাবে আমরা যদিও সাধারণ স্বর্ণ এবং রৌপ্যকে খুবই মূল্যবান পদার্থ বলে আখ্যায়িত করি, সেটি প্রকৃত সত্য নয়। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, অপর কোনো বস্তু রয়েছে, সে বস্তুর প্রকৃতি যাই হোক এবং সে বস্তুর জন্যই আমরা স্বর্ণ-রৌপ্য এবং অপর সমস্ত অর্থ-সম্পদকে আহরণ করে থাকি। তাই নয় কি?

আপনার এ অভিমত খুবই সত্য।

বন্ধু সম্পর্কেও কি একথা প্রযোজ্য নয়? যে বস্তু বা ব্যক্তিকে আমরা দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য প্রিয় মনে করি সে বস্তু ব্যক্তিকে সত্যিকারভাবে প্রিয় বলা চলে না। একমাত্র সত্যিকার প্রিয় বস্তু হচ্ছে সেই সত্তা যে সত্তায় সমস্ত তথাকথিত প্রিয় চরম পরিণতি লাভ করে। একথা কি যথার্থ নয়?

একথা তো যথার্থ বলেই বোধ হয়।

এবং আমরা পূর্বেই বলেছি, পরম যে প্রিয় সে অপর কোনো প্রিয়তম বস্তুর জন্য প্রিয় নয়। অবশ্যই।

সুতরাং বন্ধুত্বের অপর কোনো উদ্দেশ্য থাকার বিষয়টি নিয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এবার কি আমরা একথা বলতে পারি যে সই হচ্ছে বন্ধু?

হ্যাঁ আমিও সেরূপ মনে করি।

এবং সৎকে আমরা ভালবাসি অসৎ-এর কারণে? আচ্ছা বিষয়টিকে অন্যভাবে প্রকাশ করা যাক : ধর সৎ, অসৎ এবং নিরপেক্ষ অর্থাৎ তৃতীয়টি সৎও নয়, অসৎও নয়। এই তিনটি শক্তির মধ্যে অসৎকে আমরা দূর করে দিলাম। ফলে অসৎ তার উপস্থিতি দ্বারা সৎ এবং নিরপেক্ষকে অথবা দেহ, আত্মা কিংবা অনুরূপ যে সমস্ত বিষয়কে আমরা নিরপেক্ষ বুলি সে সমস্ত বিষয়কে দূষিত করতে সক্ষম নয়। এরূপ অবস্থায় যে শক্তি সৎ সে কি আমাদের কোনো উপকারে আসবে? অথবা বলব, সৎ বা ভালো অপ্রয়োজনীয় বই আর কিছুই নয়? কেননা সৎ-এর প্রয়োজন যখন অসৎ-এর প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং আমাদের কল্পিত অবস্থায় অসৎ যখন বিতাড়িত এবং কোনো ক্ষতি সাধনে অক্ষম, তখন আমাদের নিকট সৎ-এর আর আবশ্যকতা কি? এ থেকে স্পষ্টতই দেখা যায় যে, সৎকে আমরা কামনা করি এবং প্রিয় মনে করি অসৎ-এর কারণেই এবং অসঞ্জপ অসুস্থতা হতে আরোগ্য লাভের জন্য। কিন্তু যদি কোনো অসুস্থতা বা রোগ না থাকে তা হলে কোনো নিরাময় কৌশলেরও প্রয়োজন থাকে না। তা হলে কি সৎ-এর প্রকৃতি এই নয় যে, সৎ এবং অসৎ-এর মধ্যস্থলে আমরা অবস্থান করি বলেই সৎকে আমরা ভালবাসি। বস্তুত অসৎ-এর অস্তিত্বই সৎকে ভালবাসার কারণ। অসৎ-এর অস্তিত্বহীন অবস্থায় কেবলমাত্র সৎ-এর জন্যই আমরা সৎকে প্রিয় মনে করিনে–সৎ-এর নিজস্ব কোনো মূল্য বা প্রয়োজন নেই।

তা নেই।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, সমস্ত সখ্য বা বন্ধুত্বই আপেক্ষিক—অর্থাৎ যে সখ্য চরম সখ্যে পরিণতি লাভ করে তার প্রকৃতি অবশ্যই আপেক্ষিক সখ্য থেকে পৃথক; কেননা যাকে আমরা আপেক্ষিকভাবে প্রিয় বলি সে অপর কোনো কারণেই প্রিয়–নিজ কারণে নয়। সে অপ্রিয়ের কারণেই প্রিয় এবং অপ্রিয়ের অনস্তিত্বে তারও অনস্তিত্ব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে বন্ধু বা প্রিয় তার কথা ভিন্ন।

আমাদের বর্তমান অভিমত ঠিক হলে এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই সত্য।

হা হতোহস্মি! তা হলে তুমি বল, অসৎ-এর যদি অস্তিত্ব না থাকে আমরা কি আর ক্ষুধা বা তৃষ্ণা বা অনুরূপ কোনো অভাবকে বোধ করব? অথবা অবস্থাটি কি এই যে, জীবন ও জীবের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে ক্ষুধা তৃষ্ণার অস্তিত্বও ততদিন থাকবে। কিন্তু তারা ক্ষতিকর আকারে থাকবে না। কেননা অভাবকে ক্ষতিকর শক্তিতে পরিণত করার শক্তি যে অসৎ সে বিলুপ্ত হয়েছে। অথবা আমরা কি এই সিদ্ধান্ত করব যে, অসৎ-এর বিলুপ্তির পরে কি হবে বা হবে না এরূপ প্রশ্ন করাই নিরর্থক। কেননা সে কথা কে বলতে পারে? যা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি সে হচ্ছে এই যে, আমাদের বর্তমান অবস্থায় ক্ষুধা

তৃষ্ণার অস্তিত্ব রয়েছে এবং এই ক্ষুধাতৃষ্ণা যেমন আমাদের উপকার করতে পারে, তেমন অপকার সাধনও করতে পারে। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, অবশ্যই।

অনুরূপভাবে অন্য যে-কোনো অভাব বা প্রয়োজন সম্পর্কে একথা বলা চলে যে তৃষ্ণা বা ক্ষুধার মতো তারাও আমাদের কোনো সময়ে উপকার বা অপকার কোনোটিই সাধন করতে পারে না।

ঠিক নয় কি?

অবশ্যই ঠিক।

কিন্তু এমন কোনো কারণ কি আছে, যার জন্য আমরা বলতে পারি যে অসৎ লোপ, পেলে যা অসৎ নয়, তাও লুপ্ত হয়ে যাবে?

না, এমন কোনো কারণ নেই।

তা হলে অসৎ ধ্বংস হয়ে গেলেও যে সমস্ত অভাব নিরপেক্ষ অর্থাৎ সৎও নয়, অসৎও নয় তাদের অস্তিত্ব থাকবে?

হ্যাঁ, অবশ্যই তারা থাকবে।

কিন্তু যাকে কামনা করি নিশ্চয়ই তাকে ভালও বাসতে হয়?

হ্যাঁ, ভালবাসতে হয়।

তা হলে অসৎ-এর বিলুপ্তির পরেও প্রেম, ভালবাসা বা বন্ধুত্ব প্রভৃতির অস্তিত্ব থাকবে?

হ্যাঁ থাকবে।

কিন্তু অসৎ যদি সখ্যের কারণ স্বরূপই হয়, তা হলে নিশ্চয়ই অসৎ-এর বিলুপ্তির পরে সখ্য বা বন্ধুত্বের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। অসৎ-এর বিলুপ্তির পরে কোনো কিছুই অপর কোনো কিছুর বন্ধু হতে পারে না। কেননা, কারণ না থাকলে কার্যও থাকতে পারে না।

তা তো বটেই।

আমরা পূর্বে বলেছি, বন্ধু যখন কাউকে ভালবাসে, সে কারণ ব্যতীত ভালবাসে না। কিন্তু একথা বলার সময়ে আমরা মনে করেছি যে, সৎ বা অসৎ কেউই অসৎ-এর কারণে

কোনো কিছু ভালবাসে না। তাই নয় কি?

হ্যাঁ তাই।

কিন্তু আমরা এইমাত্র যেমন বলছিলাম সেরূপ তো হতে পারে যে, সখ্য বা বন্ধুত্বের মূল কারণ হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা বা কামনা। কেননা আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে যে আকাঙ্ক্ষা করে সে আকাঙ্ক্ষার কালে তাকে প্রিয় বলেও মনে করে। এ যদি সত্য হয় তা হলে অপর যে তত্ত্বটি নিয়ে আমরা বহু সময় কাটিয়েছি সেটি আসলে কিছুই নয়। তাই নয় কি?

সেরূপই তো হওয়া সম্ভব।

কিন্তু একথাও সত্য যে, কেউ যদি কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে তা হলে বুঝতে হবে সে বস্তুর অভাব সে বোধ করছে?

তা ঠিক।

এবং যেটি তার অভাব সেটি তার প্রিয়?

হ্যাঁ তাই।

এবং যা তার অভাব তা থেকে সে বঞ্চিত?

অবশ্যই বঞ্চিত।

তা হলে প্রেম, ভালবাসা, কামনা, আকাক্ষা, বন্ধুত্ব সবই এক পর্যায়ভুক্ত। তাই নয় কি লীসিস ও মেনেক্সেনাস?

তারা উভয়েই বলে উঠল : অবশ্যই।

তা হলে বৎসগণ! আমি বলতে চাই যে, কেউ যদি কাউকে ভালবাসে তা হলে তারা উভয়েই আত্মার দিক দিয়ে চরিত্র ও গঠনে এবং আচার-আচরণে সমপ্রকৃতিসম্পন্ন?

মেনেক্সেনাস বলে উঠল : "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' কিন্তু আমি দেখলাম লীসিস নীরব হয়ে রয়েছে।

তা হলে সাধারণভাবে বলা চলে যে, একমাত্র সমপ্রকৃতি সম্পন্নকেই ভালবাসা আবশ্যক।

পূর্বের অভিমত অনুসারে তাই দাঁড়ায়।

তা হলে যে প্রেমিক সত্যিকার প্রেমিক, কপট কিংবা কৃত্রিম নয় তাকে তার ভালবাসার পাত্রও অবশ্য ভালবাসবে।

আমার কথা লীসিস এবং মেনেক্সনাস একটুমাত্র ক্ষীণ সম্মতির আভাস জানাল। কিন্তু দেখলাম, হিপোথ্যালিস আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছে-তার মুখমণ্ডলে নানা রঙের আভাস খেলে যাচ্ছে।

আমার যুক্তিটিকে পুনঃপরীক্ষার উদ্দেশ্যে আমি বললাম : লীসিস ও মেননক্সেনাস, সমপ্রকৃতি এবং সদৃশের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য নির্ধারণ করা চলে? যদি তা সম্ভব হয় তা হলেই মাত্র সখ্যের উপর এই

বিতর্কের একটি সার্থকতা আছে বলা চলে। কিন্তু ‘সপ্রকৃতি’ যদি পার্থক্যহীনভাবে সদৃশ হয় তা হলে অপর যে যুক্তিতে আমরা বলেছি ‘সদৃশই সদৃশের শত্রু’ তার মীমাংসা কী করে ঘটবে? কেননা যদি বলা হয় যা শত্রু ৰা। অর্থহীন তাই প্রিয়, তা হলে কথাটি অসংগত হয়ে দাঁড়াবে। তা হলে এস, বরঞ্চ আমরা ‘সমপ্রকৃতি’ ও ‘সদৃশের’ মধ্যে একটি পার্থক্য নির্ধারণের চেষ্টা করি। আমাদের যুক্তি বর্তমান প্রবলতায় এটি করা অসম্ভব নয়।

হ্যাঁ সে কথা ঠিক।

বেশ তা হলে আমরা কি একথাও বলতে পারি, সৎ সবার নিকট গ্রহণযোগ্য এবং অসৎ গ্রহণের অযোগ্য; অথবা অসৎ-এর নিকট এবং সৎ-এর নিকট গ্রহণযোগ্য? কিন্তু যে সৎ এবং অসৎ কোনোটিই নয় সে অনুরূপভাবে যে সৎ কিংবা অসৎ কোনোটি নয় তার নিকটই গ্রহণযোগ্য?

তারা উভয়েই আমার দ্বিতীয় বিকল্পকে গ্রহণ করার পক্ষে সম্মতি জানাল।

তা হলে বৎসগণ! আমরা কি আমাদের পরিত্যক্ত ভ্রান্তির আবর্তেই আবদ্ধ হয়ে পড়ছি না? অর্থাৎ তখন আবার অন্যায় অন্যায়ের, অসৎ অসৎ-এর এবং সৎ সৎ-এর বন্ধু বলে পরিগণিত হবে না?

হ্যাঁ তাই তো!

কিন্তু আবার যদি ‘সমপ্রকৃতিকে’ আমরা সৎ-এর সঙ্গে অভিন্ন বিবেচনা করি তা হলে সৎ এবং সমপ্রকৃতিই মাত্র সৎ-এর বন্ধু হতে পারবে?

হ্যাঁ তাই।

কিন্তু তোমরা স্মরণ করলে দেখবে যে, এ অভিমতটিকেও আমরা খণ্ডন করেছি।

হ্যাঁ আমাদের স্মরণ হচ্ছে।

তা হলে এবার আমাদের করণীয় কী? অথবা আদৌ করণীয় কি কিছু রয়েছে? বিচারকক্ষে জ্ঞানী আইনজ্ঞদের ন্যায় আমি শুধুমাত্র সমস্ত যুক্তির একটি সারমর্মই পেশ করতে পারি : যদি প্রিয় প্রেমাস্পদের, সদৃশ সদৃশের কিংবা সদৃশ বিসদৃশের বা সমপ্রকৃতি সমপ্রকৃতির এবং অনুরূপ অপরাপর বস্তু বা ব্যক্তি কেউ কারো বন্ধু না হয় তা হলে এ বিষয় নিয়ে বলার মতো কিছুই কি অবশিষ্ট থাকে?

যুক্তির এই সংকট সময়ে আমি বয়োবৃদ্ধের সাহায্যের জন্য আবেদন করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে লীসিস এবং মেনেক্সেনাসের শিক্ষক তাদের ভ্রাতা সমভিব্যাহারে এসে উভয়কে রাত্রি অধিক হওয়ার কারণে গৃহে ফিরে যাওয়ার আদেশ করল। যুবকেরা চলে যেতেই হারমিয়া উৎসবে সুরাপানে মত্ত জনতার ভিড় দুর্বোধ্য ভাষায় পশ্চাৎ থেকে চিৎকার শুরু করে দিল। আমরা প্রথমে তাদের চলে যেতে

বললাম। কিন্তু আমাদের কথায় কর্ণপাত না করায় পথিপার্শ্বস্থ নাগরিকদের নিয়ে আমরা তাদের ছত্রভঙ্গ করলাম এবং প্রস্থানের সময়ে তরুণদ্বয়কে উদ্দেশ করে আমি বললাম : বৎস লীসিস ও মেনেক্সেনাস, তোমাদের ন্যায় তরুণদের সঙ্গে আমার ন্যায় বৃদ্ধের এই বন্ধুত্ব দেখে পথিকগণ হয়তো ভাববে, কী হাস্যকর এই বন্ধুত্ব। এই নিয়ে তারা হয়তো অনেক কথা বলবে। অথচ আমরা কিন্তু এই দীর্ঘ আলোচনা শেষে এখনো অনুধাবন করতে সক্ষম হলাম না, বন্ধুত্ব বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে কী?

ল্যাচেস

ল্যাচেস

চরিত্রাবলি

লীসিম্যাকাস (এরিসটাইডিসের পুত্র)

মেলেসিয়াস (থুসিডাইডিসের পুত্র)

লীসিম্যাকাস এবং মেলেসিয়াসের পুত্রদ্বয়

নিসিয়াস

ল্যাচেস

সক্রেটিস

লীসিম্যাকাস : নিসিয়াস এবং ল্যাচেস, তোমরা বর্ম-যোদ্ধার প্রদর্শনী দেখেছ।

মেলেসিয়াস এবং আমি তোমাদেরই এই প্রদর্শনী দেখার জন্য একটি উদ্দেশ্য নিয়ে আহ্বান করে এনেছি। এবার সেই উদ্দেশ্যটিই আমরা ভেঙে বলছি। কেননা আমাদের মধ্যে সঙ্কোচ বা সংগোপনের কিছু নেই–একথা নিশ্চয় তোমরা স্বীকার করবে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদের দুজনার নিকট থেকে একটি উপদেশ গ্রহণ করা। কিন্তু অনেকে উপদেশ গ্রহণ করার বিষয়টিকে উপহাসের

ব্যাপার বলে মনে করেন এবং কেউ তাদের নিকট উপদেশ গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও তারা তাদের আপন মনের কথাকে প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন। কেউ উপদেশ চাইলে তার আপন বিবেচনার চেয়ে উপদেশ গ্রহীতার মনোবাসনা আন্দাজ করে তদনুযায়ী তার প্রশ্নের জবাব দেন। কিন্তু তোমাদের উভয়কে আমরা উত্তম বিচারক হিসাবে জানি বলে এবং তোমরা যা বিবেচনা কর সঠিকভাবে তাকেই প্রকাশ করবে জেনেই পরামর্শের জন্য তোমাদের আহ্বান করেছি। আমার এই ভূমিকার মূল বিষয় হচ্ছে : মেলেসিয়াস এবং আমার দুটি পুত্র আছে। পুত্রদের নির্দেশ করে। এটি হচ্ছে মেলেসিয়াসের পুত্র থুসিডাইডিস। তার পিতামহের নামানুযায়ী তার এ নামকরণ। আর এটি আমার পুত্র। এটির নামও তার পিতামহের নামানুযায়ী রাখা হয়েছে এরিস্টটল। আমরা আমাদের পুত্রদের এখন থেকেই যথাসাধ্য শিক্ষিত করে তুলতে চাই। শিশু তার শৈশব অতিক্রম করে তারুণ্যে প্রবেশ করেই সাধারণত আপন ইচ্ছামতো চলতে চায়। আমরা এটি পছন্দ করিনে। আমরা স্থির করেছি, এখন থেকেই আমরা সর্বোত্তম যত্নে আমাদের পুত্রদের শিক্ষিত করে তুলব। আমরা জানি তোমাদেরও পুত্র সন্তান রয়েছে। তোমরা নিশ্চয়ই তাদের চরিত্রের গঠন এবং উন্নয়নের জন্য যথাসাধ্য করেছ। যদি তা করা সম্ভব না হয়ে থাকে তা হলে এ কর্তব্য সম্পর্কে আমরাও তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তা হলে এস আমরা সবাই মিলিতভাবে আমাদের এই গুরুদায়িত্ব পালন বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করি। আমার ভূমিকাটি বিরক্তিকর মনে হলেও, আমি বিস্তৃত করে বলতে চাই, কী প্রকারে আমরা এই সমস্যার সম্মুখীন হলাম। মেলেসিয়াস এবং আমি একসঙ্গেই বাস করি। আমাদের পুত্রগণও আমাদের সঙ্গেই বাস করে। এবার খুলে বলছি। আমরা প্রায়শই ছেলেদের সঙ্গে আমাদের পিতৃপুরুষদের যুদ্ধ এবং শান্তিকালীন মহৎ কার্যাবলির উল্লেখ করে আলাপ করি। মিত্রদের সঙ্গে ব্যবহারে কিংবা নগর শাসনের বিষয়ে তাঁদের মহৎ কীর্তির কথা আমরা উল্লেখ করি। কিন্তু আমাদের নিজেদের এমন কোনো কীর্তিকথা নেই যা আমরা আমাদের পুত্রদের নিকট উল্লেখ করতে পারি। সত্যকথা বলতে কি, আমাদের পরপুরুষদের সম্মুখে পিতৃপুরুষদের তুলনায় আমাদের এই দীনতা লজ্জার বিষয়। আমাদের এই দৈন্যের জন্য আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের দায়ী করছি। কেননা, তরুণ বয়সে তারা আমাদের কোনো কিছু শিক্ষা না দিয়ে আমাদের নষ্ট করে দিয়েছেন। তারা অপর সবার বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছেন। কিন্তু আমাদের বিষয়ে তারা সামান্য দৃষ্টিও দেন নি। পুত্রদের সম্মুখে এই দৃষ্টান্ত রেখে আমরা তাই বলছি; তারাও যদি আমাদের ন্যায় অবাধ্য এবং আরামপ্রিয় হয় তা হলে সম্মানের সঙ্গে বিকাশলাভ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আজ যদি তারা ক্লেশ স্বীকার করে, তা হলে হয়তো পিতামহের যে

সম্মানিত নাম তারা ধারণ করছে তার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারবে। সুখের বিষয় যে, আমাদের পুত্রগণ আমাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী আদেশ পালন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমাদের এখন কর্তব্য হচ্ছে, সঠিকভাবে নির্ধারণ করা, কোন জ্ঞানের সাধনা কিংবা জীবিকার উপায় তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে। আমাদের জনৈক বন্ধু এ প্রসঙ্গে বর্মযুদ্ধের কৌশল শিক্ষার কথা বলেছেন। তার বিবেচনায় এটি তরুণদের জন্য একটি বিশেষ মূল্যবান গুণ। এই বন্ধুই বর্মযোদ্ধার প্রদর্শনীর প্রশংসা করেছেন এবং আমাদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন, যেন আমরাও সে প্রদর্শনী দেখে আসি। আমরা স্থির করেছি এই বর্মযোদ্ধাকে আমরা দেখব এবং তোমাদের দুজনকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাব। একইসঙ্গে, তোমাদের আপত্তি না হলে, আমরা আমাদের পুত্রদের শিক্ষার বিষয়টি নিয়েও আলাপ করব বলে স্থির করেছি। এই বিষয়টিই আমি তোমাদের নিকট বলতে চেয়েছিলাম। আমি আশা করি এবার তোমরা এই বর্মযুদ্ধের কৌশলের বিষয়ে তোমাদের মতামত প্রকাশ করবে। এতদ্ব্যতীত অপরাপর যেসব শিক্ষাকে যুবকদের জন্য তোমরা অবাঞ্ছিত বলে বিবেচনা কর তারও উল্লেখ করবে। এবার বল, আমাদের এই প্রস্তাবটিতে তোমাদের সম্মতি রয়েছে কি না।

নিসিয়াস : আমরা কথা বলতে গেলে, লীসিম্যাকাস এবং মেলেসিয়াস, আমি তোমাদের একথা বলতে পারি যে, তোমাদের এই প্রস্তাবটি শুনে আমি অবশ্যই সুখী হয়েছি।

ল্যাচেস : অবশ্যই। তা ব্যতীত লীসিম্যাকাস তার এবং মেলেসিয়াসের পিতা সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সে অভিমতকেও আমি স্বীকার করি। প্রকৃতপক্ষে এ মন্তব্য কেবলমাত্র আমাদের পিতৃপুরুষদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। এ মন্তব্য আমাদের ন্যায় যারা রাষ্ট্রীয় কার্যাদিতে ব্যাপৃত রয়েছে তাদের সবার উপরই সমভাবে প্রযোজ্য। লীসিম্যাকাস সঠিকভাবেই বলেছেন, রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যাপৃত এ সমস্ত নাগরিক আপন সন্তানদের প্রতি এবং ব্যক্তিগত বিষয়াদির প্রতি অনবহিত হয়ে থাকেন। লীসিম্যাকাস, তোমার এ মন্তব্য অনেকাংশেই সত্য। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তরুণদের শিক্ষা বিষয়ে আমাদের পরামর্শের চেয়ে তোমরা সক্রেটিসের উপদেশ কেন গ্রহণ করছ না? সক্রেটিস তোমার এলাকাতেই বাস করেন। তদুপরি সক্রেটিস সর্বদাই এরূপ স্থানসমূহে তার সময় যাপন করেন যেখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ তরুণদের জন্য প্রয়োজনীয়

লীসিম্যাকাস : একথা কি যথার্থ যে সক্রেটিস এ সমস্ত বিষয় নিয়েও চিন্তা করেছে?

ল্যাচেস : অবশ্যই লীসিম্যাকাস।

নিসিয়াস : ল্যাচেসের ন্যায় সক্রেটিস সম্বন্ধে একথা আমিও জানি। কেননা, সম্প্রতি সক্রেটিস আমার পুত্রদের সংগীত শিক্ষার জন্য এ্যগাথোকসিলের শিষ্য ডামনকে নিযুক্ত করে দিয়েছিল। তার নিয়োজিত শিক্ষক শুধুমাত্র একজন সংগীতজ্ঞ নন। তিনি একজন সর্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তি। তরুণদের উপযুক্ত সঙ্গী হিসাবে তিনি অবশ্যই অমূল্য।

লীসিম্যাকাস : সক্রেটিস! নিসিয়াস কিংবা ল্যাচেস–যারা আজ বয়সের ক্ষেত্রে আমার পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন তরুণদের সঙ্গে তারা সম্পর্কশূন্য হয়ে পড়েছেন। কেননা বার্ধক্যের জন্য তারা গৃহের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন। কিন্তু সফ্রোনিকাসের পুত্র সক্রেটিস, তোমার অবশ্যই তরুণদের বিষয়ে আমাদের উপদেশ দানে উপকৃত করা কর্তব্য। তোমার পিতার একজন পুরাতন বন্ধু হিসাবে তোমার নিকট হতে এরূপ সাহায্য পাওয়ার বিশেষ দাবিও আমার রয়েছে। তার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা এরূপ ছিল যে, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কোনো ক্ষেত্রেই কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হয় নি। তোমার নামের উল্লেখে এখন আমার স্মরণ হচ্ছে যে, তরুণদের কথোপকথনে সক্রেটিসের উচ্চ প্রশংসা আমি শুনতে পেয়েছি। আমি অবশ্য তাদের জিজ্ঞাসা করি নি যে, যার সম্পর্কে তারা এত প্রশংসা সে সফ্রোনিকাসেরই পুত্র কি না? (পুত্রদের লক্ষ্য করে বৎসগণ, এবার তা হলে আমায় বল, তোমরা কি এই সক্রেটিস সম্পর্কেই প্রায়শ আলাপ করে থাক?

পুত্র : হ্যাঁ পিতা, ইনিই সেই সক্রেটিস।

লীসিম্যাকাস : সক্রেটিস, তুমি তোমার পিতার নাম বহন কর শুনে আমি সত্যই বড় প্রীত হয়েছি। তোমার পিতা একজন বিশেষ মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। তোমার সাক্ষাতে আমাদের উভয় পরিবারের সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে ভেবে আমি বিশেষ আনন্দবোধ করছি।

ল্যাচেস : সত্যই লীসিম্যাকাস, দেখো, সক্রেটিস যেন আমাদের পরিত্যাগ করে যেতে na পারেন। কেননা, আমি দেখেছি সক্রেটিস শুধু তাঁর পিতার নামের সম্মানই রক্ষা করছেন না–সক্রেটিস তার দেশের সম্মান রক্ষা করছেন। ডেলিয়াসের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হটে আসার সময়ে সক্রেটিস আমার সঙ্গী ছিলেন। আমি তোমাকে একথা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, অপর সবাই যদি সক্রেটিসের মতো হতো তা হলে আমাদের দেশের সম্মান সেদিন অবশ্যই রক্ষিত হতো এবং সেদিনের সেই বিরাট পরাজয়ও সংঘটিত হতো না।

লীসিম্যাকাস : সক্রেটিস, এ তো খুবই উচ্চ প্রশংসা। তোমাকে যারা যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেছেন এবং যে কাজকে তার প্রশংসার যোগ্য বলে মনে করেন সেই বিশ্বস্ত প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট থেকেই এসেছে সেই

কাজের জন্য তোমার প্রশংসা। তোমার এই প্রশংসা শুনে আমার হৃদয়ে আনন্দের ধারা বইছে। আমি আশা করি, তুমি আমাকেও তোমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে গ্রহণ করবে। সক্রেটিস, অনেক পূর্বেই আমাদের নিকট তোমার আসা উচিত ছিল। আমার গৃহকে তোমার আপন গৃহ বলে বোধ করা উচিত ছিল। সে যা হোক, আজ যখন আমরা পরস্পরকে আবিষ্কার করতে পেরেছি তখন তুমি নিশ্চয়ই আমার গৃহে আসবে এবং আমার সঙ্গে এবং এই তরুণদের সঙ্গে তুমি আলাপ করবে–যেন এইভাবে তোমার পিতার আমি যেরূপ বন্ধু ছিলাম, তেমনি তোমারও বন্ধু বলে পরিগণিত হতে পারি। আশা করি, তুমি আমার এ অনুরোধটি গ্রহণ করবে। তা হলে পরবর্তী সময়ে আমি হয়তো সাহসপূর্বক তোমার কর্তব্য সম্পর্কে দু'একটি উপদেশও দিতে পারব। কিন্তু যে প্রসঙ্গ অর্থাৎ বর্মযুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের আলোচনা উত্থাপিত হয়েছিল সে সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কী? বর্মযুদ্ধ কি আমাদের পুত্রদের শিক্ষা দিলে কোনো উপকার লাভ হবে?

সক্রেটিস : মাননীয় লীসিম্যাকাস, এ বিষয়ে আমি আমার পরামর্শদানের চেষ্টা করব। আপনার অন্যান্য উপদেশও আমি মেনে চলব। কিন্তু আপনার চেয়ে আমি অল্পবয়স্ক এবং অনভিজ্ঞ। সুতরাং আমার চেয়ে অধিক বয়স্ক এবং অভিজ্ঞরা এ প্রসঙ্গে কী অভিমত ব্যক্ত করেন তাই আমার সর্বপ্রথম শ্রবণ করা সংগত। তৎপরেই মাত্র সেই অভিমতের সঙ্গে আমার কিছু যোগ করার থাকলে আমি তা যোগ করতে পারি এবং তাদের নিকট ও আপনার নিকট আমার মতামতকে ব্যক্ত করতে পারি। তাই বলছি, নিসিয়াস বা অপর কেউ আলোচনাটি শুরু করুন।

নিসিয়াস : আমি তাতে আপত্তি করছিনে, সক্রেটিস। বর্মযুদ্ধ বিষয়ে আমার অভিমত হচ্ছে, যুবকদের জন্য এই কৌশলটি আয়ত্ত করা বিভিন্নভাবেই উপকারী। কেননা অবসর সময়ে এটিকে তারা অবসর বিনোদনের প্রিয় ক্রীড়াসমূহের এমন একটি হিসাবে গ্রহণ করতে পারে যেটি তাদের দৈহিক স্বাস্থ্যের কোনো হানি না ঘটিয়ে তার উন্নতিই হ্যাঁবে। দৈহিক অপর কোনো ক্রীড়াই বর্মযুদ্ধের চেয়ে উত্তম বা কঠিন হতে পারে না। অশ্বচালনা এবং বর্মযুদ্ধ এ সকলই হচ্ছে স্বাধীন নাগরিকের উপযুক্ত ক্রীড়া। কেননা এ সমস্ত কৌশলে দক্ষ তরুণগণই আমাদের সামরিক বাহিনীর সৈনিক। এরাই সংঘর্ষের কৌশলে শিক্ষিত। তদ্ব্যতীত প্রকত যুদ্ধক্ষেত্রে যখন সঙ্ঘবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট স্থান রক্ষা করে যুদ্ধ পরিচালিত হয় তখনো এ কৌশলের মূল্য কম নয়। কিন্তু ছত্রভঙ্গ অবস্থায় তোমার যখন একাকী শত্রুসৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করে আক্রমণ করা আবশ্যক হয়, কিংবা আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করতে হয় তখন বর্মযুদ্ধের মূল্য সমধিক। একথা নিঃসন্দেহ যে, বর্মযুদ্ধে দক্ষ সৈনিককে

এক কিংবা একাধিক বিপক্ষ সৈন্যও আঘাত হানতে পারে না। এরূপভাবে আক্রান্ত হলেও সুবিধার দিকটিই তার পক্ষে প্রবল থাকবে। তদুপরি এরূপ কৌশলের শিক্ষা ব্যক্তির মনকে অপুর মহৎ শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। কেননা, যে যুদ্ধে শিক্ষিত সে স্বাভাবিকভাবে সামরিক শিক্ষার পরবর্তী শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে সৈন্যবাহিনী সংগঠনের সঠিক পদ্ধতিকেও জানতে চাইবে। এই শিক্ষায় যখন সে শিক্ষিত হয়ে উঠবে এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা যখন একবার তার মনে জাগরিত হয়ে উঠবে তখন সে অধিনায়কের সমগ্র কৌশলকেই আয়ত্ত করার জন্য জাগরিত হয়ে উঠবে তখন সে অধিনায়কের সমগ্র কৌশলকেই আয়ত্ত করার জন্য অগ্রসর হবে। কেননা, একথা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় ন যে, অপরাপর সামরিক কৌশলের শিক্ষা একজন নাগরিকের পক্ষে অবশ্যই মূল্যবান ও সম্মানিত শিক্ষা। এবং বর্মযুদ্ধের কৌশলকে অপর সব সামরিক শিক্ষার সূচনা হিসাবেই গণ্য করা চলে। অপর একটি সুবিধার কথাও আমি উল্লেখ করতে পারি। এ সুবিধাটিও নগণ্য নয়। এই কৌশলের শিক্ষা সৈনিককে যুদ্ধক্ষেত্রে অধিকতর সাহসী এবং আত্মস্থ হতে সাহায্য করবে। উপরন্তু আর একটি বিষয়েও আমি বলব। এটিকে অপর সবাই হয়তো সামান্য বলে বিবেচনা করবে। কিন্তু বিষয়টি সামান্য নয়। বর্মসজ্জা সৈনিকের জন্য উপযুক্ত বাহ্য-দৃশ্যও তৈরি করে। বর্মসজ্জায় তার আকৃতি শত্রুর হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করবে। সুতরাং লীসিম্যাকাস, এই সমস্ত কারণে আমার অভিমত হচ্ছে তরুণদের এই কৌশলে শিক্ষিত করা আবশ্যক। কিন্তু ল্যাচেস অবশ্যই ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। ল্যাচেসের অভিমত শুনতে পেলে আমি খুবই সুখী হবো।

ল্যাচেস : নিসিয়াস, একথা আমি বলছিনে যে, কোনো একটি কৌশল শিক্ষা করা উচিত নয়। কেননা, সব জ্ঞানই উত্তম। তদুপরি অপরাপর সবাই যখন মনে করেন যে, এই কৌশলটি জ্ঞানেরই একটি শাখা, তখন এটিকে অবশ্যই শিক্ষা করা আবশ্যককিন্তু তা যদি না হয়, এবং যারা কৌশলের শিক্ষাদাতা তারা যথার্থ শিক্ষক না হয়ে যদি প্রবঞ্চক হয়; কিংবা এ জ্ঞান যদি বিশেষ মূল্যবান জ্ঞান না হয়, তা হলে এ জ্ঞানের সার্থকতা কী? আমার এরূপ কথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, বর্মযুদ্ধের কৌশল সত্যই যদি মূল্যবান হতো তা হলে যে ল্যাসিডেমোনীয়গণ প্রতিপক্ষের উপর জয়লাভের জন্য সমরবিজ্ঞানের সব শাখাকেই আয়ত্ত করেছে। তাদের নিকট বর্মযুদ্ধের কৌশলটি অনাবিষ্কৃত থাকতে পারত না। ল্যাসিডিমোনীয়গণ যদি এ কৌশলকে আবিষ্কার করতে সক্ষম না হতো তা হলেও এই কৌশলের পণ্ডিতগণ অবশ্যই এ সত্য আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হতেন না যে, হেলেনবাসীদের মধ্যে ল্যাসিডিমোনীয়গণই এই কৌশল সম্পর্কে সমধিক আগ্রহী এবং এদের মধ্য থেকেই বর্মযুদ্ধ কৌশলে

দক্ষ এবং সম্মানিত যোদ্ধা তার কৌশল প্রদর্শনে সমস্ত জাতির মধ্যেই সম্পদে সমৃদ্ধ হতে পারত, যেমন করে আমাদের মধ্যে বিষাদের সম্মানিত কবি মনে করেন যে, তিনি বিষাদাত্মক নাটক রচনার ক্ষমতা রাখেন এবং তাই তিনি জীবিকার্জনের জন্য প্রতিবেশী কোনো স্থানে ভ্রমণ করার পরিবর্তে সরাসরি এথেন্সে এসে তার নাটকের প্রদর্শনী করে থাকেন। অপরদিকে আমি লক্ষ করেছি যে, বর্মযোদ্ধাগণ ল্যাসিডিমোনিয়াকে অভেদ্য রাজ্য বলেই বিবেচনা করেন। এ স্থানে তারা তাদের স্পর্শটুকুও রাখার ভরসা বোধ করে না। তার চেয়ে বরঞ্চ তারা এ রাজ্যকে পরিহার করে চতুর্দিকে পরিক্রম করবে। এবং অপর সকলের নিকট তাদের কৌশলের প্রদর্শনী দেখাবে, কিন্তু স্পার্টাবাসীদের সম্মুখে তারা উপস্থিত হতে সাহস সঞ্চয় করতে পারে না। এমনকি, স্পার্টার যে সমস্ত যোদ্ধা নিজেরাই স্বীকার করবে যে, তারা প্রথম সারির যোদ্ধা নয় তাদের কাছেও বর্মযোদ্ধাগণ উপস্থিত হতে ভরসা বোধ করে না। তদুপরি লীসিম্যাকাস, প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্রে আমি এই ভদ্রমহোদয়দের অনেকের সাক্ষাৎ লাভ করেছি এবং তাদের চরিত্রের পরিমাপও আমি তোমাকে দিতে পারি। বস্তুত, 'অসিবিদ্যায় পারদর্শী' এই ভদ্রমহোদয়দের কেউই যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নি। আমি এদের চরিত্রে একটা ভবিতব্যতার ভাব দেখেছি। অপর সমস্ত কলাকৌশলের ক্ষেত্রে যেখানে সযত্ন চর্চার মাধ্যমেই দক্ষতা অর্জন করা হয়, সেখানে বর্মযোদ্ধাগণই একমাত্র ব্যতিক্রম। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের দুর্দম এই স্টেসিসের কথাই ধর। এর ক্রীড়াকৌশল আমি এইমাত্র প্রত্যক্ষ করেছি। দর্শকদের সম্মুখে সে তার কলাকৌশলের বিশেষ আড়ম্বরপূর্ণ মহড়াই দেখিয়েছে। কিন্তু এই যোদ্ধাকে আমি অপর একটি সময়েও দেখেছি। সে সময়ে যোদ্ধর অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে কৌশলের প্রদর্শনী করেছিল সেটি বর্তমান প্রদর্শনীর চেয়ে উত্তমই হয়েছিল। একটা জাহাজের ছিল এ নাবিক। এই জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটেছিল অপর একটি মালবাহী জাহাজের। আমাদের যোদ্ধর ছিল এমন একটি অস্ত্রে সজ্জিত যার অর্ধখণ্ড বল্লম এবং অপর অর্ধ কাস্তে সদৃশ। অস্ত্রের এই তুলনাহীন আকৃতি যোদ্ধার তুলনাহীন চরিত্রেরই উপযুক্ত ছিল। সে যা হোক, আমাদের দীর্ঘ কাহিনী হ্রস্ব করে আমি শুধু বিশিষ্ট আবিষ্কার বল্লমকাস্তের ভাগ্যে কী ঘটেছিল সেটুকু বিবৃত করছি। আমাদের বীর বর্মযোদ্ধা অস্ত্র চালনা করছিল। এই যুদ্ধরত অবস্থায় যোদ্ধার অস্ত্রখানির কাস্তের দিকটি অপর জাহাজের দড়িদড়ায় শক্ত করে আটকে গেল। স্টেসিলাস তো টানাটানি করল অনেক। কিন্তু তার কাস্তেকে অপর জাহাজের দড়ির জট থেকে মুক্ত করে আনতে সমর্থ হলো না। জাহাজ দুটির অবস্থান ছিল এরূপ যে, একটি অপরটির বিপরীত দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। যোদ্ধবর তো প্রথমে তার বল্লম ধরে আপন জাহাজে দৌড়াতে লাগল। কিন্তু অপর জাহাজটি তাকে অতিক্রম করে

অগ্রসর হওয়াতে তার বল্লমে জোর টান পড়ল এবং স্টেসিলাসকেও বল্লমের সঙ্গে টেনে চলল। বর্মযোদ্ধা বাধ্য হয়ে তার হাতের বাঁধন আলগা করে দিল- কেবলমাত্র বল্লমের বাটটি তার হাতে রইল। অপর জাহাজের যাত্রীগণ করতালি দ্বারা আমাদের যোদ্ধার এই হাস্যকর অবস্থাকে উপভোগ করতে লাগল। এদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে লক্ষ্য করে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করল। নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড যোদ্ধার পায়ে এসে আঘাত করাতে যোদ্ধা যখন হাতের মুষ্টি একেবারে আলগা করে তার কাস্তে-বল্লমকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিল এবং তার মোহমুক্ত অস্ত্রখানি মালবাহী জাহাজে ঝুলন্ত অবস্থায় যখন একটি মনোহর দৃশ্যের সৃষ্টি করল, তখন তার আপন জাহাজের নাবিকগণের পক্ষেও আর সংযম রক্ষা করা সম্ভব হলো না। তারাও এবার হাসিতে ফেটে পড়ল। আমি একথা অবশ্য অস্বীকার করছিনে যে, এরূপ কৌশলের বৈশিষ্ট্য কিছু রয়েছে। আমি শুধুমাত্র আমার অভিজ্ঞতাকেই বর্ণনা করলাম। এবং আমি পূর্বেও যেরূপ বলেছি এখনো সেরূপ বলছি যে, আলোচিত বিষয়টি হয় এমন একটি কৌশল যার উপকারিতা সামান্যই, অথবা এটি আদৌ কোনো কৌশল নয়, শুধুমাত্র কৌশলের জবরদস্তি। সুতরাং উভয়ত এ কৌশল আয়ত্ত করা অর্থহীন। কেননা, আমার অভিমত হচ্ছে, এই কৌশলের অধিকারী যদি কাপুরুষ হয় তা হলে সে কার্যক্ষেত্রে হঠকারী হয়ে দাঁড়াতে পারে। ফলে সে অধিকতর বিপজ্জনক হবে। অপরদিকে সে যদি সাহসী হয় তা হলে তার সামান্য ত্রুটি নির্দেশ করার জন্য অপর সবাই প্রতীক্ষা করবে এবং পরাজয়ের মুহূর্তে সে বিরাটভাবে পরাজিত হবে। কেননা, এরূপ ভানকারীদের বিরুদ্ধে ঈর্ষারও সঞ্চার হয়। কারণ, কোনো ব্যক্তি যদি অপরিসীম সাহস-সম্পন্ন না হয়, তথাপি সে এরূপ সাহসের অধিকারী বলে যদি দাবি করে তা হলে তাকে উপহাসের পাত্র হতেই হয়। লীসিম্যাকাস, এই কৌশলের বাঞ্ছনীয়তা সম্পর্কে এই হচ্ছে আমার অভিমত। কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি, সক্রেটিসকে এ প্রশ্নের জবাব অবশ্যই দিতে হবে এবং তার অভিমত ব্যক্ত না করা অবধি তুমি তাকে যেতে দিও না।

লীসিম্যাকাস : সক্রেটিস, এখন আমি তোমার অভিমত চাচ্ছি। এ অভিমতের প্রয়োজনীয়তা এখন অধিকতর এই কারণে যে, আমাদের দুজন সভাসদই পরস্পর ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং এবার এমন একজন পরামর্শদাতার আবশ্যক যিনি এই বিরোধের ক্ষেত্রে একটি সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম হবেন। তাঁরা দুজনে একমত হলে এরূপ মধ্যস্থের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু এখন ল্যাচেস একদিকে ভোট দিয়েছেন এবং নিসিয়াস বিপরীত দিকে, তখন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, সক্রেটিস, তুমি আমাদের এই বন্ধুর মধ্যে কোন বন্ধুর সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ কর?

সক্রেটিস : নাগরিক লীসিম্যাকাস, আপনি কি তা হলে এক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যের মতকেই গ্রহণ করেন।

লীসিম্যাকাস : অবশ্যই সক্রেটিস। তদ্ব্যতীত আমার কি করণীয় থাকতে পারে?

সক্রেটিস : মেলেসিয়াস, আপনিও কি এই অভিমতই পোষণ করেন? আপনি যদি আপনার পুত্রের শরীর গঠনের ক্রীড়াকৌশল নিয়ে আলোচনা করতেন, তা হলে কি সে ব্যাপারে আমাদের সংখ্যাধিক্যের মত গ্রহণ করতেন? কিংবা এমন কোনো ব্যক্তির মত জানতে চাইতেন, যিনি একজন দক্ষ শিক্ষক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং শিক্ষিত হয়েছেন?

মেলেসিয়াস : এ বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাস করতাম। তাই তো যুক্তিসংগত।

সক্রেটিস : সেক্ষেত্রে তার একটি ভোটই আমাদের মিলিত চারটি ভোটের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হতো?

মেলেসিয়াস : অবশ্যই।

সক্রেটিস : আমি মনে করি তার কারণ হচ্ছে, একটি সঠিক সিদ্ধান্ত বিষয়-জ্ঞানের উপরই নির্ভর করে, মানুষের সংখ্যার উপর নয়।

মেলেসিয়াস : নিশ্চয়ই।

সক্রেটিস : তা হলে এটিই কি সংগত নয় যে, যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, সে বিষয়ে আমাদের কারো সঠিক জ্ঞান আছে কিনা, তাই সর্বপ্রথমে জিজ্ঞাসা করা? এমন জ্ঞান যদি কারো থাকে তা হলে সে ব্যক্তি হিসাবে একজন হলেও তার অভিমতই গ্রহণ করা কর্তব্য, আমাদের অভিমতকে গ্রহণ করা উচিত নয়। আমাদের কারো যদি সেরূপ জ্ঞান না থাকে তা হলে আমাদের নূতন উপদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক। কেননা, আপনি এবং লীসিম্যাকাস যে-বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেটি কি ক্ষুদ্র বিষয়? তা নয়। আপনারা কি এক্ষেত্রে আপনাদের সর্বোত্তম সম্পদের ঝুঁকি গ্রহণ করছেন না? কেননা, সন্তানই হচ্ছে আমাদের সম্পদ। তাদের ভালো কিংবা মন্দ, সৎ কিংবা অসৎ হয়ে গড়ে ওঠার উপরই পিতার সংসারের শৃঙ্খলা নির্ভর করে।

মেলেসিয়াস : একথা সত্য।

সক্রেটিস : তা হলে এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন?

মেলেসিয়াস : অবশ্যই।

সক্রেটিস : বেশ, এবার তা হলে আমাদের আলোচ্য বিষয়টি বিচার করা যাক, অর্থাৎ কে সর্বোত্তম শিক্ষক। সর্বোত্তম শিক্ষক হিসাবে কি আমাদের তাঁকেই গ্রহণ করা উচিত নয় যিনি কৌশলটি নিজে জানেন এবং তাকে আয়ত্ত করেছেন এবং যার নিজের শিক্ষাদাতাও ছিলেন সর্বোত্তম?

মেলেসিয়াস : আমাদের সেরূপ শিক্ষকই গ্রহণ করা কর্তব্য।

সক্রেটিস : কিন্তু যে বিষয়ের জন্য আমরা শিক্ষক অনুসন্ধান করছি সে বিষয়ের প্রকৃতির প্রশ্নটিই কি প্রথম আলোচ্য নয়?

মেলেসিয়াস : সক্রেটিস, তোমার বক্তব্যের অর্থটি আমি অনুধাবন করতে পারছিনে।

সক্রেটিস : অর্থটি আমি সহজ করে বলছি। আমি মনে করি, আমরা যখন প্রশ্ন তুলি, আমরা কৌশলটিতে দক্ষ কিংবা দক্ষ নয় এবং আমাদের কোনো শিক্ষক ছিল কি na, তখন পর্যন্ত আমরা আলোচনার বিষয়টি নির্দিষ্ট করি নি।

নিসিয়াস : একথা তুমি কেন বলছ, সক্রেটিস? আমাদের আলোচ্য বিষয়টি কি এই নয় যে, তরুণদের বর্মযুদ্ধে শিক্ষিত করা উচিত কি না?

সক্রেটিস : হ্যাঁ, সেকথা সত্য বটে। তথাপি একটি পূর্ব-প্রশ্ন থেকে যায়। প্রশ্নটির দৃষ্টান্ত এভাবে দেওয়া চলে : কেউ যখন চোখে ঔষধ প্রয়োগের কথা বলে তখন সে কি ঔষধ সম্পর্কে চিন্তা করে, না তার চোখের বিষয়ে ভাবে?

নিসিয়াস : সে চোখ সম্পর্কেই চিন্তা করে।

সক্রেটিস : তেমনি কেউ যখন একটি অশ্বকে বল্গাবদ্ধ করে তখন সে অশ্বের কথাই চিন্তা করে, বল্গার কথা নয়?

নিসিয়াস : ঠিকই।

সক্রেটিস : এক কথায়, সে যখন কোনো কিছু অপর কিছুর জন্য চিন্তা করে তখন সে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করে–উপায় সম্পর্কে নয়।

নিসিয়াস : খুবই সত্য কথা।

সক্রেটিস : আমাদেরও বর্তমান উদ্দেশ্য হচ্ছে তরুণদের আত্মিক উন্নতি বিধানের জন্য জ্ঞান অন্বেষণ?

নিসিয়াস : হ্যাঁ

সক্রেটিস : এবং আমরা বিচার করছি, আমাদের মধ্যে কেউ এমন রয়েছে কিনা যে আত্মার উন্নয়নকার্যে পারদর্শী বা সফলকাম এবং সেজন্য আমাদের মধ্যে উত্তম শিক্ষাদাতাও কারো ছিল কি না?

ল্যাচেস : কিন্তু সক্রেটিস, তুমি নিশ্চয়ই এ-ও লক্ষ্য করেছ যে, অনেক ক্ষেত্রে যাদের কোনো শিক্ষক ছিল না তারাই যাদের শিক্ষক ছিল তাদের চেয়ে একটি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী।

সক্রেটিস : হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। আমি সেরূপ দেখেছি। তথাপি আপনি নিশ্চয়ই তেমন পারদর্শিতার উপর আস্থাস্থাপন করবেন না, যদি সে তার আপন বিষয়ে পারদর্শিতার কথা বলা ব্যতীত কোনো বাস্তব কাজে তার প্রমাণ উপস্থিত করতে সক্ষম না হয়।

ল্যাচেস : সে কথা সত্য।

সক্রেটিস : সুতরাং ল্যাচেস এবং নিসিয়াস! লীসিম্যাকাস এবং মেলেসিয়াস যখন তাঁদের সন্তানদের আত্মিক উন্নতির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এ সম্পর্কে আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে চেয়েছেন, তখন আমাদেরও প্রকাশ করা প্রয়োজন আমাদের নিজেদের কোনো শিক্ষক ছিল কিনা এবং থাকলে তারা কে; তদুপরি আমাদের প্রকাশ করা প্রয়োজন তারা তরুণদের জন্য উপযুক্ত গুণসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন কিনা এবং সঠিকভাবে আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন কি না। আমাদের মধ্যে কেউ যদি বলেন যে, তাঁর শিক্ষক ছিল না, কিন্তু তিনি নিজেই এ বিষয়ে পারদর্শী, তা হলে তারও প্রকাশ করা প্রয়োজন এথেন্সবাসী কিংবা বিদেশী, দাস কিংবা স্বাধীন নাগরিক, কাকে তিনি উন্নত করেছেন এবং কাদের শিক্ষাদাতা হিসাবে তিনি স্বীকৃত। কিন্তু কেউ যদি শিক্ষাদাতা কিংবা নিজ সাধিত কর্ম কোনো কিছুই দেখাতে না পারেন, তা হলে তার অবশ্যই অপর কোনো উপযুক্ত লোক অন্বেষণের জন্য বলা আবশ্যক এবং নিজের হাতে সুহৃদবর্গের সন্তানদের দায়িত্ব নিয়ে তাদের বিনষ্ট করা এবং তদ্দারা চরম অভিযোগের পাত্র হওয়া উচিত নয়। লীসিম্যাকাস এবং মেলিসিয়াস, আপনাদের নিকট আমার নিজের কথা বললে আমাকে প্রথমেই একথা স্বীকার করতে হবে যে, শৈশব থেকে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গুণার্জনের কৌশল শিক্ষা দেবার ন্যায় কোনো শিক্ষক আমার ছিল না। বেতনভুক শিক্ষক সফিস্ট সম্প্রদায়ের কাউকে অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ করার সামর্থ্য আমার ছিল না। এবং সফিস্টগণই ছিলেন নৈতিক চরিত্র উন্নয়নের একমাত্র শিক্ষক সম্প্রদায়। নিসিয়াস এবং ল্যাচেসের কথা আমি জানি না। তারা হয়তো-বা এই বিদ্যার শিক্ষক আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। কেননা, আমার চেয়ে তারা অধিক পরিচিত। কিন্তু আমি নিজে এ কৌশল আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হই নি। নিসিয়াস এবং ল্যাচেস আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠও বটে। কাজেই তারা এ শিল্পকলা আবিষ্কারে অধিকতর শিক্ষিত করার অধিকার তাদের রয়েছে। তা না। হলে, কোন শিক্ষা বা জীবিকা তরুণদের উপকার সাধন করবে এবং কোন শিক্ষা তা করবে না–এরূপভাবে নির্দিষ্ট করে তারা অভিমত ব্যক্ত করতেন না। তাঁদের উভয়ের উপর আমার আস্থা রয়েছে। কিন্তু আমার বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে এই যে, তারা দুজন পরস্পর ভিন্নমত পোষণ করছে। সুতরাং মাননীয় লীসিম্যাকাস, ল্যাচেস যেমন আমার সম্পর্কে বলেছেন যে,

আমি উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত যেন আমাকে যেতে দেওয়া না হয়, তেমনি আমি বলছি, আপনি ল্যাচেস এবং নিসিয়াসকেও অবস্থান করতে বলুন এবং তাদের আপনি প্রশ্ন করুন। আপনি তাদের বলুন : সক্রেটিস স্বীকার করেছে যে, এ-বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান নেই। তোমরা এ-বিষয়ে সঠিক মত পোষণ করছ, সে সিদ্ধান্ত করতেও সে অপারগ। শিক্ষার কোন কৌশলটি তোমরা নিজেরা আবিষ্কার করেছ কিংবা অপরের নিকট থেকে গ্রহণ করেছ। অপরের নিকট থেকে বিষয়টিতে তোমরা শিক্ষিত হয়ে থাকলে আমাদের নিকট বল, তোমাদের শিক্ষক কে ছিলেন এবং শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অপর কারাই-বা সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তোমরা দুজন যদি রাজনৈতিক কার্যাবলিতে বিশেষ ব্যাপৃত থেকে থাক, তা হলে আমরা নিজেরাই এই শিক্ষকদের নিকট যেতে পারব। উপঢৌকন দানে বা অপর কোনো উপায়ে তাদের মনে আগ্রহের সঞ্চার করতে পারব, যাতে তারা আমাদের সন্তানদের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেন, যেন তারা হীনচেতা হয়ে বৃদ্ধিলাভ না করে এবং আপন পিতৃপুরুষদের সুনাম কলঙ্কিত না করে। তোমরা নিজেরাই যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক আবিষ্কারক হও, তা হলে তোমরা তোমাদের পারদর্শিতার কিছু প্রমাণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত কর। কাদের তোমরা শিক্ষা দিয়েছ এবং কারা তোমাদের শিক্ষায় হীনম্মন্যতা থেকে মহত্তে উন্নীত হয়েছে? কেননা তোমরা যদি এক্ষেত্রে নবাগত হয়ে থাক, তা হলে বিপদের দিক হচ্ছে এই যে, তোমরা হয়তো তোমাদের পরীক্ষার কার্যটি ‘দাসের দেহের উপর না চালিয়ে তোমাদের এবং বন্ধুজনদের সন্ততির উপরই চালাবে এবং প্রবাদ বাক্যের কথায় ‘হাড়ি গড়তে জাহাজ ভাঙার’ পরিণতি ঘটে যাবে। কাজেই তোমরা বল, কোন গুণের তোমরা অধিকারী কিংবা অধিকারী নও। লীসিম্যাকাস, আপনি এই প্রশ্নের জবাবটি তাদের নিকট হতে গ্রহণ করুন; তার পূর্বে তাঁদেরও আপনি যেতে দেবেন না।

লীসিম্যাকাস : বন্ধুগণ, সক্রেটিসের বক্তব্যকে আমি বিশেষভাবেই সমর্থন করি। কিন্তু নিসিয়াস এবং ল্যাচেস, তোমরাই স্থির কর, তোমরা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হতে এবং এরূপ ব্যাখ্যাদানে সম্মত হবে কি না। একথা নিশ্চিত যে, মেলেসিয়াস এবং আমি তোমাদের উত্তর শুনতে পেলে বিশেষ সুখী হবো। কেননা, আমার কথার শুরুতেই আমি বলেছি, আমরা তোমাদের উপদেশ গ্রহণ করতে চেয়েছি এজন্য যে, তোমাদের যখন আমাদের ন্যায় সন্তান রয়েছে এবং তারা যখন শিক্ষার বয়সপ্রাপ্ত হয়েছে, তখন তোমরাও অবশ্যই সমস্যাটি সম্পর্কে চিন্তা করেছ। তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে সক্রেটিসকে এ বিষয়ে সঙ্গী করে নাও এবং পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন কর এবং জবাব দাও। এই

পদ্ধতিই উত্তম। কেননা, সক্রেটিস যথার্থই বলেছে : আমাদের দায়িত্বের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়েই আমরা আলোচনা শুরু করেছি। আমি আশা করি, তোমরা আমার অনুরোধটি অমান্য করবে না।

নিসিয়াস : মাননীয় লীসিম্যাকাস, আমার মনে হচ্ছে আপনি সক্রেটিসের পিতাকেই জানতেন। সক্রেটিসকে আপনি জানেন না। সক্রেটিসকে আপনি হয়তো কেবল তার শিশুবয়সে তার অপরাপর সাথীদের সঙ্গে বা তার পিতার সঙ্গে বিসর্জনের উৎসবসমূহে দেখে থাকবেন। কিন্তু আমার স্পষ্টতই মনে হচ্ছে যে, সক্রেটিস বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পরে আপনি তাকে দেখেন নি।

লীসিম্যাকাস : একথা তুমি কেন বলছ, নিসিয়াস?

নিসিয়াস : কেননা, আমার মনে হচ্ছে, আপনি বুঝতে পারছেন না যে, সক্রেটিসের সঙ্গে যদি কেউ কোনো আলোচনায় উৎসাহ প্রদর্শন করে তা হলে সে অবশ্যই তার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়বে এবং আলোচ্য বিষয় যাই হোক না কেন, সক্রেটিস তাকে যুক্তির জালে ক্রমান্বয়েই চক্রাকারে জড়িত করে ফেলবে। অবশেষে সে দেখতে পারে যে, যুক্তির দাবিতে সক্রেটিসের নিকট আপন জীবনের অতীত ও বর্তমানের ইতিবৃত্ত তাকে বলে যেতে হচ্ছে। একবার যদি কেউ সক্রেটিসের যুক্তিজালে ধরা পড়ে যায়, তা হলে একথা নিশ্চিত যে, পরিপূর্ণরূপে পরীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত তার যুক্তি নেই। আমি তার এ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত। আমি জানি, আমি যেরূপ বলেছি, সক্রেটিস অবশ্যই সেরূপ করবে এবং তার হাতে আমার দুর্গতি ঘটবে। কেননা, তার আলাপের আমি একজন ভক্ত। আমি একথাও মনে করি যে, কোনো জ্ঞানী লোক যদি আমাদের ত্রুটি বা ভ্রান্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয় তাতে ক্ষতির কিছু নেই। যে নিন্দাবাদকে ভয় করে না সে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করে।' জ্ঞানী সলোনের একথা যথার্থ। সে যতদিন বাঁচবে ততদিন সে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং এমন কথা সে ভাববে না যে, বয়সের বার্ধক্য আপনা হতেই মানুষের জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়। সক্রেটিসের জেরা আমার নিকট অপরিচিত বা অপ্রিয় কোনোটাই নয়। প্রকৃতপক্ষে একথা আমি জানতাম যে, সক্রেটিস যেখানে উপস্থিত রয়েছে, সেখানে আলোচনার বিষয় আমাদের পুত্রদের অতিক্রম করে নিজেদের উপরই এসে পড়বে। সুতরাং আমার দিক থেকে আমি বলতে পারি যে, সক্রেটিসের পদ্ধতি অনুযায়ী আলোচনাতে অংশগ্রহণ করতে আমি অবশ্যই সম্মত রয়েছি। কিন্তু ল্যাচেসের বক্তব্য কী, তাকেই আপনি জিজ্ঞাসা করুন।

ল্যাচেস : নিসিয়াস, এ প্রসঙ্গে আমার বিশেষ একটি মনোভাব বা বলতে পার দুটি মনোভাব হচ্ছে এই যে, অনেকের নিকট আমি আলোচনাপ্রেমিক বলে পরিচিত, আবার অনেকের নিকট আমি আলোচনার ঘৃণাকারী নামেও পরিচিত। কেননা, সত্যকারের গুণসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি যখন জ্ঞানের কোনো বিষয়

নিয়ে আলোচনা করেন, সে আলোচনা শ্রবণ করতে আমি আনন্দ বোধ করি। তার কথা ও কাজের ঐক্যকে আমি লক্ষ করি। এরূপ ব্যক্তিকে আমি বীণার চেয়েও সংগতির ছন্দে বাধা যথার্থ সংগীতজ্ঞ বলে বিবেচনা করি। কেননা, তিনি যথার্থই তার জীবনের কথা ও কাজের এমন সংগতি সৃষ্টি করেছেন, যে সংগতি আয়োনীয় বা ফ্রিজীয় বা লীডীয় কৌশল নয়-0যা নিশ্চিতরূপেই গ্রিসীয় এবং ডোরীয়। এরূপ ব্যক্তির মুখের শব্দই আমাকে আনন্দিত করে তোলে। তাঁর আলাপ শ্রবণকালে নিজেকে আলোচনার বিশেষ অনুরাগী বলেই বোধ হয়। মনে হয় যেন তার কণ্ঠ নির্গত শব্দ আমি পান করছি। কিন্তু যে ব্যক্তির কথা ও কাজে ঐক্য নেই তার বাক্য আমার মনে বিরক্তির সঞ্চার করে। এরূপ ব্যক্তির বাক্য যত মধুর তার সম্পর্কে আমার ঘৃণা তত অধিক এবং তখন নিজেকে আমার আলোচনাবিরাগী বলে বোধ হয়। সক্রেটিস সম্পর্কে আমি এই বলতে পারি, তার বাক্য আমি শুনি নি, তবে তার কাজের সঙ্গে আমার পরিচয় রয়েছে। তার কাজই প্রমাণ দেয় যে, স্বাধীন এবং মহৎ চিন্তা তার স্বভাবজাত। এখন যদি সে কাজের সঙ্গে তার কথার ঐক্য দেখতে পাই তা হলে তার সঙ্গে আমি ঐকমত্যই হবো। এরূপ ব্যক্তি দ্বারা জিজ্ঞাসিত হওয়াকে আমি আনন্দের বিষয় বলেই মনে করব। তাঁর নিকট হতে জ্ঞান অর্জন করাতে আমার মনে কোনো বিরক্তির সঞ্চার হবে না। কেননা, সলোন যেরূপ বলেছেন আমিও সেরূপ বলব, জ্ঞান অর্জন করে আমি বৃদ্ধ হই তে আমার আপত্তি নেই। তবে আমার একটি বিষয়ের উপর জোর। সে হচ্ছে, শুধু মহৎ জ্ঞানই আমি অর্জন করতে চাই। সক্রেটিসকে অবশ্যই একজন উত্তম শিক্ষক হতে হবে। অন্যথায় ছাত্র হিসাবে আমি খুব বুদ্ধিমান বা 'উপাদেয়' বোধ হবে না। শিক্ষকের বয়স অল্প, কিংবা সে বিশেষ খ্যাত নয়, এটি আমার নিকট কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। সুতরাং সক্রেটিস, একথাই আমার নিশ্চিত জেনো যে, তুমি আমায় যেমন ইচ্ছা খণ্ডন কর এবং আমার জীবন সম্পর্কে যা জানতে চাও তা জেনে নিয়ো। বিপদের মুহূর্তে তুমি আমায় সাথীত্ব এবং সাহস দিয়ে যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছ তার জন্য তোমার সম্পর্কে আমি এরূপ উচ্চ ধারণাই পোষণ করি। কাজে কাজেই তুমি যদৃচ্ছা প্রশ্ন কর এবং আমাদের মধ্যকার বয়সের পার্থক্য নিয়ে তুমি কোনো সঙ্কোচ করো না।

সক্রেটিস : আমি জানি, আপনাদের উভয়ের কেউই আমার সঙ্গে আলাপ বা পরামর্শ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন না।

লীসিম্যাকাস : এটিই তো আমাদের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব আমাদের যেমন, সক্রেটিস, তেমনি তোমারও। কেননা, তোমাকে আমরা একজন বলেই গণ্য করি। সুতরাং তুমিই আমার ভূমিকা গ্রহণ করে নিসিয়াস এবং ল্যাচেস-এর নিকট হতে আমাদের জ্ঞেয় বিষয়কে জেনে নাও। আমি বৃদ্ধ হয়েছি। স্মৃতিশক্তিও

আমার : দুর্বল। কী কী প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা করব কিংবা কী তার জবাব তা আমি ইতোমধ্যেই বিস্মৃত হয়েছি। অধিকন্তু, আমার কথার মধ্যে কোনো বাধা উপস্থিত হলে আমি একেবারেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। সুতরাং আমার অনুরোধ হচ্ছে, তোমরা নিজেরাই আলোচনাটি চালিয়ে যাও। আমি তোমাদের গৃহীত সিদ্ধান্তকেই কার্যকর করব।

সক্রেটিস : নিসিয়াস এবং ল্যাচেস, আসুন আমরা লীসম্যাকাস-এর অনুরোধটি রক্ষা করি। যে প্রশ্ন আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, আমরা নিজেরাই যদি সে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করি, তাতে ক্ষতি কিছু নেই। প্রশ্নটি হচ্ছে : কারা আমাদের শিক্ষাদাতা ছিলেন এবং কাদের উন্নতি সাধন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।' ভিন্নতর পন্থাটির মারফতও আমরা একই স্থানে গিয়ে পৌঁছতে পারি। ভিন্নতর পন্থাটির বৈশিষ্ট্য হবে, মৌলিক নীতির ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া। কেননা, আমরা। যদি নিশ্চিতভাবে জানি যে, কোনো কিছুর যোগ সাধন দ্বারা আমরা অপর কিছুর উন্নতি সাধন করতে পারব এবং এরূপ যোগ সাধন আমাদের পক্ষে সম্ভব, তা হলে এ অনুমানও সঠিক যে, আমরা জানি, জ্ঞাত বিষয়টিকে আয়ত্ত করার সর্বোত্তম পন্থাটিও আমাদের জ্ঞাত। আমার বক্তব্যটি আপনাদের নিকট হয়তো স্পষ্ট হলো na। তা হলে আমার বক্তব্যটি এভাবে পরিষ্কার করতে দিন। মনে করুন, দৃষ্টিমান চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি অধিকতর দৃষ্টিশক্তির যোগদান বৃদ্ধি পাবে। মনে করুন, দৃষ্টিমান চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি অধিকতর দৃষ্টিশক্তির যোগসাধনে বৃদ্ধি পাবে। মনে করুন, দৃষ্টিশক্তির সেরূপ যোগসাধনও আমাদের পক্ষে সম্ভব। তা হলে নিশ্চয়ই দৃষ্টিশক্তি কাকে বলে তাও আমরা জানি। এবং কোন উত্তম ও সহজ কৌশলে এই গুণের অর্জন সম্ভব সে উপদেশ দান আমাদের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু আমরা যদি দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তির প্রকৃতিকেই না জানি তা হলে আমাদের চক্ষু, কর্ণ বা দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি লাভের কোনো উত্তম উপদেশ দান সম্ভব নয়।

ল্যাচেস : সক্রেটিস, তোমার একথা সত্য।

সক্রেটিস : ল্যাচেস, অথচ আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ দুই বন্ধু ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের অনুরোধ করেছেন যেন আমরা বলে দিই, কীভাবে ন্যায়পরায়ণতার গুণ দ্বারা তাদের সন্তানদের আত্মিক উন্নতি সম্ভব?

ল্যাচেস : খুবই সত্য কথা।

সক্রেটিস : তা হলে আমাদের কি সর্বপ্রথম ন্যায়পরতার প্রকৃতিকেই উপলব্ধি করা আবশ্যক নয়? কেননা, যার প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা নিজেরাই অজ্ঞ, তাকে অর্জন করার সর্বোত্তম পন্থার পরামর্শদান আমাদের পক্ষে কি করে সম্ভব?

ল্যাচেস : না, আমি মনে করি না, সেরূপ উপদেশ আমরা দিতে পারি।

সক্রেটিস : তা হলে আসুন, আমরা ধরে নিই যে, ন্যায়পরতার প্রকৃতি আমরা জানি।

ল্যাচেস : হ্যাঁ।

সক্রেটিস : এবং যা আমাদের জ্ঞাত তাকে বলার ক্ষমতাও নিশ্চয়ই আমাদের আছে?

ল্যাচেস : অবশ্যই।

সক্রেটিস : সমগ্র ন্যায়পরতা নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করব, এমন কথা আমি বলিনে। কেননা, তা করার সাধ্য হয়তো আমাদের নেই। প্রথমে আমরা দেখব, তার অংশ সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে কি না। তা হলে অনুসন্ধান কিংবা বিচারের কাজটি আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হবে।

ল্যাচেস : তুমি যেরূপ বলেছ, সেরূপই করা যাক।

সক্রেটিস : তা হলে ন্যায়পরতার কোন অংশ আমাদের নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন? যে অংশের চর্চা বর্মযুদ্ধের উন্নয়ন সাধন করে, তাকেই আমাদের নির্দিষ্ট করা উচিত নয় কি? এবং ন্যায়পরতার সেই অংশটিকে কি সাহস হিসাবে অনুমান করা হয় na?

ল্যাচেস : হ্যাঁ, অবশ্যই।

সক্রেটিস : তা হলে ল্যাচেস, আমরা বরঞ্চ সাহসের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা শুরু করি। তৎপর আমরা বিবেচনা করে দেখব, যুবক সম্প্রদায় অধ্যয়ন এবং অধ্যবসায়ের সাহায্যে কী প্রকারে এই গুণকে অর্জন করতে পারে? আপনি যদি জানেন তা হলে আমাকে বলুন, সাহস বিষয়টি কী?

ল্যাচেস : সক্রেটিস, তোমার এ প্রশ্নের জবাবদান আমি খুব কঠিন বলে মনে করিনে। সাহসী অবশ্যই সে, যে যুদ্ধে আপন স্থানকে পরিত্যাগ করে পলায়ন করে না, যে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলে–সাহসী অবশ্যই সে। এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

সক্রেটিস : খুবই উত্তম কথা। তবু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আমি হয়তো আমাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারি নি। তারই জন্য যে প্রশ্নটি আমার জানার ইচ্ছা তার চেয়ে ভিন্নতর প্রশ্নের জবাব আপনি দিয়েছেন।

ল্যাচেস : তোমার একথার অর্থ কী?

সক্রেটিস : আমি ব্যাখ্যা করে বলতে চেষ্টা করছি। যে আপন স্থানে দাঁড়িয়ে শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করে, আপনি তাকেই সাহসী বলবেন। নয় কি?

ল্যাচেস : হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তাকে সাহসী বলব।

সক্রেটিস : আমারও তাই বলা সংগত। কিন্তু আপনি সেই যোদ্ধাকে কী বলবেন, যে আপন স্থানে না থেকে পলায়নরত অবস্থাতেও শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে? ল্যাচেস; পলায়নরত অবস্থাতে কী করে তা সম্ভব?

সক্রেটিস : কেন, সিদিয়াবাসীগণ যার জন্য বিখ্যাত? অর্থাৎ তারা পলায়নও করে এবং শত্রুর পশ্চাদ্ধানও করে–যেমন হোমার তার ইনিসের অশ্ব সম্পর্কে বলেছেন : তারা জানত, কী করে দ্রুততার সঙ্গে যত্রতত্র হটতে এবং এগোতে হয়।' হোমার ইনিসের প্রশংসা করেও বলেছেন : 'ইনিসের ভীতি এবং পলায়ন উভয় সম্পর্কেই জ্ঞান ছিল। ইনিস ছিল ভীতি এবং পলায়নের কৌশলী যোদ্ধা।

ল্যাচেস : হ্যাঁ, সক্রেটিস হোমার তা বলেছেন। কেননা, তুমি যেমন সিদিয়ার অশ্বারোহী সম্পর্কে তোমার উক্তি করেছ, হোমার তেমনি শকট-বাহিনী সম্পর্কে তাঁর কথা বলেছেন। এদের উভয়েরই সগ্রামের পদ্ধতি হচ্ছে ঐরূপ। কিন্তু ভারী অস্ত্রবাহী গ্রিক যোদ্ধা, আমি যেরূপ বলেছি, সেরূপ আপন স্থানে থেকেই যুদ্ধ করে।

সক্রেটিস : তা হলে ল্যাচেস, ল্যাসিডিমোনীয়দের ব্যতিক্রম হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। কেননা, তারাও যখন প্ল্যাটিয়ার যুদ্ধে পারসীয় বাহিনীর হাল্কা বর্মের সম্মুখীন হয়েছিল তখন আপন স্থানে দাঁড়িয়ে লড়াই করার পরিবর্তে পশ্চাদপসরণ করেছিল। কিন্তু যে-মুহূর্তে পারসীয় সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল তখন পুনরায় অশ্বারোহী বাহিনীর ন্যায় তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং এমনিভাবে প্ল্যাটিয়ার যুদ্ধে জয়লাভও করেছিল।

ল্যাচেস : সে কথা সত্য।

সক্রেটিস : এজন্যই আমি বলেছিলাম যে, আমার প্রশ্নটি আমি যথার্থভাবে আপনার

নিকট উপস্থিত করতে পারি নি। সেজন্য আপনার জবাবদানটিও সঠিক হয় নি। কেননা আমি কেবলমাত্র ভারী অস্ত্রবাহী যোদ্ধাদের সাহস সম্পর্কেই প্রশ্ন করতে চাই নি। অশ্বারোহী কিংবা অপর যে-কোনো রীতির যোদ্ধার সাহস সম্পর্কেই প্রশ্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল। তদ্ব্যতীত প্রশ্নটি এই নয় যে, শুধুমাত্র সংগ্রামক্ষেত্রে সাহসী কে। প্রশ্নটি হচ্ছে, কে সমুদ্রে, সঙ্কটে, রোগ কিংবা দারিদ্র্যের মধ্যে কিংবা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সাহসী। সাহস শুধু ক্লেশ কিংবা ভীতির বিরুদ্ধেই নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, কে বাসনা এবং বিলাসের বিরুদ্ধেও সংগ্রামে সাহসী; কে শত্রুর সঙ্গে পশ্চাদপসরণে কিংবা পশ্চাদ্ধাবনে সাহসী। সেখানেই এই সাহসের প্রশ্ন?। তাই নয় কি, ল্যাচেস?

ল্যাচেস : হ্যাঁ, একথা অবশ্যই সত্য।

সক্রেটিস : এরা সবাই সাহসী। কিন্তু কেউ বা ভোগে সাহসী, কেউ বা ক্লেশ সহনে সাহসী। এবং আমার ধারণা অনেকে একই অবস্থায় কাপুরুষও বটে।

ল্যাচেস : হ্যাঁ, খুবই সত্য।

সক্রেটিস : আমার প্রশ্ন সাধারণত সাহস বা ভীতি সম্পর্কে। আমি সাহস সম্পর্কেই আলোচনাটি শুরু করব। আমার প্রশ্নটিকে পুনরায় আমি উপস্থিত করছি। উল্লিখিত সমস্ত ক্ষেত্রে সাহস বলে যাকে অভিহিত করা হয় তার সাধারণ বৈশিষ্ট্য কী? আমার কথাটি কি আপনার নিকট এবার স্পষ্ট হলো?

ল্যাচেস : না, খুব বেশি স্পষ্ট হয় নি।

সক্রেটিস : আমি বলছি : আমরা প্রশ্ন করতে পারি, দ্রুততা গুণটি কী? অর্থাৎ দৌড়াবার ক্ষেত্রে কিংবা বীণাবাদনে, ভাষণদান বা শিক্ষাগ্রহণে—এরূপ বিভিন্ন কার্যে হাত, পা, মুখ, কণ্ঠ, মন প্রভৃতির যে-কোনো কার্যে আমরা যে সাধারণ গুণটি দেখতে পাই–সেটি কী? সেটিকে কি আপনি দ্রুততা বলে অভিহিত করবেন না?

ল্যাচেস : হ্যাঁ, অবশ্যই।

সক্রেটিস : মনে করুন, আমাকে কেউ প্রশ্ন করল : সক্রেটিস দ্রুততা বলে যে শব্দ তুমি ব্যবহার করছ তার বিভিন্ন প্রয়োগের সাধারণ গুণটি কী, আমাদের বল। তা হলে আমাকে বলতে হবে : দৌড়, ভাষণ বা অপর কোনো কার্যে যে-গুণ অল্প সময়ে অধিক ফলদান করে, তাকেই আমরা দ্রুততা বলে অভিহিত করব।

ল্যাচেস : তোমার এ উত্তর যথার্থই হবে।

সক্রেটিস : তা হলে ল্যাচেস, অনুরূপভাবে আপনি আমায় বলুন : সাহস দ্বারা কোন সাধারণ গুণকে বুঝানো হবে? অর্থাৎ কোন সাধারণ গুণকে সাহস বলে আরাম ও ক্লেশ প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে?

ল্যাচেস : সাহসের সার্বিক চরিত্রের কথা বললে, আমার মনে হয়, সাহস হচ্ছে আত্মার ধৈর্য বা সহনশীলতা।

সক্রেটিস : আমাদের প্রশ্নের জবাবদানের জন্য এরূপই বলা আবশ্যক। কিন্তু তথাপি আমার মনে হয় না যে, সমস্ত সহিষ্ণুতাকেই সাহস বলে বিবেচনা করা চলে। আমার যুক্তি হচ্ছে : আমার বিশ্বাস, ল্যাচেস, আপনি সাহসকে অবশ্যই একটি মহৎ গুণ বলে বিবেচনা করেন।

ল্যাচেস : হ্যাঁ, সাহস অবশ্যই একটি অতি মহৎ গুণ।

সক্রেটিস : এবং বিজ্ঞের সহিষ্ণুতাকেও আপনি অবশ্যই মহৎ বলবেন?

ল্যাচেস : অবশ্যই। অতি মহৎ।

সক্রেটিস : কিন্তু মূর্খের সহিষ্ণুতাকে আপনি কী বলবেন? মূখের সহিষ্ণুতাকে কি খারাপ এবং ক্ষতিকর বলা উচিত নয়?

ল্যাচেস : হ্যাঁ, তাই।

সক্রেটিস : কিন্তু যা খারাপ এবং ক্ষতিকর, তাকে কি আপনি মহৎ বলতে পারেন?

ল্যাচেস : না, সক্রেটিস, আমার সেরূপ বলা উচিত নয়।

সক্রেটিস : তা হলে এরূপ সহিষ্ণুতাকে আপনি সাহস বলে অভিহিত করবেন না। কেননা, এরূপ সহিষ্ণুতা মহৎ নয়। কিন্তু সাহস অবশ্যই মহৎ।

ল্যাচেস : তুমি ঠিকই বলেছ।

সক্রেটিস : তা হলে আপনার বক্তব্যানুযায়ী কেবলমাত্র বিজ্ঞের সহিষ্ণুতাই সাহস? ল্যাচেস; হ্যাঁ, তাই।

সক্রেটিস : এবার তা হলে 'বিজ্ঞ' কথাটিকে ধরা যাক : কিসে বিজ্ঞ? ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব কিছুতেই বিজ্ঞ? দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, এক ব্যক্তি অর্থ ব্যয়ে সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছে। কেননা সে জানে যে, 'অর্থব্যয়ে সহিষ্ণুতা তার পরিণামে অধিকতর অর্থ বহন করে আনবে। এরূপ লোককে কি আপনি সাহসী বলবেন? ল্যাচেস; অবশ্যই না।

সক্রেটিস : ধরা যাক, এক ব্যক্তি চিকিৎসক। তার পুত্র বা অপর কোনো রোগীর ফুসফুসের প্রদাহ ঘটেছে। রোগী আবেদন জানাচ্ছে যেন চিকিৎসক বিশেষ কিছু খেতে বা পান করতে অনুমতি দেন। চিকিৎসক দৃঢ়ভাবে সে অনুমতি প্রত্যাখ্যান করছেন। আপনি কি একে সাহস বলবেন?

ল্যাচেস : না, এটিও পূর্বের ন্যায়ই সাহস নয়।

সক্রেটিস : বেশ, যুদ্ধে যে সহিষ্ণুতা তার কথা ধরুন। একজন যোদ্ধা যুদ্ধে সহিষ্ণু। সে সংগ্রামে ইচ্ছুক। সে জানে এবং বিজ্ঞতার সঙ্গে পরিমাপ করে দেখেছে যে অপর সাথীগণ তাকে যুদ্ধকালে সাহায্য করবে; তার প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্য তার চেয়ে শক্তিতে দুর্বল এবং সংখ্যায় ন্যূন। তদুপরি আমাদের যোদ্ধা জানে যে, স্থানগত অবস্থান প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে অধিকতর সুবিধাজনক। এরূপ যোদ্ধা যখন বিজ্ঞতার সঙ্গে প্রস্তুতি এবং পরিমাপ সহকারে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে তখন তাকে আপনি সাহসী বলবেন–কিংবা তার প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনীর যে যোদ্ধা বিপরীত পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে, কাকে সাহসী বলবেন? কিংবা কে অধিক সাহসী?

ল্যাচেস : আমার বিবেচনায় অপর যোদ্ধাই অধিক সাহসী।

সক্রেটিস : কিন্তু অপর যোদ্ধার সাহস নিশ্চয় প্রথম যোদ্ধার তুলনায় মূখের সাহস?

ল্যাচেস : একথা ঠিক।

সক্রেটিস : তা হলে আপনি বলতে চান যে, অশ্বারোহী বাহিনীর যে যোদ্ধা অশ্ব চালনার জ্ঞান সহকারে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে সে তত সাহসী নয়, যত সাহসী সেই অশ্বারোহী যোদ্ধা যে অনুরূপ জ্ঞান ব্যতিরেকেও সহিষ্ণুতা সহকারে যুদ্ধ করে?

ল্যাচেস : আমি সেই রূপই বলব।

সক্রেটিস : তেমনি যে ধনুক বা অপর কোনো অস্ত্র প্রয়োগের জ্ঞানের ভিত্তিতে সাহস প্রদর্শন করে সে তত সাহসী নয়, যত সাহসী হচ্ছে সে, যে এরূপ প্রয়োগ কৌশলের জ্ঞান ব্যতিরেকেই সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে?

ল্যাচেস : হ্যাঁ তাই।

সক্রেটিস : এবং কেউ যদি ডুব দেওয়ার কৌশল না জেনেও একটি কূপের ভিতর অবতরণ করে অনেক সময় অবধি টিকে থাকতে পারে কিংবা অনুরূপ কোনো কাজে সক্ষম হয়, তা হলে তাকে আপনি যে ব্যক্তি ডুব দেওয়ার কৌশল জানে তার চেয়ে অধিক সাহসী বলবেন?

ল্যাচেস : তা তো বটেই। এ ব্যতীত অপর কি বলা সম্ভব?

সক্রেটিস : হ্যাঁ, যদি সেরূপই মনে করা হয়, তা হলে অপর আর কিছু বলা সম্ভব নয়।

ল্যাচেস : আমিও সেরূপই মনে করি।

সক্রেটিস : কিন্তু যে ব্যক্তি এরূপ বিপদের ঝুঁকি নিয়েও সাহসিকতা প্রদর্শন করে, সে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির এ সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে, তার তুলনায় অবশ্যই বুদ্ধিহীন।

ল্যাচেস : হ্যাঁ, সে কথা সত্য।

সক্রেটিস : তথাপি সাহসকে একটি মহৎগুণ হিসাবেই স্বীকার করা হয়েছে, নয় কি?

ল্যাচেস : ঠিক।

সক্রেটিস : কিন্তু এখন বিপরীতভাবে আমরা বুদ্ধিহীন ধৈর্যকে সাহস বলছি। অথচ পূর্বে বুদ্ধিহীন ধৈর্যকে আমরা অসম্মানজনকই মনে করেছি।

ল্যাচেস : একথাও সত্য।

সক্রেটিস : কিন্তু এরূপ বলা কি আমাদের পক্ষে সংগত?

ল্যাচেস : সক্রেটিস, এখন আমি নিশ্চিত যে এরূপ বলা আমাদের পক্ষে সংগত নয়।

সক্রেটিস : তা হলে ল্যাচেস আপনার এই অভিমত অনুসারে আপনার কিংবা আমার কারো জীবনই ডোরীয় সুরে বাঁধা নয়। কেননা আমাদের কথা ও কাজে সংগতি নেই। ডোরীয়াবাসীদের কথা ও কাজে সংগতি বিরাজমান। বর্তমান আলোচনারত আমাদের দেখে যে কেউ বলবে যে আমরা কার্যক্ষেত্রে সাহসী হতে পারি–কিন্তু বর্তমান আলোচনায় আমরা কোনো সাহসের পরিচয় দিতে পারি নি।

ল্যাচেস : একথা অবশ্য সত্য।

সক্রেটিস : কিন্তু আমাদের এই অবস্থাটি কি আনন্দদায়ক?

ল্যাচেস : বরঞ্চ ঠিক বিপরীত।

সক্রেটিস : তার চয়ে বরঞ্চ আসুন, যে নীতি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তাকেই অন্তত আংশিকভাবে আমরা স্বীকার করে নিই।

ল্যাচেস : কী পরিমাণ আমরা স্বীকার করব এবং কোন নীতির কথাই বা তুমি বলছ, সক্রেটিস?

সক্রেটিস : ধৈর্য বা সহন শক্তির নীতি। সাহস সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্যে আমাদেরও কিছুটা ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে হবে। তা হলেই সাহস আমাদের দুর্বল চিত্তকে পরিহাস করবে না। কেননা, পরিশেষে আমরা হয়তো দেখব যে, ধৈর্য এবং সাহস অভিন্ন।

ল্যাচেস : যদিও আমি এরূপ অনুসন্ধান কার্যে অভ্যস্ত নই, তা হলেও সক্রেটিস, তোমার সঙ্গে অগ্রসর হতে আমি সম্মত আছি। মতামতের বিবৃতিসমূহ ইতোমধ্যেই আমার মনে বিতর্কের একটি স্পৃহা সৃষ্টি করেছে। আমি নিজের মতটি ঠিকভাবে প্রকাশ করতে অসমর্থ বলে নিজেই বিশেষ দুঃখিত। কেননা, সে আমার প্রকাশের অতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে আয়ত্ত করে তার প্রকৃতিকে প্রকাশ করা আমার পক্ষে যেন সম্ভব হচ্ছে না।

সক্রেটিস : কিন্তু প্রিয় বন্ধু, যে উত্তম খেলোয়াড়, তার আলস্য পরিহার করে চিহ্নিত পথ ধরে অগ্রসর হওয়াই উচিত নয় কি?

ল্যাচেস : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তার অগ্রসর হওয়া উচিত।

সক্রেটিস : আসুন তা হলে আমরা নিসিয়াসকেও আমাদের এই খেলায় যোগদানের আহ্বান জানাই। তিনি আমাদের চেয়ে উত্তম খেলোয়াড় হতে পারেন। আপনি কী বলেন?

ল্যাচেস : আমারও এটি মনঃপূত।

সক্রেটিস : নিসিয়াস, আপনিও তা হলে আমাদের সঙ্গে যোগদান করুন। দেখতে পাচ্ছেন, আমরা যুক্তির সমুদ্রে ঢেউয়ের দোলায় দুলছি এবং খাবি খাচ্ছি। আপনার বন্ধুদের দুর্দশায় সাহায্য করার জন্য আপনি এগিয়ে আসুন। আপনি আমাদের অন্তিম অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন। আপনিই আমাদের রক্ষা করতে পারবেন এবং আপনার নিজের মতকেও এভাবে সুনির্দিষ্ট করতে পারবেন। শুধুমাত্র আপনি বলুন : সাহস সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন।

সিনিয়াস : সক্রেটিস, আমার বিবেচনায়, তুমি কিংবা ল্যাচেস সাহসের সঠিক সংজ্ঞা দিচ্ছ না। কেননা, তোমার নিজের মুখ থেকে অন্য সময়ে আমি যে সুন্দর কথাটি শুনেছি সেটিই তুমি বিস্মৃত হয়েছ।

সক্রেটিস : সেটি কী নিসিয়াস?

নিসিয়াস : আমি তোমাকে প্রায়শই বলতে শুনেছি : প্রত্যেক মানুষই আপন জ্ঞানের ক্ষেত্রে উত্তম এবং অজ্ঞানের ক্ষেত্রে অধম।'

সক্রেটিস : একথা অবশ্যই সত্য, নিসিয়াস।

নিসিয়াস : সুতরাং সাহসী যদি উত্তম হয় তা হলে সে জ্ঞানীও?

সক্রেটিস : ল্যাচেস, আপনি নিসিয়াসের বক্তব্য শুনছেন কি?

ল্যাচেস : হ্যাঁ, আমি তার কথা শুনেছি, কিন্তু আমি সঠিকভাবে তাকে অনুধাবন করতে পারছিনে।

সক্রেটিস : আমার মনে হচ্ছে, আমি তাকে বুঝতে পারছি। আমার মনে হচ্ছে নিসিয়াস। বলতে চাচ্ছেন : 'সাহসও এক প্রকার জ্ঞান।'

ল্যাচেস : সক্রেটিস, তার দ্বারা সে কি বুঝতে যাচ্ছে?

সক্রেটিস : এ প্রশ্ন আপনি তাকেই জিজ্ঞাসা করুন।

ল্যাচেস : হ্যাঁ, আমি তাই করছি।

সক্রেটিস : নিসিয়াস, আপনি তা হলে বলুন, এই বিজ্ঞতার দ্বারা আপনি কি বুঝাতে চাইছেন? কেননা আপনি নিশ্চয়ই এই বিজ্ঞতার দ্বারা বাঁশি বাজানোর বিজ্ঞতাকে বুঝাতে চাইছেন না?

নিসিয়াস : অবশ্যই আমি তা বুঝতে চাইনে।

সক্রেটিস : কিংবা বীণাবাদনের বিজ্ঞতাকেও নয়?

নিসিয়াস : না, তাও নয়।

সক্রেটিস : তা হলে আপনার এই জ্ঞানের প্রকৃতি কি এবং কিসের বিষয়ে এই জ্ঞান? ল্যচেস : সক্রেটিস, আমি মনে করি, তোমার প্রশ্নটি অতি উত্তম হয়েছে। আমিও চাচ্ছি, নিসিয়াস বলুক তার জ্ঞান বা বিজ্ঞতার প্রকৃতি কী?

নিসিয়াস : ল্যাচেস, আমি বলতে চাই : সাহস হচ্ছে সেই জ্ঞান, যা যুদ্ধে কিংবা অপর কোনো কার্যে ভীতি কিংবা আস্থার সৃষ্টি করে।

ল্যাচেস : সক্রেটিস, দেখ কী অদ্ভুত তার কথা।

সক্রেটিস : ল্যাচেস, আপনি একথা কেন বলছেন?

ল্যাচেস : কেন বলব না? নিশ্চয়ই সাহস এক বস্তু এবং বিজ্ঞতা ভিন্নতর।

সক্রেটিস : কিন্তু নিসিয়াস তো সে কথাই অস্বীকার করছেন।

ল্যাচেস : হ্যাঁ, সেটি সে অস্বীকার করছে এবং সেখানেই সে মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছে।

সক্রেটিস : তাঁকে গালমন্দ করার চেয়ে আসুন, আমরা তাকে পরামর্শ দান করি।

নিসিয়াস : ল্যাচেস আমাকে পরামর্শ দানে ইচ্ছুক নয়। কেননা সে নিজে নির্বোধের ন্যায় কথা বলে। এখন আমাকেও সে নির্বোধ প্রমাণ করতে চাচ্ছে।

ল্যাচেস : খুবই খাঁটি কথা নিসিয়াস। তুমি যথার্থই নির্বোধের ন্যায় কথা বলেছ এবং আমি তোমাকে তা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি : চিকিৎসকগণ কি রোগেরবিপদ সম্পর্কে জ্ঞাত নন? কিংবা যারা সাহসী তারা সে বিপদকে জানে? অথবা তুমি বলবে, চিকিৎসক এবং সাহসী–এ দুটিই এক কথা?

নিসিয়াস : হ্যাঁ, কিছু জানা এবং সাহসী হওয়া, এক কথা হতে পারে না। কৃষক কৃষিকার্যের বিপদাদি জানতে পারে–কিংবা অপর কোনো কারিগরের এমন জ্ঞান থাকতে পারে, যা তার আপন বিদ্যায় আস্থা কিংবা ভীতির সঞ্চার করতে পারে কিন্তু সেজন্য তারা বিন্দু পরিমাণ অধিক সাহসী নয়।

সক্রেটিস : নিসিয়াস, ল্যাচেস কী বলতে চাইছেন? আমার মনে হচ্ছে, তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন।

নিসিয়াস : হ্যাঁ, সে কিছু বলছে বটে। কিন্তু তা সত্য নয়।

সক্রেটিস : কী করে?

নিসিয়াস : কেননা, ল্যাচেস দেখছে না যে, চিকিৎসকের জ্ঞান হচ্ছে আরাম এবং ব্যারাম সম্পর্কে জ্ঞান। রোগীকে সে শুধু এটুকুই বলতে পারে। ল্যাচেস তুমি কি মনে কর, চিকিৎসক জানে, রোগীর

নিকট আরাম কিংবা ব্যারাম, কোনটি কখন অধিক ভীতিপ্রদ? এমন রোগী তো হতে পারে যার রোগশয্যা থেকে আর মুক্তি পাওয়াই সংগত নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি কি মনে কর, জীবন সর্বদাই মৃত্যুর চেয়ে উত্তম, মৃত্যুও কি অনেক সময়ে কাম্য হতে পারে না?

ল্যাচেস : হ্যাঁ, তা হতে পারে?

নিসিয়াস : তা হলে যার মৃত্যুই শ্রেয় এবং যার জীবনই শ্রেয়–এদের উভয়ের নিকট কি একই বস্তু ভীতিজনক বলে বোধ হতে পারে?

ল্যাচেস : না, তা অবশ্য নয়।

নিসিয়াস : তা হলে তুমি মনে কর, আশা এবং আশঙ্কায় যারা বিজ্ঞ, তাদের ব্যতীত আর কেউ–অর্থাৎ চিকিৎসক কিংবা কোনো শিল্পীর পক্ষে একথা জানা সম্ভব? আমি এরূপ বিজ্ঞকেই সাহসী বলি।

সক্রেটিস : ল্যাচেস, নিসিয়াসের কথার অর্থটি কি আপনি বুঝতে পারেন?

ল্যাচেস : হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি। এবং আমি মনে করি, সে যেরূপ বলছে তাতে ভবিষ্যদ্বক্তারাই হচ্ছে সাহসী। কেননা তারা ব্যতীত আর কে জানে, মৃত্যু কিংবা জীবন উত্তম? কিন্তু নিসিয়াস, তুমি কি নিজেকে একজন ভবিষ্যদ্বক্তা বলতে চাচ্ছ? কিংবা বলব, তুমি ভবিষ্যদ্বক্তা বা সাহসী, কোনোটিই নও?

নিসিয়াস : কী বলছ তুমি ল্যাচেস? তুমি কী বলতে চাচ্ছ, ভবিষ্যদ্বক্তার আশা ও আশঙ্কার কারণ জানা সম্ভব?

ল্যাচেস : অবশ্যই আমি তাই বলছি। সে ব্যতীত অপর কে জানবে?

নিসিয়াস : কেন? আমি যার কথা বলছি সে জানবে। কেননা যে ভবিষ্যদ্বক্তা সে শুধু ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাসই জানবে। মৃত্যু কিংবা রোগ, সম্পদের বিনষ্টি বা যুদ্ধে জয়-পরাজয়–অথবা অপর কোনো প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রভৃতির আভাস সে জানতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ের ফলভোগ কার নিকট উত্তম হবে, সে সিদ্ধান্ত ভবিষ্যদ্বক্তা কিংবা যে ভবিষ্যদ্বক্তা নয়, তাদের কেউ স্থির করে দিতে পারে না।

ল্যাচেস : সক্রেটিস, আমি নিসিয়াসের বক্তব্যের উদ্দেশ্যটি বুঝতে পারছিনে। কেননা সে তার সাহসী ব্যক্তিকে ভবিষ্যদ্বক্তা কিংবা চিকিৎসক–কিংবা অপর কোনো চরিত্র হিসাবে উপস্থিত করছে না। জানি না সে তাকে দেবতা বা ভগবান বলতে চাইছে কি না। আমার মনে হচ্ছে, সে অর্থহীন কথা বলছে। বারংবার সে তার যুক্তিগুলিকে বেভাজ করে দিচ্ছে, যেন সে নিজেকে যে অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে নিয়ে এসেছে, তাকে গোপন করে রাখতে সক্ষম হয়। সক্রেটিস, তুমি এবং আমি ঠিক সেরূপই

করতাম, যদি অসংগতির ভাবটিকে আমরা এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস পেতাম। বিচারালয়ের তর্কে এরূপ করা আমাদের যুক্তিসংগত হতে পারে। কিন্তু বন্ধুবর্গের আলোচনার ক্ষেত্রে কেউ নিজেকে এরূপভাবে শব্দের কারচুপির মাধ্যমে কেন প্রকাশ করবে?

সক্রেটিস : ল্যাচেস, আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে তার এরূপ করা সংগত নয়। কিন্তু এমন তো হতে পারে যে, নিসিয়াস তার কথা গুরুত্ব সহকারেই বলছেন। শুধুমাত্র কথার জন্য তিনি কথা বলছেন না? আমরা বরঞ্চ তাকে কথার অর্থ ব্যাখ্যা করতে বলি, এবং তার পক্ষে যদি যুক্তি থাকে তা হলে আমরা তার সঙ্গে একমত হবো। তা যদি না হয়, তা হলে আমরাই তাকে পথ বাতলে দেব।

ল্যাচেস : তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি প্রশ্ন কর, সক্রেটিস। আমি তাকে যথেষ্টই প্রশ্ন করেছি।

সক্রেটিস : হ্যাঁ, আমার না করার কোনো কারণ নেই এবং আমার প্রশ্ন আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্যই সফল করবে।

ল্যাচেস : আচ্ছা বেশ।

সক্রেটিস : তা হলে নিসিয়াস, আপনি আমাকে বলুন। না, বরঞ্চ বলছি আপনি আমাদের বলুন। কেননা ল্যাচেস এবং আমি একই যুক্তির সঙ্গী। আপনি বলুন, সাহস বলতে আপনি কি আশা-আশঙ্কার হেতুর জ্ঞানকে বুঝাতে চেয়েছেন?

নিসিয়াস : হ্যাঁ আমি তাই বলছি।

সক্রেটিস : এবং প্রত্যেকের এই জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়? চিকিৎসক কিংবা ভবিষ্যদ্বক্তা এদের কেউ নিশ্চয় এ জ্ঞানে জ্ঞানী নয়। এবং এরূপ লোক সাহস অর্জন না করে সাহসী হতে পারে না–একথাই আপনি বলতে চাচ্ছিলেন?

নিসিয়াস : হ্যাঁ, আমি তাই বলছিলাম।

সক্রেটিস : তা হলে দেখা যাচ্ছে, এটি নিশ্চয়ই এমন কোনো বিষয় নয়, যা প্রবাদের ভাষায় ‘যে-কোনো শূকর’ জানতে পারে। সুতরাং যে-কেউই সাহসী হতে পারে না?

নিসিয়াস : না, তা পারে না। আমি তাই মনে করি।

সক্রেটিস : না, স্পষ্টতই তা পারে না। ক্রোসীয় শূকর অবশ্যই বিরাট। কিন্তু সেই বড় জন্তুকেও আপনি নিশ্চয়ই সাহসী বলবেন না। একথা আমি কোনো রহস্যাকারে বলছিনে। একথা আমি বলছি এজন্য যে, আপনার সাহসের তত্ত্বকে–অর্থাৎ ‘সাহস হচ্ছে আশা এবং ভীতির হেতু উপলব্ধি’-এই তত্ত্বকে যদি কেউ গ্রহণ করেন, তা হলে তার পক্ষে কোনো বন্য জন্তুকে সাহসী বলা সম্ভব হয় না। কেননা, সিংহ, ব্যাঘ্র,

বন্যশূকর কিংবা অপর কোনো জন্তুকে সাহসী বলতে হলে বলতে হয় যে, এ সমস্ত জন্তুও এমন জ্ঞানের অধিকারী, সে-জ্ঞান অতি অল্প সংখ্যক মানুষেরই থাকা সম্ভব। এবং সেই জ্ঞানের জন্যই এ সমস্ত জন্তু সাহসী। আপনার তত্ত্বকে স্বীকার করলে বলতে হয় যে, সিংহ, হরিণ, মহিষ, বানর এদের কারোই সাহসী হওয়ার কোনো দাবি থাকতে পারে না।

ল্যাচেস : সাবাস সক্রেটিস! অতি উত্তম বলেছ। এবং আমিও আশা করি, নিসিয়াস, তুমি দয়া করে বলবে, যে-সমস্ত জন্তুকে আমরা সকলে সাহসী বলে জানি, তারা মনুষ্য জাতির চেয়ে অধিক জ্ঞানী কি না? অথবা সর্বজনস্বীকৃত মতকে অস্বীকার করেও তুমি সাহসের সঙ্গে বলবে যে, এ সমস্ত জন্তু সাহসী নয়?

নিসিয়াস : ল্যাচেস, যে-সমস্ত জন্তু অজ্ঞ হয়েও বিপদ সম্পর্কে ভীতিহীন তাদের আমি আদৌ সাহসী বলিনে। তাদের আমি বলি ভয়হীন এবং অচেতন। যেমন ধর ছোট্ট শিশু। তুমি কি মনে করতে পার যে, ছোট্ট শিশুকে আমি সাহসী বলব, যেহেতু সে বিপদ কাকে বলে জানে না এবং বিপদকে সে ভয় করে না। আমার দৃষ্টিতে সাহস এবং ভয়হীনতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমার মতে চিন্তাপূর্ণ সাহস এমন একটি গুণ, যে-গুণ খুব অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু হঠকারিতা, ভয়হীনতা বা সাহসে কোনো পূর্ব-চিন্তার আবশ্যক হয় না। সেজন্য যত্রতত্র এ গুণটিকে পাওয়া যায়। পুরুষ, স্ত্রী, শিশু, পশু এদের অনেকের মধ্যেই তাই সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। তোমরা এবং সাধারণভাবে অপর সকলে। যাকে 'সাহসী কাজ' বল, আমি তাকে হঠকারিতা বলি। সাহসী কাজ হচ্ছে, সচেতন কাজ। ল্যাচেস; সক্রেটিস, তুমি অবলোকন কর, কী দক্ষতার সঙ্গে নিসিয়াস নিজেকে শব্দ সজ্জায় ভূষিত করছে এবং তারই মাধ্যমে সে সাহসী সব মানুষ এবং প্রাণীকে তাদের প্রাপ্য সাহসের সম্মান থেকে বঞ্চিত করার প্রয়াস পাচ্ছে।

নিসিয়াস : ল্যাচেস, তুমি ভীত হয়ো না। তোমার সাহসকে আমি স্বীকার করতে সম্মত রয়েছি। তুমি, লামাকাস এবং অনেক এথেন্সবাসী আছে, যারা সত্যিই সাহসী এবং জ্ঞানী।

ল্যাচেস : একথার জবাবও আমি দিতে পারতাম। কিন্তু আমি উগ্র স্বভাব এক্সেনীয় বলে পরিচিত হতে চাইনে বলে নিরস্ত হলাম।

সক্রেটিস : ল্যাচেস আপনি ওঁর জবাব দিতে যাবেন না। আমার মনে হচ্ছে, আপনি তাঁর জ্ঞানের উৎস জ্ঞাত নন। নিসিয়াসের সব জ্ঞান আসছে তার বন্ধু ড্যামনের নিকট থেকে। ড্যামন হচ্ছে প্রডিকাসের সর্বক্ষণের সঙ্গী এবং সফিস্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রডিকাস হচ্ছে কূটতর্কে সর্বাধিক কৌশলী ব্যক্তি।

ল্যাচেস : হ্যাঁ সক্রেটিস, এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মর বিচার বিশ্লেষণ সফিস্টকেই সাজে, যাকে এথেন্সনগরী তার রাষ্ট্রব্যবস্থার অধিনায়ক হিসাবে নির্বাচিত করেছে, তাকে নয়।

সক্রেটিস : একথা সত্য, প্রিয় বন্ধু। কিন্তু বিরাট রাজনীতিজ্ঞের বিরাট বুদ্ধিও আবশ্যক। আমার মনে হয়, নিসিয়াসের সংজ্ঞার তাৎপর্যটা বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে।

ল্যাচেস : বেশ, সে কাজ তুমি কর।

সক্রেটিস : আমি সে কাজটি অবশ্যই করব, বন্ধুবর। কিন্তু আপনি মনে করবেন না, এ কাজের অংশীদারত্ব থেকে আপনাকে আমি বাইরে রাখব। কেননা আমি আশা করি, আপনিও বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে দেখবেন এবং সমস্যাটি আলোচনায় আমার সঙ্গে যোগদান করবেন। ল্যাচেস; তুমি যদি আমার জন্য সেটি উচিত মনে কর, তা হলে আমি সেরূপ করব।

সক্রেটিস : হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি। কিন্তু নিসিয়াস, আমার অনুরোধ, আপনি পুনরায় শুরু করুন। আপনার স্মরণ আছে, আমরা আলোচনার শুরুতে সাহসকে ন্যায়পরায়ণতার অংশ বলে বিবেচনা করেছি।

[পেজ নাম্বার '২২৫' মিসিং]

রয়েছে। এবং এজন্যই আইনের বিধানেও ভবিষ্যদ্বক্তা হচ্ছে অধিনায়কের অধীন। কিন্তু অধিনায়ক ভবিষ্যদ্বক্তার অধীন নয়। ল্যাচেস, আমার একথা কি ঠিক নয়?

ল্যাচেস : খুই ঠিক।

সক্রেটিস : নিসিয়াস, আপনি কি মনে করেন যে, একটি বিজ্ঞানের একই বিষয়ের ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সম্পর্কে জ্ঞান থাকে?

নিসিয়াস : হ্যাঁ, সক্রেটিস, আমার মতও তাই।

সক্রেটিস : এবং সাহসকে আপনি ভীতি এবং আশার জ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন।

নিসিয়াস : আমি তা করেছি।

সক্রেটিস : কিন্তু ভয় বা আশা হচ্ছে ভবিষ্যৎ অমঙ্গল বা মঙ্গল?

নিসিয়াস : হ্যাঁ, তাই।

সক্রেটিস : এবং একটি বিজ্ঞান একই বিষয়ে ভবিষ্যৎ বা যে-কোনো বিষয়বস্তু হচ্ছে ভয় বা আশা। কেননা ভয় বা আশা হচ্ছে শুধুমাত্র ভবিষ্যতের বিষয়! সাহস যদি জ্ঞান বা বিজ্ঞান হয় তা হলে অপরাপর

বিজ্ঞানের ন্যায় তাকে শুধু ভবিষ্যতের মঙ্গল অমঙ্গল নিয়ে চিন্তা করলে চলে না। তাকে অতীত, বর্তমান বা যে-কোনো সময়ের বিষয় নিয়েই চিন্তা করতে হয়।

নিসিয়াস : আমার তাই বোধ হয়।

সক্রেটিস : তা হলে নিসিয়াস, আপনি যে জবাব দিয়েছেন সেটি সাহসের সমগ্র সত্তা নিয়েই। কিন্তু আপনার বর্তমান মত অনুসারে সাহস শুধু ভীতি এবং আশারই জ্ঞান নয়, সাহস হচ্ছে সর্ব সময়ের মঙ্গল-অমঙ্গলের সৃষ্টি কীভাবে ঘটেছে এবং কীভাবে ঘটবে তা হলে সে কি স্বয়ংসম্পূর্ণ, ত্রুটিহীন এবং সর্বগুণান্বিত হয়ে যায় না? ন্যায়বিচার, স্থৈর্য বা পবিত্রতা কোনো গুণেই তখন সে অপূর্ণ থাকে না। সব গুণের আধার হয়ে সে জানে, কোনটি বিপদ এবং কোনটি বিপদ নয়। এবং সে বিপদ প্রাকৃতিক বা অতি-প্রাকৃতিক, যাই হোক, তার বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করতে সে সক্ষম। মঙ্গলের নিশ্চয়তা বিধানেও সে সক্ষম। কেননা সে জানে দেবতা বা মানুষের, কার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা আবশ্যক।

নিসিয়াস : সক্রেটিস, তোমার বক্তব্যে বহুল পরিমাণ সত্যতা রয়েছে বলেই আমার বোধ হচ্ছে।

সক্রেটিস : কিন্তু নিসিয়াস, সাহসের এই নতুন সংজ্ঞা সাহসকে অংশ না করে সমগ্র ন্যায়পরতায় পরিণত করবে।

নিসিয়াস : তাই মনে হচ্ছে।

সক্রেটিস : কিন্তু আমরা মনে করেছিলাম যে, সাহস হচ্ছে ন্যায়পরতার একটি অংশ মাত্র।

নিসিয়াস : হ্যাঁ, আমরা সেইরূপ বলেছিলাম।

সক্রেটিস : তা হলে সে কথাটি আমাদের বর্তমান কথার বিরোধী?

নিসিয়াস : তাই দেখা যাচ্ছে।

সক্রেটিস : নিসিয়াস, তা হলে সাহসকে আমরা এখনও আবিষ্কার করতে পারি নি?

নিসিয়াস : হ্যাঁ, সত্য কথা।

সক্রেটিস : আপনি নিজেও তাকে অংশ বলেছেন। কিন্তু অংশ শুধু একটি নয়। অংশ আরো রয়েছে। সব অংশ মিলে যে সমগ্র হয়েছে, তাকেই ন্যায়পরয়ণতা বলা হয়।

নিসিয়াস : অবশ্যই।

সক্রেটিস : আপনি কি অংশের প্রশ্নে আমার সঙ্গে একমত? কেননা, আমি মনে করি যে ন্যায়বিচার, ধৈর্য প্রভৃতি সব গুণই হচ্ছে ন্যায়পরয়ণতা এবং সাহসের অংশসমূহ। আপনিও কি এরূপই মনে করেন?

নিসিয়াস : অবশ্যই।

সক্রেটিস : উত্তম। তা হলে এ পর্যন্ত আমরা দুজনে একমত। সুতরাং আসুন আমরা আর এক পা অগ্রসর হই এবং ভীত এবং আশাপূর্ণ সম্পর্কেও ঐকমত্য হওয়ার চেষ্টা করি। এ বিষয়ে আপনি একরূপ চিন্তা করবেন এবং আমি ভিন্নরূপ মনে করব এটি আমার ইচ্ছা নয়। তা হলে আমি আমার মতটিকে প্রথমে প্রকাশ করি। আমি যদি ভ্রান্ত হই, আপনি তা হলে আমাকে সংশোধন করে দিবেন। আমার মতে 'ভীত' এবং 'আশাপূর্ণ' কথার অর্থ হচ্ছে, যা বর্তমান কিংবা অতীত নয় কিন্তু ভবিষ্যতের মঙ্গল-অমঙ্গলের আশা কিংবা আশঙ্কাকে সৃষ্টি করে তাই। ল্যাচেস, আপনি এ মতটি কি স্বীকার করেন না?

ল্যাচেস : হ্যাঁ, সক্রেটিস, আমি এ মতটি সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার করি।

সক্রেটিস : নিসিয়াস, এটিই আমার মত। ভীতিপ্রদ বা ভীতিজনক বস্তু হচ্ছে ভবিষ্যতের অমঙ্গল। আশা হচ্ছে মঙ্গলের সম্ভাবনা। আপনি কি আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত?

নিসিয়াস : হ্যাঁ, আমি তোমার কথা স্বীকার করি।

সক্রেটিস : এবং এ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানকেই আপনি সাহস বলছেন?

নিসিয়াস : নির্দিষ্টভাবে আমি তাই বলি।

সক্রেটিস : বেশ, এবার দেখা যাক, আপনি ল্যাচেস এবং আমার সঙ্গে একটি তৃতীয় বিষয়েও একমত কি না?

নিসিয়াস : কী সে বিষয়?

সক্রেটিস : বলছি। তার এবং আমার একটি মত হচ্ছে যে, জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের ব্যাপারে একথা বলা চলে না যে, অতীতের এক বিজ্ঞান, বর্তমানের অপর এক বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যতের মঙ্গল-অমঙ্গলের অপর এক তৃতীয় বিজ্ঞান রয়েছে। আমাদের উভয়ের মতে সব নিয়ে বিজ্ঞান একটিই। দৃষ্টান্তস্বরূপ : স্বাস্থ্য বিষয়ে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে একটিই বিজ্ঞান; কৃষিকার্যের বিজ্ঞান সম্পর্কেও একই কথা। অর্থাৎ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উৎপাদনের প্রশ্ন নিয়ে কৃষিবিজ্ঞান। অধিনায়কত্বের প্রশ্নটি যদি বিবেচনা করেন তা হলে এ বিষয়ে আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, অধিনায়কের অবশ্যই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উত্তম জ্ঞান রয়েছে। ভবিষ্যদ্বক্তার সে অধীনস্থ নয়, বরঞ্চ ভবিষ্যদ্বক্তাই তার অধীন। কেননা সামরিক অধিনায়ক ভবিষ্যদ্বক্তার চেয়ে উত্তমরূপেই জানে যুদ্ধক্ষেত্রে কী হার সম্ভাবনা

নিসিয়াস : না, আমরা পারি না।

ল্যাচেস : কিন্তু, বন্ধু নিসিয়াস, আমার জবাবে তুমি যেরূপ ঘৃণার ভাব দেখিয়েছিলে, তাতে আমি আশা করেছিলাম, সাহসকে তুমি আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে। ড্যামনের জ্ঞানের শলাকা তোমাকে কিছুটা আলোকিত করবে বলেই তো আমাদের বিশেষ ভরসা ছিল।

নিসিয়াস : ল্যাচেস! আমি দেখতে পাচ্ছি, সাহস সম্পর্কে তোমার একমাত্র ইচ্ছা এটিই দেখা যে, আমিও তোমার ন্যায় অজ্ঞতা প্রকাশ করি কি না। কিন্তু আমি মনে করি, মারাত্মক বিষয় এই নয় যে, সবার যা জানা উচিত, আমরা দুজনই সমানভাবে সে বিষয়ে অজ্ঞ। তুমি জগতের অপর সকলের ন্যায়ই নিজের দিকে তাকাবার চেয়ে অপরের দুর্বলতাই অন্বেষণ কর। আমি মনে করি, আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা আমরা করেছি এবং কোনো মত যদি ত্রুটিপূর্ণভাবেও প্রকাশ করা হয়ে থাকে, তা হলে তাকে ড্যামন এবং অপরাপর জ্ঞানীর সাহায্যেই সংশোধন করা সম্ভব। অবশ্য যে ড্যামনকে তুমি দেখ নি, তিনি তোমার হাসির পাত্র। এ বিষয়ে আমি নিজে যখন যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবো, তখন তোমাকেও আমি কিছু দান করতে পারব। কেননা, তোমার জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে বলেই বোধ হচ্ছে।

ল্যাচেস : নিসিয়াস তুমি একজন দার্শনিক, সেকথা আমি জানি। তা হলেও লীসিম্যাকাস এবং মেলেসিয়াস যেন তাদের সন্ততির শিক্ষার জন্য আমাদের কাউকে উপদেষ্টা হিসাবে গ্রহণ না করেন। এ বিষয়ে আমি পূর্বেই বলেছি, এখনও বলছি, সক্রেটিসের নিকট থেকে জবাব না পেয়ে তারা যেন সক্রেটিসকে যেতে না দেন। আমার নিজের পুত্রগণ যদি যথেষ্ট বয়স্ক হতো তা হলে আমি নিজে তাদের সম্পর্কে সক্রেটিসের পরামর্শ গ্রহণ করতাম।

নিসিয়াস : সক্রেটিস যদি তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত থাকে তা হলে তোমার এ প্রস্তাব সম্পর্কে আমি অবশ্যই একমত হবো। নাইসেরেটাসের শিক্ষক হিসাবে আমি অপর কারো কথা চিন্তা করতে পারিনে। কিন্তু আমি লক্ষ করেছি, বিষয়টি তার নিকট উল্লেখ করলে সক্রেটিস নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে অপর শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করে। লীসিম্যাকাস, সে হয়তো আপনার কথা শুনতে সম্মত হবে।

লীসিম্যাকাস : হ্যাঁ, নিসিয়াস, তার শুনা উচিত। কেননা আমি তার জন্য যে কাজ করব, অপর অনেকের জন্যই সে কাজ করতে সম্মত হবো না। সক্রেটিস, তুমি কি বলছ? এবার কি তুমি সম্মত হবে? তুমি কি এবার তরুণদের উন্নয়নের কার্যে আমাদের সাহায্য করবে?

সক্রেটিস :লীসিম্যাকাস, বস্তুত কারো উন্নয়নেই আমার অসম্মত হওয়া অন্যায়। বর্তমান আলোচনা হতে যদি আপনি মনে করেন যে নিসিয়াস এবং ল্যাচেসের এ সম্পর্কে সেরূপ জ্ঞান নেই যেরূপ জ্ঞান আমার আছে, তা হলে আমাকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা সবাই যখন একই সংশয়ের মধ্যে রয়েছি, তখন আমাদের মধ্যে একের পরিবর্তে অপরকে আপনি এ দায়িত্ব কেন দিবেন? আমি মনে করি, কারো এরূপ করা উচিত নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে। আমি বরঞ্চ একটি পরামর্শ দিতে চাই। পরামর্শটি আমাদের নিজেদের বাইরে যাওয়া সংগত নয়। প্রিয় বন্ধুগণ! আমি মনে করি, আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য হচ্ছে, সর্বপ্রথম তার নিজের জন্য সর্বোত্তম শিক্ষকের অনুসন্ধান করা। কেননা, তরুণদের চেয়ে আমাদেরই শিক্ষাদাতার প্রয়োজন সমধিক। তারপরই মাত্র তরুণদের উন্নয়নের জন্য উত্তম শিক্ষক আমরা অনুসন্ধান করতে পারি। এ কার্যে অর্থ ব্যয়ে সঙ্কোচ কিংবা অপর কোনো চিন্তাকে আমাদের মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমরা নিজেদের উন্নতি সাধন না করে যেমন রয়েছি তেমন থাকব। এরূপ পরামর্শ আমি দিতে পারিনে। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে আমাদের বিদ্যালয়ে যেতে দেখে যদি কেউ পরিহাস করে, তা হলে আমি হোমারের বাণী উদ্ধৃত করে বলব :

“গরজের ক্ষেত্রে সঙ্কোচ সংগত নয়।”

সুতরাং আমাদের সম্পর্কে কী বলা হবে তাকে উপেক্ষা করে আসুন আমরা তরুণদের শিক্ষা দানই আমাদের আপন শিক্ষায় পরিণত করি।

লীসিম্যাকাস : সক্রেটিস, তোমার প্রস্তাবটিকে আমি উত্তম মনে করি। এবং আমি যেমন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বৃদ্ধ, তেমনি তরুণদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে যেতে সবচেয়ে আগ্রহান্বিত। তোমার প্রতি আমার একটি আবেদন : আগামী প্রত্যূষে তুমি আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হও। তখন এ বিষয়টি নিয়ে আমরা পরস্পর পুনরায় আলোচনা করতে পারব। বর্তমানের জন্য এস আমরা প্রসঙ্গটির আলোচনা এখানে সমাপ্ত করি।

সক্রেটিস : লীসিম্যাকাস, আপনার প্রস্তাবমতো আমি আগামী কল্য আপনার গৃহে গিয়ে উপস্থিত হবো।...

The End

PDF by BDebooks.Com